আয়ুর্ব্বেদদর্পণ।

অর্থাৎ

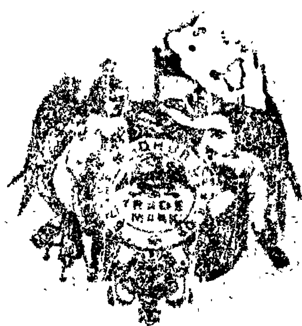
[illegible]

চাণক নিবাসী

শ্রীনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীগোপীনাথ দে এণ্ড কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত।

পঞ্চম সংস্করণ।



কলিকাতা

অপর চিৎপুর রোড ২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে
শ্রীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৩ সাল।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] ... [illegible] এবং [illegible] ... [illegible] গ্রহণ করতঃ [illegible] ... [illegible] পারিভাষিক [illegible] ... [illegible] সাধন না করিয়া [illegible] পুস্তকে এই [illegible] ... [illegible] এবং [illegible] ... [illegible] হইতে পারিবে।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদ-দর্পণ।

মঙ্গলাচরণং।

যামারাধ্য বিরিঞ্চিরস্য জগতঃ স্রষ্টা হরিঃ পালকঃ,
সংহর্ত্তা গিরিশঃ স্বয়ং বিতনুতে সংসার ইত্যাদিকং।
যস্যাজ্ঞামধিগত্য দৈবতগণাঃ কুর্ব্বন্তি কার্য্যাণিচ,
তাং দেবীং প্রণমামি বিশ্বজননীং সংসারনিস্তারিণীং ॥ ১ ॥
অব্যক্তপ্রকৃতের্ম্মহন্মুখবিকারভূততত্ত্বৈস্তনুস্তস্মিন্,
রোগচয়ং স্বযং বিতনুতে রোগস্বরূপাপ্রিয়া।
সা ব্যাধি প্রবিনাশিনী তনুভৃতাং সন্তাপহারা ভবে,
রক্ষেদাময়সংকুলাৎ করুণয়া লোকাম্মনস্তাপিতান্ ॥ ২ ॥

যাঁহাকে আরাধনা করিয়া বিধাতা এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, মহাদেব সংহারকর্ত্তা হইয়াছেন এবং যিনি স্বয়ং এই প্রকার আদি সংসার বিস্তার করিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেবগণ আপন আপন অধিকারিক কার্য্য করিয়াছেন, সেই ভগবতী বিশ্বসংসারের নিস্তারকারিণী, দেবীকে আমি প্রণাম করিতেছি। ১। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে মহদাদি বিকারপ্রাপ্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বদ্বারা শরীর হইয়াছে, এবং সেই শরীরে সেই প্রকৃতিস্বরূপা স্বয়ং রোগ সকল বিস্তার করিয়াছেন। যিনি রোগরূপা তিনিই রোগনাশিনী এবং সংসারে শরীরীদিগের সন্তাপহারিণী, সেই দেবী স্বীয় করুণাতে ব্যাধি দ্বারা মনস্তাপিত লোকদিগকে ব্যাধি সমূহ হইতে রক্ষা করুন্। ২।

অথ ব্যাধের্লক্ষণং।

রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা। রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে ॥ ১ ॥ তেচ স্বাভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ। মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেপি কায়িকাঃ ॥ ২ ॥ কর্ম্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদ্দোষজাঃ সন্তি-চাপরে। কর্ম্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩ ॥ যথাশাস্ত্রন্তু নির্ণীতা যথাব্যাধিচিকিৎসিতাঃ। ন শমং যান্তি

দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ ইহাদিগের বিষমভাবকেই রোগ বলা যায়, বায়ু পিত্ত কফের সমভাবের নাম অরোগ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ স্বভাবস্থ থাকিলে সুস্থ এবং বিকৃত প্রাপ্ত হইলেই রোগ হয়। সুতরাং মনুষ্য পশু পক্ষীপ্রভৃতি যাবৎ জন্তুমাত্রেরই জ্বরাদি ব্যাধি সমূহ দুঃখের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। ১। উক্ত পীড়া সকল চারি প্রকার যথা,—স্বাভাবিক, আগন্তু, মানস ও কায়িক। স্বাভাবিক অর্থাৎ শরীরে স্বভাবত যাহা জন্মে, যথা,—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, জাগরণ, মৃত্যু প্রভৃতি ; অথবা জন্ম হইতে উৎপন্ন রোগকে সহজরোগ যথা,—জন্মান্ধ, জন্মবধির প্রভৃতি। আগন্তু রোগ অভিঘাতাদিজনিত রোগ যথা—শস্ত্রাঘাত, লোষ্ট্রা-ঘাত, উচ্চস্থান হইতে পতন ইত্যাদি। মানস রোগ যথা,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়াভিমান, দৈন্য, খলতা, বিষাদ, দ্বেষ, হিংসা, মাৎসর্য্য প্রভৃতি। কায়িকরোগ যথা,—জ্বরাতিসার প্রভৃতি। ২। কোন কোন রোগ কর্ম্ম হইতে, অর্থাৎ প্রবল দুষ্কর্ম্মাদি হইতে, অপর কতকগুলি রোগ দোষ হইতে অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ প্রকুপিত হইয়া উৎপন্ন হয়। আবার কোন কোন রোগ কর্ম্ম ও দোষ এই উভয় হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং কর্ম্মজন্য, দোষজন্য এবং কর্ম্ম ও দোষ এই উভয় জন্য এই ত্রিবিধ রোগ।৩।

যে রোগা স্তে জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মজা বুধৈঃ ॥ ৪ ॥ দোষজা মিথ্যাহারবিহারপ্রকুপিতবাতপিত্তকফজাঃ ॥ ৫ ॥ ননু মিথ্যাহারবিহারিণামপি প্রাক্তনসুকৃতেন নৈরুজ্যং দৃশ্যতে এবং ততো দোষজেষ্বপি প্রাক্তনকর্ম্মকারণং। তৎ কথং দোষজা ইতি ॥ ৬ ॥ উচ্যতে দোষজেষ্বপি বস্তুত আদিকারণং। দুষ্কর্ম্ম বর্ত্ততএব কিন্তু তত্র মিথ্যাহারবিহারদূষিতা দোষা হেতবো দৃশ্যন্তে ইতি দোষজা ইত্যুচ্যতে ইতি সমাধিঃ ॥ ৭ ॥

কর্ম্মদোষোদ্ভবাঃ।

স্বল্পদোষা গরীয়াংস স্তে জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মদোষজাঃ ॥ ৮ ॥ কর্ম্মক্ষয়াৎ কর্ম্মকৃতা দোষজাঃ স্ব স্ব ভেষজৈঃ। কর্ম্মদোষোদ্ভবা

যথাশাস্ত্র নির্ণীত রোগসমূহ শাস্ত্রোক্ত বিধানে চিকিৎসিত হইলেও যদ্যপি প্রশমিত না হয়, তবে তাহাকে কর্ম্মজন্য রোগ বলিয়া জানিবে। ৪। মিথ্যা আহার ও মিথ্যা বিহারাদি দ্বারা প্রদুষ্ট দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ জনিত যে ব্যাধি, তাহাকে দোষজ ব্যাধি বলিয়া জানিবে। ৫। মিথ্যা আহার বিহারিদিগের প্রাক্তন সুকৃতিতে অরোগ ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই হেতু দোষজ ব্যাধিতে প্রাক্তন কর্ম্মও কারণ স্বরূপ হয়। সুতরাং কি প্রকারে দোষজ হয়?. এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, দোষজে বস্তুত দুষ্কর্ম্মই আদি কারণ, কিন্তু মিথ্যা আহার বিহারাদি দ্বারা দূষিত দোষ কেবল হেতু বলিয়া জানিবে, অতএব দোষজ রোগই বলিতে হইবে। ৬। ৭।

প্রবল দুষ্কর্ম্মজনিত রোগে দোষের অল্পতা থাকিলে তাহাকেই কর্ম্মদোষজ ব্যাধি বলিয়া জানিবে। ৮। কর্ম্মজ ব্যাধি কর্ম্মক্ষয় হইলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, দোষজ রোগ যথোচিত ঔষধ দ্বারা

যান্তি কর্ম্মদোষক্ষয়াৎ ক্ষয়ং ॥ ৯ ॥ সাধ্যা যাপ্যাপ্যসাধ্যাশ্চ ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ। সুখসাধ্যঃ কষ্টসাধ্য দ্বিবিধা সাধ্য-উচ্যতে ॥ ১০ ॥

যাপ্যলক্ষণমাহ।

যাপনীয়স্তু তং বিদ্যাৎ ক্রিয়া ধারয়তে হি যৎ। ক্রিয়ায়াস্তু নিবৃত্তায়াং সদ্যো যশ্চ বিনশ্যতি ॥ ১১ ॥ প্রাপ্তাক্রিয়া ধারয়তি সুখিতং যাপ্যমাতুরং। প্রযতিষ্য দিবাগারং স্তম্ভো যত্নেন যোজিতঃ ॥ ১২ ॥ সাধ্যায়াপ্যত্ব মায়ান্তি যাপ্যাস্তা সাধ্যতাং তথা। ঘ্নন্তি প্রাণান্ সাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়ারতাং ॥ ১৩ ॥ ব্যাধের্জ্ঞাতব্যস্য পঞ্চজ্ঞানোপায়া ভবন্তি তানাহ। নিদানাং

শান্তি পায়। ৯। রোগ ত্রিবিধ যথা,—সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য; তন্মধ্যে সাধ্য আবার দুই প্রকার, সুখসাধ্য এবং কষ্ট-সাধ্য। ১০।

যে রোগ উত্তম চিকিৎসা দ্বারা শমতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে যাপনীয় অর্থাৎ যাপ্য বলা যায়, যাপ্যরোগে চিকিৎসা হইতে নিবৃত্ত হইলে রোগীকে সদ্য বিনষ্ট করিয়া থাকে। ১১। প্রাপ্ত ক্রিয়া অর্থাৎ চিকিৎসা দ্বারা যাপ্যরোগিকে সুখি করিয়া থাকে, যেমন যত্নেতে স্তম্ভ অর্থাৎ খুঁটি নিযোজিত হইলে গৃহকে ধারণ করিয়া রাখে, তাদৃশ যাপ্যরোগিকে চিকিৎসা জীবিত রাখে। ১২। অসাধ্যরোগ সুচিকিৎসা দ্বারা যাপ্য হয়, যাপ্যরোগ কুচিকিৎ-সাতে অসাধ্য হয়, চিকিৎসা রহিত হইলে সাধ্যরোগও কুক্রিয়া-কারী মনুষ্যদিগের প্রাণনাশ করে। ১৩। রোগ জ্ঞাত হইবার পাচ প্রকার উপায় আছে, যথা,—নিদান, অর্থাৎ রোগোৎপাদক হেতু; যে সকল কারণে রোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে নিদান বলা যায়। পূর্ব্বরূপ—ভাবি ব্যাধিবোধক চিহ্ন অর্থাৎ হইবে যে রোগ

নিদানং পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা। সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধা স্মৃতং ॥ ১৪ ॥ স চ রোগহেতুরনেকধা ভবন্তি, বিকল্পনীয়াধ্যায়ে হরিশ্চন্দ্রঃ। সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টব্যভিচারি, প্রাধানিকভেদাচ্চতুর্দ্ধেতি ॥ ১৫ ॥ ত্রিবিধো বা অসাত্ম্যেন্দ্রি-

রোদ্বোধক চিহ্নকে পূর্ব্বরূপ বলা যায়; রূপ—উৎপন্ন ব্যাধি-বোধক লক্ষণ অর্থাৎ প্রকাশ্য ব্যাধি চিহ্নকে রূপ বলা যায়; উপশয়—ঔষধাদিজনিত সুখানুবন্ধ অর্থাৎ ঔষধ ও পথ্যাদি দ্বারা ব্যাধি উপশমে সুখানুভবকে উপশম বলা যায়; সংপ্রাপ্তি—ব্যাধিজন্ম-রূপ, অর্থাৎ জ্বর প্রকোপ জ্ঞান এই পঞ্চ। ১৪। সন্নিকৃষ্ট, যথা,—দিবা রাত্রি ঋতুভুক্তাংশ বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ হয়, দিবা প্রথমভাগে দশ দণ্ডকাল কফ কোপের হেতু, প্রকোপ হইতে সঞ্চয়াদির অপেক্ষা নাই, মধ্য দশ দণ্ড পিত্ত কোপের কারণ, অপরাহ্ণ দশ দণ্ড বায়ু কোপের হেতু, এবং রাত্রিতে প্রথম, মধ্য ও শেষ এবম্প্রকার হয়, বর্ষাঋতুতে বায়ু কোপ, শরৎকালে পিত্ত, হিমকালে কফ, শিশিরে বায়ু, বসন্তে কফ, গ্রীষ্মে পিত্ত তথা ভোজনের প্রথম কফ, ভোজন পাকাবস্থার মধ্যে পিত্ত, পাক শেষে বায়ু। বিপ্রকৃষ্ট যথা,—হিমঋতুতে কফের সঞ্চয় হইয়া বসন্তকালে কফরোগ জন্মায়, কিম্বা সন্নিকৃষ্ট জ্বরের রুক্ষাদি সেবা বিপ্রকৃষ্ট রুদ্র কোপ; ব্যভিচারী যথা,—যে কারণ অল্পতাপ্রযুক্ত রোগ করিতে সমর্থ নহে; প্রাধানিক যথা,—বিষাদি, বিষের তীক্ষ্ণতাপ্রযুক্ত শীঘ্র প্রকোপ করিতে সমর্থ হয়। ১৫। আরও তিন প্রকার নিদান হইয়া থাকে, অসাত্ম্যেন্দ্রিয় সংযোগ অর্থাৎ যোগ, অযোগ, অতিযোগ, মিথ্যাযোগযুক্ত যে যে রূপরসাদি যথা চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে রূপ তদ্দর্শনে সর্ব্বদা যোগ এবং অদর্শন যোগ এবং অতিশয় দৃষ্টি ও মিথ্যা-দৃষ্টি পীড়ার কারণ জানিবে, রসপানে তাবৎ দ্রব্যের রসের প্রতিগ্রহণ, অতিশয় গ্রহণ, মিথ্যা গ্রহণ আর গন্ধদ্রব্যের ঘ্রাণ গ্রহণ এবং

য়ার্থসংযোগপ্রজ্ঞাপরাধপরিণামভেদাৎ ॥ ১৬ ॥ ধীর্ধৃতি-স্মৃতিবিভ্রংশঃ সম্প্রাপ্তিঃ কালকর্ম্মণাং ॥ অসাত্ম্যার্থাগমশ্চেতি জ্ঞাতব্যা দুঃখ হেতবঃ ॥ ১৭ ॥ বিষমাভিনিবেশো যো নিত্যানিত্যে হিতাহিতে। জ্ঞেয়ঃ স বুদ্ধিবিভ্রংশঃ সমং বুদ্ধির্হি পশ্যতি ॥ ১৮ ॥ বিষয় প্রবলং চিত্ত ধৃতিভ্রংশান্নগক্যতে। নিয়ন্তুমহিতাদর্থাৎ ধৃতির্হি নিয়মাত্মিকা ॥ ১৯ ॥ তত্ত্বজ্ঞানে

স্পর্শে শীতল উষ্ণ স্পর্শাদিতে এবং শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় যোগ, অযোগ, অতিযোগ মিথ্যাযোগ, পঞ্চভূতের পঞ্চগুণের প্রতি এতদ্রূপ কর্ত্তব্য তাতে যোগের কারণ হয়, প্রজ্ঞাপরাধ, অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানাদি পরিণাম যথা,—অযোগাদিযুক্ত ঋতু স্বভাবজ শীতাদি, যথা শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদিতে শীতোষ্ণাদির গ্রহণে অযোগ, অতিযোগ, মিথ্যাযোগ অধর্ম্মের রোগ হেতুতা আছে, ইহাতে অন্তর্ভাব বক্তব্য অধ্যায় হরিশ্চন্দ্র কহেন, কালান্তরে দুঃখ কর্ত্তৃত্ব হেতুও কেহ কহেন, প্রজ্ঞাপরাধে অধর্ম্মের অন্তর্ভাব মিথ্যা জ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধাদিজন্য অধর্ম্মের প্রজ্ঞাপরাধই মূল বলাবল, তাঁহার নিরূপণ করা যায় না, রোগ কারণ অধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধতা আছে। ১৬। বুদ্ধি ধৈর্য্য স্মরণের ভ্রম পূর্ব্বক নিত্য আবশ্যিক কাল, আর হিত অহিত কার্য্যের যে প্রাপ্তি, সেই অসাত্ম্যার্থের আগমন অর্থাৎ যাহাতে আত্মার অহিত সাধিত হয়, তাহাকেই দুঃখের কারণ বলিয়া জানিবে। ১৭। নিত্য আর অনিত্য বিষয়ে এবং হিত আর অহিত কর্ম্মে যে বিষমপ্রবৃত্তি সেই বুদ্ধিবিভ্রংশ অর্থাৎ নিত্য বস্তুতে অনিত্য জ্ঞান, অনিত্য বস্তুতে নিত্য জ্ঞান, হিতকার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অহিতকার্য্যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধির সমতাই থাকে, তাহাতে যে অন্যায় প্রবৃত্তি সেই বুদ্ধিবিভ্রংশ। ১৮। বুদ্ধির ধৈর্য্য নাশ হেতু অহিত প্রয়োজন হইতে মনকে নিয়োগ করিতে পারে না এই ধৃতিভ্রংশ নিয়মাত্মিকা ধারণ বিশিষ্ট বুদ্ধি নিয়তই আছে। ১৯। রজোগুণে আর মোহেতে যে

স্মৃতির্যস্য রজোমোহাবৃতাত্মনঃ। ভ্রশ্যতে স স্মৃতিভ্রংশঃ স্মর্ত্তব্যং হি স্মৃতৌস্থিতং ॥ ২০ ॥ ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ-কুরুতে শুভং। প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপনং ॥ ২১ ॥ উদীরণং গতিমতাং উদীর্ণানাঞ্চ নিগ্রহং। সেবনং সাহসানাঞ্চ নারীণাঞ্চাতিসেবনং ॥ ২২। কর্ম্মকালাতিপাতশ্চ মিথ্যারম্ভশ্চ কর্ম্মণাং। বিনয়াচারলোপশ্চ পূজ্যানাঞ্চাতি-ধর্ষণং ॥ ২৩ ॥ জ্ঞাতানাং স্বয়মর্থানামহিতানাং নিষেবনং।

ব্যক্তির আবৃত আত্মা তাহারই তত্ত্বজ্ঞানে স্মৃতিভ্রংশ হয়, অর্থাৎ যথার্থ বোধে স্মরণ থাকে না, স্মৃতিভ্রংশ এই স্মরণীয় স্মৃতিতেই আছে। ২০। বুদ্ধি ধৈর্য্য স্মৃতি বিনষ্ট পূর্ব্বক যে শুভকর্ম্ম করে, তাহাকেই প্রজ্ঞাপরাধ জানিবে, সেই সকল কর্ম্ম দোষকে প্রকোপিত করে। ২১। এই সকল কর্ম্মকে শিষ্ট ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়া থাকেন, রোগের কারণ গতিবিশিষ্টদিগের ঊর্দ্ধগতি করা, আর প্রচলিত গতির নিগ্রহ অর্থাৎ স্বাভাবিক দোষাদির গতিকে ঊর্দ্ধগতি করা, আর যথা প্রচলিত বায়ু, মূত্র ও বিষ্ঠার গতি রোধ করা, সাহসিক কর্ম্ম করা, অত্যন্ত স্ত্রীসেবা করা, সেবা কর্ম্মের কাল অতীত করা, মিথ্যা কর্ম্মারম্ভ করা, আচার ও বিনয় লোপ করা, পূজ্য লোকের পরাভব করণ, আপনি অহিত কর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াও অহিত আচরণ করা, উন্মাদাদি জন্মে এমত কোন কারণ সেবা করা, রাজপুরুষ কর্ত্তৃক ত্রাস হেতু, ধন ও বান্ধবের ক্ষয়হেতু, কামিনী সঙ্গমে চিত্ত নষ্টের কারণ, রজোগুণি কর্ম্মে ও তমোগুণি কর্ম্মে আসক্তি, রজস্বলা স্ত্রীতে গমন, কাম, ...ধ, ভয়, উদ্বেগ, শোক এবং ক্রোধাদিতে চিত্ত নিবেশ, মিত্র ...বৃদ্ধি, শুভাশুভ কর্ম্ম ঐসময় আদেশে যথোচিত সম্বৃত্ত, ইন্দ্রো-...যুক্ত কর্ম্মের ত্যাগ, পরদ্বেষ, অপমান, ভয়, ক্রোধ লোভ, মোহ, ...ত্ত ও ভ্রম এই সকল হইতে জাত যে কর্ম্ম আর শরীরের যে ক্লিষ্ট-

পরমৌষ্মাদিকানাঞ্চ প্রত্যয়ানাং নিষেবনং ॥ ২৪ ॥ অকাল-দেশসঞ্চারো মৈত্রীসংক্লিষ্টকর্ম্মভিঃ। ইন্দ্রিয়োপক্রমোক্তস্য সদ্বৃত্তস্য চ বর্জ্জনং ॥ ২৫ ॥ ঈর্ষামানভয়ক্রোধলোভমোহমদভ্রমাঃ। তজ্জম্বা কর্ম্ম যৎ ক্লিষ্টং ক্লিষ্টং যদ্দেহকর্ম্ম চ ॥ ২৬ ॥ যচ্চান্যদীদৃশং কর্ম্ম রজোমোহসমুত্থিতং। প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্টা ব্রুবতে ব্যাধিকারণং ॥ ২৭ ॥ বুদ্ধ্যা বিষমবিজ্ঞানং বিষমঞ্চ প্রবর্ত্তনং। প্রজ্ঞাপরাধং জানীয়াৎ মনসো গোচরং হি তৎ ॥ ২৮ ॥ নির্দ্দিষ্টা কালসংপ্রাপ্তির্ব্যাধীনাং ব্যাধিসংগ্রহে। চয়প্রকোপপ্রশমাঃ পিত্তাদীনাং যথা পুরা ॥ ২৯ ॥ সঞ্চয়ঞ্চ প্রকোপঞ্চ প্রসরং স্থানসংশ্রয়ং। ব্যক্তিং ভেদঞ্চ দোষাণাং যো বেত্তি স ভবেদ্ভিষক্ ॥ ৩০ ॥ হেতুঃ। সঞ্চয়োপহতা দোষা

কর্ম্ম এবং এই প্রকার অন্য রজোগুণ মোহ দ্বারা উদ্ভব যে কর্ম্ম, সেই সকল কর্ম্মকে প্রজ্ঞাপরাধ বলা যায়।২২।২৩।২৪২।৫।২৬।২৭। বুদ্ধি দ্বারা বিষম জ্ঞান, বিষম প্রবৃত্তিকে প্রজ্ঞাপরাধ জানিবে, ইহাও মনের গোচর হয়। ২৮। রোগ সংগ্রহেতে রোগ সকলের কাল, আর জন্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, সঞ্চয়, আর প্রকোপ এবং প্রশম বায়ু পিত্ত কফের সময়ে হয়। ২৯। বায়ু পিত্ত কফের সঞ্চয় অর্থাৎ স্বস্থানেতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, প্রকোপ অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতি, অধোগতি এবং তির্য্যগ্‌গতির উন্মুখ ; প্রসর অর্থাৎ স্বকীয় স্থান হইতে গমন স্থান ; সংশ্রয়ঃ অর্থাৎ শরীরের যে কোন স্থানে আশ্রয় ; ব্যক্তি অর্থাৎ অয়ং নেত্ররোগ, উদররোগ, শিরোরোগ প্রভৃতি ভেদ; বাতিক কি পৈত্তিক কি শ্লৈষ্মিক, এই সকল দোষের গতি যিনি জানেন, তাহাকেই প্রকৃত বৈদ্য বলিয়া জানিবে। ৩০। দোষের সঞ্চয়কালে শান্তি হইলে পরে দোষের প্রকোপ হয় না, যদি উত্তরোত্তর গতি প্রাপ্ত হয় তবে বলবান্ হইয়া থাকে,

লভন্তেনোত্তরাগতঃ। হেত্বুত্তরাসু গতিষু ভবন্তি বলবত্তরাঃ॥৩১॥ মিথ্যাতিহীনলিঙ্গাশ্চ বর্ষান্তা রোগহেতবঃ। জীর্ণভুক্তপ্রজীর্ণান্নকালাকালস্থিতিশ্চ যা॥ ৩২॥ পূর্ব্বমধ্যাপরাহ্লাশ্চ রাত্রিযামাস্ত্রয়শ্চ যে। যেষু কালেষু নিয়তা যে রোগা স্তে চ কালজাঃ॥৩৩ অন্যেদ্যুষ্কোদ্ব্যহগ্রাহী তৃতীয়কচতুর্থকৌ। স্বে স্বে কালে প্রবর্ত্তন্তে কালেহেষাং বলাগমঃ॥ ৩৪॥ এতে চান্যে চ যে কেচিৎ কালজা বিবিধা গদাঃ। অনাগতে চিকিৎস্যা স্তে বলকালৌ বিজা-

অতএব সঞ্চয়াদি জ্ঞাত হইলে সঞ্চয়কালে বিনষ্ট দোষ উত্তরাগতি প্রাপ্ত হয় না, রোগও প্রকাশ হয় না, পূর্ব্বরূপেই রোগ বিনষ্ট হয়। ৩১। কালিক হেতুতে যে রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই রোগ কাল অতীত হইলে মিথ্যা কর্ম্মেতেও হীনরূপ প্রাপ্ত হয়। যথা,—বর্ষাতে বায়ু দ্বারা প্রকুপিত রোগ বর্ষা অতীত হইলে হীন প্রাপ্ত হয়, এই কালিক হেতু এবং শরৎকালে পৈত্তিক রোগ বৃদ্ধি এবং শরদন্ত হইলে ন্যূনতা প্রাপ্ত হয়, এবং বসন্তে শ্লৈষ্মিক, বসন্তান্তে হীনলিঙ্গ, ভুক্ত জীর্ণাবস্থা পরিপাকাবস্থায়, বায়ু, পিত্ত, কফ জনিত রোগের জন্ম প্রবৃত্তি আর বৃদ্ধি, যথা,—ভুক্তমাত্রে যে রোগের প্রবৃত্তি হয় জ্বরাদি যাবন্তরোগ সেই শ্লৈষ্মিক, জীর্ণাবস্থায় পৈত্তিক, পরিপাকাবস্থায় বাত্তিক, ইহাতে কারণান্তর নাই, কালিক স্বভাব দোষের যে কাল সেই কাল প্রবৃত্তে বৃদ্ধি হয়। ৩২। দিবসের পূর্ব্ব ভাগ, মধ্যভাগ ও শেষভাগ কফ, পিত্ত ও বায়ুর কাল, এবং রাত্রির পূর্ব্ব মধ্য শেষ এই সকল কালেতে যে রোগ নিয়ত হয় তাহাকেই কালজ বলিয়া জানিবে। ৩৩। নিত্য প্রাপ্ত জ্বর এবং দ্বিতীয় দিবসপ্রাপ্ত কি তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসপ্রাপ্ত জ্বর স্বকীয় স্বকীয় কালে প্রবর্ত্ত হয়, ইহাদিগের কালেতে আগমন এবং বৃদ্ধি হয়। ৩৪। অন্য যে কোন রোগ কালেতে হয় সে সেরোগ, কাল জানেন যে চিকিৎসক, তিনি রোগের অনাগমে

নতা ॥ ৩৫ ॥ কালস্য পরিণামেণ জরামৃত্যুনিমিত্তজাঃ। রোগাঃ স্বাভাবিকা দুষ্টাঃ স্বভাবো নিষ্প্রতিক্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ নির্দ্দিষ্টং দৈবশব্দেন কর্ম্ম য়ৎ পৌর্ব্বদেহিকং। হেতু স্তদপিকালেন রোগাণামুপলভ্যতে ॥ ৩৭ ॥ নহি কর্ম্ম মহৎ কিঞ্চিৎ ফলং যস্য নভুঞ্জ্যতে। ক্রিয়াঘ্না কর্ম্মজা রোগাঃ প্রশমং যান্তি তৎ ক্ষয়াৎ ॥ ৩৮ অত্যুগ্রশব্দশ্রবণাৎ শ্রবণাৎ সর্ব্বশো ন চ। শব্দানাং চাতিহীনানাং ভবন্তি শ্রবণাজ্জড়াঃ ॥ ৩৯ ॥ পরুষোদ্ভীষণা শস্ত প্রিয়ব্যসনসূচকৈঃ। শব্দৈঃ শ্রবণসংযোগো মিথ্যাযোগ স উচ্যতে ॥ ৪০ অসংস্পর্শোঽতিসংস্পর্শো হীনসংস্পর্শ এব চ। স্পৃশ্যানাং সংগ্রহেণোক্তঃ স্পর্শেনেন্দ্রিয়বাধকঃ ॥ ৪১ ॥ যো ভূতবিষবাতানাম-

অর্থাৎ পূর্ব্বেই চিকিৎসা অবলম্বন করিবেন। ৩৫। কালের পরিণামেতে জরা এবং মৃত্যুনিমিত্তজ রোগ স্বাভাবতঃ দুষ্ট হইয়া থাকে। স্বভাবজ প্রতীকার হয় না। ৩৬। দৈবনির্দ্দিষ্ট যে কর্ম্ম সে পূর্ব্বজন্মায়ত্ত, সেই কর্ম্ম কালেতে উপস্থিত হইয়া রোগকে উপস্থিত করে। ৩৭। এমত কোন মহৎ কর্ম্ম নাই, যে সে কর্ম্মের ফল-ভোগ করিতে না হয়, বাস্তবিক শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই হয়, অতএব কর্ম্মজন্য রোগ ক্রিয়ানাশক অর্থাৎ চিকিৎসায় কিছু হয় না, কর্ম্মক্ষয়ে রোগ শমতা পায়। ৩৮। অতিশয় উগ্র শব্দ শ্রবণহেতু সকল শব্দ শ্রবণ হয় এবং অতিহীনশব্দ শ্রবণহেতু শব্দ শ্রবণে জড় হয়। ৩৯। কর্কশ শব্দ, ভয়ানক শব্দ, অপ্রশস্ত শব্দ, প্রিয় ব্যসন ও বিপদসূচক শব্দ, এই সকল শব্দ শ্রবণ সংযোগ হইলে মিথ্যা সংযোগ বলা যায়। ৪০। স্পর্শনীয় বস্তু শীতল কি উষ্ণ সংস্পর্শ না হয়, কি অত্যন্ত স্পর্শ অথবা অত্যল্প স্পর্শ ইহাতে স্পর্শনেন্দ্রিয় অর্থাৎ ত্বক্ বাধক হয় এবং শরীরে শীতোষ্ণাদি জ্ঞান থাকে না। ৪১। অকালেতে আগত যে

কালে স্বাগতশ্চ যঃ। স্নেহশীতোষ্ণসংস্পর্শো মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে॥ ৪২॥ রূপাণাং ভ্রশ্যতে দৃষ্টির্ভাস্বতামপি দর্শনাৎ। দর্শনাচ্চাতিসূক্ষ্মাণাং সর্ব্বশশ্চাপ্যদর্শনাৎ॥ ৪৩॥ দ্বিষ্টভৈরববীভৎস দূরাতিক্লিষ্টদর্শনাৎ। তামসানাঞ্চ রূপাণাং মিথ্যাযোগঃ স উচ্যতে॥ ৪৪॥ অত্যাদানমনাদানস্তোকসাত্ম্যাদিভিশ্চ যৎ। রসানাং বিষমাদানাং তৎসর্ব্বং দোষদূষণং॥ ৪৫॥ অতিমৃদ্বতিতীক্ষ্ণানাং গন্ধানামতিসেবনং। অসেবনং সর্ব্বশশ্চ ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিনাশনং॥ ৪৬॥ পূতিভূত বিষদ্বিষ্ট গন্ধা যে চাপ্যনার্ত্তবাঃ। তৈর্গন্ধৈর্ঘ্রাণসংযোগো মিথ্যাযোগ স উচ্যতে॥৪৭॥ ইত্যসাত্ম্যার্থসংযোগস্ত্রিবিধো দোষকোপন। অসাত্ম্যমতি

ভূত ও বিষ বায়ু আর স্নিগ্ধ শীতল উষ্ণ যে স্পর্শ তাহাকেই মিথ্যাযোগ বলে। ৪২। দীপ্তিমান রূপের দর্শন হেতুক দৃষ্টিনাশ হয়, অতিশয় সূক্ষ্ম দর্শনেও দৃষ্টিনাশ এবং কোন রূপ অদর্শনেও দৃষ্টি নষ্ট হয়। ৪৩। দ্বেষ রূপ, ভয়ানক রূপ, নিন্দিত রূপ, অতি দূরস্থিত রূপ এবং তামস রূপ দর্শনের নামই মিথ্যাযোগ। ৪৪। অতিশয় রসাদির গ্রহণ কিম্বা রসের অগ্রহণ, সম্যক্ সাত্ম্যাদি দ্বারা যে অতিশয় গ্রহণ ও অগ্রহণ, কিম্বা বিষম গ্রহণ, যথা,—মিষ্ট অম্ল, লবণ, কষায়, কটু এবং তিক্ত রসের অগ্রহণ বা অতি গ্রহণে সকল দোষ হয় অর্থাৎ তাহাতে রসনেন্দ্রিয় নষ্ট হয়। ৪৫। অতিশয় কোমল বা তীক্ষ্ণ গন্ধের অতি সেবা এবং ঐ সকল গন্ধের সর্ব্বথা অসেবা ইহাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিনষ্ট হয় অর্থাৎ নাসিকাতে গন্ধ বোধ হয় না। ৪৬। দুর্গন্ধীভূত গন্ধ, বিষগন্ধ, দ্বেষ্যগন্ধ আর যে অনার্ত্তব গন্ধ, অর্থাৎ অকালজ বস্তুর গন্ধ, এ সকলগন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে তাহাকে মিথ্যা যোগ বলা যায়।৪৭। এই অসাত্ম্যার্থ সংযোগ তিন প্রকার দোষের কোপ হেতুক হয়।

তদ্বিদ্যাৎ যন্ন যাতি সহাত্ম্যতাং ॥ ৪৮ ॥ মিথ্যাতিহীনযোগেভ্যো যো ব্যাধিরুপজায়তে। শব্দাদীনাং সবিজ্ঞেয়ো ব্যাধিরৈন্দ্রিয়কো বুধৈঃ ॥ ৪৯ ॥ সুখহেতু র্মতস্ত্বেকঃ সমযোগঃ সুদুর্লভঃ ইতি ॥ ৫০ ॥ স এবোৎপাদকব্যঞ্জকভেদাৎ দ্বিধাত্রোৎপাদকো যথা হেমন্তজো মধুরোরসঃ কফস্য ব্যঞ্জকো বসন্তে সূর্য্যসন্তাপ অত্রব্যঞ্জক প্রেরক ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ বাহ্যাভ্যন্তরভেদাদ্দ্বিধা তত্র বাহ্যা আহারাচারাদয় অভ্যন্তরা দোষাদুষ্যাশ্চ ॥ ৫২ ॥ প্রাকৃতাদিভেদেন অনেকধা ভবন্তি। প্রাকৃতো বসন্তে কফপিত্তং বর্ষাসু বায়ুঃ। বৈকৃতা বসন্তে পিত্তং বায়ুর্ব্বা শরদি কফো বায়ুর্ব্বা বর্ষাসু পিত্তং কফৌ বা। ব্যায়ামাদপতর্পণাৎ প্রপ-

অসাত্ম্য তাহাকে জানিবে যে সাত্মতা প্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ আত্মার হিতের সহিত যে বর্ত্তমান না হয়। ৪৮। শব্দাদির মিথ্যাযোগ, অতিযোগ, হীনযোগ হইলে যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক ব্যাধি বলে। ৪৯। অসুখজনক বেদনা সমূহের এই সমস্তই কারণ বলিয়া জানিবে এবং একমাত্র সম্যক্ যোগই সুখের হেতু। কিন্তু তাহা অতি দুর্লভ জানিবে। ৫০। শীতকালে মধুরস সেবায় কফের উৎপত্তি, বসন্তে রৌদ্রসেবাও ঐ কফের প্রেরক হয়। বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে ইহা দ্বিবিধ হয়। প্রাকৃত অর্থাৎ সহজে ঐ দোষ অনেক প্রকার হয়; যথা,—বসন্তে কফের বৃদ্ধি, শরতে পিত্তের বৃদ্ধি, বর্ষাতে বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৈকৃত তাহার বিপরীত ভাব যথা,—বসন্তে পিত্ত, শরতে কফ বা বায়ু, বর্ষাতে পিত্ত বা কফের বৃদ্ধি হয়, ইহাকেই বিকারাপন্ন বলে। ৫১। ৫২। এই সকল আহার বিহার সেবন হইতে বায়ু প্রকোপ প্রাপ্ত হয়, ব্যায়াম অর্থাৎ ডনফেলা কর্ম্ম যাহাতে শরীর চালনা হয় অর্থাৎ কুস্তী, উপবাস, কোন স্থান হইতে পতন, শরী-

তনাৎ ভঙ্গাৎ ক্ষয়াৎ জাগরাৎ বেগানাঞ্চ বিধারণাদতি শুচঃ শৈত্যাদতিত্রাসতঃ ॥ রুক্ষক্ষোভকষায়তিক্ত কটুভৈরেভিঃ প্রকোপং ব্রজেৎ বায়ুর্ব্বারিধরাগমে পরিণতে চান্নেঽপরাহ্নেপিচ ॥ ৫৩ ॥ কটুম্লোষ্ণবিদাহিতীক্ষ্ণলবণক্রোধোপবাসাতপস্ত্রীসংসর্গতিলাতসীদধিসুরাশুক্তারনালাদিভিঃ। ভুক্তে জীর্য্যতি ভোজনে চ শরদি গ্রীষ্মে সতি প্রাণিনাং মধ্যাহ্নে চ তথার্দ্ধরাত্রসময়ে পিত্তং প্রকোপং ব্রজেৎ ॥ ৫৪ ॥ গুরুমধুররসাতিস্নিগ্ধদুগ্ধেক্ষুভক্ষ্যদ্রবদধিদিননিদ্রা পূপসর্পিঃ প্রপূরৈঃ। তুহিনপতনকালে শ্লেষ্মণঃ সংপ্রকোপঃ প্রভবতি দিবসাদৌ ভুক্তমাত্রে বসন্তে ॥ ৫৫ ॥ নিদানলক্ষণমতিবিস্তর

রের যে কোন স্থান ভঙ্গ, ধাতু ক্ষয়, রাত্রিজাগরণ, বায়ু, মূত্র ও মলের বেগধারণ, অতিশয় শোক, অতিশয় শীতল গ্রহণ, অতিশয় ভয় ও রুক্ষ দ্রব্য সেবন ও ক্ষোভ এবং কষায়দ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, সেবনাদি দ্বারা আর মেঘাগমে, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইলে, এবং অপরাহ্নে বায়ুর কোপ হয়। ৫৩। কটুদ্রব্য অর্থাৎ ঝাল, উষ্ণদ্রব্য, বিদাহি দ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য (বিষাদি) লবণ, ক্রোধ, উপবাস, রৌদ্র, স্ত্রীসংসর্গ, তিল, মসিনা, দধি, মদিরা শুক্ত অর্থাৎ গুড় মধু পিপ্পলী প্রভৃতি দ্বারা কৃত কাঞ্জিক, এ সকল আহার দ্বারা পিত্তের প্রকোপ হয়। ভুক্তদ্রব্য পচ্যমানাবস্থায় অর্থাৎ পাককালীনে, ভোজন কালাতীতে, শরৎকালে, গ্রীষ্মকালে, মধ্যাহ্নে, অর্দ্ধরাত্রি সময়ে পিত্তের প্রকোপ হয়। ৫৪। গুরুদ্রব্য, মধুর দ্রব্য, অতি স্নিগ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ ঘৃতাদি দুগ্ধ, ইক্ষু, দ্রবদ্রব্য, দধি, দিবানিদ্রা, পিষ্টক, এই সকল দ্রব্য আহার এবং পরিপূর্ণ ভোজন, রাত্রিকালে বিহার দ্বারা কফের প্রকোপ হয়। প্রাতঃকালে আর ভোজনকরা মাত্রে এবং বসন্ত সময়ে স্বাভাবিক কফের প্রকোপ হয়। ৫৫। নিদানলক্ষণ অতি

মত্র সংক্ষেপেণ লিখিতং নিদানজ্ঞানং বিশেষপ্রয়োজনত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥ যদি নিদানং ন জ্ঞায়তে তদা তৎ পরিবর্জ্জনং কথং লভ্যতে, উক্তঞ্চ সুশ্রুতেন ॥ ৫৭ ॥ সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগো নিদান পরিবর্জ্জনং ॥ ৫৮ ॥ যথা মৃদ্ভক্ষণাৎ পাণ্ডুরোগো মক্ষিকাভক্ষণাৎ ছর্দ্দিরবসীয়তে ॥ ৫৯ ॥ নহি সর্ব্বত্র নিদানেন নিয়ত রোগাধ্যবসায়ঃ জ্বরগুল্মাদীনামেককারণত্বাৎ ॥ ৬০ ॥ যদাহরচক। একো হেতুরনেকস্য তথৈকস্যৈক এব হি। ব্যাধেরেকস্য বহবো বহূনাং বহবস্তথেতি ॥ ৬১ ॥ অপিচ। কদাচিৎ প্রত্যাসন্নং বাধিত্বা বিপ্রকৃষ্ট বিহায় কৃতদোষসঞ্চয়ো ব্যাধিং কুর্য্যাৎ তস্মাৎ কেবলান্নিদানাৎ ব্যাধিজ্ঞানং ন ভবতীতি পূর্ব্ব রূপাদীনামুপাদানমিতি ব্যাপ্যচন্দ্রঃ ॥ ৬২ ॥ অসতি পূর্ব্বরূপাভিধানে তত্রোক্তক্রিয়াবিশেষো ন সংগচ্ছেত। যদুক্ত-

বিস্তৃত, এস্থলে সংক্ষেপে কথিত হইল। নিদান বিশেষ প্রয়োজন এ হেতু জানিবার আবশ্যক। যদি নিদান জ্ঞান না হয়, তবে রোগ পরিবর্জ্জন কি রূপে হইতে পারে? সুশ্রুত কর্ত্তৃক উক্ত আছে যে, সংক্ষেপেতঃ ক্রিয়াযোগ দ্বারা নিদান পরিত্যাগ করিবে। ৫৮। মৃত্তিকাভক্ষণে পাণ্ডুরোগ হয়, মক্ষিকা ভক্ষণ মাত্রে ছর্দ্দি অর্থাৎ বমন হয়। ৫৯। জ্বরগুল্মাদির এক কারণ হেতুক সকল স্থানে নিদান দ্বারা রোগ জ্ঞান হয় না। ৬০। অনেক রোগের একই হেতু, এবং একেরও একই কারণ; অনেক ব্যাধির অনেক কারণ, একেরও বহু কারণ হইয়া থাকে। ৬১। কোন স্থানে উপস্থিত নিদানকে বাধা দিয়া দূরস্থ নিদান দোষ সঞ্চয় করিয়া রোগ জন্মায়; সেই হেতু কেবল নিদান হইতে ব্যাধি জ্ঞান হয় না, পূর্ব্ব, রূপাদির গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; ইহা ব্যাপ্যচন্দ্র বলেন। ৬২। পূর্ব্বরূপ জ্ঞান না হইলে পূর্ব্বরূপাবস্থায় চিকিৎসায়

ঞ্চরকে। জ্বরস্য পূর্ব্বরূপে লঘ্বন্নমপতর্পণং বা ৬৩॥ স্থান-সংশ্রয়িনঃ ক্রুদ্ধা ভাবিব্যাধি প্রবোধকং। দোষাঃ কুর্ব্বন্তি যল্লিঙ্গং পূর্ব্বরূপং তদুচ্যতে॥ ৫৪॥ দ্বিবিধং হি পূর্ব্বরূপং সামান্যং বা বিশিষ্টকং। তত্র সামান্যং ভবিষ্যৎ জ্বরাদি-মাত্রং প্রতীয়তে॥ বিশিষ্টং জৃম্ভতার্থং সমীরণাৎ। পিত্তান্ম-য়নয়োর্দাহঃ কফাদন্নারুচিস্তথা॥ ৬৫॥

রূপমাহ—

উৎপন্নব্যাধিবোধক মেবলিঙ্গং রূপং॥ ৬৬॥ যথা দোষাঃ প্রবৃদ্ধাঃ স্বং লিঙ্গং দর্শয়ন্তি যথাবলং। ক্ষীণা জহাতি লিঙ্গং

বিশেষ হয় না, জ্বরের পূর্ব্বরূপে লঘু অন্ন কিম্বা লঙ্ঘন করিতে হয়, অতএব পূর্ব্বরূপ প্রয়োজন। সাকল্যরোগের পূর্ব্বরূপ সেই সেই রোগাধিকারে নিরূপিত আছে। ৬৩। বায়ু পিত্ত কফ কুপিত হইয়া শরীরের একদেশে আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যৎ ব্যাধির চিহ্ন করে, সেই পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ রোগবোধক রূপ। ৬৪। পূর্ব্বরূপ দুই প্রকার হয়; সামান্য আর বিশেষ, যে জ্বর হইবে তন্মাত্র বোধক সামান্যতঃ পূর্ব্বরূপ, বিশেষ, জ্বরের পূর্ব্বরূপের যে সকল লক্ষণ তৎসংযুক্ত হইয়া অতিশয় জৃম্ভা হয়, অর্থাৎ হাই উঠে ইহাতে ভবিষ্যৎ বাতিক জ্বর জ্ঞান হয়, নেত্রের দাহ হইলে ভবিষ্যৎ পিত্তজ্বর বোধ হয়, শ্লৈষ্মিকজ্বরের পূর্ব্বরূপে অন্নে অরুচি জন্মে। এই সংক্ষেপ কথিত হইল, যথাবসরে বিস্তররূপে বলা যাইবে। ৬৫।

উৎপন্ন রোগজ্ঞানচিহ্নই তাহার রূপ, জ্বরাতিসার প্রভৃতি সকল রোগের লক্ষণ নিরূপিত আছে, তত্তৎ অধিকার দৃষ্ট হইলে বোধ হইবেক। ৬৬। এবং সমস্ত রোগাধিকারে তত্তৎ পূর্ব্বরূপ নিরূপিত আছে। বায়ু এবং পিত্ত ও কফ প্রবৃদ্ধ হইয়া স্বীয়

স্বং সমাঃ স্বং কর্ম্ম কুর্ব্বত ইতি ॥ ৬৭ ॥ স্বং লিঙ্গমিতি, প্রকুপিতস্য বায়োঃ রৌক্ষ্যাদয়ো ধর্ম্মাঃ কর্ম্মাণি চ স্রংসশূলাদীনি ॥ ৬৮ (অত্রাহ চরক পাঠসম্বাদী সুদান্তসেনঃ।) আধ্মানস্তম্ভরৌক্ষ্যস্ফুটনবিমথনক্ষোভকম্পপ্রতোদাঃ, কণ্ঠোধ্বংসাবসাদৌ শ্রমকবিলপনস্রংসশূলপ্রভেদাঃ। পারুষ্যং কর্ণনাদোবিষমপরিণতিভ্রংসদৃষ্টিপ্রমোহাঃ বিস্পন্দোদ্বেষ্টনানি . গ্লপাণমশনং তাড়নং পীড়নঞ্চ ॥ ৬৯ ॥ নামোন্নামৌ বিষাদৌ ভ্রমপরিমদনং জৃম্ভাং রোমহর্ষো, বিক্ষেপাক্ষেপশোষ গ্রহণং শুষিরতা

বলবান্ রূপ যথাবৎ দর্শন করায়, ক্ষীণ হইলে স্বচিহ্ন ত্যাগ করে, সমান থাকিলে শরীরের যথোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, এই সকল কথন প্রথম খণ্ডে কথিত আছে। ৬৭। প্রকুপিত বায়ুর রুক্ষাদি ধর্ম্ম স্বচিহ্ন, স্রংসশূলাদি কর্ম্ম অর্থাৎ ছেঁড়া বেদনাদি কর্ম্ম। ৬৮। প্রকুপিত বায়ুর এই সকল কর্ম্ম জানিবে। আধ্মান অর্থাৎ উদরপূর্ণতা কিম্বা সবেদনা উদর ফাঁপ, স্তম্ভ অর্থাৎ জড়ের ন্যায় স্থিতি, শরীরের রুক্ষতা, স্ফুটন, মথনবৎ পীড়া, মনোবিকার, হা হুতাশাদি, কম্প, সূচিবিদ্ধবৎ বেদন, স্বরভেদ, উৎকাস, শ্রমজ্ঞান, অবসাদ, বিলাপবাক্য কথন, স্রংসবেদনা অর্থাৎ ছেঁড়া বেদনা, মলমূত্রের কঠিনতা, কর্ণে নানা রূপ শব্দ বোধ, বিষয়জ্ঞান রহিত, চক্ষুর্জ্ঞান রহিত অর্থাৎ দৃষ্টিনাশ, শরীরৈকদেশে কম্প, সন্ধিস্থান উত্থান অর্থাৎ সন্ধি উঠে পড়ে, মনের গ্লানি, শয়নাভাব, তাড়না, শরীর পীড়ন, ক্রোড় নত অর্থাৎ নোয়া, পৃষ্ঠ নত, মনের খিন্নতা, চক্রস্থিতের ভ্রমদ্বস্ত ন্যায় দর্শন অথবা স্বদেহ ভ্রমণ জ্ঞান অর্থাৎ সম্মুখে ঘুরিতেছে কি আপন শরীর ঘোরে, সকল ভাবেই বিষন্ন, হাই উঠে, শরীর লোমাঞ্চ, হস্তপদ বিক্ষেপ অর্থাৎ ছোড়া, আক্ষেপ, শরীর

বেষ্টনং ছেদনঞ্চ। বর্ণঃ শ্যাবোঽরুণো বা তৃড়পি চ মহতী স্বাপ-বিশ্লেষভঙ্গা, বিদ্যাৎ কর্ম্মাণ্যমুনি প্রকুপিত মরুতঃ স্যাৎ কষায়ো রসশ্চ ॥ ৭০ ॥ অশীতির্বাতজা রোগা চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকাঃ। বিংশতিঃ শ্লৈষ্মিকাশ্চৈব দ্বন্দ্ব সঙ্করজাঃ পরে ॥৭১॥ পাদভ্রংশগুদার্ত্তি সুপ্তিবৃষণাক্ষেপারতিগ্লানয়ঃ শ্রোণীজানু-ললাটশঙ্খনয়নভ্রূভেদদন্তশ্রমাঃ। বাগ্লোমোরুহনূত্রিকাক্ষি-হৃদয়গ্রীবাশিরঃশেফসাং স্তম্ভো ভ্রূদশনানিবেশনমপি প্রাহুঃ সমীরাদ্রুজঃ ॥ ৭২ ॥ এতে চ দোষং সামত্বনিরামত্বাভ্যাং জ্ঞাতব্যাঃ। যদুক্তং চরকে ॥ ৭৩ ॥ উষ্মণোঽল্পবলত্বেন

শুষ্ক এবং ধাতু শুষ্ক হওয়া, অঙ্গগ্রহ, শরীরৈকদেশে ছিদ্রত্ব, বন্ধন, অস্ত্রাদি দ্বারা ছেদ জ্ঞান, শরীরের বর্ণ কি মলমূত্রের বর্ণ শুক্লমিশ্রিত কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ, অতিশয় তৃষ্ণা, নিদ্রাবিচ্ছেদ, শরীরভঙ্গ, কষায়রস অর্থাৎ মুখের বৈজাত্য হয়। ৭০। বাতজ রোগ আশি প্রকার হয়, পিত্তজনিত ব্যাধি চল্লিশ প্রকার হয়, কফজন্য পীড়া কুড়ি প্রকার হয়, দুই দোষের জনিত এবং ত্রৈদোষিক অগণিত হয়। ৭১। পবনজনিতা পীড়া এই সকল হয়, যথা,—পাদভঙ্গ, গুহ্যদ্বারে পীড়া এবং অসাড় হয়, মুষ্কক্ষেপ অর্থাৎ অণ্ডকোষ ক্ষেপ করা ও অণ্ডকোষ উদরে উঠে যায়, কিম্বা লম্বা হইয়া ঝুলে পড়ে, অনবস্থিতচিত্ত, মনের গ্লানি, নিতম্বদেশ জানুদেশ অর্থাৎ আঁটু, ললাটদেশ, ললাটের এক দেশ, শঙ্খ দন্ত এবং ভ্রূ, এই সকলের ভঙ্গ হয়, দন্ত হয়, শ্রমযুক্ত বোধ, বাক্য এবং লোম ও উরুদেশ হনুদেশ অর্থাৎ গাল, ত্রিক অর্থাৎ মেরু-দণ্ডের নীচে তিন খানি হাড়জড়িত স্থান, নেত্র, হৃদয়, গ্রীবা, মস্তক, লিঙ্গ, এই সকল স্তব্ধ হয়, ভ্রূ এবং দন্তনিবেশন অর্থাৎ বসে যায়। ৭২। এই সকল দোষ রসযুক্ত আর নিরস দ্বারা জ্ঞান করিবেক। অর্থাৎ সামদোষ এবং নিয়াম। ৭৩। অগ্নির অল্পবল

ধাতুমাদ্যমপাচিতং। দুষ্টামামাশয়গতং রসমামং প্রচক্ষ্যতে॥ ৭৪॥ আমেন তেন সংপৃক্তা দোষা দুষ্যাশ্চ দূষিতাঃ। সামা ইত্যুপদিশ্যন্তে যে চ রোগাস্তদুদ্ভবাঃ॥৭৫॥ সামে লঙ্ঘনপাচনশোধনানি নিরামে শমনক্রিয়া॥ ৭৬॥ স্রোতোরোধবলভ্রংশগৌরবানিলমূঢ়তাঃ। আলস্যাপক্তিনিষ্ঠেব মলভেদারুচিক্লমাঃ॥ লিঙ্গং মলানাং সামানাং নিরামাণা বিপর্য্যয়ঃ॥৭৭ বায়ুঃ সামো বিবন্ধাগ্নিসাদতন্দ্রান্ত্রকূজনৈঃ। বেদনাশোথ

হেতুক আদ্যধাতু রস অপাক হয়, দুষ্ট হইয়া যে রস আমাশয় স্থানে অর্থাৎ হৃদয়াধঃ পাকস্থলিতে গমন করে, সেই রসকে আম কহা যায়। ৭৪। সেই আমের সহিত সংযুক্ত যে দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ আর দূষ্য অর্থাৎ রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র ইহারা দোষ প্রাপ্ত হয়। তাহাতে যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সামরোগ বলা যায়; অর্থাৎ রসযুক্ত সামব্যাধি, নিরস রোগ নিরাম, সকল রোগেই সামাবস্থা ও নিরামাবস্থার চিকিৎসা ভেদ জানিও। ৭৫। সামরোগে উপবাস, পাঁচন এবং যথাবিহিত শোধন বমনার্হ বিরেচনার্হমতে বমন বিরেচন কর্ত্তব্য, কি নস্য কিম্বা পিচকিরি অথবা রক্তমোক্ষণার্হ রোগে রক্তমোক্ষণ, কোন স্থানে জলৌকাপাতন, কোন স্থানে শিরা হইতে রক্তমোচন, রক্তশোধনক্রিয়া সকল ব্যাধির সামাবস্থায় কর্ত্তব্য। ৭৬। সামদোষের সাধারণ লক্ষণ এই,—স্রোতরোধ অর্থাৎ নাড়ীপথরোধ, মনুষ্যের বলহ্রাস, শরীরের ভার, বায়ু স্তম্ভিত অর্থাৎ বায়ুগতি রোধ, আলস্য অর্থাৎ সমর্থের উৎসাহ রহিত, অপাক, মুখ নাসিকার স্রাব, বিষ্ঠার তরলত, অরুচি, ক্লান্তচিত্ত। নিরামে ইহার বিপরীত লক্ষণ। ৭৭। সামবায়ু বিবন্ধ অথাৎ সামবায়ুতে বন্ধনবৎ বোধ হয়, যেমন বন্ধন করিয়া রাখে, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা অর্থাৎ নিদ্রাবৎ গ্লানি, অন্ত্রে অব্যক্তধ্বনি, শরীরবেদনা, শোথ,

নিস্তোদৈঃ ক্রমশোঽঙ্গানি পীড়য়েৎ॥ বিচরে যুগপচ্চাপি গৃহ্লাতি কুপিতো ভৃশং। স্নেহাদ্যৈর্ব্বৃদ্ধিমাপ্নোতি মেঘসূর্য্যোদয়েনিশি॥ ৭৮॥ নিরামো বিষদো রুক্ষো নির্ব্বন্ধোঽল্পবেদনঃ। বিপরীতগুণৈঃ শান্তিং স্নিগ্ধৈর্যাতি বিশেষতঃ॥ ৭৯॥

অথ পিত্তধর্ম্মকর্ম্মপীড়ারূপং।

বিস্ফোটাম্লকধূমকাঃ প্রলপনং স্বেদস্রুতির্মূর্চ্ছনং, দৌর্গন্ধ্যং দরণং মদোবিসরণং পাকোরতিস্তৃড়্ভ্রমৌ। উষ্মাতৃপ্তিমনঃপ্রবেশদহনং কট্বম্লতিক্তা রসা, বর্ণপাণ্ডু বিবর্জ্জিতঃ প্রকথিতা কর্ম্মাণি পিত্তস্যবৈ॥ ৮০॥ ওজঃ শোষগুদাক্ষি পাকদবথুস্ত্বক্-

সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা ক্রমে সকল শরীরের পীড়া দেয়, এককালে সকল শরীরের গতিবিশিষ্ট হয়, কুপিত হইয়া সকলাঙ্গ গ্রহণ করে, অতিশয়াক্রমণ পূর্ব্বক গ্রহণ করে, স্নেহক্রিয়া এবং শীতলক্রিয়া দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং মেঘোদয়ে বৃদ্ধি, তথা সূর্য্যোদয়ে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি, এই সকল লক্ষণ সামবায়ুর জ্ঞাতব্য হইয়াছে। ৭৮। নিরামবায়ু বিষদ অর্থাৎ অবসাদশূন্য এবং রুক্ষ, বন্ধনভাবরহিত, অল্প বেদনা, ইহার বিপরীত গুণ ক্রিয়া দ্বারা শমতা হয় এবং বিশেষে স্নিগ্ধ দ্বারা শান্তি হয়। ৭৯।

প্রকুপিত পিত্তের এই সকল কর্ম্ম,—বিস্ফোট, অম্লোদ্গার, প্রলাপ, ঘর্ম্মাগম, মূর্চ্ছা, মুখের দুর্গন্ধ, শরীর অঙ্গ ফাটা ফাটা বোধ, মাদকদ্রব্য ভক্ষণে যাদৃশ মত্ততা তাদৃশ জ্ঞান, মলের সরল অর্থাৎ মলভেদ, ঘ্রাণাদির পাক, অনবস্থিতচিত্ত, তৃষ্ণা, ভ্রম, চক্রস্থিত ন্যায় ভ্রমদ্বস্তু দর্শন, বা স্বদেহ ভ্রমণ, শরীর উষ্ণতা, আনাকাংক্ষা, অন্ধকারে প্রবিষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ যেমন অন্ধকারে বসে থাকে, দাহ, কটু, অম্ল, তিক্তরসযুক্ত মুখ, পাণ্ডুবর্ণাতিরিক্ত বর্ণ, বিলোড়নবৎ অর্থাৎ শরীর নিষ্পীড়ন ন্যায়। ৮০। পিত্তহইতে এই সকল রোগ

দাহবান্তিক্লমা, বর্চ্চোনেত্র শকৃত্ত্বচাং হরিততারক্তাস্যতা কমলা। সাঙ্গান্তর্দহনং সলিঙ্গপচনং ক্লেদঃ স্রবচ্ছোনিতং, মাংসক্লেদন মম্লকানিচ ভবন্ত্যেতারুজাপিত্ততঃ ॥ ৮১ ॥ দুর্গন্ধং হরিতং শ্যাবং পিত্তমম্লং স্থিরং গুরু। অম্লীকা কণ্ঠহৃদ্দাহ করমামং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৮২ ॥ আতাম্রং পীতমত্যুষ্ণং রসেকটুকমস্থিরং। পক্কং বিগন্ধং বিজ্ঞেয়ং রুচিপক্তিবলপ্রদং ॥ ৮৩ ॥ সস্নেহমুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ দ্রবমম্লং রসং কটু। বিপরীতগুণদ্রব্যৈঃ পিত্তমাশু প্রশাম্যতি ॥ ৮৪ ॥

হয়,—ওজধাতু অর্থাৎ রসাদি সপ্ত ধাতুর সারভাগ যাহাতে শরীরের লাবণ্য হয়, তাহা শুষ্ক হয়। গুহ্যদেশ এবং চক্ষুর পাক হয় অর্থাৎ ক্ষত হয়, অত্যন্ত দাহ, ত্বকের দাহ, বমি, ক্লান্তচিত্ত, বিষ্ঠা এবং চক্ষুর মল ও ত্বক্ অর্থাৎ শরীরের ছাল শ্যামবর্ণ এবং মুখ রক্তবর্ণ হয়, কামলা রোগ, বাহ্য-অঙ্গের সহিত অন্তর্দাহ, লিঙ্গের পাক অর্থাৎ পুরুষলিঙ্গের ক্ষতাদি এবং স্ত্রী-লিঙ্গ যোনির ক্ষতাদি, ক্লেদযুক্ত মুখাদি, রক্তের স্রাব, মাংসের ক্লেদ, অম্লোদ্গার। ৮১। অপক্ক পিত্তের এই সকল লক্ষণ হয়।—যথার্থ দুর্গন্ধি, পত্রের যাদৃশ বর্ণ তাদৃশ শ্যামবর্ণ, অল্প কৃষ্ণবর্ণ, অম্লরস, স্থির অর্থাৎ চঞ্চলতারহিত, ভার, অম্লোদ্গার, কণ্ঠ এবং হৃদয়ের দাহকারি, এই সামপিত্ত জানিহ। ৮২। পক্কপিত্তের এই সকল লক্ষণ জানিবে,—ঈষৎ তাম্রবর্ণ, পীতবর্ণ, তপ্ত রসে কটুরস, অস্থির, চঞ্চল, গন্ধরহিত, রুচি, পাক এবং বলপ্রদায়ক। ৮৩। স্নেহযুক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, অম্ল, সারক ও কটু এই সকল গুণ পিত্তের, ইহার বিপরীত গুণ দ্রব্য দ্বারা শীঘ্র প্রশম হয়। ৮৪।

অথ কফকর্ম্ম ধর্ম্মপীড়া রূপং।

তৃপ্তিস্তন্দ্রা গুরুতো স্তৈমিত্যং কঠিনতা মলাধিক্যং, স্নেহা-পক্তুাপলেপাঃ শৈত্যং কণ্ডুঃ প্রসেকশ্চ॥ চিরকর্তৃত্বং শোথো নিদ্রাধিক্যং রসৌকটুস্বাদু বর্ণশ্বেতোহলসতা কর্ম্মাণি কফস্য জানীয়াৎ॥ ৮৫॥ আবিল স্তন্তুলস্ত্যানঃ কণ্ঠদেশেবতিষ্ঠতি। সামোবলাশো দুর্গন্ধঃ ক্ষুধোদ্গারবিনাশকৃৎ॥ ৮৬॥ ফেণবান পিণ্ডিতঃ পাণ্ডু নিঃসারোহগন্ধ এবচ। পক্বঃ সএব বিজ্ঞেয়-শ্ছেদবান্ বক্ত্রশুদ্ধিকৃৎ॥ ৮৭॥ গুরুঃশীতো মৃদুঃস্নিগ্ধো মধুর-স্থিরপিচ্ছিলাঃ। শ্লেষ্মণঃ প্রশমং যাতি বিপরীত গুণৈ-গুণিঃ॥ ৮৮॥ দ্বিলিঙ্গং দ্বন্দ্বজং বিদ্যা ত্রিলিঙ্গং সান্নি-

প্রকুপিত কফের লক্ষণ;—যাদৃশ প্রচুর ভোজন করিলে আহারের অনাকাংক্ষা তাদৃশ তৃপ্তি, অর্থাৎ ভোজন পানে বাঞ্ছাশূন্য; নিদ্রাবৎ গ্লানি, শরীরের গৌরব, আর্দ্রবস্ত্রাচ্ছাদিতবৎ গাত্র এমত বোধ হয়, মলের কঠিনত্ব এবং মলাদির আধিক্য, শরীরে তৈলাক্ত ন্যায় চিহ্ন, অপাক, জিহ্বাতে প্রলেপ ন্যায় লিপ্ত জ্ঞান, শীতল শরীর, গাত্রকণ্ডু, মুখ নাসিকাতে জলস্রাব হয়। কফজনিত রোগের বহুকাল ভোগ অর্থাৎ কফকার্য্য চিরস্থায়ী দীর্ঘভোগ, শোথ, অধিকনিদ্রা, মুখে লবণরস কিম্বা মধুররস, মুখ রসনাদি শুক্লবর্ণ, এবং সর্ব্বদা আলস্যযুক্ত হয়। ৮৫। অপক্ক কফের লক্ষণ।—মলাযুক্ত, তারের মত শ্লেষ্মা লম্বা হয়, অতিশয় ঘনরূপ কণ্ঠদেশেতে লগ্ন থাকে ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়; ক্ষুধা এবং উদ্গার নাশ করে। ৮৬। পরিপক্ক কফের লক্ষণ।—ফেণাবিশিষ্ট, পিণ্ডিত অর্থাৎ ডেলার মত দৃঢ়, নিঃসার অর্থাৎ অনায়াসে কফ ছেদ হইয়া উঠে যায় এবং গন্ধরহিত, মুখশোধনকারক হয়। ৮৭। শরীরের ভার, শীতল, কোমল, স্নিগ্ধ, মধুরস, স্থির, পেচলাগ্রহ এই সকল কফের গুণ, ইহার বিপরীত গুণক্রিয়া দ্বারা শমতা হয়। ৮৮। বায়ু পিত্ত কফ

পাতকং ॥ ৮৯॥ কফপিত্তানিলাঃ পূর্ব্ব মধ্যান্তেষু ব্যবস্থিতাঃ। দেহাহোরাত্রবয়সাং সন্ধিষ্বপি কফানিলৌ ॥ ৯০ ॥ চয়প্রকোপ-প্রশমা বাহোঘর্ম্মাদিষু ত্রিষু। বর্ষাদিষু চ পিত্তস্য শ্লেষ্মণঃ শিশিরাদিষু ॥ ৯১ ॥ তথাচ। বর্ষাসু শিশিরে বায়ু গ্রীষ্মে শরদি পৈত্তিকং। হেমন্তে চ বসন্তে চ কফঃ প্রবলতাং ব্রজেৎ ॥ ৯২ ॥

এই ত্রিধাতুর মধ্যে একের সহিত অপরের যোগ হইলে দ্বিদোষ, ত্রিলিঙ্গ হইলে ত্রিদোষ অর্থাৎ সান্নিপাতিক জানিহ। ৮৯। কফ, পিত্ত ও বায়ু, ইহারা শরীরের এবং দিবা রাত্রি ও মনুষ্যের বয়সের পূর্ব্ব, মধ্য ও অন্তর্ভাগে যথাক্রমে অবস্থিতি করে। শরীরের প্রথমভাগ মস্তক, ইহা অগ্রে নিঃসৃত হয়, এজন্য মস্তকে কফ থাকে; কণ্ঠার অধঃ কোটিদেশ পর্য্যন্ত শরীরের মধ্য-ভাগ, ইহাতে পিত্ত থাকে; বস্তি অবধি পাদ পর্য্যন্ত অন্তভাগ, তাহাতে বায়ুস্থান এবং দিবসের ও রাত্রির দশদণ্ড প্রথমভাগে কফ, দিবা এবং রাত্রির মধ্যে দশদণ্ড পিত্ত, দিন শেষে এবং রাত্রি শেষে বায়ু। প্রথম বাল্যাবস্থায় কফ, মধ্যে যৌবনাবস্থায় পিত্ত, শেষে বৃদ্ধাবস্থায় বায়ুর বৃদ্ধি হয়। ৯০। বায়ু পিত্ত কফের সঞ্চয়, প্রকোপ এবং প্রশম গ্রীষ্মাদি ঋতুত্রয়ে হয়; যথা—গ্রীষ্মকালে বায়ুর সঞ্চয়, বর্ষাতে প্রকোপ, শরৎকালে প্রশম অর্থাৎ স্বাভা-বিক হয় এবং পিত্তের বর্ষাতে সঞ্চয়, শরৎকালে প্রকোপ, হিম-কালে শান্তি হয়। তথা শ্লেষ্মার শিশিরকালে সঞ্চয়, বসন্তকালে প্রকোপ, গ্রীষ্মে শমতা হয়। ৯১। বায়ু পিত্ত কফের দুই দুই ঋতুতে প্রকোপ হয়, বর্ষা ও শিশিরকালে বায়ু, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পিত্ত, হিম এবং বসন্তকালে কফ বৃদ্ধি হয়। ৯২।

উপশমমাহ।

ঔষধাদিজনিত সুখানুবন্ধ উপশম ইতি ॥ ৯৩ ॥ হেতু-র্ব্যাধি বিপর্য্যস্ত বিপর্য্যস্তার্থকারিণাং। ঔষধান্নবিহারাণা-মুপযোগং সুখাবহং ॥ ৯৪ ॥ বিদ্যাদুপশমং ব্যাধেঃ সহিসাত্ম্য-ইতি স্মৃতঃ। বিপরীতোঽনুপশয়ো বাধ্যসাত্ম্য ইতি স্মৃতঃ ॥ ৯৫ ॥ অত্র ঔষধান্নবিহারাণামুপলক্ষণং তেনদেশকালাবপি বোদ্ধবৌ। যথাহ। সুখানুবন্ধোয়োর্হেতু র্ব্যাধাদে র্বিপ-রীতকঃ। দেশাদিক স্বোপশয়ো জ্ঞেয়োঽনুপশয়োঽন্যথা ॥৯৬॥ এষামুদাহরণানি। তত্রহেতু বিপরীত মৌষধং যথা শীতকফ-

ঔষধ ও আহার বিহারেতে যে সুখানুভব হয়, সেই রোগের উপশম জানিহ। ৯৩। বাহ্য অভ্যন্তরের অহিত চেষ্টাই রোগোৎ-পত্তির হেতু। বাহ্যে অহিত আহারাচারাদি ব্যাধির উৎপত্তির কারণ হয়। অভ্যন্তরদোষ দূষ্য ধাতু কোপ রোগের কারণ, অর্থাৎ দূষ্য রসাদি সপ্তধাতু দুষ্ট হইলে রোগের কারণ হয়। আর জ্বরাদি ব্যাধি হেতুর বিপরীত এবং ব্যাধির বিপরীত যে ঔষধ এবং আহার ও বিহার ইহার যে আচরণ, তাহার নাম উপ-শম, ইনি সুখবহন করেন; ইহাকেই সাত্ম্য বলেন; অর্থাৎ আত্মার হিতকারি হয়, তাহার বিপরীত আচরণ অর্থাৎ ঔষধান্ন বিহারাচরণকে অনুপশয় বলেন, ইহার দ্বারা আত্মার অহিত হয়, অর্থাৎ অসুখজনক হয়। ৯৪। ৯৫। যে সুখানুবন্ধ কারণ সেই ব্যাধাদির বিপরীত এবং দেশকালাদিতে ব্যাধির উপশম জানিহ। ইহার অন্যথাকে অনুপশয় অর্থাৎ ব্যাধির হিত জানিহ। ৯৬। বিদ্যানজ্ঞ বৈদ্য উষ্ণকৃত রোগকে শীতলক্রিয়া দ্বারা জয় করি-বেন। শীতকৃত রোগকে উষ্ণক্রিয়া দ্বারা শমতা করিবেন, অর্থাৎ উষ্ণে শীতলক্রিয়া, শীতলে উষ্ণক্রিয়া, মিশ্রিতে মিশ্রিতক্রিয়া।

জ্বরে শুণ্ঠ্যাত্যু ং ভেষজং॥ ৯৭॥ যদুক্তং চরকে। শীতে-নোষ্ণকৃতান্ রোগান্ শময়ন্তিভিষগ্বিদঃ। যে চ শীতকৃতারোগা স্তেষামু ং ভিষগ্জিতং॥ ৯৮॥ অন্নং যথা শ্রমানিলজে রসৌ-সদনং॥ ৯৯॥ বিহারোযথা দিবাস্বপ্নোত্থকফে রাত্রৌজাগরণং॥ ১০০॥ অথ ব্যাধিবিপরীত মৌষধং যথা। অতীসারেস্তম্ভনং পাঠাদি পাচনং তথাশিরীষো বিষং। খদির কুষ্ঠং হন্তি, হরিদ্রা প্রমেহং নৈতেদোষমপেক্ষ্যন্তে। প্রভাবাদ্রোগপ্রশম কারিণ ইতি॥ ১০১॥ উক্তঞ্চ। কফেলঙ্ঘনসাধ্যেতু কর্ত্তরি-জ্বরস্তল্ম্নয়োঃ। তুল্যোপিদেশকালাদৌ লঙ্ঘনং নতুসম্মতং॥ ১০২॥ তথা। নবাময়েতৈমিরিকং নগুল্মিনমিতি॥ ১০৩॥

এই শীতোষ্ণ বিবেচনা করাই চিকিৎসার সার হয়। ৯৭। ৯৮। শ্রমজনিত বায়ুতে যে রোগ জন্মে, তাহার পথ্য অন্ন জল। দিবা শয়নে উত্থিত কফ রাত্রিজাগরণে শমতা পায়। ব্যাধির যে বিপ-রীত সেই তাহার ঔষধ। অতীসারে মলস্তম্ভ, অপাকে পাচন, শিরীষ বিষকে, প্রমেহকে হরিদ্রা, কুষ্ঠকে খদির জয় করে, ইহা স্বাভাবিক। ইহারা দোষকে অপেক্ষা করে না, প্রভাপেতেই রোগ প্রশমকারী হয়। ৯৯—১০১। জ্বরাদি ব্যাধিহর দ্রব্য অবশ্য দোষনাশক হয়, দোষনাশকের অপেক্ষা স্বাভাবিকের এই ভেদ, যে সহজ দোষনাশক, সে অবশ্য ব্যাধিহর হয় না, যথা— বমন লঙ্ঘনত্ব কফহর বটে, কিন্তু কফ গুল্মকে নাশ করে না। লঙ্ঘনসাধ্য কফ হইলে ও জ্বর গুল্মে লঙ্ঘনের কর্ত্তব্যতা হইলে এবং দেশ কাল তুল্য হইলে লঙ্ঘন করিলেও গুল্মহর হয় না, অতএব জ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য, গুল্মের লঙ্ঘন সম্মত নহে ; এজন্য নেত্ররোগিকে এবং গুল্মীকে বমন করাইবে না। দোষনাশ-কের ও ব্যাধিনাশকের এই ভেদ জানিহ। ১০২—১০৩।

যত্তু ব্যাধিহরং তত্তু অবশ্যমেব দোষহরং তদ্ব্যাধিং শময়েৎ তদারম্ভক দোষমপিগময়তি। অন্যথা সরোগো জিত এবমস্যাৎ। কারণতাদবস্থ্যাৎ॥ ১০৪॥ অন্নং যথাতীসারে চ স্তম্ভনং মস্থ্রাদিষুঃ। বিলাসো যথা। উদাবর্ত্তে অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতবায়ু মলমূত্রবায়ুত্যাগরহিতে প্রবাহণং অর্থাৎ ক্রুন্থনং। মন্ত্রৌষধিধারণবন্ন্যপহার নিয়ম প্রায়শ্চিত্ত হোম গুরুদেবতা শুশ্রূষাদরো ব্যাধি বিপরীতাবিহারাঃ॥ ১০৫॥ অথ হেতুর্ব্ব্যাধের্বিপরীত মৌষধং। যথা বাত শোথে দশমূলং পাচনং বাতহরং শোথহরঞ্চ, অন্নং যথা বাত কফ, গ্রহীণ্যাং তক্র,

যে বিষয় ব্যাধিহর সে অবশ্যই দোষহর হয়; সে রোগকে শমতা করিয়া রোগারম্ভক দোষকেও শমতা করে; উহার অন্যথা হইলে হয় না, অর্থাৎ তদবস্থিতি হেতুক সে রোগ জয় হয় না। ১০৪। কিন্তু যেস্থানে সংযোগবিশিষ্ট দোষ সহিত ব্যাধি জন্মে, সেস্থানে ব্যাধিহরণে দোষহরণ হয়, নিমিত্তমাত্র দোষ হইলে দোষহর ব্যাধিহর ক্রিয়াতে ব্যাধি শান্তি হইবেক; কেবল দোষহর বা কেবলও ব্যাধিহর হইবেক না, সংযোগীভূত দোষের সহিত রোগ হইলে দোষহরণ ও রোগহরণ হইবেক; রোগনাশে দোষনাশ হয়। বহুশ্লেষ্মজ ছর্দ্দিতে বমনই হিত হয়, যদি বমন না হয়, তবে ছর্দ্দি অনুচ্ছেদ্যরূপে চিরস্থায়ী থাকে, অতএব বমনে বমনহিতকর, দোষনাশক হয়। এবং মদ্যপানে মদাত্যয়ে যে মদ্যপান, টাবানেবু চুকাপালঙ্কের রসযুক্ত করিয়া মদ্যপান করাইবেক, কিম্বা কক্ষমাধ্বীকাদিতে স্নিগ্ধ পৌষ্টিকাদি মদ্য দিবে, তাহাই তাহার হিতকর হয়। আর উরুস্তম্ভে জল সন্তরণ করায় জলের শৈত্যতা জন্য বাহ্য নির্গত যে দেহের উষ্ণতা কুম্ভকারপয়নের ন্যায় অন্তঃপীড়িত মেদঃ শ্লেষ্মা বিলয় হয়, অর্থাৎ ছড়াইয়া যায়, ব্যায়ামেতে শুষ্ক

শীতবাতোত্থজ্বরে পেয়াছ্যুষ্ণবীর্য্যত্বাৎ বাতং হন্তি প্রভাবাৎ জ্বরঞ্চ, বিহারো যথা। স্নিগ্ধদিবাস্বপ্নজায়াং তন্দ্রায়াং রূক্ষং তন্দ্রবিপরীতঞ্চ রাত্রিজাগরণং ॥ ১০৬ ॥ অথ হেতুবিপরীতার্থ কারি ঔষধং। যথা পিত্তপ্রধানে পচ্যমানে ব্রণশোথে পিত্তকর উষ্ণ উপনাহঃ অর্থাৎ উষ্ণ প্রলেপ, অন্নং যথা বিদাহিঃ অর্থাৎ ভাজাদ্রব্য, বিহারো যথা বাতোন্মাদে ত্রাসনং ॥ ১০৭ ॥ অথ ব্যাধিবিপরীতার্থকারি ঔষধ যথা। ছর্দ্দিরোগে বমনকারকং মদনফলং, পুনর্ব্বমনং ভূত্বা নিস্সৃতদোষোপহতেন বমননিবৃত্তিঃ, নিদান সমানধর্ম্মী ভূয়রোগনিবর্ত্তকঃ। অন্নং যথা অতীসারে ক্ষীরপানং, বিহারো যথা ছর্দ্দিরোগেঽঙ্গুলি প্রবাহণং। হেতুর্ব্যাধি উভয় বিপরীতার্থকর ঔষধ যথা। অগ্নিপ্লুষ্টে অর্থাৎ অগ্নিপোড়া ফোস্কাতে অগৌরাদি উষ্ণ প্রলেপ বিষে বা বিষ, অন্নং যথা মদ্যপানোত্থ মদাত্যয়ে মদকারক মদ্য, বিহারো যথা উরুস্তম্ভে জলসন্তরণং ॥ ১০৮ ॥ সুশ্রুতে। ছর্দ্দিষু বহুদোষাসু বমনং হিতমুচ্যতে ॥১০৯॥ অগ্নিনা কুপিতং রক্তং ভৃশং জন্তোঃ প্রকুপ্যতি। ততস্তেনৈববেগেন পিত্তমপ্যুদীর্য্যতে॥ ১১০ ॥ প্রকৃত্যাহ্লাদকং শীতং স্কন্দয়ত্যতি শোণিতং। তস্মাৎ সুখ-

করে, পশ্চাৎ বায়ু আবরণ শূন্য হইয়া স্বকীয় পথে যায়, এই ক্রিয়া উরুস্তম্ভের নাশকারিণী হয়। ১০৬। ১০৭। ১০৮। ১০৯। অগ্নিদ্বারা কুপিত রক্ত জন্তুসম্বন্ধে অতিশয় কুপিত হয়; অতএব সেই বেগেতে পিত্তও উদয় হয়, অগ্নিদগ্ধ ব্রণেতে উষ্ণ লেপনাদিতে রক্তের স্থানান্তর গমন হয়; শীতলক্রিয়া হইলে রক্ত দাহ কুপিত হইয়া সেই স্থানে স্থিতি করিয়া পাকারম্ভ করে, অতএব রক্তের ঘন হেতুক শীতলক্রিয়া নিষিদ্ধ। ১১০। স্বভাবতঃ জল শীতল, সেই শীতল জলে রক্তকে ঘন করে, সেই হেতুক দগ্ধ-

ঘৃতিষ্ঠ্যষ্ণং নতুশীতং কথঞ্চন ॥ ১১১ ॥ বিষঘ্নং বিষং যথা জঙ্গমবিষ মূর্দ্ধগস্বরূপে স্থাবরবিষং ॥ ১১২ ॥ স্নিগ্ধোষ্ণ স্থির-বল্যবৃষ্য লবণ স্বাদ্বম্ল তৈলাতপ স্নানাভ্যঞ্জন বস্তিমাংস মদিরা সম্বাহনোন্মর্দ্দনং স্নেহস্বেদ নিরূহণঞ্চ শমন স্নেহোপনাহাদিকং পানাহারবিহার ভেষজমিদং বাতং প্রশান্তিং নয়েৎ ॥ ১১৩ ॥ তিক্তস্বাদুকষায় শীত পবনচ্ছায়া নিশাবীজনং। জ্যোৎস্না-ভূগৃহযন্ত্রবারি জলদস্ত্রীগাত্র সংস্পর্শনং॥ সর্পিঃ ক্ষীরবিরেক রুধিরস্রাব প্রদেহাদিকং পানাহারবিহার ভেষজমিদং পিত্তং প্রশান্তিং নয়েৎ ॥ ১১৪ ॥ রুক্ষ ক্ষার কষায় তিক্ত কটুক

ব্রণে উষ্ণই দাতব্য, শীতল কদাচ নহে। ১১১। জঙ্গমবিষ ঊর্দ্ধ-গামী, মূলবিষ অধোগস্বরূপ, এই হেতু বিপরীতকর হয়। ১১২। নিম্নলিখিত পানাহার, ঔষধ এবং বিহারাদিতে বায়ুকে শমতা করে, যথা—স্নিগ্ধোষ্ণ আহার, স্থির গুণযুক্ত দ্রব্য, বলদায়ক দ্রব্য, তেজস্কর দ্রব্য, লবণ, মধুর, অম্ল, তৈল, রৌদ্র, স্নান, তৈলাভ্যঞ্জন, পিচকিরি, মাংস, মদিরা, মর্দ্দন, স্নেহ স্বেদ, কক্ষ পিচকিরি, শমন, স্নেহ প্রলেপাদি অর্থাৎ ঘৃতাদি ম্রক্ষণ। ইহার মধ্যে যে স্থানে বায়ু যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবেক, সেই পরিমাণ বিপরীত গুণক্রিয়াতে বায়ুর শমতা হয় অর্থাৎ শীতলগুণে বদ্ধ হইলে উষ্ণক্রিয়া, উষ্ণ-গুণে বদ্ধ হইলে শীতলক্রিয়া কর্ত্তব্য। ১১৩। তিক্তরস দ্রব্য, মধুর-রস দ্রব্য, কষায়রস দ্রব্য, শীতলদ্রব্য, শীতল বায়ু এবং শীতল ছায়া, রাত্রিতে বায়ু গ্রহণ, জ্যোৎস্নাতে বাস, ভূমিবাস, শয্যা মৃত্তিকা গৃহ, যন্ত্রজল গ্রহণ অর্থাৎ ফোয়ারার জল, মেঘোদয়, স্ত্রীগাত্র স্পর্শকরণ, ঘৃতভক্ষণ, দুগ্ধভক্ষণ, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, শীতল দ্রব্য তরল দ্রব্য গাত্রে লেপন, এই সকল আহার বিহারাদিতে পিত্তকে শান্তি করে। ১১৪। রুক্ষদ্রব্য, ক্ষারদ্রব্য, কষায়, তিক্ত,

ব্যায়ামনিষ্ঠীবনং, স্ত্রীসম্পর্কাধ্বনি যুদ্ধজাগরণ ক্রীড়াপদাঘাতনং। ধূমাত্যুষ্ণ শিরোবিরেক বমন স্বেদোপনাহাদিকং, পানাহারবিহার ভেষজামিদং শ্লেষ্মাণমুগ্রং জয়েৎ ॥ ১১৫ ॥

সংপ্রাপ্তিমাহ।

যথাদুষ্টেন দোষেণ যথাচানু বিসর্পতা। নিবৃত্তিরাময়স্যাসৌ সংপ্রাপ্তিজাতিরাগতি ॥ ১১৬॥ সংখ্যাবিকল্প প্রাধান্য

কটু, শরীর চালনা কর্ম্ম, ডন ফেলা কর্ম্ম বা কফষ্ঠীবন অর্থাৎ কফ উঠান, স্ত্রীসংসর্গ, পথগমন, যুদ্ধপরিগ্রহ, রাত্রিজাগরণ, ক্রীড়াদি করা, পাদের আঘাত করা, ধূমপান, অতিশয় উষ্ণ ব্যবহার, শিরোবিরেক, নস্য, বমন, তাপ, উষ্ণ লেপাদি, এই সকল আহার বিহার ঔষধ দ্বারা শ্লেষ্মাকে জয় করে। ১১৫। দ্বন্দ্বজ হইলে মিলিত ক্রিয়া করিবেক, ত্রৈদোষিক হইলে ত্রিদোষনাশক ক্রিয়া করিবেক।

বায়ু পিত্ত কফ ইহাদিগের বিবিধ প্রকার দৃষ্টি, প্রাকৃত, বৈকৃত, প্রধান, অপ্রধান, একাংশে, দ্বয়াংশে, সমস্তাংশে, রৌক্ষাদি সকল ভাবে, অল্পভাবে দুষণপ্রাপ্ত যে দোষ তৎকর্ত্তৃক যে রোগের উৎপত্তি, তাহাকেই সংপ্রাপ্তি কহে। ১১৬। এবং অনেক প্রকার দোষের গতি ঊর্দ্ধগতি, অধোগতি, তির্য্যগ্ গতি ভেদে রোগের প্রবৃত্তি হয়। ঊর্দ্ধগতিতে রক্তপিত্ত, কাস, নেত্ররোগ, নাসারোগ, কর্ণরোগ, শিরোরোগ প্রভৃতি এবং উদাবর্ত্ত প্রভৃতি নানারোগ অধোগতিবিশিষ্ট দোষে হয়; মূত্ররোগ, উদরাময় অর্শরোগ প্রভৃতি নানারোগ অধোগতিতে হয়। তির্য্যগ্গতিতে শ্বাসাদি রোগ এবং নাড়ীগত দোষের বক্রগতি জন্য নানাবিধ রোগ হয়; রোগের জন্মের নাম সংপ্রাপ্তি জানিবে। অর্থাৎ সংপ্রাপ্তি, জাতি ও আগতি; এই তিন নাম। সংখ্যা

বল কাল বিশেষতঃ। সাভিঘাতে যথাত্রৈব বক্ষ্যতেষ্টোজ্বরা ইতি॥ ১১৭

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে ব্যাধিজ্ঞানপূর্ব্বক পঞ্চ নিদানকথন প্রথমোল্লাসঃ।

দ্বিবিধং হি রোগস্য কারণং। বিপ্রকৃষ্টং সন্নিকৃষ্টঞ্চ। বিপ্রকৃষ্টং যথা বিরুদ্ধমাহারাদি, সন্নিকৃষ্টং বাতাদি। তস্যবাতাদেঃ

বিকল্প অর্থাৎ গণনা, যথা অষ্ট প্রকার জ্বর হয়, ষট্ প্রকার অতীসার প্রভৃতি, বিকল্প অর্থাৎ মিলিত ত্রিদোষের অংশাংশকল্পন অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফের রৌক্ষ্য শীতাদি কর্ম্মের এক কি দ্বি ত্রি সকল ভাগের বিবেচনা, বায়ুর অংশ বা পিত্ত কফের অংশ বা প্রাধান্যোপলক্ষে অপ্রাধান্য গ্রহণ অর্থাৎ মিলিত দোষত্রয়ের মধ্যে প্রাধান্য বা কে? অপ্রাধান্যই বা কাহাকে বলা যায়? ইহারই নিরূপণ করা। বায়ু প্রাধান্য, পিত্ত কফ অপ্রাধান্য? কি পিত্ত কফ প্রাধান্য? বায়ুর প্রাধান্য রোগ বিষয়ে সর্ব্বদা এই সকল বিবেচনা কর্ত্তব্য। বল এবং অবল অর্থাৎ কোন্ দোষের বল, কোন্ দোষের অবল এবং হেতু, পূর্ব্ব রূপাদিতে ব্যাধির বলাবল জ্ঞাতব্য হয়। তথা কাল দিন রাত্রি ঋতুভুক্ত ইহাদিগের অংশেতে ব্যাধি হেতুকাল, ব্যাধির বৃদ্ধিহানি, যে যে সময়ে রোগবৃদ্ধি ও রোগ নিবৃত্তি হয়, তদ্দ্বারা ব্যাধির দোষ নিরূপণ হয়। বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক জ্ঞান, এই সংপ্রাপ্তি ভেদ যথা অষ্টজ্বর প্রভৃতি কথিত হইবেক। ১১৭।

রোগের কারণ দুই প্রকার; বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরকারণ, যথা-বিরুদ্ধ আহারাদি, সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ নিকট কারণ, যথা বায়ু পিত্ত, কফ,

সর্ব্বরোগেষ্বব্যভিচারিত কারণমাহ ॥ ১ ॥ সর্ব্বেষামেবরোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ। তৎপ্রকোপস্যতু প্রোক্তং বিবিধাহিত সেবনং ॥ ২ ॥ শরীরদূষণাদ্দোষা মলিনীকরণান্মলাঃ। ধারণাদ্ধাতব স্তেস্যু র্বাতপিত্তকফাস্ত্রয়ঃ ॥ ৩ ॥ নাস্তিরোগো বিনাদোষৈ র্যস্মাত্তস্মাদ্বিচক্ষণঃ। অনুক্তমপিদোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিমুপাচরেৎ ॥ ৪ ॥ আগন্তুব্যাধিষু যত্ত্যুৎপত্তৌ দোষকোপোনাস্তি যথাপ্যুৎপত্ত্যনন্তরন্ত্ববশ্যম্ভাবি দোষকোপ উৎপন্ন দ্রব্যেগুণযোগবৎ ॥ ৫ ॥ আগন্তুর্হিব্যথা পূর্ব্বোজায়তে জঘ-

ইহাদিগের সকল রোগেতে অব্যভিচরিত কারণ অর্থাৎ রোগের প্রতি দোষের কারণ তাহাতে ব্যভিচার নাই। ১। কুপিত মলই সমুদায় ব্যাধির আদিকারণ হয়। সেই দোষ কোপের হেতু নানাবিধ অহিতাহারাচার সেবা অর্থাৎ অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ প্রজ্ঞাপরাধ পরিণাম লক্ষণের সেবন এ সকল পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ২। দেহকে দুষ্ট করে, এই নিমিত্ত বাত্বাদির নাম দোষ। আর কলেবরকে মলিন করে, এই কারণ বায়ু পিত্ত কফের সংজ্ঞা মল। দেহকে ধারণ করেন, এই হেতু দোষের ধাতু নাম কথন। এই দোষের নামত্রয় যথা দোষ, মল, ধাতু। ৩। যেহেতু দোষ ব্যতীত রোগ হয় না, সেই কারণ পণ্ডিত বৈদ্যগণেরা দোষের লক্ষণ করিয়াছেন অর্থাৎ দোষের কথন না থাকিলে কোন চিহ্ন দ্বারা দোষান্বিত রোগ শান্তির আচরণ করিবেক। ৪। আগন্তুক রোগেতে যদি উৎপত্তিকালে দোষের কোপ না হয়, তথাপি উৎপত্তির পর অবশ্য দোষ সম্ভব হইয়া থাকে, যেমন উৎপন্ন দ্রব্যেতে গুণযোগ হয় তদ্রূপ। ৫। প্রথম আগন্তুতে ব্যথা জন্মে, যে প্রকার আঘাতজনিত পীড়া বা শস্ত্রাঘাত কি লোষ্ট্রাঘাত কি লগুড়াঘাত কিম্বা উচ্চ স্থান হইতে

ান্নিজৈ দোষৈরনুবধ্যতে॥ ৬॥ নিদানার্থকরোগো রোগো-
াপ্যুপজায়তে॥ ৭॥ তদ্‌যথাজ্বরসন্তাপাদ্রক্তপিত্ত মুদী-
র্য্যতে। রক্তপিত্তাজ্জ্বরস্তাভ্যাং শ্বাসশ্চা প্যুপজায়তে॥ ৮॥
প্লীহাভিবৃদ্ধ্যাজঠরং জঠরাচ্ছোফ এবচ। অর্শোভ্যোজঠরং
দুঃখং গুল্মশ্চাপ্যুপজায়তে॥ ৯॥ প্রতিশ্যায়াদথো কাসঃ কাসাৎ
সংজায়তেক্ষয়ঃ। ক্ষয়রোগস্যহেতুত্বে শোষচাপ্যুপবর্ত্ততে॥১০॥
তপূর্ব্বং কেবলা রোগাঃ পশ্চাদ্ধেত্বর্থকারিণঃ॥ ১১॥ কশ্চিদ্ধি
রোগোরোগস্য হেতুর্ভূত্বা প্রশাম্যতি। নপ্রশাম্যতিচাপ্যন্যং
হেতুত্বং কুরুতেঽপিচ॥ ১২॥ এবং কৃচ্ছ্রতমান্নৄণাং দৃশ্যন্তে
পাতিত হউক, অগ্রে ব্যথা পশ্চাৎ দোষপ্রাপ্ত হয়। ৬। আময়ই
ামেয়র নিদান প্রয়োজনকর হয়, অর্থাৎ রোগের কারণে যে
প্রয়োজনতা তাহাই হয়। অতএব ব্যাধিই ব্যাধিকে প্রবল করেন।
৭। জ্বরসন্তাপ হইতেই রক্তপিত্ত উদয় হয়, কখন রক্তপিত্ত হইতে
জ্বর হয়, রক্তপিত্ত এবং জ্বর হইতে শ্বাস রোগ হয়। ৮। প্লীহা-
রোগ বৃদ্ধি হইলে উদর রোগ হয়, উদররোগ হইতে শোথরোগ
হয় এবং অর্শরোগ হইতে উদররোগ হয়, তাহা হইতে গুল্ম-
রোগ হয়। ৯। প্রতিশ্যায় অর্থাৎ মুখ নাসা হইতে কফস্রাব,
তাহা হইতে কাস হয়, কাস হইতে ক্ষয়রোগ হয়, ক্ষয়রোগের
কারণে শোষ রোগ হয় অর্থাৎ ধাতুশোষ ও শরীরশোষ হয়। ১০।
প্রথম সেই সকল কেবল স্বয়ং এক রোগ উপস্থিত হয়, পশ্চাৎ
রোগ নিদানের প্রয়োজনকারি হয়। ১১। কোন কোন ব্যাধি
রোগের হেতু হইয়াও প্রশমতা পায়। যথা—জ্বর হইতে অতীসার
হয়, তাহা হইলে জ্বরের নিবৃত্তি হয়, কিম্বা অতীসার হইতে জ্বর
হয়, তাহাতে অতীসার শমতা পায়, যদি জ্বর থাকে ও উক্ত রোগ
শমতা না হয়, তবে তাহাতে অন্য হেতু দ্বারা জ্বরাতীসার মিলিত
রোগ অর্থাৎ জ্বরাতীসার ও ব্যাধি শঙ্কর প্রভৃতি হয়। ১২। মনুষ্য-

ব্যাধিসঙ্করাঃ। তস্মাদ্যত্নেন সদ্বৈদ্যৈরিচ্ছদ্ভিঃ সিদ্ধিমুত্তমাং ॥১৩॥ জ্ঞাতব্যোবক্ষ্যতেযোঽয়ং জ্বরাদীনাং বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৪ ॥ যতঃ সমস্তরোগাণাং জ্বরোরাজেতিবিশ্রুতঃ। অতোজ্বরাধিকারোঽত্র প্রথমং লিখ্যতে ময়াং ॥ ১৫ ॥ দক্ষাপমান সংক্রুদ্ধ রুদ্রনিঃশ্বাসসম্ভবঃ। জ্বরোঽষ্টধা পৃথক্‌দ্বন্দ্ব সংঘাতাগন্তুজঃ স্মৃতঃ ॥১৬॥ ক্রোধাৎ পিত্তমিতি। উষ্মাপিত্তাদৃতেনাস্তি জ্বরো নাস্ত্যুষ্মণাবিনা। তস্মাৎ পিত্তবিরুদ্ধানি ত্যজেৎ পিত্তাধিকেঽধিকং ॥১৭॥ জ্বর সংপূজনৈর্ব্বাপি সহসৈবোপশাম্যতি ॥ ১৮ ॥ রুদ্রকোপাগ্নিসম্ভূতঃ সর্ব্বভূতপ্রতাপন। ত্রিপাদস্ম প্রহরণস্ত্রি-

দিগের এইরূপ কৃচ্ছ্রতম ব্যাধি সঙ্কর হইলে উত্তমাসিদ্ধিকে ইচ্ছা করেন, যে সকল সদ্বৈদ্য তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক রোগসঙ্করকে দৃষ্টি করিবেন। ১৩। জ্বরাদি রোগের যে বিশেষ নিশ্চয় কথিত হইবেক, সে সকল বিশেষরূপ সকলেরই জানিবার আবশ্যক হয়।১৪। যেহেতু জ্বরই সমস্ত রোগের রাজা হইয়াছে, এই হেতু প্রথমে জ্বরাধিকার আমাকর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। ১৫। দক্ষপ্রজাপতি কর্ত্তৃক অপমানে সম্যক্ ক্রোধান্বিত হইলে মহাদেবের যে উষ্ণ নিশ্বাস বহিয়াছিল, সেই নিশ্বাসে জ্বরের জন্ম হয়, সেই জ্বর অষ্টপ্রকার। যথা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক এবং বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, ত্রৈদোষিক ও আগন্তুজ এই অষ্টপ্রকার জানিবে। ১৬। কুপিত শিবের কোপে উষ্ণ নিশ্বাসে জন্মহেতুক স্বাভাবিক জ্বর পৈত্তিকাশ্রিত হয়েন। ক্রোধ হইতে পিত্তকোপ হয়। পিত্ত ব্যতীত উষ্মা হয় না, উষ্মা ব্যতিরেকে জ্বর হয় না, সেই হেতুক পিত্তবৃদ্ধিকারক দ্রব্য সকল ত্যাগ করিবেক। ১৭। মহাদেব হইতে জ্বরের জন্ম, সুতরাং দেবাত্মকত্বপ্রযুক্ত জ্বর সকলেরই পূজনীয়; অতএব পূজাদি দ্বারা সহসা জ্বরের উপশম হয়। ১৮। রুদ্রকোপরূপ যে অগ্নি তৎসম্ভব জ্বর, অতএব জ্বর

শিরাঃ সুমহোদরঃ॥ ১৯॥ বৈয়াঘ্রচর্ম্মবসনঃ কপিলোজ্জ্বল-বিগ্রহঃ। পিঙ্গেক্ষণোহ্রস্বজঙ্ঘো বীভৎসোবলবান্ বলঃ॥ ২০॥ পুরুষো লোকনাশার্থং মসৌজ্বর ইতিস্মৃতঃ। তৈস্তৈর্নামভিরি-ত্যেষাং সত্বানাং পরিকীর্ত্ত্যতে॥ ২১॥ জন্মাদৌ নিধনে-চৈব প্রায়োবিংশতিদেহিনাং। ঋতে দেব মনুষ্যাণাং নান্যোপি সহতেহিতং॥ ২২॥ দেহেন্দ্রিয় মনস্তাপী সর্ব্বরোগাগ্রজো বলী। জ্বরপ্রধানো রোগাণামুক্তো ভগবতা পুরা॥ ২৩॥ পাকলঃ সতুনাগানামভিতাপস্তুবাজিনাং। গবামীশ্বরসংজ্ঞশ্চ মানবানাং জ্বরোমতঃ॥ ২৪॥ অজাবিনাং প্রলাপাখ্যঃ করভে-

সকল প্রাণিকে তাপ দেন। এই জ্বর মূর্ত্তিবিশিষ্ট, অর্থাৎ শরীরী হন, ত্রিপাদ, ভস্মপ্রক্ষিত কলেবর, ত্রিমস্তক, মহা উদরবিশিষ্ট, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, কপিলবর্ণ, উজ্জ্বল শরীর অর্থাৎ ধূম্রবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু, ক্ষুদ্র জঙ্ঘা, ভয়ানক, বলবান্ পুরুষ, লোকের নাশ নিমিত্ত এই জ্বরের মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। এই জ্বর সকল প্রাণি-দিগের পক্ষে অনেক নামে কথিত হইয়াছে, যথা মনুষ্য পক্ষী সর্প কীট জল বৃক্ষাদির জ্বর হয়, তত্তৎ ভূতের জ্বরের বিশেষ বিশেষ নাম আছে, পশ্চাল্লিখিত হইবেক। দেহিদিগের জন্মা-দিতে এবং মৃত্যুতে প্রবেশ করেন; দেবতা মনুষ্য বিনা অন্য স্থাবর জঙ্গম সেই জ্বরবেগকে সহ্য করিতে পারে না। ২২। পূর্ব্বেই ভগবান্ উক্ত করিয়াছেন যে, দেহ ইন্দ্রিয় ও মন এই সকলকেই জ্বর তাপ দেন ও সকল রোগের অগ্রেই জন্মেন এবং জ্বরই সকল রোগের প্রধান ও বলবান্। ২৩। হস্তীর জ্বরের নাম পাকল, অশ্বের অভিতাপ, গোরুর ঈশ্বর, মনুষ্যের জ্বর। ২৪। ছাগ ও গর্দ্দভদিগের প্রলাপ, উষ্ট্রের অলস, মহিষের হারিদ্র, মৃগের মৃগরোগ, পক্ষীর পক্ষ অভিঘাত, মৎস্যের ইন্দ্রমদ, ফড়িঙ্গের পক্ষ

চালসো ভবেৎ। হারিদ্রো মহিষানান্তু মৃগরোগো মৃগেষু চ ॥২৫॥ পক্ষপাতঃ পতঙ্গানাং ব্যাড়েষ্বাক্ষিক সংজ্ঞিতং ॥ ২৬॥ জলেষু নীলিকাভুমে রুষরাবৃক্ষকোটরঃ ॥ ২৭ ॥ মিথ্যাহার বিহারাভ্যাং দোষাহ্বামাশয়াশ্রয়াঃ। বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাস্যুরসানুগাঃ ॥ ২৮ ॥ শ্রমোহরতির্বিবর্ণত্বং বৈরস্যং নয়নপ্লবঃ। ইচ্ছাদ্বেষৌ মুহুশ্চাপি শীতবাতাতপাদিষু ॥ ২৯ ॥ জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দো গুরুতা রোমহর্ষোহরুচিস্তমঃ। অপ্রহর্ষশ্চশীতঞ্চ ভবত্যুৎপৎস্যতিজ্বরে ॥ ৩০ ॥ সামান্যতো বিশেষাত্তুজৃম্ভা-

পাত, সর্পের আক্ষিক, জলের নীলিকা, ভূমির উষরা, বৃক্ষের কোটর নাম জ্বর।২৫-২৭। অনুচিত আহার বিহার দ্বারা বায়ু পিত্ত কফ আমাশয় স্থানে অর্থাৎ হৃদয়ের অধোদেশ পাকস্থলীতে গমন করিয়া জঠরাগ্নিকে বাহ্যে নিঃক্ষেপ করতঃ অগ্নির উষ্মাকে তাবৎ শরীরে ক্ষেপণ করেন, তদুপন্ন রসসকল জ্বরকারী হয়, অর্থাৎ রসদোষ সংমিলিত হইলেই জ্বর হয়, সমস্ত অগ্নিকে জঠর হইতে নির্গত করায়, তাহাতে দোষ পাক অসম্ভব, অতএব অগ্নির উষ্মাকে বহির্গত করান, এই তাৎপর্য্য বিশেষ গ্রহণ করিতে হইবে। ২৮। জ্বরের পূর্ব্বে এইরূপ লক্ষণ সকল হয়, অর্থাৎ ব্যাপার বিনা শ্রম হয়, অসুস্থচিত্ত, গাত্রের বৈবর্ণ, মুখের বিরসতা, সজল চক্ষুঃ, কখন শীত কখন গ্রীষ্ম হয়, কখন বায়ু কখন রৌদ্রাদিতে থাকিতে ইচ্ছা হয়, কখন দ্বেষভাব হয় এবং অগ্নিতে ও জলেতে বাঞ্ছাশূন্য, সর্ব্বদা হাই উঠে, অঙ্গগ্রহ, শরীরের ভার, লোমাঞ্চ, ভোজন দ্রব্যে স্পৃহাশূন্য, হর্ষাভাব, শীতবোধ, প্রলাপ বাক্য ও হিতোপদেশ বাক্যে দ্বেষ, ইহা সামান্যতঃ পূর্ব্বরূপ হয়। ২৯। ৩০। সামান্য পূর্ব্বরূপ কথিত হইল, জ্বরের পূর্ব্বে এইরূপ সকল চিহ্ন হয়; বাতিক জ্বরে অত্যন্ত হাই উঠে, এই

ত্যর্থং সমীরণাৎ। পিত্তান্নয়নয়োর্দাহঃ কফাদন্নারুচিস্তথা ॥৩১॥ রূপৈরন্যতরাভ্যাস্তু সংসৃষ্টে দ্বন্দ্বজং বিদুঃ। সর্ব্বলিঙ্গসমঃ প্রায়ঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপজঃ ॥ ৩২ ॥

জ্বরস্য সামান্য লক্ষণং।

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণন্তথা। যুগপদ্‌যত্ররোগেতু সজ্বরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৩ ॥ যদাহ। ইন্দ্রিয়াণান্তু বৈকৃত্যং যত্তৎ সন্তাপ লক্ষণং। বৈচিত্র্যমরতির্গ্লানি র্মনঃ সন্তাপ-লক্ষণং ॥ ৩৪ ॥ অথ সামান্যজ্বরস্য চিকিৎসামাহ।

অংশাংশং যত্রদোষাণাং বিবেক্তুং নৈবশক্নুয়াৎ। সাধা-রণীং ক্রিয়াং তত্র বিদধীত চিকিৎসকঃ ॥ ৩৫ ॥ সামান্যতো-

মাত্র বিশেষ, আর ভবিষ্যৎ পৈত্তিকজ্বরে চক্ষুদাহ হয়, ভাবি কফজ্বরে অন্নে অরুচি হয়, অত্যন্ত শ্রমাদিও হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত সামান্য লক্ষণও হয়। ৩১। পরস্পর মিলিত লক্ষণে মিশ্রিত লক্ষণ হয়, দ্বিদোষে জ্বর হইলে দ্বন্দ্বজ এবং সকল চিহ্ন একত্র হইলে ত্রৈদোষিক জানিবে। ৩২। জ্বরের সামান্য লক্ষণ যথা,— ঘর্ম্ম রহিত, শরীর সন্তাপ ও সকল শরীরে বেদনা এই সকল লক্ষণ এককালে যে রোগে হয়, তাহাকে জ্বর বলা যায়; দেহ ইন্দ্রিয় মন সকলেরই সন্তাপ হয়, স্বেদাবরোধ অর্থাৎ ঘর্ম্মাভাব হয় এবং অগ্নির অবরোধ অর্থাৎ ক্ষুধার মান্দ্য এই সকল লক্ষণ একত্র হইলে জ্বর হয়। ৩৩। কিন্তু এক লক্ষণে জ্বর বলা যায় না। যথা,— দেহ সন্তাপ, শরীরের উষ্ণতা, ইন্দ্রিয় সন্তাপ ও ইন্দ্রিয় বৈকৃত্য, মন সন্তাপ, অসুস্থচিত্ত এবং গ্লানি। ৩৪। সামান্য জ্বরের চিকিৎসা। —যে জ্বরে বায়ু পিত্ত কফের অংশাংশ অর্থাৎ ভাগ বিবেচনা করিতে শক্ত না হয়, সে জ্বরে সাধারণ চিকিৎসার বিধান করি-বেক। ৩৫। সামান্যে কর্ত্তব্য এই, জ্বরার্ত্ত ব্যক্তি প্রথমে বায়ুশূন্য

জ্বরী পূর্ব্বং নির্ব্বাতমিলয়ে বসেৎ। নির্ব্বাতমায়ুষোবৃদ্ধি মারোগ্যং কুরুতে যতঃ॥ ৩৬॥ ব্যজনস্থানিল স্তৃষ্ণা স্বেদমুর্চ্ছাশ্রমাপহঃ॥ ৩৭॥ তালবৃন্তভবোবায়ু স্ত্রিদোষশমনোমতঃ॥ ৩৮॥ বংশব্যজনজঃ সোষ্ণো রক্তপিত্তপ্রকোপনঃ॥ ৩৯॥ চামরো বস্ত্রসংভূতো মায়ূরো বেত্রজস্তথা। এতে দোষজিতাবাতাঃ স্নিগ্ধাহৃদ্যাঃ সুপূজিতাঃ॥ ৪০॥ নবজ্বরী ভবেদ্যত্নাৎ গুরূষ্ণবসনাবৃতঃ। যথর্ত্তুপক্কং পানীয়ং পিবেৎ কিঞ্চিন্নিবারয়ন্॥৪১॥ বিনাপিভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে। নতুপথ্য বিহী-

স্থানে বাস করিবেক, যে স্থানে থাকিবে সে স্থানে বায়ুর গতি না থাকে, যেহেতু নির্ব্বাত স্থানে আয়ুর বৃদ্ধি এবং আরোগ্য করে। ৩৬। নির্ব্বাতে ক্লেশাতিশয় হইলে ব্যজনবাত অর্থাৎ পাখার বাতাস লইবেক। সামান্যতঃ ব্যজনবায়ু তৃষ্ণা এবং ঘর্ম্ম, মুর্চ্ছা ও শ্রম বিনাশ করে। ৩৭। তালপত্রের পাখার-বাতাস ত্রিদোষ নাশ করে। ৩৮। বাঁশের পাখার-বাতাসের গুণ তপ্ত এবং তাহাতে রক্তপিত্তকে প্রকোপ করে। ৩৯। চামর-ব্যজন এবং বস্ত্র ব্যজন ও ময়ূরপুচ্ছ ব্যজন এবং বেতের পাখা, ইহাদিগের বাতাস স্নিগ্ধ এবং হৃদয়ঙ্গম ও তাহাতে ত্রিদোষ নাশ করে। ৪০। নবজ্বরবিশিষ্ট ব্যক্তি ভারি অথচ উষ্ণ এতাদৃশ বস্ত্রেতে আবৃত থাকিবেক, অর্থাৎ কম্বলাদি আচ্ছাদিত গাত্র হইয়া সর্ব্বদা থাকিতে হইবেক। এবং যে ঋতুতে যেরূপ জলের পাক বিধান আছে, তদ্রূপ জল সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিবেক কিঞ্চিৎ খাইবেক; জলপানের যাদৃশী আকাংক্ষা তাহা সেবন করিবেক না, কিঞ্চিৎ মাত্র পান করিবেক। ৪১। ঔষধ ব্যতিরেকে কেবল পথ্য হইতে রোগ নিবৃত্ত হয়। পথ্যবিহীন ব্যক্তির ঔষধেও রোগ নাশ হয় না; অতএব পথ্যসেবন অবশ্য

যানাং ভেষজানাং শতৈরপি ॥ ৪২ ॥ পরিসেকান্ প্রদেহাংশ্চ স্নেহান্ সংশোধনানি চ। দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং শিশিরং জলং॥ ক্রোধ প্রবাত ভোজ্যানি বর্জ্জয়েত্তরুণজ্বরী ॥ ৪৩ ॥ শোষচ্ছর্দ্দি র্মদোমূর্চ্ছা ভ্রমস্তৃষ্ণাথরোচকঃ। প্রাপ্নোত্যুপদ্রবানেতান্ পরিসেকাদি সেবনাৎ ॥ ৪৪ ॥ ব্যবায়াদ্দোষসম্বৃদ্ধির্ব্যায়ামাৎ স্তম্ভমূর্চ্ছনং। মৃতিশ্চ স্নেহপানাত্তু মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দি-র্মদোহরুচিঃ ॥ ৪৫ ॥ গুর্ব্বন্ন ভোজনাৎ স্বপ্নাদ্বিষ্টম্ভো দোষকোপনং। অগ্নিসাদখরত্বঞ্চ স্রোতসাং চা প্রবর্ত্তনং ॥ ৪৬ ॥ সজ্বরো জ্বরমুক্তোবা বিদাহী ন গুরূণি চ। অসাত্ম্যান্যন্নপা-

কর্ত্তব্য। ৪২। স্নান ও জলসেক, গাত্রে প্রলেপাদি, তৈলাভ্যঙ্গ, স্নেহপান অর্থাৎ ঘৃত তৈল ভক্ষণ, বমন, বিরেচন ও শিরোবিরেচনরূপ সম্যক্ শোধন, দিবানিদ্রা ও মৈথুন এবং ব্যায়াম, অর্থাৎ কুস্তীদ্বারা শরীরচালনা, শিশির, হিম ও জল এবং শীতলজল, ক্রোধ ও বিলক্ষণ বায়ু সেবন ও ভোজ্যদ্রব্য, এই সকল নবজ্বরী [illegible]রিত্যাগ করিবেক। স্নানাদি সেবনেও দোষ আছে, ইহা কথিত হইবেক। ৪৩। স্নানাদি সেবনে মুখশোষ হয় এবং শরীরশোষ হয়, বমি হয়, মত্ততা হয়, মূর্চ্ছা ও অরুচি প্রভৃতি সকল উপ[illegible]হাতে প্রাপ্ত হয়; অতএব তরুণজ্বরে এ সকল পরি[illegible]য। ৪৪। মৈথুনকরণে বায়ু পিত্ত কফের বৃদ্ধি হয়; ব্যায়াম [illegible]তে শরীরস্তম্ভ, জড়তা ও মূর্চ্ছা হয়; স্নেহপান হইতে [illegible] মূর্চ্ছা ও বমি এবং মত্ততা ও অরুচি হয়। ৪৫। গুরু[illegible] ভোজনে ও দিবানিদ্রাতে বিষ্টম্ভজীর্ণ হয়, বাতাদি দোষ [illegible]কোপ হয়, অগ্নি অবসন্ন হয়, গাত্র খরস্পর্শ হয়, নাড়ী সকল [illegible]প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ নাড়ীর স্রোতপথ রহিত হয়। ৪৬। জ্বর[illegible]ক্ত ব্যক্তি কিম্বা বিজ্বরী ব্যক্তি বিদগ্ধদ্রব্য, অতি গুরুদ্রব্য,

নানি বিরুদ্ধাধ্যশনানি চ ॥ ৪৭ ॥ ব্যায়াম মতিচেষ্টাস্বা ভ্যঙ্গং স্নানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। তেন জ্বরঃ শমং যাতি শান্তশ্চ ন পুনর্ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥ জ্বরীলঙ্ঘনং কুর্য্যাদিতি চরক বাগভটশ্চ।— আমাশয়স্থোহন্ত্যাগ্নিং সামোমার্গান্ পিধাপয়ন্। বিদধাতি জ্বরান্দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘন মাচরেৎ ॥ ৪৯ ॥ দোষেঽল্পে লঙ্ঘনং পথ্যং মধ্যে লঙ্ঘন পাচনং। প্রভূতে শোধনং তচ্চ মুলাদুন্মূলনেমলান্ ॥ ৫০ ॥ তরুণন্তু জ্বরং পূর্ব্বং লঙ্ঘনেনেন ক্ষয়ং নয়েৎ। আমদোষ মলিঙ্গত্বা ল্লঙ্ঘনীয় যথাবিধিঃ ॥ ৫১ ॥ জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং কুর্য্যাৎ জ্বরমধ্যেতু পাচনং। জ্বরান্তেরেচনং

আম অহিতকর দ্রব্য ভোজন এবং অন্নপানাদি ও বিরুদ্ধ ভোজন, দুগ্ধ মৎস্য একত্রে ভোজন, অধ্যশন অর্থাৎ পূর্ব্ব-ভোজনাবশেষে পুনর্ভোজন, ব্যায়াম, অতিশয় চেষ্টা, তৈলাভ্যঙ্গ ও স্নান, এই সকল বর্জ্জন করিবে, এই সকল পরিত্যাগ দ্বারা জ্বর শমতা পায়, শান্তজ্বরের পুনর্ভব হয় না। ৪৭। ৪৮। জ্বরী ব্যক্তি লঙ্ঘন করিবে, যেহেতু আমাশয়স্থ দোষ বাতাদি স্বকীয় কারণে দুষ্ট হইয়া সামদোষ অর্থাৎ আম অপক্ক রসযুক্ত হয়, অগ্নিও নষ্ট করিয়া রসপথকে আচ্ছাদন করিয়া সদ্যজ্বর বিধান করে, তন্নিমিত্ত জ্বরী লঙ্ঘন করিবেক। ৪৯। অল্পদোষ হইলে লঙ্ঘনই পথ্য, অর্থাৎ উপবাস ; মধ্যম দোষ হইলে লঙ্ঘন এবং পাচন ; অধিক দোষ হইলে শোধন করিবেক ; সেই শোধন এইরূপে করিতে হইবেক, যাহাতে দোষের উন্মূলন হয় অর্থাৎ দোষ নির্ম্মূল হয়। ৫০। প্রথম নবজ্বরকে লঙ্ঘন দ্বারা নাশ করিবেক, অপক্ক দোষের চিহ্নের অভাবপ্রযুক্ত যথাবিধি লঙ্ঘন কর্ত্তব্য। ৫১। জ্বরোৎপত্তির প্রথমে লঙ্ঘন করিবেক, মধ্যাবস্থায় পাচন দিবেক, জ্বরান্তে কোষ্ঠ শুদ্ধি নিমিত্ত যথাবৎ বিবেচনা

দদ্যাৎ কোষ্ঠশুদ্ধ্যের্যথাবলং ॥ ৫২ ॥ দোষশেষস্য পাকার্থ মগ্নেঃ গন্ধুক্ষণায চ। লঙ্ঘিতশ্চাপ্য শুদ্ধাত্বাৎ যবাগূপানমাচরেৎ॥ ৫৩ শালি ষষ্টিক মুদ্গানাং যূষং বা তদুপাহরেৎ। পঞ্চকোলেন সংসিদ্ধা যবাগূমধ্যলঙ্ঘনে॥ ৫৪ ॥ অতিলঙ্ঘিতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা তস্য সন্তর্পণং হিতং। দ্রাক্ষাদাড়িম খর্জ্জূরপিয়ালৈঃ সপলষকৈ ॥ ৫ ॥ তর্পণার্হৈস্তু কর্ত্তব্যং তর্পণং জ্বরশান্তয়ে ॥ ৫৬ ॥ আনদ্ধস্তিমিতৈর্দ্দোষৈর্যাবন্তং কালমাতুরঃ। কুর্য্যাদনশনস্তাবৎ ততঃ সংসর্গমাচরেৎ ॥ ৫৭ ॥ চতুষ্প্রকারাঃ সংশুদ্ধিঃ

পূর্ব্বক বিরেচন দিবে। দোষের শেষ পাকের নিমিত্ত ও অগ্নিদীপ্তি নিমিত্ত লঙ্ঘিত মানবকে অর্থাৎ শোধিত ব্যক্তিকে যবাগূ পান করাইবেক, অর্থাৎ যবের যাউ খাওয়াইবেক। ৫২। ৫৩। ষাটিধান্য তণ্ডুল-যূষ অর্থাৎ অন্নমণ্ড পাতলা এবং মুগের যূষ পান করিবেক। পঞ্চকোল পাচন সংসিদ্ধ যবাগূ লঙ্ঘনের মধ্যাবস্থায় প্রশস্ত হয়, অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঠ, এই পঞ্চ দ্রব্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ যবাগূর-জলে প্রক্ষেপ করিবে, সেই জলে যবাগূ পাক করিয়া দিবেক। ৫৪। অতিশয় লঙ্ঘিত যে ব্যক্তি, তাহাকে দৃষ্ট করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক তর্পণ দিবেক, সেই মনুষ্যের তর্পণ অতিহিতজনক। দ্রাক্ষা, দাড়িম, খেজুর, পিয়াল, পলষাবল, এই সকল দ্রব্যকে সমভাগে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ একত্র করিয়া দিবেক। ইহার নাম তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্তিজনক দ্রব্য; তর্পণযোগ্য ব্যক্তিকে জ্বরশান্তি জন্য তর্পণ দিবেক। ৫৫। ৫৬। যে পর্য্যন্ত আতুর ব্যক্তির মলাদির শুদ্ধি না হয়, নিশ্চয় দোষ থাকে, তাবৎকাল উপবাসরূপ লঙ্ঘন করিবেক; তাহার পর দোষ নিবৃত্ত অর্থাৎ মলাদি শুদ্ধি হইলে ঔষধান্নাদির ব্যবহার করিবেক। ৫৭। বমন, বিরেচন, বস্তি, শিরোবিরেচন, এই চতুঃপ্রকার শোধন; পিপাসা সহিষ্ণুতা, বায়ু-

পিপাসা মারুতাতপৌ। পাচনান্যুপবাসশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনং॥ ৫৮॥ চরকেপ্যুক্তমিতি। তথাচ সুশ্রুতঃ। শরীর লাঘবকরং যদ্দ্রব্যং কর্ম্মবাপুনঃ। তল্লঙ্ঘন মিতিজ্ঞেয়ং বৃংহণন্তু পৃথগ্বিধং॥ ৫৯॥ নোৎক্লেশে বালনেদেয়ং বমনং শ্লৈষ্মিকেজ্বরে। পিত্তপ্রায়ে বিরেকস্তু কার্য্যঃ প্রশিথিলাশয়ে॥ ৬০॥ তৃষ্ণাবলীয়সীঘোরা সদ্যঃ প্রাণবিনাশিনী। তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণং॥ ৬১॥ সরুজেহনিলজেকার্য্যং সোদাবর্ত্তে নিরূহণং। কফাভিপন্নে শিরসি কার্য্যমূর্দ্ধবিরেচনং॥৬২॥ লঙ্ঘনাম্বুযবাগূভির্যদা দোষো ন পচ্যতে। তদাতং মুখ-

স্পর্শ, রৌদ্রস্পর্শ, পাচন, উপবাস, ব্যায়াম এই সকল লঙ্ঘন পদার্থ জানিহ, অর্থাৎ আকর্ষণ করণ যে কর্ম্ম, তাহার নাম লঙ্ঘন। ৫৮। যে দ্রব্যে যে কর্ম্মে শরীরের ভারহরণ করে সেই লঙ্ঘন; বৃংহণ অর্থাৎ পোষক দ্রব্য লঙ্ঘনের পৃথক্ বিধান। ৫৯। বমনাদি অবস্থাবিশেষে কর্ত্তব্য, সর্ব্বজ্বরে কর্ত্তব্য নয়। ইতি সুশ্রুতঃ। উপস্থিত বমনভাবপ্রাপ্ত অথচ বলবান্ যে ব্যক্তি, তাহাকে শ্লৈষ্মিকজ্বরে বমন দিবেক। পিত্তপ্রাধান্যজ্বরে বিরেক দিবেক, যাহাতে উত্তমরূপ শিথিল কোষ্ঠ স্থান হয়। ৬০। সকল জ্বরে পিপাসা সহন কর্ত্তব্য নয়। যত আহহারীতঃ।—যেহেতু হারীতমুনি কহিয়াছেন যে, তৃষ্ণা অতিশয় বলবতী ভয়ানকা এবং সদ্য প্রাণবিনাশিনী, সেই হেতুক তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জল দিবেক, জীবীগণের জলই জীবন ও প্রাণধারক হইয়াছে, কোন অবস্থাতে জলের বারণ নাই। ৬১। বাতিকজ্বরে বেদনাযুক্ত এবং ঊর্দ্ধগত বায়ুতে অর্থাৎ মলমূত্ররোধে পিচকিরি দিবেক। কফযুক্ত মস্তক হইলে শিরোবিরেচন অর্থাৎ নস্য দিবেক। ৬২। অতএব অবস্থাবিশেষে পিপাসা সহন ও জ্বরীব্যক্তি বায়ু সেবা

বৈরস্থ তৃষ্ণারোচকনাশনৈঃ॥ জ্বরঘ্নৈঃ পাচনৈর্হৃদ্যৈঃ কষায়ৈঃ সমুপাচরেৎ॥ ৬৩॥ লঙ্ঘনেন ক্ষয়ং নীতে দোষেসন্ধুক্ষিতে-হনলে। বিজ্বরত্বং লঘুত্বঞ্চ ক্ষুচ্চৈবাস্যোপজায়তে॥ ৬৪॥ আহারং পচতিশিখী দোষানাহারবর্জ্জিতঃ। দোষক্ষয়েপি চ রসং রসদোষবিবর্জ্জিতঃ॥ ৬৫॥ অনবস্থিত দোষাগ্নের্লঙ্ঘনং দোষ পাচনং। জরঘ্নং দীপনং কাংক্ষারুচিলাঘবকারকং॥ ৬৬॥ বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে। হৃদযোদ্গার কণ্ঠাস্য

অবস্থাবিশেষে করিবেক না, অবস্থাবিশেষে মারুত সেবাও কর্ত্তব্য, রৌদ্রসেবাও অবস্থাবিশেষে কর্ত্তব্য হয়। লঙ্ঘন, জলপান, যবাগূ ভক্ষণ দ্বারা যেকালে দোষ পাক না হয়, তৎকালে সেই দোষকে মুখবিরসতা ও তৃষ্ণা এবং অরুচিনাশক অথচ জ্বরনাশক হৃদ্য-পাচন কষায় দ্বারা দোষ পাক করিবেক। ৬৩। ব্যায়ামকার্য্য নিষিদ্ধ হইলেও পার্শ্বপরিবর্ত্তনরূপ ব্যায়াম কর্ত্তব্য। চতুঃপ্রকার সংশুদ্ধ্যাদি শ্লোকে লঙ্ঘন শব্দে কর্ষণ কথনাভিপ্রায়। উপবাস-রূপ লঙ্ঘনের ফল কথিত হইতেছে। লঙ্ঘন দ্বারা প্রবৃদ্ধ দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, অগ্নি দীপ্ত হইলে বিজ্বরশরীর ও শরীরের লঘুতা হইলে জ্বরির ক্ষুধা হয়। ৬৪। অগ্নির কর্ম্ম এই যে, আহারকে পাক করে, আহারবর্জ্জিত হইলে ঐ অগ্নির দোষ পাক করে, দোষপাক হইলে রসপাক করে, রসদোষবর্জ্জিত বহ্নি প্রাণ পাক করে, অর্থাৎ বল পাক করে। ৬৫। সস্থান হইতে নানাস্থানগত দোষ এবং যে জ্বরীর অগ্নি নানাস্থানগত, সেই জ্বরীর লঙ্ঘনই দোষপাচক হয়; জ্বরনাশই অগ্নির দীপ্তিকারক ও অন্নের আকাংক্ষাজনক এবং রুচিজনক অর্থাৎ লঙ্ঘন দ্বারা রসের পাকহেতু মুখশোষাদি নাশে মুখের রুচির যে প্রকৃতত্ব সেই রুচি এবং শরীরে লাঘবকারক হয়। ৬৬। বায়ু মূত্র বিষ্ঠার ত্যাগ হইলে, আর শরীরের লঘুতা হইলে এবং হৃদয়ের শুদ্ধি ও

শুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতে ॥ স্বেদেজাতে রুচৌচাপি ক্ষুৎপিপাসা সহোদয়ে। কৃতং লঙ্ঘন মাদিশ্যং নির্ব্যথেচান্তরাত্মনি ॥ ৬৭ ॥ কফোৎক্লেশঃ সহৃল্লাসঃ ষ্ঠীবনঞ্চ মুহুর্মুহুঃ। কণ্ঠাস্য হৃদয়াশুদ্ধি স্তন্দ্রাস্যাদ্ধীনলঙ্ঘনে ॥ ৬৮ ॥ পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ। ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ ॥ মনসঃ সম্ভ্রমো ভীক্ষ্ণ মূর্দ্ধবাতি স্তমোহৃদি। দেহাগ্নির্বলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ ॥ ৬৯ ॥ বলাবিরোধিনাচৈনং লঙ্ঘনে সমুপাদয়েৎ। বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদ-

উদ্গার শুদ্ধি এবং কণ্ঠ ও মুখশুদ্ধি অর্থাৎ কফাঘলিপ্ত কণ্ঠ ও মুখের প্রকৃত রসতা এবং নিদ্রার ন্যায় গ্লানি অথচ ক্লান্তচিত্ত, ঘর্ম্মাগম, রুচি, ক্ষুধা ও পিপাসা এই সকল এককালীন উদয় এবং ব্যথাশূন্য মন এই সকল লঙ্ঘন লক্ষণ হয়। নবজ্বরী লঙ্ঘন করিলে পর এই সকল চিহ্ন হইলে বৈদ্য কৃতলঙ্ঘন জ্ঞান করিয়া তাহার আহাদির ব্যবস্থা করিবেন। ৬৭। কফের বমনভাব উপস্থিতে অর্থাৎ বমিভাব বোধ এবং বারম্বার মুখ নাসিকাতে স্রাব ও কণ্ঠ মুখ হৃদয়ের অশুদ্ধি ও তন্দ্রা লঙ্ঘন অল্প হইলে এই রূপ লক্ষণ হয়। ৬৮। অতিশয় লঙ্ঘন হইলে অর্থাৎ লঙ্ঘন প্রয়োজন অতিক্রম হইলে এই সকল উপদ্রব হয়, যথা,—সকল পর্ব্বেতে ভঙ্গবৎ বেদনা বোধ, অঙ্গবেদনা, কাস, মুখের শোষ, ক্ষুধার নাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শরীরের দুর্ব্বলতা, কর্ণ নেত্রের দুর্ব্বলতা অর্থাৎ অল্প শ্রবণ ও অল্প দর্শন এবং অন্তঃকরণের নিরন্তর ভ্রম, ঊর্দ্ধগতবায়ু; উদ্গার, বাহুল্য ও অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ, শরীর অগ্নি ও বল হানি, অতএব লঙ্ঘন প্রয়োজন পর্য্যন্ত বলের অবিরোধে করাইবেন। ৬৯। জ্বরীকে বলের অবিরোধে লঙ্ঘন করাইবেক, যেহেতু ক্রিয়ার এই প্রয়োজন ও ক্রম আরোগ্য

র্থোহয়ং ক্রিয়াক্রমঃ ॥ ৭০ ॥ তদ্বিগাঢ়তকৃত্তৃষ্ণা মুখশোষ সমন্বিতৈঃ। ন কার্য্যং গর্ব্বিণী বালবৃদ্ধদুর্ব্বলভীরুভিঃ। ন ক্ষয়াধ্ব শ্রমক্রোধকামশোকভয়জ্বরৈ ॥ ৭১ ॥ অবশ্য মেব-কুর্ব্বীত জ্বরীসামে সদারণে। লঙ্ঘনং হ্যামপাকার্থং মত-দুর্দ্ধঃ যথা কফে ॥ ৭২ ॥ কফপিত্তে দ্রবেধাতু সহতে লঙ্ঘনং মহৎ। অ,রক্ষয়াদুদ্ধমপি বায়ুর্নসহতেক্ষণং ॥ ৭৩ ॥ আহা-রস্য রসঃ সারো সোনপক্কোহগ্নি লাঘবাৎ। আমসংজ্ঞাং সলভতে বহুব্যাধিসমাশ্রয়ঃ ॥ ৭৪ ॥ অপরঞ্চ। আমমন্ন-রসংকেচিৎ কেচিত্তু মলসঞ্চয়ং। প্রথমাং দোষদুষ্টিঞ্চ কেচি-

নিমিত্ত হয়, সেই আরোগ্য বলাধিষ্ঠান অর্থাৎ বলাশ্রয় হয়। ৭০। ব্যক্তি বিশেষের অনশন নিষেধ কথিত হইতেছে। সেই অনশন-রূপ লঙ্ঘন অতিশয় বায়ুপ্রধান জ্বরীর কর্ত্তব্য নয়, বায়ু এস্থানে নিরামবায়ু; সামবায়ুতে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য; এবং তৃষ্ণা ক্ষুধা, মুখশোষ শ্রমযুক্ত জ্বরীর কর্ত্তব্য নয় ও গর্ব্ভিণী, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও ভয়শীল ইহাদিগেরও কার্য্য নয়, ক্ষয়প্রাপ্ত ও পথশ্রম ও ক্রোধ কাম শোক ভয়প্রাপ্ত জ্বরীরও ইহা কর্ত্তব্য নহে। ৭১। সামবায়ুতে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য হয়, তাহার প্রমাণ।—সামমারুতে জ্বরী অবশ্যই লঙ্ঘন করিবেক। আমপাক নিমিত্ত যাদৃশ নিশ্চয় কফে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য তদ্রূপ, কিন্তু রসপাকের ঊর্দ্ধ লঙ্ঘন নহে।৭২। কফ ও পিত্ত দ্রবধাতু, এ প্রযুক্ত মহৎ লঙ্ঘন সহেন, কিন্তু রস-ক্ষয়ের পর বায়ু বৃদ্ধি হইলে আর ক্ষণকালও লঙ্ঘন সহে না। ৭৩। আহারের যে সার রস, সে অগ্নির অল্পতাপ্রযুক্ত পাক না হইয়া আমসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; সেই আম অন্নরস, সম্যক্ ব্যাধির আশ্রয় তাহাতে সকল রোগের বাস জানিবে। ৭৪। কেহ কহেন, অপক্ব অন্নরস আম, কেহ কহেন মলসঞ্চয় আম, কেহ কহেন প্রথম

দামং প্রচক্ষতে॥ ৭৫॥ অবিপক্ক সমংযুক্তং দুর্গন্ধং বহুপিচ্ছিলং। সদনং সর্ব্বরোগাণামাম ইত্যভিশব্দিতঃ॥ ৭৬॥ তেনামেন সমাযুক্তা দোষাদূষ্যাশ্চ তাদৃশাঃ। তদুদ্ভবাশ্চাময়াশ্চ সামাইতিবুধৈঃ স্মৃতাঃ॥ ৭৭॥ আলস্যতন্দ্রা হৃদয়াবিশুদ্ধি র্দোষা প্রবৃত্ত্যাবিলমূত্রতাভিঃ। গুর্ব্বদরত্বারুচি সুপ্তভাভিরামাশ্রিতং ব্যাধিমুদাহরন্তি॥ ৭৮॥ আমংজয়েল্লঙ্ঘনকোষ্ণপেয়া লঘ্বন্নসূপৌদনতিক্তযূষৈঃ। বিরুক্ষণ স্বেদন পাচনৈশ্চ সংশোধনৈর্ব্বদ্ধ মধস্তথৈব॥ ৭৯॥ তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি। অতঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন ক্বচিদ্বারি বারয়েৎ॥ ৮০॥ তথাচ। জ্বরেনেত্রাময়ে কোঠে দোষদুষ্টি যে, সেই আম। ৭৫। অন্যে কহে, অসংযুক্ত এবং অপক্ক দুর্গন্ধ, বহু পিচ্ছিল, সকল শরীরের অবসন্নকারক, সর্ব্বরোগের আবাস "আম" এই শব্দ প্রাপ্ত হয়। সেই আম কর্ত্তৃক সম্যক্‌যুক্ত দোষদুষ্টি হইতে তাদৃশ সামদোষ হয়, সামদোষোদ্ভব যে সকল রোগ তাহারাও সামরোগ, এই পণ্ডিতজনের স্মরণীয় হইয়াছে, অর্থাৎ রসযুক্ত দোষ সামদোষ, রসযুক্ত রোগ সামরোগ। ৭৬। ৭৭। অলসভাব, নিদ্রার ন্যায় গ্লানি, হৃদয়ের জড়তা, দোষের অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ বায়ু মূত্র বিষ্ঠার অপ্রবৃত্তি, দোষবদ্ধ থাকে, মলাযুক্ত মূত্র, উদরের গুরুতা, অরুচি, নিদ্রা এই সকল লক্ষণ আমযুক্ত ব্যাধিতে হয়। ৭৮। লঙ্ঘন এবং ঈষৎ উষ্ণপেয়, লঘু অন্ন পান, তিক্তরস, রুক্ষজনক দ্রব্য; অগ্নি সন্তাপ, পাচন এবং ঊর্দ্ধাধশোধন দ্বারা আর উক্ত সকল ক্রিয়া দ্বারা আমকে জয় করিবেক। ৭৯। জ্বরী লঙ্ঘনে জলপান করিবেক, যেহেতু তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি মোহপ্রাপ্ত হয়, মোহ হইতে প্রাণত্যাগ হয়, এই কারণ সকল অবস্থাতে জল বারণ করিবেক না। ৮০। জ্বররোগে এবং নেত্ররোগে ও কোঠরোগে

মন্দাগ্নাবুদরেতথা। অরোচকে প্রতিশ্যায়ে প্রষেকে স্বযথৌ- ক্ষয়ে॥ ব্রণেচ মধুমেহে চ পানীয়ং মন্দমাচরেৎ॥ ৮১॥ অতিযোগেন সলিলং তৃষ্যতেপি প্রযোজিতং। প্রযাতি শ্লেষ্ম- পিত্তত্বং জ্বরিতস্য বিশেষতঃ॥ ৮২॥ নবজ্বরে প্রতিশ্যায়ে পার্শ্বশূলে গলগ্রহে। সদ্যঃ শুদ্ধৌ তথাধ্মানে ব্যাধৌ বাত- কফোদ্ভবে॥ ৮৩॥ অরুচি গ্রহণী গুল্ম শ্বাসকাসেষু বিদ্রধৌ। হিক্কায়াং স্নেহপানে চ শীতং বারিবিবর্জ্জয়েৎ॥ ৮৪॥ ক্বাথ্য- মানন্তু যত্তোয়ং নিষ্ফেণং নির্ম্মলঞ্চ যৎ। তত্তোয়মর্দ্ধশিষ্টন্তু দোষঘ্নং পাচনং লঘু॥ ৮৫॥ বাতশ্লেষ্ম জ্বরার্ত্তায় হিতমুষ্ণাম্বু-

অর্থাৎ বোল্‌তা দংশনের ন্যায় গাত্রে মণ্ডলাকার অথচ রক্তিমা- কার রোগ আর মন্দাগ্নি ও উদর রোগে, অরুচিতে, প্রতিশ্যায়- রোগে ও প্রষেকরোগে এবং শোথে ও ক্ষয়রোগে ও ব্রণরোগে ও মধুমেহ, এই সকল রোগে জল অল্প পান করিবেক। ৮১। তৃষ্ণার্ত্তব্যক্তি অতিশয় জলপান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মা প্রাপ্ত হয়; বিশেষতঃ জ্বরিলোকের অসংশয় পিত্তশ্লেষ্মা বৃদ্ধি পায়। ৮২। নবজ্বরে এবং মুখ নাসিকাতে জলস্রাবে ও পার্শ্ববেদনাতে ও গুল্মরোগে, কৃত বমনবিরেচন দিলে, আধ্মানে, বায়ু কফ ব্যাধিতে, অরুচিতে, গ্রহণীতে, শ্বাসকাসে, বিদ্রধিরোগে, হিক্কারোগে, স্নেহ- পানকৃতে অর্থাৎ ঘৃতাদি পানজনিত রোগে শীতল-জল পান করিবেক না; কেননা শীতল-জল সেবনে এই সকল রোগের বৃদ্ধি হয়; শীতল-জল পদে কথিত ভিন্ন শুদ্ধ জল, এমতে সিদ্ধ জল গ্রাহ্য। ৮৩। ৮৪। অল্পে অল্পে কথিত জল ফেণারহিত এবং মলারহিত যে সিদ্ধ জল, সেই জল দোষনাশক ও পাচক হয়। ৮৫। বাতশ্লেষ্মজ্বরে পীড়িত ব্যক্তির উষ্ণজল হিত হয় এবং তৃষ্ণার্ত্তের হিত ও অগ্নির দীপ্তিকারক ও কফবিচ্ছেদকারক, বায়ু পিত্তের

তৃষ্যতে। দীপনংস্মাৎ কফচ্ছেদি বাতপিত্তানুলোমনং ॥ ৮৬ ॥ তদ্বিমার্দ্দবকৃদ্দোষ স্রোতসাং শীতমন্যথা ॥ ৮৭ ॥ সুশ্রুতঃ। বাগ্‌ভটশ্চ। তৃষ্ণায়াং প্রাপ্তমুষ্ণাম্বু পিবেদ্বাত কফজ্বরে। তৎ-কফং বিলয়ং নীত্বা তৃষ্ণামাশুনিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৮৮ ॥ উদীর্য্যচাগ্নিং স্রোতাংসি মৃদুকৃত্য বিশোধযেৎ। বাতপিত্ত কফস্বেদ সকৃ-ন্মূত্রাণি সারয়েৎ ॥ ৮৯ ॥ জ্বরকাসকফশ্বাস বাতপিত্তামমেদসাং। নাশনং রুচিসংশোধি পথ্যমুষ্ণোদকং সদা ॥ ৯০ ॥

ঋতুভেদে জলপাকভেদঃ।

ত্রিপাদশেষং সলিলং গ্রীষ্মেশরদি শস্যতে। হিমেৰ্দ্ধশেষং শিশিরে তথাবর্ষাবসন্তয়োঃ ॥ ৯১ ॥ অন্যেপি। নিদাঘেত্বর্দ্ধ-পাদোনং পাদহীনস্তু শারদং। শিশিরে চ বসন্তে চ হিমে-

অনুলোমকারক; উষ্ণজল দোষ ও নাড়ী সকলের মৃদুতাকারক, শীতল জলের গুণ ইহার অন্যথা জানিহ। ৮৬। ৮৭। পিপাসাতে এবং বায়ু কফজনিত রোগে তপ্তজল পান করিবেক। সেই জল কফকে লয় করিয়া শীঘ্র তৃষ্ণা নিবারণ করে, আর অগ্নিকে উদ্দীপন করিয়া নাড়ীর স্রোতপথ সকলকে মৃদু করতঃ বিশেষ শোধন করে, বায়ু পিত্ত, কফ ও ঘর্ম্ম মল মূত্র প্রভৃতিকে সরায়। ৮৮। ৮৯। জ্বর, কাস, কফ, শ্বাস, বায়ু, পিত্ত, আম ও মেদ ইহাদিগের নাশক উষ্ণবারি এবং রুচিকারক ও শোধনকারক হয়, এই পথ্য নাড়ীর স্রোতপথের হিতজনক হয়। ৯০। ঋতুভেদে জলের পাকভেদ। ত্রিভাগাবশেষ সিদ্ধজল গ্রীষ্মকালে আর শরৎকালে প্রশস্ত। হেমন্তে অর্দ্ধাবশেষ জল ও শিশিরে এবং বর্ষাতে ও বসন্তে প্রশস্ত হয়। ৯১। গ্রীষ্মসময়ে অর্দ্ধাবশিষ্ট জল পান করিবেক, পাদ-হীন জল শরৎকালে, অর্দ্ধাবশিষ্ট জল শিশিরকালে ও বসন্ত-কালে আর হিমকালে প্রশস্ত; অনেক ক্লেদজন্য অষ্টভাগাবশে-

চার্দ্ধাবশেষিতং ॥৯২॥ অষ্টমাংশাবশেষস্তু বারিবর্ষাসু শস্যতে ॥ ৯৩॥ পাদহীনস্তু পিত্তঘ্ন মর্দ্ধহীনস্তু বাতনুৎ। ত্রিপাদহীনং শ্লেষ্মঘ্নং সংগ্রাহ্যগ্নিপ্রদং লঘু ॥ ৯৪ ॥ পাদশেষস্তু যত্তোয় মারোগ্যাম্বু তদুচ্যতে। আরোগ্যাম্বু সদাপথ্যং কাসশ্বাসকফাপহং। ৯৫ ॥ সদ্যো জ্বরহরং*গ্রাহি দীপনং পাচনং লঘু। আনাহপাণ্ডু শূলার্শো গুল্মশোথোদরাপহং॥ ৯৬ ॥ হেমন্তে শিশিরে গম্বু সারসং বা তড়াগজং। বসন্ত গ্রীষ্ময়োঃ কৌপং চাপ্য-ম্ভানির্ঝরং হিতং ॥ ৯৭ ॥ নাদেয়ং বারিণাদেয়ং বসন্ত গ্রীষ্ম-য়ার্বুধৈঃ। বিষবৎ পত্রপুষ্পাণি দুষ্টনির্ব্বরযোগতঃ ॥ ৯৮ ॥

(৭৩ জল বর্ষাকালে প্রশস্ত হয়। ৯২। ৯৩। পাদহীন সিদ্ধজল পিত্তনাশক, অর্দ্ধহীন বায়ুনাশক, ত্রিপাদহীন বারি কফহারক এবং সংগ্রাহক ও অগ্নিদায়ক ও লঘুপাক হয়। ৯৪। পাদাবশেষ যে সিদ্ধ জল, তাহাকে আরোগ্যজল কহে। আরোগ্য জল সর্ব্বদা স্রোত নাড়ীপথের হিতসাধক অর্থাৎ তৎপানে নাড়ী পরিষ্কার থাকে এবং তাহাতে ক্লেদ হয় না,* কাস শ্বাস কফ প্রভৃতি রোগনাশক, সদ্য জ্বরনাশক, গ্রাহক এবং অগ্নিদীপক ও পাচক, লঘুপাক, আনাহরোগ অর্থাৎ বায়ু মূত্র বিষ্ঠাবরোধ, পাণ্ডুরোগ, শূল, অর্শ, গুল্ম, শোথ, উদররোগ নাশক হয়। ৯৫। ৯৬। হেমন্ত আর শিশির ঋতুতে সরোবরের জল ও উচ্চতট বড় দীর্ঘিকার জল, বসন্ত আর গ্রীষ্মে কূপের জল, তড়াগ জল ও ঝর্ণার জল প্রশস্ত হয়। ৯৭। নদী ও নদের জল বসন্ত গ্রীষ্ম-কালে দিবেক না, সে জল বিষের ন্যায়, পত্র পুষ্পাদি ও দুষ্ট নির্ঝরযোগ হেতুক, অর্থাৎ নদীতে ঝর্ণার জলের সহিত পত্র পুষ্পাদি পড়িয়া পচাতে বিষবৎ দোষযুক্ত হয়, এই হেতুক সে জল অগ্রাহ্য। ৯৮। ঊর্দ্ধে ভেদ করিয়া উঠে যে জল, আর

ঔদ্ভিদম্বান্তরীক্ষম্বা কৌপম্বা প্রাবৃষিস্মৃতং॥ ৯৯॥ শস্তং শরদি-নাদেয়ং নীরমংশূদকং পরং॥ ১০০॥ যথা। দিবারবিকরৈ-রুষ্ণং শীতং শীতকরৈর্নিশি। জ্ঞেয়মংশূদকং নাম স্নিগ্ধং দোষ-ত্রয়াপহং॥ ১০১॥ অনভিষ্যন্দি নির্দ্দোষ মান্তরীক্ষজলো-পমং। বল্যং রসায়নং মেধ্যং শীতং লঘুসুধোপমং॥ ১০২॥ কার্ত্তিকে মার্গশীর্ষে চ পয়োমাত্রং প্রশস্যতে॥ ১০৩॥ দাহা-তিসারপিত্তাস্বক্ মূর্চ্ছামদ্যবিষার্ত্তিষু। মূত্রকৃচ্ছ্রে পাণ্ডুরোগে তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দি ভ্রমেষু চ॥১০৪॥ মদ্যপানাৎ সমুদ্ভূতে রোগেপিত্তো-ত্থিতে তথা। সন্নিপাত সমুত্থেচ শৃতশীতং প্রশস্যতে॥ ১০৫ শীতাম্বু তন্ত্রিদোষঘ্নং যদন্তর্বাষ্পশীতলং। অরুক্ষ মনভিষ্যান্দি

গগণাম্বু, এবং কূপের জল বর্ষাকালে প্রশস্ত হয়। ৯৯। নদ্যা-দির জল শরৎকালে প্রশস্ত এবং অংশূদকও শ্রেষ্ঠ হয়, অর্থাৎ দিবাতে রবিকিরণে উষ্ণ, রাত্রিতে চন্দ্রকিরণে শীতল, এতাদৃশ জলের নাম অংশূদক জানিহ। ১০০। ১০১। সেই অংশূদক নাম জল ক্লেদশূন্য, নির্দ্দোষ, গগণাম্বুতুল্য বলদায়ক, রসায়ন ও মেধার হিতকর, পবিত্র এবং শীতল, লঘু ও অমৃততুল্য হয়। ১০২। কার্ত্তিকমাসে এবং অগ্রহায়ণমাসে জলমাত্রই প্রশস্ত হয়। ১০৩। যথা ঋতুপাক বিধিপূর্ব্বক শীতল সিদ্ধ জলের গুণ এই যে, দাহ, অতিসার, পিত্ত, মূর্চ্ছা ও মত্ততা, পীড়া বিষপীড়া ও মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডুরোগ, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, ভ্রম, মদ্যপানজনিত রোগ, পিত্তজনিত রোগ, অর্থাৎ সান্নিপাতিক রোগ, এই সকলেতে প্রশস্ত অর্থাৎ এই সকল আর্ত্তিনাশক হয়। ১০৪। ১০৫। অন্তর্ব্বাষ্পে শীতল হয় যে উষ্ণোদক, সে জল ত্রিদোষনাশক, অরুক্ষ, অক্লেদি, ক্রিমি ও তৃষ্ণা এবং জ্বরহর; আর লঘুপাক, ধারা-পতনে শীতল হয়, সে জল বিষ্টম্ভকারক, দুর্জ্জর ও বায়ুনাশক

হ্লাসতৃটজ্বরহৃল্লষু ॥ ১০৬ ॥ ধারাপাতেন বিষ্টন্তি দুর্জ্জরং পবনাপহং ॥ ১০৭ ॥ দিবাশৃতং পয়োরাত্রৌ গুরুত্তামধিগচ্ছতি। রাত্রৌশৃতং দিবা পীতং গুরুত্বমধিগচ্ছতি ॥ ১০৮ ॥ তত্তু পর্য্যুষিতং বাগ্নি গুণভ্রষ্টং ত্রিদোষকৃৎ। গুর্ব্বম্ল পাকবিষ্টন্তি সর্ব্বরোগেষু নিন্দিতং ॥ ১০৯ ॥ শৃতং শীতং পুনস্তপ্তং তোয়ং বিষসমং ভবেৎ। নির্যূহোপি তথাশীতঃ পুনস্তপ্তো-বিষোপমঃ ॥ ১১০ ॥ অষ্টমেনাংশশেষেণ চতুর্থেণার্দ্ধকেন বা। অথবা ক্কথনেনৈবং সিদ্ধমুষ্ণোদকং বদেৎ ॥ ১১১ ॥ শ্লেষ্মানিলাম মেদোঘ্নং দীপনং বস্তিশোধনং। শ্বাসকাস জ্বরহরং পীতমুষ্ণোদকং নিশি ॥ ১১২ ॥ ভিনত্তিশ্লেষ্মসংঘাতং মারুতঞ্চাপকর্ষতি। অজীর্ণং জ্বরয়ত্যাশু পীতমুষ্ণোদকং নিশি ॥ ১১৩ ॥

হয়। ১০৬। ১০৭। দিবসে যে সিদ্ধ জল রাত্রিতে সে গুরুতাপ্রাপ্ত হয়, রাত্রিতে সিদ্ধ জলের দিবাতে গুরুত্ব হয়। ১০৮। সেই উষ্ণজল ব্যুষিত হইলে অর্থাৎ বাসি হইলে অগ্নিগুণ ভ্রষ্ট হয়, আর তাহার সিদ্ধের গুণ থাকে না এবং ত্রিদোষকারক ও গুরু, অম্ল, বিষ্টম্ভি, ইত্যাদি সকল অবস্থাতেই নিন্দিত হয়। ১০৯। শীতল পাক জল পুনর্ব্বার তপ্ত করিলে বিষতুল্য হয় এবং ক্কাথাদি শীতল হইলে পুনরায় তপ্ত করিয়া গ্রহণ করাতেও বিষতুল্য হয়। ১১০। অষ্টাংশ কিম্বা চতুর্থাংশ কিম্বা অর্দ্ধাংশ শেষেতে ক্কথনে অর্থাৎ ক্কাথ করার মত যে সিদ্ধজল, তাহার নাম উষ্ণোদক। ১১১। রাত্রিতে উষ্ণোদক পান করিলে বাতশ্লেষ্মা রোগ ও আমাদি রোগ জয় হয়, ও অগ্নিদীপন, বস্তিশোধন হয় এবং শ্বাস কাশ জ্বর নাশক হয়। ১১২। অন্যে কহেন, রাত্রিতে উষ্ণোদক পান করিলে শ্লেষ্মাসমূহ ভেদ করে, বায়ুকে আকর্ষণ করে, আর শীঘ্র অজীর্ণ জীর্ণ হয়। ১১৩। সেই সিদ্ধজল তপ্ত পান করিলে,

উষ্ণং তদগ্নিজননং লঘুত্বং বস্তিশোধনঃ। পার্শ্বরুক্ পীতসাধ্মান হিক্কানিল কফাপহং॥ ১১৪॥ শস্তং তৃট্সামশূলেষু সদ্যঃ শুদ্ধৌ নবজ্বরে॥ ১১৫॥ মূর্চ্ছাপিত্তোষ্ণ্যদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে। ভ্রমশ্রমপরীতেষু তমকে বমথৌ তথা॥১১৬॥ ধুমোদ্গার বিদগ্ধেন্নে শোষে চ মুখকণ্ঠয়োঃ। ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ শীতমন্তুঃ প্রশস্যতে॥১১৭॥ আমং জলং পাকমুপৈতিযামং পক্বং পুনঃ শীতলমর্দ্ধযামং। পক্বং কদুষ্ণঞ্চ ততোঽর্দ্ধকালং কালস্ত্রয়ং পীতজলস্য পাকে॥ ১১৮॥ পিত্তমদ্য বিশোথেষু তিক্তকৈঃ শৃতশীতলং॥ ১১৯॥ যথা সুশ্রুতঃ।

রাত্রিতে অগ্নিজনক হয় এবং লঘু ও নির্ম্মল হয়, আর বস্তি শোধন করে, পার্শ্ববেদনা ও পীনস নাশারোগ ও আধ্মান অর্থাৎ পেটফাঁপা রোগ, হিক্কা ও শ্বাস বাতশ্লেষ্মাদি সমুদয় নাশক হয়; তৃষ্ণা ও আমশূল ও সদ্য শোধিতে এবং নবজ্বরে প্রশস্ত। ১১৪। ১১৫। মূর্চ্ছারোগে, পিত্তকৃত উষ্ণতাতে, দাহরোগে, বিষজনিত রোগে, রক্তদোষমাত্রে, মদাত্যয়-রোগে, ভ্রম এবং শ্রমপ্রাপ্তে ও তমকশ্বাসে, বমিতে, ধুমোদ্গারবিশিষ্টে, বিদগ্ধ পাকপ্রাপ্ত অন্নে অর্থাৎ দরকচা পড়া অন্ন ভোজনে, মুখ কণ্ঠশোষে, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে, শীতল জল প্রশস্ত হয়; অপক্ব শীতলজল অর্থাৎ কাঁচাজল। ১১৬। ১১৭। অপক্বজল এক প্রহরে পাক, পক্ব শীতলজল অর্দ্ধপ্রহরে পাক হয়; কিঞ্চিদুষ্ণ পক্বজল মুহূর্ত্তে পাক পায়, ত্রিকালে শীতলজলের পাক জানিহ। ১১৮। পিত্তজনিত রোগে এবং মদ্যপানজনিত রোগে ও বিষকৃত রোগে তিক্তদ্রব্য দ্বারা শৃত অর্থাৎ সিদ্ধ শীতলজল দিবেক। ১১৯। তৃষ্ণা দাহ জ্বর শান্তি নিমিত্তে এই দ্রব্য সহিত জল সিদ্ধ করত শীতল করিয়া দিবেক, যথা—মুথা, খেতপাপড়া, বালা, ধনে, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন এই কয়েক দ্রব্য ২ তোলা

মুস্তপর্পট কোদীচ্যছত্রাখ্যোশীরচন্দনৈঃ। শৃতশীতং জলং দদ্যাৎ তৃড়দাহজ্বরশান্তয়ে॥ ১২০। যত আহ নির্ঘণ্টৌ ধন্বন্তরিঃ। কুস্তুম্বুরুঃ স্বর্ণিকাচ ছত্রাধান্যং বিত্তুম্বকমিতি॥ ১২১॥ ধন্যাকং দীপনং রুচ্যং পাচনং স্বাদুপাকি চ। দোষত্রয় তৃষাদাহ শ্বাসকাসজ্বর প্রণুৎ॥ ১২২॥ সারিবাদি কল্কঃ। যদপ্সু শৃতশীতাসু ষড়ঙ্গাদি প্রযুজ্যতে। কর্ষমাত্রং ততোদ্রব্যং গ্রাহয়েৎ প্রাস্থিকে জলে॥ ১২৩॥ কষায়লেপয়োঃ প্রায়োযুজ্যতে রক্তচন্দন মিতি॥ ১২৪॥ কর্ষমাত্র মিহদ্রব্যং গ্রাহয়েৎ প্রাস্থিকেঽম্ভসি। অৰ্দ্ধং শৃতং প্রয়োক্তব্যং

প্রক্ষেপ, জল /৪ সের, শেষ /২ সের থাকিবেক, অর্থাৎ অর্দ্ধাবশেষ থাকিবেক। ছত্রাখ্য শব্দে ধনিয়া। ১২০। ধনের কুস্তুম্বুরু স্বর্ণিকা, ছত্রা, ধান্য এবং বিত্তুম্বক এই পাঁচটী নাম। ১২১। এই কয়েক গুণ ধনের যথা, অগ্নিদীপন করে, রুচিকারক, পাচক, মধুরপাকি, ত্রিদোষ এবং তৃষ্ণা, দাহ, শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশক হয়। ১২২। চক্রদত্তাদি ছত্রস্থানে নাগর পাঠ করেন যথা, "চন্দনোদীচ্যনাগরৈরিতি॥ অর্থাৎ শুণ্ঠী কটু হইয়াও পিত্তজনক নহে, মধুরপাকি হেতুক কেহ কহেন নাগরমুথা। ষড়ঙ্গের বিশেষ বিধান মুথাদি ষট্ দ্রব্য কুট্টিত করিয়া সিদ্ধজল শীতলভাবে প্রক্ষেপ করিয়া দিবেক। সারিবাদি কল্ক। সিদ্ধ-শীতল জলে অর্থাৎ যথা ঋতুপক্ক শীতলজলে ষড়ঙ্গ দ্রব্য প্রয়োগ করিবেক, অপক্বদ্রব্য ক্ষুণ্ণ করিয়া জলে স্থাপিত করিবেক, প্রক্ষেপণীয় হেতুক সমুদায় দ্রব্য ২ তোলা প্রস্থজলে অর্থাৎ চারি সের, জলে ক্ষিপ্ত করিয়া গ্রহণ করিবেক; এই পক্ষে চন্দন শব্দে শ্বেতচন্দন গ্রাহ্য নয়, রক্তচন্দনের কষায়তে প্রলেপে প্রয়োগ উক্ত আছে। ১২৩। কষায় ও লেপেতে রক্তচন্দনই প্রায় প্রয়োগ করিবেক। ১২৪। (ষড়ঙ্গাদির) পানবিধানে প্রক্রিয়া ভিন্ন, বঙ্গসেনকর্তৃক তৎকথিত হইয়াছে।

পানে পেয়ানি সন্নিধৌ ॥ ১২৫ ॥ ক্ষুন্নং দ্রব্যং পলং সাধ্যং চতুঃষষ্টিপলে জলে। অর্দ্ধশিষ্টস্তু তদ্দেয়ং পানে পেয়াদি সন্নিধৌ ॥ ১২৬ ॥ তত্তুরক্তং হিমং স্বাদু ছর্দ্দি তৃষ্ণাস্রপিত্ত-জিৎ। তিক্তং নেত্রহিতং বৃষ্যং জ্বরব্রণ বিষাপহং ॥ ১২৭ ॥ শ্রীপর্ণী চন্দনোশীর পরূষক মধূকজং। পানং পিত্ত জ্বরং হন্যাৎ সারিবাদ্যং সশর্করং ॥ ১২৮ ॥ হন্যাৎ সযষ্টিমধুকং তথৈবোৎ-পল পূর্ব্বকং। পানং শৃতং হিমং কিম্বা সোৎপলং শর্করা-যুতং। হন্যাৎ পিত্তজ্বরমিতি ॥ ১২৯ ॥ দিবা স্বপন্তং কুর্ব্বীত যতোহসৌস্মাৎ কফাবহঃ। গ্রীষ্মবর্জ্জেষু কালেষু দিবাস্বাপো-

২ তোলা দ্রব্য ৪ সের জলে গ্রহণ করাইবেক, অর্দ্ধ শীতলজল প্রয়োগ করিবেক, জলপানে পেয়া, যূষ এবং যবাগূ প্রভৃতি বিধা-নেরও এই ধারা। ১২৫। জলপান কার্য্যেতে শার্ঙ্গধর এই কহি-য়াছেন যে, কুট্টিত দ্রব্য ৮ তোলা ৮ সের পরিমিত জলে সাধন করিবেক, অর্দ্ধশিষ্ট সেই জল পানাদিতে দিবেক। এস্থানে রক্তচন্দন গ্রাহ্য, অতএব রক্তচন্দনের গুণ। ১২৬। সেই রক্ত-চন্দনের গুণ, হিম, মধুরস, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, এবং রক্তপিত্তকে জয় করে, তিক্তরস, নেত্রের হিতকারক, তেজস্কর, জ্বররোগ এবং ব্রণরোগকে নাশ করে। ১২৭। গাম্ভারি-ফল, রক্তচন্দন, বেণার মুল, ফলসা-ফল, যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্যের ক্বথিত জল পান করিলে পিত্তের নাশ করে। এবং সারিবাদিগণ সাধিত পানীয় চিনির সহিত পানে পিত্তজ্বর নাশ হয় ও দাহ পিপাসা ভাল হয়। ১২৮। পদ্মপুষ্প ও যষ্টিমধু এই দুয়ের ক্বাথ শীতল করিয়া পানে কিম্বা পদ্মমুলের ক্বাথ চিনির সহিত পান করিলে পিত্তজ্বর নাশ হয়। ১২৯। ক্ষীণকফে দিবানিদ্রা করিবেক, দিবানিদ্রা কফবাহক হয়, অতএব বাতপৈত্তিকে দিবানিদ্রা প্রশস্ত, কফে নয়;

নিষিধ্যতে॥ ১৩০॥ উচিতোহি দিবাস্বপ্নো নিত্য যেষাং শরী-রিণাং। বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি তেষান স্বপ্নতাং দিবা॥ ১৩১॥ অথ দিবাস্বপ্ন কথনং। ব্যায়াম প্রমদাধ্ব বাহনরতান্ ক্লান্তা-নতীসারিণঃ। শূলশ্বাসবত স্তৃষা পরিগতান্ হিক্কা মরুৎ পীড়িতান্। ক্ষীণান্ ক্ষীণককান্ শিশূন্ মদাহতান্ বৃদ্ধাঙ্ক-সাজীর্ণিনো রাত্রৌজাগরিতান্নরান্নিরশনান্ কামং দিবা স্বাপয়েৎ॥ ১৩২॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদ দর্পণে প্রথমখণ্ডে দ্বিতীয়োল্লাসঃ।

বাতিকাদি জ্বরপাকবিধিঃ।

বাতিকঃ সপ্তরাত্রেতু দশরাত্রেতু পৈত্তিকঃ। শ্লৈষ্মিকো দ্বাদশাহেতু জ্বরঃ পাকমুপৈতিহি॥ ১॥ বাহুদোষস্য মন্দাগ্নে

গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা প্রশস্ত, গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য কালে নিষিদ্ধ হয়। ১৩০। যে মনুষ্যদিগের নিত্য দিবানিদ্রা হয়, তাহাদিগের উচিত দিবা স্বপ্ন, তাহারা যদি দিবাস্বপ্ন না করে, তবে বাতাদি দোষত্রয়ের কোপ হয়। ১৩১। দিবাস্বপ্ন উচিত কথিত হইতেছে। ব্যায়াম অর্থাৎ কুস্তীকারক যে ব্যক্তি এবং স্ত্রীতেরত ও পথ-শ্রমী ও বাহনরত, ক্লান্ত ব্যক্তি, অতিসারী, শূলবিশিষ্ট ও শ্বাস-যুক্ত তৃষ্ণাপ্রাপ্ত, হিক্কা পীড়িত, বাতার্ত্ত, ক্ষীণব্যক্তি, ক্ষীণকফী এবং বালক, মদহিত, বৃদ্ধ, অজীর্ণরোগী, রাত্রিজাগরণশীল এবং অভুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে দিবাস্বপ্ন বিধি হয়। ১৩২।

বাতিকজ্বর সপ্তরাত্রে পাক পায়, পৈত্তিকজ্বর দশাহে, শ্লৈষ্মিক জ্বর দ্বাদশাহে পাক হয় অর্থাৎ সামপাক নিরাম হয়। কদাপি রসের আমত্বে সীমাকে অতিক্রম করিয়াও জ্বর থাকে। ১।

সপ্তরাত্রং পরং জ্বরে। লঙ্ঘনাম্বু যবাগূভির্যদাদোষো ন পচ্যতে॥ ২॥ তদা তং মুখবৈরস্য তৃষ্ণারোচক নাশনৈঃ। কষায়ৈঃ পাচনৈ হৃদ্যৈর্জ্বরঘ্নৈঃ সমুপাচরেৎ॥ ৩॥ আসপ্তরাত্রং তরুণংজ্বরমাহুর্ম্মনীষিণঃ। মধ্যং দ্বাদশরাত্রন্তু জীর্ণজ্বর মতপরং॥ ৪॥ তথাচোক্তং তন্ত্রান্তরে। জ্বরোব্যতীতে ষড়্‌হেতুর্জীর্ণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। দশরাত্রাৎ পরং জীর্ণমাহুরন্যেমনীষিণঃ॥ ৫॥ অতএব জাতুকর্ণ। জীর্ণত্রয়োদশ দিবস ইতি॥ ৬। বাতিকে সপ্তরাত্রেতু দশরাত্রেতু পৈত্তিকঃ। শ্লৈষ্মিক দ্বাদশাহেতু জরে যুঞ্জীত ভেষজং॥ ৭॥ পায়য়েদাতুরং সামমৌষধং সপ্তমেদিনে। শমনেনাথবা দৃষ্ট্বা নিরামং সমুপাচয়েৎ॥ ৮॥ শার্ঙ্গধরঃ। গুড়ুচী পিপ্পলীমূল নাগরৈঃ পাচনং শৃতং। বাত-

প্রচুরদোষপ্রাপ্ত ব্যক্তির এবং মন্দাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তির লঙ্ঘন জল ও যবের যাউ আহার দ্বারা সপ্তরাত্রেও যদি দোষ পাক না হয়, তবে সেই কালে তাহাকে মুখ বিরস এবং তৃষ্ণা ও অরুচিনাশক কষায়ন অথচ হৃদ্য এবং জ্বরঘ্ন পাচনের আচরণ করিবেক। ২। ৩। সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত তরুণ, দ্বাদশরাত্র পর্য্যন্ত মধ্য, ইহার পর জীর্ণ জ্বর কথিত হয়; কিন্তু দোষের পক্কাপক্ক বিবেচনা দ্বারা তরুণত্ব জীর্ণত্ব বোধ করিবেক। আমর্য্যাদা রাত্রি শব্দে দিবা উপলক্ষণ। ৪। কোনমতে, ষড়হ অতীতে জীর্ণজ্বর কথিত হয়। এবং দশরাত্রের পর জীর্ণজ্বর, অন্য কোন পণ্ডিতেরা কহেন। ৫। জাতুকর্ণ কহেন, ১৩ দিবস গ্রাহ্য সপ্তদিনে বাতিকজ্বরে, দশরাত্রে পৈত্তিকে, দ্বাদশাহে কফজে ঔষধ দিবেক। ৬। ৭। সপ্তদিনে রোগীকে ঔষধ পান করাইবেক, নিরাম দর্শন করিয়া রোগ দমনার্থে ঔষধ দিবেক। ৮। বাতিকজ্বরে সপ্তদিনে গুলঞ্চ, পিপ্পলীমূল, শুণ্ঠী দ্বারা উষ্ণপাচন পান করিবেক অথবা ইন্দ্রযব শৃত কষায়ন

জ্বরে তথা পেয়ং কালিঙ্গং সপ্তমেহনি ॥ ৯ ॥ হারীতঃ। এতাং ক্রিয়াং প্রযুঞ্জীত ষড্রাত্রং সপ্তমেহনি। পিবেৎ কষায়ং সংযোগাৎ পেয়াং জ্বরবিনাশিনীং ॥ ১০ ॥ খরনাদঃ। ইতি ষড্রাত্রিকঃপ্রোক্তো নবজ্বর হরোবিধিঃ। ততঃপরং পাচনীয়ং শমনীয়ং জ্বরেহিতং॥ ১১ ॥ বাগ্‌ভটশ্চ। সপ্তাহাদৌষধং কেচিদাহুরণ্যেদশাহতঃ। লঘ্বন্নভোজিতে কেচিদ্দেয় মামোল্বণেনতু ॥ ১২ ॥ সুশ্রুতঃ। দশরাত্রাৎ পরংসর্ব্বেদাতব্য মিতিনিশ্চিতং ॥১৩॥ চরকঃ। জ্বরিতং ষড়হেতীতে লঘ্বন্নং প্রতিভোজিতং। পাচনং শমননীয়ন্বা কষায়ং পায়য়েতু তং ॥ ১৪ ॥ সুশ্রুতোপি। সপ্তরাত্রাৎ পরং কেচিন্মন্যন্তে দেয় মৌষধং ॥ ১৫ চক্রদত্তেহপি। সপ্তরাত্রেণ পচ্যন্তে সপ্তধাতুগতা মলাঃ।

দিবেক। ৯। লঙ্ঘনাদিরূপ কষায় সংযোগ ষড়রাত্রে বা সপ্তদিনে প্রয়োগ করিবেক; কষায় দ্বারা সাধিত পেয়া অর্থাৎ বিরল দ্রব্য, লাজাদি ও জ্বরনাশিনী পেয়া পান করিবেক। ১০। নবজ্বরহরবিধি এই ষট্‌রাত্রি উক্ত হইল, তৎপরে সপ্তদিনে শমনজ্বরেতে অর্থাৎ ক্ষীণরসে পাচন হিত হয়। ১১। কোন পণ্ডিত কহেন, সপ্তাহের পর লঘুঅন্নভুক্ত ব্যক্তির প্রভূত আম থাকিলে অর্থাৎ রসবাহুল্য থাকিলেও ঔষধ দিবেক। কেহ কহেন, ইহা সপ্তাহে নহে, দশাহের পর বিধি। ১২। নিশ্চয় দশরাত্রের পর সকলেই ঔষধ দিবেক সুশ্রুত কহেন। ১৩। ষট্‌দিন লঙ্ঘন দ্বারা অতীত হইলে জ্বরীকে সপ্তদিনে লঘু অন্ন ভুক্ত করাইয়া অষ্টদিনে কষায় পান করাইবেক; পাচন কিম্বা শমন অর্থাৎ অন্য ঔষধ দিবেক।১৪ কেহ কেহ কহেন, সপ্তদিনের পর ঔষধ দেয় হয়। ১৫। চক্রদত্ত বলেন, সপ্তধাতুপ্রাপ্ত দোষ সপ্তদিবসে পরিপাক হয়, তৎপরে রস থাকে না। কেহ কেহ কহেন, অষ্টম দিবসে নিরাম হয়,

নিরামস্তু ততঃ প্রোক্তো জ্বরঃ প্রায়োষ্টমেহনি ॥ ১৬ ॥ পৈত্তিকে বা জ্বরে দেয় মল্পকাল সমুত্থিতে। অচির জ্বরিতস্যাপি ভৈষজ্যং দোষপাতকঃ ॥ ১৭ ॥ চরকঃ। মৃদৌজ্বরে লঘৌদেহে প্রচলেষু মলেষু চ। পক্কং দোষং বিজানীয়াৎ জ্বরেদেয়ং তদৌষধং ॥ ১৮ ॥ জ্বরস্হীন রলক্ষণ। ক্ষুৎ ক্ষীণতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবং। দোষপ্রবৃত্তিরুৎসাহো নিরামজ্বর লক্ষণং ॥ ১৯ ॥ জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃকালো ভৈষজ্যং গ্রহণে নৃণাং। তত্রানুক্তে

তাহাতে ঔষধ পাচন দাতব্য। কদাচিৎ তাহাতে ও সামজ্বর থাকে, কেহ কহেন। এবম্প্রকার যদি সপ্তাহমে কষায় দান বিকল্প হয়, তথাপি বয়স বল এবং অগ্নি, দোষ ও দেশকাল বিবেচনা করিয়া উচিত ক্রিয়া করিবেক। দোষ পাক দৃষ্টি করিয়া ঔষধান্ন দিবেক। ইহা সুশ্রুত কহেন। ১৬। অল্পকালজনিত পৈত্তিকজ্বরে দোষ পাক করিয়া ভৈষজ্য দিবেক আর দশরাত্রাপেক্ষা করিবেক না, তথা অচিরজ্বরিতের ও পৈত্তিক জ্বরযুক্তের দোষ পাক দর্শনেতে ভৈষজ্য দিবেক। ১৭। মৃদুজ্বর অর্থাৎ অল্প জ্বর হইলে, দোষ মূত্র পুরীষ স্বপথ হইতে প্রচলিত হইলে লঘুদেহ হইলে পক্ক দোষ জ্ঞান করিয়া নিরামজ্বরে ঔষধ দিবেক। দোষ প্রকৃতির বৈকৃত্যে, একে অনেকের পক্ক লক্ষণ জ্ঞাত হয়। দুষ্টবাত পিত্ত কফ দোষের প্রকৃতি জ্বরের দোষোপদ্রবের উৎপাত, সেই উৎপাতের বৈকৃত্য অর্থাৎ বিপরীত, তাহা হইতে দোষ পাক জ্ঞান হয়। ১৮। ক্ষুধা, শরীরের ক্ষীণতা, শরীরের লঘুত্ব, জ্বর মৃদু দোষের স্বমার্গে গমন, উৎসাহ হয়, রসহীন জ্বরের এই লক্ষণ হয়। ১৯। মনুষ্যদিগের ঔষধ সেবনের পঞ্চপ্রকার কাল জ্ঞাতব্য হইতেছে, তাহাতে বিশেষ কালের অনুক্ত হেতুক প্রাতঃকাল প্রশস্ত হয়; বিশেষতঃ কষায় পানে অর্থাৎ পাচনাদিতে উক্ত হয়, ভুক্তপূর্ব্বে ঔষধ ভোজন সময়ে এবং সায়ংকালে ও রাত্রে শয়ন সময়েও কোন

প্রভাতং স্যাৎ কষায়েষু বিশেষতঃ ॥ ২০ ॥ ঔষধং ব্যাধিদোষঘ্নং বিবিধং তৎপ্রচক্ষ্যতে। স্বস্থস্যোজস্করং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদার্ত্তস্য রোগনুৎ ॥ ২১ ॥ চরকস্তু। কিঞ্চিদ্দোষ প্রশমনং কিঞ্চিদ্ধাতু প্রদূষণং। স্বস্থবৃত্তৌমতং কিঞ্চিৎ দ্রব্যং ত্রিবিধমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ যথাবিষং যথাশস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা। তথৌষধ মবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত মমৃতং যথা ॥ ২৩ ॥ যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণমুত্তমং ভেষজং ভবেৎ। ভেষজঞ্চাপি দুর্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষং ॥ ২৪ ॥ অভুক্তং পূর্ব্বভুক্তঞ্চ মধ্যে ভুক্তং সভুক্তকং। ভুক্তোপরিষ্টাৎ সামুদ্গং ভুক্তয়োরন্তরেপি চ ॥

ঔষধ সেবন করিতে পারে। ২০। ব্যাধিনাশক এবং দোষনাশক ঔষধ দুই প্রকার কথিত হইতেছে, স্বস্থমনুষ্যের তেজস্কর কিঞ্চিৎ ও পীড়িতের ঔষধ কিঞ্চিৎ। ২১। পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ চরক ত্রিবিধ কহেন। স্বস্থের তেজ বৃদ্ধি, কিঞ্চিৎ ধাতুর দূষণ, কিঞ্চিৎ রোগ নাশক হয়। ২২। অবিজ্ঞানে ঔষধ যে প্রকার বিষ আর যে প্রকার অস্ত্র, যে প্রকার অগ্নি এবং যে প্রকার বজ্র, তত্তুল্য হয় অর্থাৎ রোগের বিশেষ জ্ঞান না করিয়া এবং দ্রব্যের গুণাগুণ না জানিয়া ঔষধ প্রয়োগ করায় বিষাদি তুল্য বিজ্ঞাত হইয়া প্রয়োগেতে অমৃত সদৃশ ঔষধ হয়। ২৩। দ্রব্যযোগে তীক্ষ্ণবিষ প্রদান করিলেও উত্তম ঔষধ হয়, ঔষধও অযুক্ত দ্রব্যযোগে তীক্ষ্ণবিষবৎ হয়, অতএব সুন্দররূপ রোগ জ্ঞান পূর্ব্বক দোষের ভাগ ও দ্রব্যের গুণাগুণ বিবেচনা পূর্ব্বক, উত্তমরূপ ঔষধ কল্পনা করিবেক। ২৪। ভোজনরহিত করিয়া ঔষধসেবন করিবেক অর্থাৎ অনাহারে ঔষধসেবন, আর আহারের পূর্ব্বে ভক্ষণ করিবেক, আর ভোজনের মধ্যেও ভক্ষণ, ভোজনের সহিত ভক্ষণ, ভোজনোপরি ভক্ষণ এবং কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া

গ্রাসে গ্রাসান্তরেবাপি মুহুর্মুহুরিতিস্মৃতঃ। কালাদশৈতে ধীমদ্ভিরৌষধস্য প্রকর্ত্তিতাঃ ॥২৫॥ ভবতি চ বহুবীর্য্যং ভেষজং ভক্তহীনং হ্যপনয়তি চ রোগান্ ক্ষিপ্রমাবদ্ধমূলান্। মৃদুশিশু যুবতীনাং ক্ষীণবৃদ্ধাসহানাং জনয়তি বলহানিং গ্লানিমঙ্গস্য-খেদং ॥ ২৬ ॥ মধ্যকায়গতান্রোগান্ মধ্যেভুক্তং নিহন্তি চ। সভুক্তং সুকুমারাণাং বালানামৌষধং বিধি ॥ ২৭ ॥ ভুক্তোপ-রিষ্টাৎ শস্তংস্যাৎ দূর্দ্ধজত্রুবিকারিণাং। সমুদ্গারশ্চ সামুদ্গং দীপ্তাগ্নি বলিনাং হিতং ॥ ২৮ ॥ ইত্যৌষধ প্রশংসা ও ভক্ষণ

অর্দ্ধেক ভোজনের পরে ঔষধ ভক্ষণ, তৎপরে অর্দ্ধেক ভোজন এবং গ্রাসে গ্রাসে ভক্ষণ এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভক্ষণ রোগীবিশেষে এই দশ প্রকার সময় ঔষধ ভক্ষণে নিরূপিত করিয়াছেন। ২৫। আহারশূন্য ঔষধ ভক্ষণে ঔষধের বহু বীর্য্য হয় এবং আবদ্ধ মূল রোগ সকলকে শীঘ্র বিনাশ করে। কিন্তু মৃদুব্যক্তি, শিশুব্যক্তি, যুবতী স্ত্রী, ক্ষীণব্যক্তি, অসহনশীল ব্যক্তিদিগের বলহানি, গ্লানি এবং শরীরের দুঃখদ হয়, অতএব ইহারা কিঞ্চিৎ আহার করিয়া পরে ঔষধ সেবন করিবেক ; এতদ্ভিন্ন অপর ব্যক্তির যাদৃশ কর্ত্তব্য পূর্ব্বে উক্ত আছে, রোগবিশেষে তাহাই করিবেক। ২৬। আহা-রের মধ্যে ঔষধসেবনে মধ্যশরীরগত রোগকে বিনাশ করে ; সুকুমারের আহারের সহিত ভক্ষণ বিধি, যেহেতুক বালকদিগের এইরূপ ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য হয়। ২৭। কণ্ঠার উর্দ্ধে যত রোগ তাহার ঔষধ ভোজনোপরি প্রশস্ত। দীপ্তাগ্নি অথচ বলবান্ ব্যক্তিদিগের সামুদ্গা অর্থাৎ ইহারা গিলে খাইবেক যে ঔষধ তাহাই প্রশস্ত, উভয়ভুক্ত মধ্যে মধ্যদেহগত রোগে, তৃষ্ণার্থ এবং কৃশাগ্নি ব্যক্তির ও বাজিকরণ বিধায়ে গ্রাসে সেবন, কুষ্ঠ ও মেহ-রোগীর গ্রাসের মধ্যে ঔষধ ভক্ষণ বিধি ; শ্বাস এবং হিক্কা ও ছর্দ্দিতে মুহুর্মুহু ঔষধ সেব্য হয়। ২৮। তিথি বার সুযোগে, শুক্ল-

ক্রমশ্চ। দ্বঙ্গোদয়ে গুরুবুধেন্দুসিতেষু তেষাং বারেরবেশ্চ সুতিথৌ সুবিধৌ সুযোগে, ভেস্বুগ্রপন্নগ বিশাখ শিবেতরেষু জন্মর্ক্ষরিষ্টিরহিতেম্বগদঃ শিবায়॥ ২৯॥ ইত্যৌষধ করণং।

অথ ঔষধ ভক্ষণ মন্ত্রঃ।

নমো ব্রহ্ম দক্ষাশ্বি রুদ্রেন্দ্র ভূচন্দ্রার্কানিলানলাঃ। ঋষয়স্ত্বৌষধি গ্রামাভূতসংঘাশ্চ পান্তুতে॥ রসায়ন মিবর্ষীণাং দেবানামমৃতং যথা। সুধেবোত্তমনাগানাং ভৈষজ্য মিদমস্তুতে॥ ব্রহ্মাত্বমেব বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সহ দুর্গয়া। আর্ত্তস্য ব্যাধিনাশায় ত্বং সাক্ষাদ্ভব পাবকঃ॥ দেবরাজস্য যদ্বীর্য্যং যদ্বীর্য্যং পাবকস্য চ। পিতৃরাজস্য যদ্বীর্য্যং যদ্বীর্য্যং নৈঋ্র্তস্য চ॥ বরুণস্য চ যদ্বীর্য্যং

পক্ষে গুরু বুধ সোমবারে এবং রবিবারে সুতিথি সুযোগ সুনক্ষত্রে, দ্ব্যাত্মকলগ্নে অর্থাৎ মিথুন কন্যা ধনুঃ মীন এই লগ্নোদয়ে রোগির জন্মনক্ষত্র, রিষ্টনক্ষত্রভিন্ন সুনক্ষত্রে, ঔষধারম্ভ করা মঙ্গলের নিমিত্ত হয়। ২৯। পূর্ব্বফল্গুণী পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ, মঘা ভরণী অশ্লেষা, আর্দ্রা বিশাখা এই সকল নক্ষত্রে ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য নয়।

ঔষধ ভক্ষণ মন্ত্র।—এই সকল দেবতাদিগের নমস্কার। ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনীকুমার, রুদ্র, ইন্দ্র, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, ঋষি সকল, ঔষধি সমূহ, ভূত সমূহ, ইহাঁরা সকলে তোমার ঔষধকে রসায়ন ন্যায় রক্ষা করুন, যে প্রকার ঋষিদিগের এবং দেবতাদিগের অমৃত তাদৃশ এই ঔষধ হউক, নাগদিগের উত্তম সুধার ন্যায় তোমার এই ঔষধ হউক, ব্রহ্মা বিষ্ণু দুর্গার সহিত শিব পীড়িতের ব্যাধিনাশ নিমিত্ত সাক্ষাৎ হউন্ এবং পাবকাগ্নি তুমিও সাক্ষাৎ হও। ইন্দ্রের যে বীর্য্য, অগ্নির যে বীর্য্য, যমের যে বীর্য্য, রাক্ষসের যে বীর্য্য, বরুণের যে বীর্য্য, তথা বায়ুর যে বীর্য্য ও কুবেরের যে বীর্য্য এবং মহাদেবের যে বীর্য্য,

যদ্বীর্য্যমনিলস্য চ। কুবেরস্য চ যদ্বীর্য্যং যদ্বীর্য্যং শঙ্করস্য চ॥ তদত্রবীর্য্যমব্যগ্রমায়াস্তুব্যাধি শান্তয়ে। ধন্বন্তরি দিবোদাসঃ কাশীরাজস্তথাশ্বিনৌ॥ নকুলঃ সহদেবশ্চ সপ্তৈতে ব্যাধিঘাতকাঃ॥ অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ নামোচ্চারণ ভেষজাঃ। নশ্যন্তি সকলারোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥ স্বস্তিতে বরুণোরাজা স্বস্তি নারদ পর্ব্বতৌ। স্বস্তি সর্ব্বেশ্বরোবিষ্ণুঃ স্বস্তি দেবাশ্চ সেন্দ্রকাঃ॥ স্বস্ত্যগ্নিঃ স্বস্তিবায়ুশ্চ সদায়ুর্বর্দ্ধকা স্তব। ইত্যয়স্তে প্রশাম্যন্তু সদা ভবতু বিজ্বরঃ॥ এতৈর্ব্বেদাত্মকৈ র্ম্মন্ত্রৈঃ কৃত্বা-ব্যাধি বিনাশনং। রক্ষাং সুস্থো ভবেৎ ক্ষিপ্রং দীর্ঘমায়ুশ্চ বিন্দতি॥ যেবাত প্রভবা রোগা যেচ পিত্ত সমুদ্ভবাঃ। কফোদ্ভবাশ্চ যে কেচিৎ যে কেচিৎ সান্নিপাতিকাঃ॥ তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি বাসুবেদোপমার্জ্জিতাঃ॥ ৩০-৪০॥ ইত্যৌষধ

সেই সকল বীর্য্য অব্যগ্র হইয়া ব্যাধিশান্তি নিমিত্ত আগমন করুন। ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, অশ্বিনীকুমার, নকুল, সহদেব, এই সপ্ত ব্যাধিনাশক এবং অচ্যুতানন্দ ও গোবিন্দ, নাম উচ্চারিত ঔষধ সকল রোগনাশক হয়। সত্য সত্য আমি বলিতেছি। তোমার সম্বন্ধে বরুণরাজা মঙ্গলদ হউন, এবং নারদ ও পর্ব্বত মুনি মঙ্গলদ হউন, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু মঙ্গলদ হউন, ইন্দ্রের সহিত দেবতা সকলে মঙ্গলদ হউন্। অগ্নি বায়ু, ইহারা তোমার আয়ুর্ব্বর্দ্ধক হউন এবং তোমার সম্বন্ধে রোগ প্রশমন করুন, সর্ব্বদা তোমার দেহ বিজ্বর হউক। এই বেদাত্মক মন্ত্রদ্বারা রোগ বিনাশ করিয়া দেবতারা রক্ষা করুন্। শীঘ্র সুস্থ হইবে, ও দীর্ঘায়ুলাভ করিবে, বাতসম্ভব যে রোগ, যে পিত্তজনিত ব্যাধি ও কফজ পীড়া, যে সান্নিপাতিক রোগ, সে সকল রোগ প্রশমতা প্রাপ্ত হউক্। অর্থাৎ ভগবান বাসুদেব কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া সকল রোগ বিনাশ হউক। ৩০-৪০।

ভক্ষণ বিধিঃ। তত্রোপবিশ্য চাচম্যপ্রসন্নবদনেন্দ্রিয়ঃ। ঔষধং হেম-রজত মৃদ্ভাজন পরিস্থিতং॥৪১॥ পিবেৎ প্রসন্নবদনঃ পীত্বা পাত্র-মধোমুখং। প্রক্ষিপ্যাচম্য সলিলং তাম্বুলাদ্যুপকল্পয়েৎ ॥৪২॥ ক্লমোদাহোঙ্গসদনং ভ্রমো মূর্চ্ছা মদস্তৃষা। অরতির্ব্বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ ॥ ৪৩ ॥ ঔষধশেষে ভুক্তং পীতং তদৌ-ষধং শেষেন্নে নকরোতি গদোপশমনং প্রকোপয়ত্যন্য রোগাংশ্চ ॥ ৪৪ ॥ অনুলোমনিলঃ স্বাস্থ্যং ক্ষুত্তৃষ্ণা সুমনস্কতা। লঘুত্বমিন্দ্রিয়োদ্গার শুদ্ধির্জীর্ণৌষধাকৃতিঃ ॥ ৪৫ ॥ স্নিগ্ধোষ্ণং মারুতে শস্তং কফেরুক্ষোষ্ণ মিষ্যতে। অনুপানং হিতং বারি পিত্তে মধুর শীতলং ॥ ৪৬ ॥ ইত্যৌষধানুপানাদিক্রমঃ।

আসনে বসিয়া আচমন করতঃ প্রসন্নইন্দ্রিয় প্রসন্নবদন হইয়া স্বর্ণ রৌপ্য পাত্র বা মৃত্তিকা পাত্রস্থিত ঔষধ পান করিবেক। ৪১। এবং প্রসন্নবদনে পান করিয়া ঔষধপাত্র অধোমুখে ভূমিতে প্রক্ষেপ করিয়া পুনরাচমন পূর্ব্বক জল তাম্বুল ভক্ষণ করিবেক। ৪২। ক্লান্তচিত্ত, দাহ, শরীরের অবসাদ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, অনবস্থিত চিত্ত, অর্থাৎ মাদকদ্রব্য পানে যাদৃশ মত্ততা জন্মে তাদৃশ জ্ঞান ও বলহানি, ঔষধের অবশেষে ঔষধ পাক না হইলে এই সকল উপদ্রব হয়। ৪৩। ঔষধপাক না হইলে পুনরৌষধ ভোজন কি পান করিলে, কিম্বা অন্নপাক না হইলে অন্নভক্ষণ, এই উভয় রোগের উপশম করে না, বরং অন্য প্রকার রোগ জন্মায় এবং জনিত রোগকেও প্রকোপিত করে। ৪৪। বায়ু অনুলোম হয়, সুস্থভাব, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুন্দর রূপ মন ও ইন্দ্রিয় প্রশস্ত হয়, শরীরের লঘুতা এবং উদ্গারের শুদ্ধি হয়, ঔষধ জীর্ণ হইলে ও উত্তমরূপ অন্নাদি পাক প্রাপ্ত হইলে এই সকল চিহ্ন হয়। ৪৫। বায়ুরোগে ঔষধের অনু-পান উষ্ণ স্নিগ্ধবস্তু, পিত্তেতে মধুর শীতল প্রশস্ত, কফেতে রুক্ষ এবং উষ্ণ দেয় হইবেক। ৪৬। মুখ্য ভেষজ সম্বন্ধে অর্থাৎ ক্বাথ

অথ তরুণজ্বরে কষায়াদি দাতব্য বিধি নিষেধঃ। মুখ্যভেষজ সম্বন্ধো নিষিদ্ধ স্তরুণজ্বরে। তোয় পেয়াদি সংস্কারৈ র্নির্দ্দোষং তস্য ভেষজং ॥ ৪৭ ॥ যত আহ। নকষায়ং প্রশংসন্তি নরাণাং তরুণ জ্বরে। কষায়েণাকুলীভুতা দোষাজেতুং সুদুস্তরাঃ॥ ৪৮ ॥ শৃতং ক্বাথঃ কষায়শ্চ নির্য্যূহঃ স নিগদ্যতে॥ ৪৯ ॥ যত আহ। নতু কল্পন মুদ্দিশ্য কষায়ঃ প্রতিষিধ্যতে ॥ ৫০ ॥ নতু। স্বরসশ্চ তথাকল্কং ক্বাথশ্চ হিমফাণ্টকৌ। জ্ঞেয়াঃ কষায়াঃ পঞ্চৈতে লঘবঃস্যুর্যথোত্তরং॥ ৫১ ॥ যঃ কষায়ঃ কষায়ঃ স্যাৎ সবর্জ্জ্য স্তরুণ জ্বরে॥ ৫২ ॥ পাদশিষ্টঃ কষায়ঃ স্যাৎ যঃ

পান ও ঔষধাদি তরুণজ্বরে নিষিদ্ধ, সিদ্ধজল এবং পেয়াদি সংস্কারেতে ক্বাথের ঔষধ নির্দ্দোষ হয়। ৪৭। তরুণজ্বরে কষায় প্রশস্ত নহে, যেহেতু কষায়েতে দোষাদি প্রবৃদ্ধ হইয়া স্ব স্ব স্থানকে পরিত্যাগ করে; অর্থাৎ অন্যস্থান প্রাপ্ত হয়, সে দোষকে জয় করা দুষ্কর। ৪৮। কষায় অর্থাৎ ক্বাথ। শৃত এবং ক্বাথ আর কষায় ও নির্য্যূহ কষায়ের এই চতুষ্টয় নাম। ৪৯। জল পান ও পেয়াদি কল্পনাতে কষায় নিষেধ নহে। তরুণজ্বরে ক্বাথরূপ মুখ্য ভেষজ নিষেধ, কিন্তু সংস্কৃত তোয় পেয়াদি নির্দ্দোষ হয়। ৫০। স্বরস অর্থাৎ দ্রব্যের নিজরস, কল্ক অর্থাৎ বাটা দ্রব্য, ক্বাথ অর্থাৎ দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া কষায়, রাত্রে হিম জলে রাখিয়া প্রাতে লওয়া। ফাণ্ট অর্থাৎ উষ্ণজলে ক্ষেপ করিয়া মিজে লওয়া, এই পঞ্চবিধ কষায় হয়, উত্তরোত্তর লঘু অর্থাৎ হাল্কি স্বরস প্রভৃতির নিষেধ নাই। ৫১। যে কষায় কষায় হয়, অর্থাৎ সিদ্ধতে ক্বাথ হয়, সেই কষায় তরুণ জ্বরে নিষিদ্ধ। চতুর্থ ভাগাবশেষ কি অষ্টভাগাবশেষ করণে যে কষায় রস কষায়বর্ণ হয়, সেই ক্বাথ তরুণজ্বরে নিষিদ্ধ। ৫২। ষোড়শগুণ জলে ক্বাথদ্রব্য ক্বথিত যে

ষোড়শগুণাম্ভসা। ক্বথিতো যঃ ষড়ঙ্গাদির্নির্নিষিদ্ধো নবজ্বরে ॥৫৩
দোষাবৃদ্ধাঃ কষায়েণ স্তম্ভিতা স্তরুণজ্বরে। স্তম্ভ্যন্তে ন বিপচ্যন্তে
কুর্ব্বন্তি বিষমজ্বরং ॥৫৪ ॥ কষায়ঃ স্তম্ভনশীতো রুক্ষঃ পিত্তকফা-
বহঃ ॥ ৫৫ ॥ অন্যচ্চ। ন চ্যবন্তে ন পচ্যন্তে কষায়ৈ স্তম্ভিতা-
মলাঃ। তির্য্যগ্বিমার্গগাবাতে ঘোরং কুর্য্যুর্নবজ্বরং ॥ ৫৬ ॥
অনুপস্থিতদোষাণাং বমনং তরুণ জ্বরে। হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহ
মোহঞ্চ কুরুতে ভৃশং ॥ ৫৭ ॥ সদ্যোভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে
সন্তর্পণোত্থিতে। বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাগ্ভটঃ ॥৫৮ ॥
বমিতং লঙ্ঘিতং প্রাপ্তং লঙ্ঘয়েন্নতুপাময়েৎ। বমনং ক্লেশবা-

পাদশিষ্ট কষায়, তাহাকেই কষায় কহে, তাহাই নিষিদ্ধ, যে ষড়-ঙ্গাদি ক্বথিত কষায় সে নবজ্বরে নিষিদ্ধ নহে। ৫৩। পক্কাবধি অর্দ্ধপক্ক উক্ত লক্ষণাভাবে কষায় অভাব হয়। তরুণ জ্বরে কষা-য়ের দোষ। তরুণজ্বরে কষায়েতে দোষ বৃদ্ধি হয়, আধ্মান করে পাক প্রাপ্ত হয় না, বিষমজ্বরকে আনয়ন করে। ৫৪। কষায়ের গুণ।—স্তম্ভন, শীতল, রুক্ষ এবং পিত্ত কফকে বহন করে। ৫৫। কষায়দ্বারা দোষচ্যুত হয় না, পাক পায় না, মল স্তম্ভিত হয়, দোষ বক্রপথ প্রাপ্ত হয়, সেই দোষ নবজ্বরকে ঘোরতর করে। ৫৬। কফাদি দোষ উপস্থিত না হইলে তরুণজ্বরে বমনাদি করাইলে হৃদ্রোগ এবং শ্বাস ও আনাহ ও মোহ অতিশয় হয়। কফাদি দোষ স্বয়ং উপস্থিতভাবে যদি বমন করান হয়, তবে সে দোষ নিবৃত্তি পায়। ৫৭। ইহাতে নবজ্বরে যত্ন করিয়া বমন দিবেক না, কিন্তু অবস্থাবিশেষে বমন দাতব্য। সদ্যভোজিত ব্যক্তির জ্বর জন্মিলে, আর সম্যক্ তৃপ্তিজনক দ্রব্য ভোজন দ্বারা জ্বর হইলে বমনযোগ্য পাত্র যদি হয়, তবে বমন করান প্রশস্ত। ইহা বাগ্ভট কহেন। ৫৮। অতএব তরুণজ্বরে লঙ্ঘন অপেক্ষা করে, বমনার্হের

হুল্যাৎ হন্যাল্লঙ্ঘন কর্ষিতং॥ ৫৯॥ নকার্য্যং গুর্ব্বিণী বাল-বৃদ্ধদুর্ব্বল ভীরুভিঃ। অনশন মিতিশেষঃ॥ ৬০॥ যৎ-পচত্যামমাহারং পচেদামং রসঞ্চ যৎ। যদপক্বন্ পচেদ্দোষাং শুদ্ধিপাচনমুচ্যতে॥ ৬১॥ নশোধয়তি যদ্দোষান্ সমানো-দীরয়ত্যপি। সমীকরোতি সংবৃদ্ধাং স্তৎসংশমনমুচ্যতে॥ ৬২॥ পায়য়েদাতুরং সামং পাচনং সপ্তমেদিনে। শমনেনাথবাদৃষ্ট্বা নিরামং তমুপাচরেৎ॥ ৬৩॥ অন্যচ্চ। কৃশঞ্চৈবাল্পদোষঞ্চ শমনীয়ৈরুপাচরেৎ॥ লালাপ্রসেকোহৃল্লাসোঃ হৃদয়াশুদ্ধ-রোচকৌ। তন্দ্রালস্যাবিপাকাস্য বৈরস্যং গুরুগাত্রতা॥ ৬৪॥

বমন প্রশস্ত, কিন্তু গর্ব্ভিণী, অতি কৃশ ও বৃদ্ধাদির বমন নিষেধ। বিচ্ছলোক বমনকারি ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করাইবেক, লঙ্ঘনকা-রিকে বমন দিবেক না। ক্লেশবাহুল্য হেতুক বমনলঙ্ঘনে কৃষ ব্যক্তিকে নষ্ট করে। ৫৯। গর্ভবতী, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, ভয়-শীল ইহারা উপবাস করিবেক না। গর্ভবতী প্রভৃতির অনশন নিষেধ, এ হেতুক তাহাদিগকে অপক্ক রসজ্বরে পাচন দিবেক, রসপাকে ঔষধ এবং অন্নমণ্ডাদি পথ্য বিধি। ৬০। যে অপক্ক আহারকে পাক করে, আর যে অপক্করসকে পাক করে এবং অপক্ক-দোষকে যে পাক করে, তাহার নাম পাচন কথিত হয়। ৬১। যে দোষ শোধন করে না অর্থাৎ ঊর্দ্ধাধমার্গদ্বারা পতন করায় না, সমান দোষকে বৃদ্ধ করে না, সংবৃদ্ধ দোষকে সমান করে, সেই শমন ঔষধ কথিত হয়। ৬২। রসযুক্ত জ্বরীকে সপ্তম দিনে পাচন পান করাইবেক, নিরাম দর্শনে শমন অর্থাৎ ঔষধ দ্বারা আচরণ করিবেক। ৬৩। যে ব্যক্তি কৃশ তাহার অল্প দোষ, তাহাকে শমন দ্বারা আচরণ করিবেক, অর্থাৎ ঔষধাচার করি-বেক। ৬৪। সর্ব্বদা লালা প্রসেক, বমনভাব উপস্থিত হয়। হৃদয়ের জড়তা অরুচি, নিদ্রা ন্যায় গ্লানি, আলস্য, অবিপাক,

ক্ষুন্নাশো বহুমূত্রত্বং স্তব্ধতা বলবান্ জ্বরঃ। আমজ্বরস্য লিঙ্গানি নদদ্যাত্তত্র ভেষজং॥ ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়োজ্জ্বলয়তি-জ্বরং॥ ৬৫॥ অন্যচ্চ। পায়য়েদ্দোষহরণং মোহাদামজ্বরেতু যঃ। সুসুপ্তং কৃষ্ণসর্পং স করাগ্রেণ পরামৃশেৎ॥ ৬৬॥ সপ্তাহাৎ পরতোঽদৃষ্টে সামেস্যাৎ পাচনং জ্বরে। নিরামে শমনং স্তব্ধে সামেনৌষধ মাচরেৎ॥ ৬৭॥ নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চধ্যামাকং বৃহতীদ্বয়ং। দদ্যাৎ পাচনকপূর্ব্বং জ্বরিতেভ্যোজ্বরাপহং॥ ৬৮॥ অথ সংশমন। অথ সংশমনীয়ানি কষায়ানি নিবোধমে।

মুখের বিরসতা, শরীরের গৌরব, ক্ষুধার নাশ, বহুমূত্রতা, শরীর স্তব্ধ, জ্বর বলবান্ হয়, আমজ্বরের এই সকল চিহ্ন, ইহাতে রসপাক না করিয়া ঔষধ দিবেক না, আমদোষে ঔষধ দিলে পুনরায় জ্বরকে আরো উজ্জ্বল করে। ৬৫। মোহপ্রযুক্ত আমজ্বরে দোষহরণের ঔষধ যে পান করায়, সে নিদ্রিত কৃষ্ণসর্পকে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করে, অর্থাৎ জ্বরকে অধিক প্রকোপিত করিয়া তুলে। ৬৬। এই বচন প্রমাণে আমজ্বরে ভেষজ নিষেধ হেতুক কি প্রকারে পাচন দিবে, তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, নিরুপদ্রব আমজ্বরে পাচন দেয়; উপদ্রবযুক্ত আমজ্বরে ভেষজ নিষিদ্ধ হয়। তথাচ বাগভটঃ। সপ্তাহের পর নিরুপদ্রব আমজ্বরে পাচন দিবেক, নিরামে শমন দিবেক, সোপদ্রবে স্তব্ধ সামে ঔষধাচরণ করিবেক না। ৬৭। অনন্তর সুশ্রুত সামান্যজ্বরে পাচন কষায় কহিতেছেন। শুণ্ঠী, দেবদারু, বোহাড়া তদভাবে বেণারমূল, ব্যাকুড়, কন্টকারী, প্রমাণ প্রত্যেকে ৩২ রতি মিলিত ১৬০ রতি অশীতিরক্তিক তোলক প্রমাণে জল ৩২০ তোলা পাদাবিশেষ কর্ত্তব্য, সর্ব্বত্র পাচনের এই প্রমাণ। সর্ব্বজ্বরে নাগরাদি কাথ প্রশস্ত। ৬৮। অনন্তর সংশমনীয় কষায় বোধ করহ, কষায়জ্ঞাত বৈদ্যকর্ত্তৃক সকল জ্বরেই এই কষায়

সর্ব্বজ্বরেষু দেয়ানি যানিবৈদ্যেনজানতা ॥ ৬৯ ॥ বৃশ্চীর বিল্ব বর্ষাভূ পয়ঃ সোদকমেব চ। পচেৎ ক্ষীরাবশেষন্তঃ পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহং ॥ ৭০ ॥ পুনর্ণবঃ শ্বেতমূলো বৃশ্চীরোদীর্ঘপত্রকঃ। পুনর্ণবা পরারক্তা বর্ষাভূ রক্তপুষ্পকঃ ॥ ৭১ ॥ অথ ক্ষীরপাক বিধি। ক্ষীরমষ্টগুণং দ্রব্যাৎ ক্ষীরান্নীরং চতুর্গুণং। ক্ষীরাবশেষং পাতব্যং ক্ষীরপাকহ্যয়ং বিধি ॥ ৭২ ॥ অন্যচ্চ। উদকাদ্দ্বিগুণং ক্ষীরং শিংশপা সারমেব চ। তৎক্ষীরশেষং ক্কথিতং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহং ॥ ৭৩ ॥ গুড়ূচীধান্যকারিষ্ট পদ্মকং রক্তচন্দনং। এষাং ক্কাথ সুপ্রসিদ্ধঃ সর্ব্বজ্বরহরঃ স্মৃতঃ ॥ দীপনো দাহহৃল্লাস তৃষ্ণাছর্দ্যরুচির্হরেৎ ॥ ৭৫ ॥ ইতি গুড়ূচ্যাদি ক্কাথঃ।

দেয় হয়। ৬৯। শ্বেতপুনর্ণবা, বেলমূলের ছাল, রক্তপুনর্ণবা মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, দুগ্ধাবশেষ ১৬ তোলা থাকিতে জ্বরী পান করিলে সকল জ্বর নাশ হয়। নিরাময়ের এই ব্যবস্থা। ৭০। শ্লোকার্দ্ধ পূর্ব্বে চতুষ্টয় শ্বেতপুনর্ণবা, পরার্দ্ধ শ্লোকে রক্তপুনর্ণবার নাম। পুনর্ণবা ১, শ্বেতমূল ২, বৃশ্চীর ৩, দীর্ঘপত্রক ৪, শ্বেত পুনর্ণবার এই চতুর নাম, পুনর্ণবা অপাররক্তবর্ণা বর্ষাভূ ১, রক্তপুষ্প ২, এই রক্তপুনর্ণবার নাম। ৭১। ক্ষীরপাক বিধি।—দ্রব্যের অষ্টগুণ দুগ্ধ, দুগ্ধের চতুর্গুণ জল, দুগ্ধাবশেষ পানীয় হয়, ক্ষীরপাকের এই বিধি। ৭২। অগোর ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৩২ তোলা দুগ্ধাবশেষ ক্কথিত পান করিলে সর্ব্বজ্বর নাশ হয়। শ্রেষ্ঠমাত্রায় দ্রব্য ৮ তোলা, মধ্যমাত্রায় দ্রব্য ৬ তোলা, কনিষ্ঠমাত্রায় দ্রব্য ৪ তোলা। ৭৩। গুলঞ্চ, ধনে, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন মিলিত ২ তোলা পাচনবৎ ক্বাথ পানে সর্ব্বজ্বরহরণ হয়, এবং অগ্নি দীপনকারক ও দাহ, হৃল্লাস, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি ও অরুচি নাশক হয়। ৭৫। তরুণজ্বরীর সংশোধন

সুশ্রুতোবাচ। ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাং মদং মোহং ভ্রমতৃট্ বিষমজ্বরান্। সংশোধনস্য পানেন প্রাপ্নোতিতরুণজ্বরী॥ ৭৬॥ সংশোধন লক্ষণঃ। স্থানাদ্বহির্নয়েদূর্দ্ধ মধোবা দোষসঞ্চয়ং। সংশোধনং তদেবস্যাদ্দেবদালী ফলং যথা॥ ৭৭॥ রোগেশোধন সাধ্যেতু যং বিদ্যাদ্দোষদুর্ব্বলং। তংসমীক্ষ্য ভিষক্কুর্য্যাদ্দোষ প্রচ্যাবনং মৃদু॥ ৭৮॥ সদ্যজ্বরে বিষেহজীর্ণে মন্দাগ্নাবরুচৌ তথা। স্তন্যরোগেচ হৃদ্রোগে কাসেশ্বাসে চ বাময়েৎ॥ ৭৯॥ জীর্ণজ্বর গরচ্ছর্দ্দি গুল্ম প্লীহোদরেষু চ। শূলে শোথে মূত্রাঘাতে ক্রিমিরোগে বিরেচয়েৎ॥ ৮০॥ অন্যচ্চ। বলে দোষে মৃদৌকোষ্ঠে নেক্ষেতাত্রবলং নৃণাং। অব্যাপৎ দুর্ব্বলস্যাপি শোধনং হিতদা-

নিষিদ্ধ। সুশ্রুত কহিতেছেন। নবজ্বরী সংশোধন কষায় পান করিলে ছর্দ্দি মূর্চ্ছা মত্ততা মোহ ভ্রম এবং তৃষ্ণা ও বিষমজ্বর এই সকল উপদ্রব প্রাপ্ত হয়। ৭৬। সংশোধনের লক্ষণ। ঊর্দ্ধদোষ কিম্বা অধোদোষ সঞ্চয়স্থান হইতে যিনি বাহ্যে আনয়ন করেন, তিনিই সংশোধন হন, যাদৃশ দোষার ফল ঊর্দ্ধসঞ্চিত কফকে বাহির করে। ৭৭। নিষিদ্ধ সংশোধন হইলেও অবস্থাবিশেষে সংশোধন দিবেক। শোধনসাধ্য রোগে উপচিত দোষ কর্ত্তৃক দুর্ব্বল যে ব্যক্তি তাহাকে দৃষ্টি করিয়া বৈদ্য দোষের সারক মৃদু করিবেন। ৭৮। শোধন সাধ্য রোগ কহিতেছেন। সদ্যজ্বরে, বিষপানে, অজীর্ণে, অগ্নিমান্দ্যে, অরুচিতে, স্তন্যরোগে, হৃদ্রোগে, কাসে এবং শ্বাসরোগে বমন করাইবেন। ৯০। জীর্ণজ্বরে বিষপানে, গুল্মরোগে, উদররোগে, শূলরোগে এবং শোথরোগে; মূত্রাঘাতরোগে ক্রিমিরোগে বিরেচন দিবেক। ৮০। যৎকালে দোষ প্রচলিত হইবে এবং মৃদুকোষ্ঠ হইবেক, তৎকালে মনুষ্যদিগের আর বল দৃষ্টি করিবেক না, দুর্ব্বলব্যক্তি হইলেও শোধন

ভবেৎ ॥ ৮১ ॥ পক্বোপি নির্হৃতো দোষো দেহেতিষ্ঠন্মহাত্যয়ং। বিষমস্বাজ্বরং কুর্য্যাদ্বলব্যাপদ মেব চ ॥ ৮২ ॥ আরগ্বধগ্রন্থিক-মুস্তিতিক্তাহরীতকীভিঃ ক্বথিতঃ কষায়ঃ। সামেসশূলে কফবাত-পিত্তেজ্বরোহতোরেচন পাচনশ্চ ॥ ৮৩ ॥ আরগ্বধাদি পাচনং। অন্যচ্চ। পথ্যারগ্বধতিক্তাত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং পেয়ং। পাচন

বলে তাহার অনিষ্ট করে না, কি হেতু বল অপেক্ষণীয় নহে ? এই শঙ্কাতে কহিতেছেন, তৎকালে সেই আমাবস্থাতে দুর্ব্বলের শোধন সম্পাদ হয়, ছর্দ্যাদি ব্যাধি হয় না, বলবান পুরুষের স্বস্থান স্থিত পক্ব দোষের শোধনের অবিধানের দোষ, সুশ্রুত কহিয়াছেন।৮১। লঙ্ঘন, তিক্তাম্বু, যবাগূ ও পানীয় দ্বারা পক্বদোষ অধোমার্গে অত্যাক্ত হয়, অর্থাৎ শরীরেই থাকে, পক্বদোষ ও মহানাশকারক, বিষমজ্বর বা চাতুর্থক জ্বরকে আনয়ন করে, এবং বলের হানি করে। বিষম চাতুর্থকের মহা নাশকত্ব হেতু গম্ভীর মহাত্যয় অর্থাৎ কষ্টেতে বলক্ষয় হয়। ৮২। সংশোধন কহিতেছেন। সোঁদালুআটা, পিপুলমূল, মুথা, কটকী, হরীতকী মিলিত ২ তোলা, পাকার্থজল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। সোঁদালের আটা পাচন সিদ্ধ করিয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথে গুলিয়া ভক্ষণ করিবেক। আমজ্বরে এবং বেদনাযুক্ত জ্বরে এবং বায়ু পিত্ত ও কফ বিরেচক এবং জ্বরঘ্ন এই পাচন। ২ তোলা পাচন লঘুমাত্রা, কোন স্থলে মধ্যমমাত্রা ৪ তোলা পাচন দিবেক, কোন স্থানে শ্রেষ্ঠমাত্রা পাচন ৮ তোলা দিবেক, বিশেষ শোধন আবশ্যক হইলে শ্রেষ্ঠ মাত্রাই দিবেক। ৮৩। হরীতকী, সোঁদালু-আটা, কটকী, তেউড়ীমূল, আমলকী মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা ঐ ক্বাথে সারক যোগ করিবেক, যদি বিশেষ শোধনাবশ্যক হয়, তবে এরণ্ডতৈল কিম্বা তেউড়ী চূর্ণ কি রেউচিনী চূর্ণ কি সোণামুখী চূর্ণ ।৹ অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ করিবে, কিম্বা হরীতকী চূর্ণ বা আম-

সারকযুক্তং মুনিভি র্জীর্ণজ্বরে সামে॥ ৮৪ ॥ আরোগ্য পঞ্চক-ন্বরং। অনন্তাবালকং মুস্তং নাগরং কটুরোহিণীং। পিষ্টাম্বুখাম্বুনা কল্কং পায়য়ে দক্ষ সম্মিতং॥ কল্কঃ স্বল্পেন কালেন হন্ত্যাৎ সর্ব্বজ্বরাময়ং। বিদধ্যাৎ কোষ্ঠ সংশুদ্ধিং দীপয়েচ্চ হুতাশনং॥ ৮৫ ॥ পীতাম্বু লঙ্ঘনক্ষীণো জীর্ণীভুক্তঃ পিপাসিতঃ। পিবেদৌষধং যত্তু সংশোধন মথেতরং॥ ৮৬॥ ত্রিফলা-রজনীযুগ্মং কণ্টকারীযুগং শঠি। ত্রিকটুগ্রন্থিকং মুর্ব্বা গুড়ূচীধন্বযাসকঃ॥ কটুকাপর্পটোমুস্তা ত্রায়মাণা চ বালকং। নিম্বং পুষ্করমূলঞ্চ মধুযষ্টী চ বৎসকঃ॥ যমানীন্দ্রযবোভার্গী সিগ্রুবীজং সুরাষ্ট্রজা। বচা ত্বক্ পদ্মকোশীর চন্দনাতিবিষাবলা। শাল-পর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বিড়ঙ্গং তগরং তথা। চিত্রকং দেবকাষ্ঠঞ্চ

জীর্ণজ্বরে নবজ্বরে পথ্যাদি পাচন মলভেদিনী সোণামুখী ভূষিতা হয়। ৮৪। অনন্তমূল, বালা, মুথা শুণ্ঠী ও কট্‌কী মিলিত ২ তোলা, জলে বাটিয়া বহেড়ার পরিমাণে গুলিয়া খাইলে শীঘ্র সকল জ্বর নষ্ট করে, এবং কোষ্ঠ শুদ্ধি ও অগ্নিদীপন হয়। ৮৬। যাহাদিগের সংশোধন সংশমন নিষিদ্ধ হয় তাহাদিগের ক্রম কথিত হইতেছে। পীতাম্বু, লঙ্ঘনক্ষীণ, অজীর্ণযুক্ত, ভুক্তবান্, পিপাসাবিশিষ্ট ব্যক্তি ঔষধ পান করিবেক না, তাহার পক্ষে সংশোধন ও সংশমন করিবেক। ৮৬। হরীতকী, বয়ড়া, আমলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারি, ব্যাকুড়, শঠী, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, গ্যাঠালা, মুরগামূল, গুলঞ্চ, দুরালভা, কট্‌কী, খেতপাবড়া, মুথা, বলালতা, বালা, নিম্ব-ছাল, পদ্মমূল, যষ্টিমধু, কুরচিছাল, যমানী, ইন্দ্রযব, বামনহাটী, শজিনাবীজ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, তদভাবে ক্ষেতপর্পটী, বচ, গুড়ত্বক, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, রক্তচন্দন, আতইচ, বড়ালা, শালপাণি, চাকুলে, বিড়ঙ্গ, সিউলিছোপ, চিতামূল,

চব্যং পত্রং পটোলজং॥ জীবকর্ষভকৌচৈবং লবঙ্গং বংশ রোচনা। পুণ্ডরীকঞ্চ কাকোলীপদ্মকং জাতিপত্রকং॥ তালীশ পত্রমেতানি সমভাগানি চূর্ণয়েৎ। অর্দ্ধাংশং সর্ব্বচূর্ণস্থ কিরাতং প্রক্ষিপেৎ সুধীঃ॥ এতৎসুদর্শনং নাম চূর্ণং দোষ ত্রয়াপহং। জ্বরাংশ্চনিখিলান্ হন্যান্নাত্রকার্য্যাদ্বিচারণা॥ পৃথগ্ দ্বন্দ্বাগন্তুজাংশ্চ ধাতুস্থান্ বিষমজ্বরান্। সন্নিপাতোদ্ভবা শ্চাপি মানসানপি নাশয়েৎ॥ শীতাদীনপিদাহাদীন্ মোহ তন্দ্রাং ভ্রমং তৃষাং॥ কাসং শ্বাসঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ হৃদ্রোগং কাম লামপি। ত্রিকপৃষ্ঠকটিজানু পার্শ্বশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥ শীতাম্বু নাপিবেদেতৎ সর্ব্বজ্বর নিবৃত্তয়ে। সুদর্শনং যথাচক্রং দান বানাং বিনাশনং॥ তদ্বজ্জ্বরাণাং সর্ব্বেষাং চূর্ণমেতৎ প্রণাশনং

দেবদারু, চব্রিও, তেজপাত্র, পলতা জীবক, ঋষভক, তদভাবে গুলঞ্চ, বংশলোচন, লবঙ্গ, পদ্মপুষ্প, কাকোলী, পদ্মমৃণাল, জৈত্রী, তালীশপত্র। এষাং সমভাগ ১ তোলা প্রত্যেক সকল চূর্ণের অর্দ্ধেক চিরাতাচূর্ণ ২৭ তোলা। একত্রে মিশ্রিত করিবেক, এই সুদর্শনচূর্ণ দোষত্রয়নাশক, সকল জ্বর নষ্ট করে, এক দোষজ, দ্বিদোষজ, সান্নিপাতিক এবং ধাতুস্থ বিষমজ্বর এবং শীতাদি ও দাহাদি জ্বরনাশক, মোহ তন্দ্রা ভ্রম তৃষ্ণা নাশক, এবং কাস শ্বাস পাণ্ডু হৃদ্রোগ কামলা রোগনাশক, ত্রিক পৃষ্ঠ কটি জানু পার্শ্বশূল নাশক, শীতল জলের সহিত চূর্ণ সেবন করিবেক। প্রধান মাত্রা ২ তোলা, মধ্যম মাত্রা ১ তোলা, হীন মাত্রা ॥০ তোলা দিবেক। সুদর্শনচক্র যেমন অসুরদিগের নাশ করেন, তাদৃশ সকল জ্বরের নাশক এই চূর্ণ হয়। জীর্ণজ্বরে এ ঔষধ অন্যান্য গ্রন্থে লিখেন। ভাবপ্রকাশে সামান্য জ্বরেও লিখেন, সেই হেতুক উত্তম যুক্তি প্রযুক্ত সামান্য জ্বরের চিকিৎসা বিধানে লিখিলাম. সামজ্বরে এবং সাম-

ইতি সুদর্শনচূর্ণং ॥৯৬॥ শঠি নিশাদ্বয়ং শুণ্ঠী দারুপুষ্করমূলকং। এলাগুড়ূচীকটুকা পর্পটশ্চ যবানকঃ॥ শৃঙ্গী কিরাততিক্তঞ্চ দশমূলং তথৈব চ। ক্কাথমেষাং পিবন্ কৃষ্ণা সিন্ধুচূর্ণযুতং নরঃ। জ্বরান্ সর্ব্বান্ দ্রুতং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৯৭॥৯৮॥৯৯॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

অথ নবজ্বরে রসা।

সূতোগন্ধষ্টঙ্গণঃ সোষণশ্চসর্ব্বৈস্তুল্যাশর্করা সংস্থপিত্তৈঃ ভূয়োভূয়োমর্দ্দয়েত্তত্রিরাত্রং বল্লোদেয়ঃ শৃঙ্গবেরদ্রবেণ॥ তোয়ে-শীতং বীজনৈস্তক্রভক্তং বৃন্তাকাদ্যং পথ্যমেতৎ প্রদিষ্টং। অহ্নে-

জীর্ণজ্বরে দাতব্য, শোধনপূর্ব্বক জ্বরনাশ হেতু সুদর্শন চূর্ণ। ৯৬। শঠী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা শুণ্ঠী দেবদারু পদ্মমূল এলাইচ গুলঞ্চ কটকী খেতপাপড়া দুরালভা কাকড়াশৃঙ্গী, চিরতা, দশমূল ইত্যাদি মিলিত ২ তোল, পিপুল সৈন্ধবচূর্ণ প্রক্ষেপ ।৹ তোলা দিয়া পাচন খাইবেক, ইহাতে সাধারণ জ্বর ভাল হইবে সন্দেহ নাই। পাচনবৎ ক্কাথ পিপুল সৈন্ধব ক্কাথ অনুপান। ৯৭। ৯৮। ৯৯।

শুদ্ধ পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, দগ্ধ সোহাগা ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, রোহিত মৎস্যপিত্ত ৮ তোলা দিয়া দিবসত্রয় পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিবেক, পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখি-বেক, ত্রিগুঞ্জা মাত্রা ঔষধ আদার-রসে মর্দ্দন করিয়া ভক্ষণ করাই-বেক। সজলে ব্যজনদ্বারা শীতল করিবেক, তক্র এবং অন্ন আহার দিবেক, বার্ত্তাকু ফল প্রভৃতি পথ্য, অর্থাৎ শীতোপচার করিবেক, এক দিবসেতে সদ্য উগ্রজ্বর নাশ হয়, কিন্তু ইহা পিত্তাধিক্য জ্বর নাশক, শ্লেষ্মাধিক্য থাকিলে জ্বর ত্যাগ হইবেক না। পিত্ত শ্লেষ্মা-

বোগ্রং হস্তিসদ্য জ্বরস্ত পিত্তাধিক্যং মূর্দ্ধ্নি তোয়ং চ দদ্যাৎ। উদকমঞ্জরীরসঃ ॥ ১০১ ॥ রসপ্রদীপে। অথ সংক্ষেপরসক্রিয়া। সুসিদ্ধ যোগা ইহ যে ময়োক্তা সূতাশ্রয়া মূলসমাশ্রয়াশ্চ। তৎশুদ্ধিসংস্কার বিধিঃসমাসাদ্বিলিখ্যতে যো ব্যবহারসিদ্ধঃ ॥ ১০২ ॥ সূতো মৎসম্ভবো দেবি মম প্রত্যঙ্গসম্ভবঃ। মনদেহরসোযস্মা দ্রসস্তেনায়মুচ্যতে ॥১০৩ ॥ শুদ্ধিমূর্চ্ছা চ মরণং বন্ধশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ। রসকর্ম্মসমাসেন শৃণু তস্য পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১০৪ ॥ শুদ্ধরসো ভবেদ্ব্রহ্মা মূর্চ্ছিতস্ত জনার্দ্দনঃ।

ধিক্য জ্বরে এই ঔষধ দেয়, অন্য জ্বরে নহে, পিত্তাধিক্যে এই ঔষধ সেবন করাইয়া মস্তকে জলসেক করিতে হইবেক। ১০১। এই ঔষধে পারা গন্ধক মৎস্যপিত্ত প্রয়োজন, অতএব পারদের অষ্টাদশ সংস্কার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা অতি সুকঠিন, যথাবসরে লিখিব, যে সংস্কারে পারদের স্বর্ণগ্রাসাদি হয়। সংপ্রতি হিঙ্গুলোথ পারদ যেরূপে লইবে তাহাই লিখিতেছি, পারদ নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল হইলে পর তবে কার্য্য সিদ্ধ হয়। তাহার অষ্টাদশ সংস্কার সাধন বিশেষ পরে লিখিতব্য হইবে, যাঁহার সাধ্য হইবে তিনিই করিবেন, কিন্তু যেরূপ লিখিব তদবলোকনে বুদ্ধিমান্ মনুষ্য, তৎকরণে অবশ্যই শক্ত হইতে পারিবেন। ভগবতী সমীপে মহাদেব কহিতেছেন। আমি যে সকল সুসিদ্ধ যোগ কহিয়াছি, সে সকলই পারদাশ্রয় যোগ এবং পারার আশ্রয়েই সকল যোগ সিদ্ধি হয়, অতএব তাহার সংস্কার বিধান যাহা ব্যবহারসিদ্ধ আছে, তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইবেক। ১০২। পারদের নাম সূত, হে ভগবতি! আমার শরীরসম্ভব ও আমার প্রত্যঙ্গভব, এবং আমার দেহরস পারদ, সেই কারণ পারদের নাম রস কথিত হইয়াছে। ১০৩। এই রসের চতুঃপ্রকার কর্ম্ম। শুদ্ধি, মূর্চ্ছা, মারণ, বন্ধ, সংক্ষেপেতে পৃথক্ পৃথক্ রসকর্ম্ম কহি শ্রবণ কর। ১০৪।

মারিতো রুদ্ররূপীস্যাৎ বদ্ধঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ ॥ ১০৫ ॥ হতো-হন্তি জরাংমৃত্যুং মূর্চ্ছিতোব্যাধিঘাতকঃ। খেগতিং কুরুতে-বদ্ধঃ কোন্যঃ সূতাৎকৃপাকরঃ ॥ ১০৬ ॥ নাগোবঙ্গো মলো-বহ্নিশ্চাঞ্চল্যঞ্চ বিষং গিরিঃ। অসহ্যাগ্নি মহাদোষাঃ স্বভাবাৎ পারদেস্থিতাঃ ॥ ১০৭ ॥ শুভেহ্নিবিষ্ণুং পরিচিন্ত্য কুর্য্যাৎ সম্যক্কুমারীং বটুকার্চ্চনঞ্চ। বিধায়রক্ষাং নিজমন্ত্রপূজাং সমারভেৎ কর্ম্মরসস্যতজ্জ্ঞাঃ ॥ ১০৮ ॥ মন্ত্রো যথা।—নমোঽঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেরুদ্ররূপিণে ॥ ১০৯। পলান্ন্যূনং ন কর্ত্তব্যং সংস্কারং রসকর্ম্মণি। অভাবে

শুদ্ধরস ব্রহ্মরূপ, মূর্চ্ছিত রস বিষ্ণুরূপ, ভস্মরস রুদ্ররূপ এবং বদ্ধরস সাক্ষাৎ মহাদেব হন। ১০৫। ভস্মপারদ জরামৃত্যুকে জয় করেন, মূর্চ্ছিতরস ব্যধিনাশক হন, বদ্ধরস আকাশে গতি করান। অতএব পারদ হইতে কৃপাকর ত্রিভুবনে আর কেহই নাই। ১০৬। নাগদোষ, বঙ্গদোষ, মলদোষ, বহ্নিদোষ, চাঞ্চল্যদোষ, বিষদোষ, গিরিদোষ এবং অসহ্যাগ্নিদোষ ইত্যাদি স্বভাবতঃ পারদে এই সকল মহাদোষ আছে। অষ্টাদশ সংস্কার ব্যতীত এ সকল দোষ রহিত হয় না; সে সাধন স্বকঠিন, বহুযত্নসাধ্য, অতএব হিঙ্গুলোত্থ পারদ এ সকল দোষরহিত হয়, তাহা অনায়াসসাধ্য লিখিত হইতেছে, সাধারণের এই কর্ত্তব্যকার্য্য, যে, তাঁহারা তৎসাধনবিশিষ্ট হইবেন, ইহাতে যথাশাস্ত্র যথা ব্যবহার ফলসিদ্ধি জানিহ। ১০৭। শুভদিনে বিষ্ণুচিন্তা করতঃ শিবপূজা এবং কুমারী ও ব্রাহ্মণ পূজা করিয়া, আত্ম ইষ্টদেবতা পূজা ও যথাশক্তি মন্ত্রজপ করিয়া রসকর্ম্মজ্ঞাতা ব্যক্তি রসকর্ম্ম আরম্ভ করিবেক। ১০৮। [এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মহাদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক পারদকর্ম্ম আরম্ভ করিবেক] ।১০৯। এক পল ৮ তোলা ইহার ন্যূন পারার কর্ম্ম করি-

কর্ষমাণঞ্চ মতমেতত্তু কস্যচিৎ॥ ১১০॥ জম্বীরনেম্বুনীরেণ মর্দ্দিতং হিঙ্গুলং দিনং। ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্রেণ গ্রাহ্যঃ স্যান্নির্ম্মলোরসঃ॥ কঞ্চুকৈর্নাগবঙ্গাদ্যৈ নির্মুক্তোরসকর্ম্মণি॥ ১১১ জম্বীরোত্থদ্রবেণৈব পারিভদ্রদ্রবেণবা। যামং সংমর্দ্দ্য যত্নেন

বেক না, অভাবে ২ তোলা এই প্রমাণেও করিতে পারে। ১১০। হিঙ্গুল ৮ তোলা, গোড়ালেবু কিম্বা পাতিলেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া বিলক্ষণ চূর্ণ করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিবেক, ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্রেতে রস গ্রহণ করিবেক, কঞ্চুক এবং নাগবঙ্গাদি দোষেতে রহিত হইবেক। ১১১। এক হড়্‌ডিকা মধ্যে একটী পান রাখিবেক, তাহার উপর হিঙ্গুল চূর্ণ রাখিবেক, তাহার উপরে আর এক হাঁড়ির মুখ অধঃ করিয়া দিবে, উভয়ের কানাতে সন্ধি লেপ দিবেক, প্রথম কিঞ্চিৎ পাটেতে কাদা মাখিয়া ঐ হাঁড়ির মুখের সন্ধি মুড়িবেক, তাহার পরে কাদা দিয়া লেপিবেক, তাহার পরে নেকড়ায় তিনবার কাদা মাখাইয়া দিয়া শুষ্ক করিবেক, লেপ বিলক্ষণ হয়, কোনমতে ছিদ্রে চুল প্রবেশের পথ না থাকে, ঐ যন্ত্র চুলাতে চড়াইয়া জাল দিবেক, হাঁড়ির উপরি ভিজা নেকড়া দিয়া মৃদুজাল দুই প্রহর দিবেক, সে নেকড়া শুষ্ক হইলে পুনরায় ভিজাইয়া দিবেক, যতক্ষণ জাল পাইবেক, ততক্ষণ উপরে আর্দ্রবস্ত্র থাকিবেক। ৮ তোলাতে দুই প্রহর জাল, ২ তোলাতে ৪ দণ্ড জাল, পরে বক্র করিয়া হাঁড় নামাইবেক, শীতল হইলে যন্ত্র খুলিয়া উপরের হাঁড়িতে যে পারা লগ্ন থাকিবেক, তাহা অল্পে অল্পে পাট দিয়া চাঁচিয়া লইবেক, হাঁড়ি রৌদ্রে দিলে শুষ্ক হইলে পর সমুদয় পারা পাইবেক। পরে ঐ হিঙ্গুলোত্থ রস এক প্রহর গোঁড়ালেবুর রসে কিম্বা পালিতামাদারের পাতার রসে মাড়িয়া শুষ্ক করিয়া লইলে, তাহাতে নির্ম্মল রস গ্রহণ হইবেক। ঊর্দ্ধপতনে

রসোগ্রাহ্যঃ সুনির্ম্মলঃ ॥ ১১২ ॥ বলপ্রকর্ষায় চ দোলিকায়াং স্বেদ্যোরসঃ সৈন্ধবচূর্ণ গর্ভে ॥ ১১৩ ॥ ষড়্গুণ বলিজারণং বিনা ন খলুরসেন্দ্রোরুজাহরণক্ষমঃ ॥ ১১৪ ॥ তত্রায়ং ক্রমঃ। ক্ষুদ্রভাণ্ডেরসংকৃত্বা বালুকাযন্ত্রমধ্যগং। ষড়্গুণং গন্ধকং তত্রক্ষিপেদল্পাল্পকং শনৈঃ ॥ তৈলরূপো যদাগন্ধস্ততোঽবতারয়েৎদ্রুতং। স্বাঙ্গশীতেদৃঢ়ে গন্ধে স্ফোটয়িত্বা রসং নয়েৎ ॥ সর্ব্বরোগেষু দাতব্যো রসোব্যাধিনিসূদনে ॥১১৫॥

নপুংসক হন ইহার নিমিত্ত স্বেদ দিবেক। ১১২। বলের উৎসাহ নিমিত্ত এক হাঁড়িতে পরিপূর্ণ জল করিয়া তাহাতে সৈন্ধব /১ সের সেই জলে দিবেক, তাহার মধ্যে চারিপুরু নেকড়াতে পারাকে বান্ধিয়া ঐ জলে ঝুলাইয়া দোলা করিয়া দিবেক, হাঁড়িতে না লাগে জলে ডুবে থাকে, এক অহোরাত্র জাল দিবেক, জলাভাব না হয়, জাল মৃদু দিবেক। স্বেদিত রস হইলে নপুংসক দোষ থাকিবেক না। ১১৩। ছয়গুণ গন্ধকে জারিত পারা না হইলে পীড়া নাশ করে না। অতএব ঐ হিঙ্গুলোত্থ রস স্বেদ দিয়া লইয়া সংক্ষেপে ষড়্গুণ গন্ধকে জারিত করিবেক, তাহা হইলে সকল কার্য্য সিদ্ধি হইবে। ১১৪। বালি পরিপূর্ণ হাঁড়িতে এক ক্ষুদ্র ভাঁড় বসাইবেক, সেই ভাণ্ডের ভিতরে পারা দিয়া বালুকার হাঁড়ি চুল্লীতে চড়াইয়া জাল দিবেক কিঞ্চিৎ গন্ধক দিয়া তদুপরি পারা দিবেক, ঐ গন্ধক গলিতে আরম্ভ হইলে ছয়গুণ গন্ধক অল্পে অল্পে দিবেক, এক গলিলেক আর দিবেক, সমুদয় গন্ধক তৈলরূপ হইলে ঐ পারার ভাঁড় শীঘ্র নামাইবেক, শীতল হইলে ঐ গন্ধক দৃঢ় হইবেক, ছিদ্র করিয়া পারা বাহির করিয়া লইবেক, সকল কার্য্যে ঐ পারা সকল ঔষধে উত্তম গুণবিশিষ্ট হইবেক। ১১৫। রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, শুক্লবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ এই চারি

গন্ধকশুদ্ধিঃ।—চতুর্দ্ধাগন্ধকঃ প্রোক্তো রক্তঃ পীতঃ সিতোঽ-সিতঃ। উত্তমোরুণবর্ণঃ স্যাদ্দাড়িমী কুসুমচ্ছবিঃ॥ মধ্যমঃ পীতবর্ণঃ স্যাচ্ছুক্লবর্ণো হ্ধমঃ স্মৃতঃ। রক্তোহেমক্রিয়াযুক্তঃ পীতশ্চৈবরসায়নে॥ ব্রণাদি লেপনে শ্বেতঃ কৃষ্ণঃ শ্বেতঃ সুদু-র্ল্লভঃ॥ ১১৬॥ শুকপুচ্ছ সমঃ প্রায়োনবনীতসমপ্রভঃ। মসৃণঃ কঠিনঃ স্নিগ্ধো গন্ধকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥ ১১৭॥ লৌহপাত্রে বিনিঃক্ষিপ্য ঘৃতমগ্নৌ প্রতাপয়েৎ। তপ্তেতপ্তে তৎসমানং প্রক্ষিপেদ্গন্ধকং রজঃ॥ বিদ্রুতং গন্ধকং জ্ঞাত্বা দুগ্ধমধ্যে নিধাপয়েৎ। এবং গন্ধকশুদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু যোজ-য়েৎ॥ ১১৮॥ অথ মৎস্যপিত্ত শুদ্ধিঃ। মৎস্যাদিপিত্তং সংশুষ্কং নিম্বদ্রাবৈর্বিভাবিতং। দিনান্তং শুদ্ধি মায়াতি সত্যং গুরুবচো-

প্রকার গন্ধক হয়। তাহার মধ্যে দাড়িমপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ উত্তম। পীতবর্ণ মধ্যম, আমলসার যাহাকে বলে, শুক্লবর্ণ অধম, কিন্তু স্বর্ণাদি করিতে রক্তবর্ণ গ্রাহ্য। ঔষধাদিতে পীতবর্ণ গ্রাহ্য। ব্রণাদি লেপনে শুক্লবর্ণ প্রশস্ত, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ কি শ্বেতবর্ণ গন্ধক অপ্রাপ্ত। ১১৬। শুকপক্ষীর পুচ্ছতুল্য, নবনীর সমান কোমল চিক্কণ অথচ কঠিন ও স্নিগ্ধ এই গন্ধক শ্রেষ্ঠ হয়। ১১৭। লোহার পাত্রে গন্ধককে রাখিয়া অগ্নিসন্তাপে গলাইবেক, কিঞ্চিৎ গব্য-ঘৃত অগ্রে লৌহপাত্রে ঈষৎ তপ্ত করিয়া পরে গন্ধক দিবেক, গলিলে অল্পে অল্পে দুগ্ধেতে ফেলিবেক, অল্প গলিবেক, অল্প দুগ্ধে ফেলিবেক, এককালে তাবৎ গলিয়া ফেলিলে খরিয়া যায়, এই হেতু অল্প অল্প দুগ্ধে ফেলিবেক। অপর গন্ধকশুদ্ধি প্রকরণ প্রয়ো-জনানুসারে লিখিব। ১১৮। মৎস্যপিত্ত আদি পিত্ত শুষ্ক করিয়া নিম্বমূলের ছালের রসে ভাবনা দিবেক, যত পিত্ত তত রস দিয়া মাড়িবেক, সমস্ত দিন রৌদ্রে এবং রাত্রিতে হিমে রাখিবেক।

যথা ॥ ১১৯ ॥ অদ্যাৎ সমংস্থ সমুদ্রফেণ হিঙ্গুলগন্ধকং পরিমৃদ্যচ-যামমেকং। নবজ্বরে বল্লযুগংত্রিদস্র মাদ্রান্তুসায়ং . জ্বরধূম-কেতুঃ ॥ ১২০ ॥ জ্বরধূমকেতুরসঃ। রসদীপিকায়াং। একো-ভাগোরসাচ্ছুদ্ধাচ্ছৈলেয়ঃ পিপ্পলীশিবাঃ। আকারকরভোগন্ধঃ কটুতৈলেন শোধিতঃ॥ ফলানিচেন্দ্রবারুণ্যাশ্চতুর্ভাগমিতা অমী। একত্র মর্দ্দয়েচ্চূর্ণমিন্দ্রবারুণিকারসৈঃ ॥ মাষোন্মিতাং বটীং কৃত্বা দদ্যাৎ সদ্যোজ্বরে বুধঃ। ছিন্নারসানুপানেন জরঘ্নী বটিকা মতা ॥ ১২১ ॥ জ্বরঘ্নীবটিকা। শাঙ্গধরে। রসং গন্ধঞ্চ দরদং জৈপালং ক্রমবর্দ্ধিতং। দন্তীরসেন সংপিষ্ট্য বটীগুঞ্জামিতাকৃতা ॥ প্রভাতে শিতয়া সার্দ্ধ মসিতা শীতবারিণা। একেনদিবসে-নৈষা নবজ্বরহরা ভবেৎ ॥ ১২২ ॥ জ্বরঘ্নবটিকা। নিস্তুষং জয়-পালঞ্চ দ্বিধাকৃত্বা বিচক্ষণঃ। এতদ্বীজস্য মধ্যেতু পত্রবৎ

ইহাতে মৎস্যাদি পিত্তের শুদ্ধি হয়। ১১৯। শুদ্ধপারা ১ ভাগ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সমুদ্রফেণা ১ ভাগ, আদার রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবেক, ৬ রতি প্রমাণ বটী করিবেক, আদার রসে ত্রিদিবস সেবনে জ্বরত্যাগ হইবেক। ১২০। শুদ্ধরস ১ ভাগ গন্ধক ৪ ভাগ, মনছাল ৪ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৪ ভাগ আকরকোরা ৪ ভাগ, কটুতৈল শোধন করিয়া রাখালশসার ফল ৪ ভাগ। রাখালশসার ফলের রসে একত্রে মাড়িয়া ১০ রতি প্রমাণ বটী করিবেক, সদ্যজ্বরে গুলঞ্চরসের অনুপানে খাও-য়াইবেক। ১২১। পারা ১, গন্ধক ২, হিঙ্গুল ৩, জয়পাল ৪, দন্তিমূলের রসে পিষিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবেক, প্রাতঃকালে চিনির সহিত আর শীতল জলের সহিত খাইবেক, এক দিবসে জ্বর হরণ হইবেক। ১২২। ঔষধে জয়পাল প্রয়োজন হেতুক জয়পালশুদ্ধি কথিত হইতেছে। জয়পালবীজের খোসা ছাড়া-

পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ জয়পালবীজশস্যং তপ্তে শ্লথগোময়ে। তৎরসেচ। সন্তাপিত মূর্চ্ছনং বিদ্যাদনবদ্যতাং তদেবাস্য। গোদুগ্ধেশুদ্ধি মায়াতি সুতপ্তেজয়পালকং ॥১২৩॥ জয়পালশুদ্ধিঃ। রসোগন্ধো বিষং শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানি চ। পথ্যাবিভীতকং ধাত্রী দন্তীবীজঞ্চ শোধিতং॥ চূর্ণমেষাং সমানাংশাং দ্রোণপুষ্পীরসৈঃ পুটেৎ। বটীং সমানিভাং কুর্য্যাৎস্বয়ে চ নূতন জ্বরে॥ ১২৪ ॥ নবজ্বরহরীবটী।

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে চিকিৎসাপ্রকরণে দ্বিতীয়খণ্ডে
প্রথমোল্লাসঃ।

হইয়া ভাঙ্গিয়া দুইখানি করিবেক, মধ্যের অতিসূক্ষ্ম বিষপত্র পরিত্যাগ করিবেক। তাহার পর জয়পালবীজ শ্লথগোময়ে সিদ্ধ করিবেক, কিম্বা গোময়রসে সিদ্ধ করতঃ ধৌত করিয়া লইবেক, ইহাতে তাহার শুদ্ধতা হয়। পরে গোদুগ্ধে কিঞ্চিৎ সিদ্ধ করিয়া লইবেক, সম্যক্‌শুদ্ধি হইলে সর্ব্বকার্য্যে প্রয়োগ করা যায়। জয়পাল, সামজ্বরে, সামাজীর্ণে, সামকফে, মন্দানলে, প্লীহোদরে, কফযুক্ত মলবন্ধে, সান্নিপাতিক জ্বরে, বদ্ধকোষ্ঠে, জীর্ণজ্বরে, বদ্ধোদরে প্রশস্ত হয়।১২৩
পারা গন্ধক বিষ অর্থাৎ শৃঙ্গীবিষ মূলবিষ নেপালদেশের পর্ব্বতোদ্ভব শৃঙ্গাকৃতি বিষ, ছোলার মত ক্ষুদ্র২ করিয়া নূতন গোমূত্রে তিন দিন ভিজাইয়া রাখিবেক, এবং শুষ্ক করিবেক; সর্ব্বত্র এইরূপ বিষগ্রহণ (ইহার বিশেষ প্রকরণ যথাস্থানে লিখিত হইবেক) আর শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বয়ড়া, আমলা, দন্তীবীজ ইহাদিগের চূর্ণ সমান অংশ ঘলঘসাপত্ররসে মর্দ্দন করিয়া একমাষা প্রমাণ বটী করিবে। নবজ্বরে এ ঔষধ সেবন করাইবেক। ১২৪।

অথ সামান্য জ্বরেরসঃ।

শুদ্ধং সূতং বিষং গন্ধং ধূর্ত্তবীজং ত্রিভিঃ সমং। চতুর্ণাং দ্বিগুণং ব্যোষং চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়োমিতং॥ ১॥ আর্দ্রকস্যরসৈঃ কিম্বা জম্বীরস্যরসৈর্যুতং। মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম্না সর্ব্বজ্বরঃ বিনাশনঃ॥ ২॥ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকং। বিষমং রাত্রিদোষং বা জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ॥৩॥ মহাজ্বরাঙ্কুশঃ। সূতং গন্ধং বিষঞ্চৈব টঙ্গণঞ্চ মনঃশিলা। এতানি টঙ্কমাত্রাণি মরিচং ত্বষ্ট টঙ্ককং॥ ৪॥ কটুত্রয়ং টঙ্কষট্কং খল্লে পিষ্ট্বা বিচূর্ণয়েৎ। রসঃ শ্বাসকুঠারোহয়ং শ্বাসসর্ব্বজ্বরাপহঃ॥ ৫॥ শ্বাসকুঠার রস। দারুমুষাং শিখিগ্রাবং রসক্যঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। টঙ্কত্রয়ানুমানেন গৃহী ত্বাচনকদ্রবৈঃ॥ ৬॥ মর্দ্দয়েত্ত্রিদিনং কার্য্যা বটী চনকমাত্রয়া। মরিচৈ রেকবিংশত্যা সপ্তভিস্তুলসীদলৈঃ॥৭॥

শুদ্ধপারা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বিষ অর্থাৎ শৃঙ্গীবিষ ১ ভাগ, ধুতুরাবীজ ৩ ভাগ, এই চারি দ্রব্যের দ্বিগুণ ত্রিকটু অর্থাৎ শুঠ পিপুল মরিচ মিলিত করিয়া আদার রস কিম্বা গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া বটী করিবে। "মহাজ্বরাঙ্কুশ" নাম সর্ব্বজ্বরনাশক ঐকাহিক জ্বর, দ্ব্যহিক, ত্র্যহিক, চাতুর্থিক, বিষমজ্বর এবং রাত্রিজ্বর প্রভৃতিকে নাশ করে। ১। ২। ৩। পারা গন্ধক বিষ সোহাগা মনছাল ইহাদিগের প্রত্যেকে ।০ অর্দ্ধতোলা মরিচ ৪ তোলা ত্রিকুট মিলিত ৩ তোলা, খলে পিষিয়া চূর্ণ করিবেক, ইহার নাম শ্বাসকুঠার রস, ইহাতে শ্বাসযুক্ত সর্ব্বজ্বর নাশ করে, প্রমাণ অনুক্তে দ্বিগুঞ্জামাত্রা। ৪। ৫। দারুমুজ, তুতিয়া, রসাঞ্জন, সমভাগ ।০ অর্দ্ধতোলা প্রমাণ দিবসত্রয় ধুতুরারসে মর্দ্দন করিবেক, ছোলার মত বটী করিবেক, ২১টী মরিচ আর ৭টী তুলসীপত্র বটী ২টী একত্রে খাইবেক, পথ্য দুগ্ধ চিনি অন্ন দিবেক, নবজ্বর

খাদেদ্বটীদ্বয়ং পথ্যং দুগ্ধভক্তং সশর্করং। তরুণং বিষমং জীর্ণং হন্যাৎ সর্ব্বজ্বরং ধ্রুবং ॥ ৮ ॥ ইতি জ্বরাঙ্কুশঃ। সর্ব্বজ্বরে রসরত্নাকরে। নাগরং কর্ষমাত্রাস্যাৎ কর্ষমাত্রঞ্চ টঙ্গণং। মরিচং সার্দ্ধকর্ষংন্যাত্তাবদ্দগ্ধবরাটকং ॥ ৯ ॥ বিষং কর্ষচতুর্থাংশ সর্ব্বমেকঞ্চ চূর্ণয়েৎ। রসোহুতাশনো নাম্না সদ্যোগুঞ্জামিতোজ্বরে ॥ ১০ ॥ হুতাশনো রস। শুদ্ধং সূতং তথাগন্ধং খল্লেতাবদ্বিমর্দ্দয়েৎ। সূতং ন দৃশ্যতে যাবৎ কিন্তু কজ্জলবদ্ভবেৎ ॥১১ এষা কজ্জলিকা খ্যাতা বৃংহণী বীর্য্যবর্দ্ধিনী। নানানুপানযোগেন সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী ॥ ১২ ॥ কজ্জলিকা বিধানন্তদ্গুণরসরত্নপ্রদীপে। কজ্জলিকা। জবাপত্ররসেনাথ বর্দ্ধমানরসেন চ।

কিম্বা বিষমজ্বর কিম্বা জীর্ণজ্বর প্রভৃতিকে নিশ্চয় নাশ করে। ৬-৮। শুঁঠ ২ তোলা, সোহাগার খৈ ২ তোলা, মরিচ ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, বিষ ।।০ তোলা, একত্রে চূর্ণ করিবেক, দুই গুঞ্জামাত্রায় জ্বরেতে দিবেক, ইহা সদ্যজ্বরে বিধি। ৯। ১০। শুদ্ধপারা শুদ্ধগন্ধক সমভাগ খলে বিমর্দ্দন করিবেক, যেকাল পর্য্যন্ত পারা না দৃশ্য হয়, সেকাল পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবেক, পরিণামে কজ্জলবৎ হইবেক, এই কজ্জলিকা বলপুষ্টিদায়িনী এবং বীর্য্যবৃদ্ধিকারিণী, নানা অনুপানযোগে সকল ব্যাধিই নাশ করেন। ১১। ১২। যথাবিহিত ষড়্গুণ বলিজ্জারিত পারা, তদভাবে ষড়গুণ বলিজারিত হিঙ্গুলোথ রস ২ তোলা, জয়ন্তীপত্ররসে এবং এরণ্ডমূলরসে ও ভৃঙ্গরাজ পত্ররসে আমলসার গন্ধক ২ তোলা ভাবনা দিবেক। সূর্য্যকিরণে এক এক রসে তিনবার ভাবনা কিম্বা একবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবেক, চূর্ণ করিয়া পারা গন্ধককে একত্রে খল করিয়া কজ্জলি করিবেক, তাহাতে পারা দৃষ্ট না থাকে, তৎপরে কুলকাষ্ঠের অঙ্গার অগ্নিতে লৌহপাত্রে ঐ কজ্জলিকে গলাইয়া ভূমিতে গোময়

ভৃঙ্গরাজরসৈঃ পিষ্ট্বা শোষয়েদর্করশ্মিভিঃ ॥ ১৩ ॥ সকৃদ্ধা বা ত্রিধা বাপি পশ্চাচ্চূর্ণঞ্চ কারয়েৎ। চূর্ণয়িত্বা সমং তেন রসেন সহমর্দ্দয়েৎ ॥ ১৪ ॥ নষ্টসূতং যদাচূর্ণং ভবেৎ কজ্জল-সন্নিভং। নির্ধূমেবদরাঙ্গারে দ্রবিকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১৪ ॥ যত্র তং গোময়েপিণ্ডে স্থাপিতে কদলীদলে। নিঃক্ষিপ্যতদ্ধু-পর্য্যন্তং পত্রং দত্ত্বা প্রপীড়য়েৎ ॥ ১৬ ॥ শীতলাং তাং ততঃ পত্রাৎ সমুদ্ধৃত্য বিচূর্ণয়েৎ। এবং সিদ্ধাভবেদ্ব্যাধিঘাতিনী রসপর্পটী ॥ ১৭ ॥ জ্বরাদিব্যাধিভির্ব্যাপ্তং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরাহরঃ। চকার ...্যাযুক্তঃ সুধাবদ্রসপর্পটী ॥ ১৮ ॥ রত্তিকাংশা মিমাং তাবদ্ভৃষ্ট জীরকসংযুতাং। গুঞ্জার্দ্ধভৃষ্টহিঙ্গুকাং ভক্ষয়েদ্রস-পর্পটীং ॥ ১৯ ॥ রোগানুরূপভৈষজ্যে রূপিতাং ভক্ষয়েদ্বুধঃ। পিবেত্তদনুপানীয়ং শীতলং চুলকত্রয়ং ॥ ২০ ॥ প্রত্যহং বর্দ্ধয়ে-

কিঞ্চিৎ রাখিয়া কদলীপত্রে আচ্ছাদিত করতঃ সেই গোময়োপরি কদলীপত্রে ঐ গলিত তরল কজ্জলি ঢালিবেক, অপর এক পুঁটলী কদলীপত্র বেষ্টিত গোময়েতে সেই পুটলী দিয়া চাপিয়া, তাহাতে চটী হইবে,তাহাকে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবেক; প্রথম দিবসে ১ রতি ঔষধ জীরা ভাজার গুঁড়া ১ রতি; ভাজা হিঙ্গুল ॥০ অর্দ্ধরতি পানের ভিতর রাখিয়া চর্ব্বণ করিয়া খাইবেক। পশ্চাৎ শীতল জল তিনঢোক খা-ইতে হইবেক; প্রতি দিন ১রতি বৃদ্ধি, ১০ রতি পর্য্যন্ত,পরে ২০দিন পর্য্যন্ত এক এক রতি করিয়া হ্রাস;ইহাতে নানারোগ নাশ হইবেক। ভক্তিভাবে গুরুপূজা শিবপূজা বিপ্রপূজা পূর্ব্বক প্রণাম করিবেক। জ্বরী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবেক, পথ্য দুগ্ধান্ন মাংস যূষ খাইতে হই-বেক, গৃহিণী কি অতিসার বা কামলা পাণ্ডুরোগ ও শূলরোগ ও প্লীহা রোগ জলোদররোগ প্রভৃতি নানারোগ নাশ হইবেক; হৃষ্ট পুষ্ট বীর্য্যবান হইয়া শতবৎসরের অধিক জীবিত থাকিবেক এবং বলি

ভুক্ত্বা একৈকরত্তিকাং ভিষক্। নাধিকাং দশগুঞ্জাতো ভক্ষয়েত্তাং কদাচন॥ ২১। একাদশ দিনারভ্য তাং তথৈবাপকর্ষয়েৎ। এবমেতাং সমশ্নীয়ান্নরোবিংশতিবাসরান্॥ ২২॥ সর্ব্বং গুরুং তথা বিপ্রান্ পূজয়িত্বা প্রণম্য চ। শ্রদ্ধয়াভক্ষয়েদেতাং ক্ষীর মাংসরসাশনঃ॥ ২৩॥ জ্বরঞ্চগ্রহণীঞ্চাপি তথাতীসারমেব চ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শূলং প্লীহং জলোদরং॥ ২৪॥ এবমাদীন্ গদান্ ভত্বা হৃষ্টঃ পুষ্টশ্চ বীর্য্যবান্। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং বলীপলিতবর্জ্জিতা॥ ২৫॥ রসপর্পটী। অথ জ্বরিব্যক্তির অন্নদান সময়ঃ। তত্র চরকঃ। ক্ষুৎসংভবতি পক্বেষু রসদোষ মলেষু চ। কালেবা যদিবাকালে সোহন্নকাল উদাহৃতঃ॥ ২৬॥ অন্যচ্চ। আমেপাকং গতে নৃণাং যদাভোজনলালসা। ভবেৎ

পলিত বর্জ্জিত হইবেক। রসপর্পটীর এই সকল গুণ প্রসিদ্ধ হয়; জ্বরাদি ব্যাধিপ্রাপ্ত বিশ্বস্থিত লোককে দৃষ্ট করিয়া ভগবান্ সুধার ন্যায় রসপর্পটী ঔষধ করিয়াছেন। বহুসঞ্চিত রোগ হইলে বিংশতি দিবসের পরেতেও ঐ রীতিক্রমে সেবন করিবেক। যদি বিংশতি দিনে রোগ মুক্ত না হয়, তবে পুনরায় বিংশতি দিন খাইবেক। সামাবস্থা এতৎ উভয় অবস্থাতেই সেব্য হয়। ২৫। রস এবং দোষ ও মল পরিপাক হইলে সম্যক্ ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, তাহাতে রসপাকের কাল হউক বা না হউক সেই কালে অন্নদাতব্য হইবে; অর্থাৎ অষ্টাহ দোষ পাককাল নিরূপিত আছে, অষ্টাহে রস পাক প্রায়ই হইয়া থাকে, কিন্তু অষ্টাহের মধ্যে দোষাদি পাক হইয়া ক্ষুধা বিলক্ষণ হইলে আহার দিবে। যদি অষ্টাহকাল হইয়াও দোষপাক না হয় ও ক্ষুধা না হয়, তবে তাহাকে আহার দিবেক না, শাস্ত্রে এই নিয়ম করিয়াছেন। ২৬। মনুষ্যদিগের রসপাক হইলে যেকালে ভোজন বাঞ্ছা হইবে, তাহাতে কালা-

কালেহকালেবা সোহন্নকাল উদাহৃতঃ॥ ২৭॥ তত্র পাক কালমাহ। জ্বরস্য পাকাবস্থান্নদানকালঃ। জ্বরস্য পাককালশ্চ। বাতিকঃ সপ্তরাত্রেণ দশরাত্রেণ পৈত্তিকঃ। শ্লৈষ্মিকোদশাহেন জ্বরঃ পাকমুপৈতিহি॥ ২৮॥ জ্বরস্য পাকোশমঃ। জ্বরপাকেনৈব রসপাকো দোষপাকোপিকথিতঃ। যতো দোষপাকং বিনা জ্বরপাকোনভবতি। রসপাকং বিনাদোষ পাকং ন ভবতি ইতি॥ ৩০॥ সুগমং। ননু যথা পৈত্তিকজ্বরো দশাহোরাত্রেণ পাকং। যাতি একাদশদিনে হন্নং দীয়তে॥ তথা শ্লৈষ্মিক জ্বরো দ্বাদশাহোরাত্রেণ পাকং যাতি ত্রয়োদশে দিনে হন্নং দীয়তে॥ ৩২॥ তথা বাতিকোপিজ্বরঃ সপ্তাহোরাত্রেণ পাকং যাতি। অষ্টমে দিবসেহন্নং কথং ন দীয়তে॥ কথং সপ্তমে দিবসে অন্নং দীয়তে॥ ৩৩॥ উচ্যতে॥ কফপিত্তেদ্রবেধাতু-সহেতে লঙ্ঘনং মহৎ। আমক্ষয়াদূর্দ্ধমপিবায়ুর্নসহতে ক্ষণং॥৩৪

কাল বিচার নাই, সেই আহারের শুদ্ধকাল হয়। ২৭। বাতিক জ্বর সপ্তাহে, দশরাত্রে পৈত্তিক, দ্বাদশাহে শ্লৈষ্মিক জ্বর পাক পায়। ২৮। পৈত্তিক জ্বর দশাহে পাক হইলে একাদশ দিনেতে অন্ন দিবেন, শ্লৈষ্মিক জ্বরে দ্বাদশ দিনে পাক পাইলে ত্রয়োদশ দিনে আহার দিতে হয়, বাতিক জ্বর সপ্তাহে পাক হইলে সেই দিনেই অন্ন দিবেন, কেননা পিত্ত কফ দ্রবধাতু প্রযুক্ত মহৎ লঙ্ঘন সহে, এই নিমিত্ত পাক দিনের পরাহে অন্নদান। রসক্ষয়ের পর একক্ষণমাত্র বায়ুতে লঙ্ঘন সহে না, এই হেতু তদ্দিনেই অন্নদান কর্ত্তব্য। সেই বায়ু শীঘ্রকারি প্রযুক্ত রস পাকের পরক্ষণে লঙ্ঘন প্রাপ্ত হইলে ক্ষণকালেতে আক্ষেপাদি বায়ুবিকার জন্মায়, অতএব বাতিকজ্বরেপাক দিবসেই অন্ন দিবেক। পূর্ব্ব শ্লোকের এই মীমাংসা হইলে। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। জ্বরাভি-

তথাচ ধন্বন্তরিঃ। জ্বরাভিভূতঃষড়হেব্যতীতে বিপক্বদোষঃ কৃতলঙ্ঘনাদি ॥ ৩৫ ॥ অতএব চরকঃ। জ্বরিতং ষড়হে-তীতে লঘ্বন্নং প্রতিভোজিতং। পাচনং শমনীয়ম্বা কষায়ং পায়য়েত্তুতং ॥ ৩৬ ॥ অয়মেবার্থঃ পূর্ব্বমেবকৃতঃ। সজ্বরং জ্বর-মুক্তম্বা দিনান্তে ভোজয়েল্লঘু। গুরাবভিষ্যন্দিকালে জ্বরী নাদ্যাৎ কথঞ্চন ॥ ৩৭ ॥ যত আহ। যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ। যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ্বলক্ষয় ইতি ॥ ৩৮ ॥ যত আহ। শ্লেষ্মক্ষয়ে প্রদাদ্ধ্যুষ্মা বলবাননলস্তদা। বেগা-পায়ে হ্যন্ধা তদ্ধিজ্বরবেগাভিবর্দ্ধনং ॥ ৩৮ ॥ তত্র বিষমজ্বরিণো হন্নং দাতুং কালবিশেষ মাহ চরকঃ। সর্ব্বজ্বরেষু সপ্তাহং

ভূত ব্যক্তি ছয় দিন অতীত হইলে কৃতলঙ্ঘনাদিতে পরি-পক্ক দোষী হয়, তৎকালে ঔষধান্নাদি সেবা করিবার যোগ্য কাল। আদি শব্দে সিদ্ধ জলপান, নির্ব্বাতগৃহ বাস, গাত্রে গুরুতর বসনাদি ধারণ করিবেক। ৩৫। পিত্তজ্বরির দশা-হাতীতে, দ্বাদশাহাতীতে শ্লেষ্মজ্বরিকে পাচন শমনীয় কষায় পান করাইবেক। ৩৬। সজ্বর কিম্বা জ্বরমুক্ত ব্যক্তিকে এবং সকল জ্বরিকে দিনান্তে মধ্যাহ্ন সময়ে পিত্ত প্রকোপকালে লঘু ভোজন করাইবেক, ভাব বা ক্লেদিত কালে জ্বরি ব্যক্তি কদাচ ভোজন করিবেক না। দিনান্তে মধ্যকালে পিত্ত প্রাধান্য সময়। অর্থাৎ ত্রিবিভক্ত দিবসের প্রথমভাগে কফকাল, মধ্যভাগে পিত্ত-কাল, শেষভাগে বায়ুকাল। ৩৭। এক প্রহরের মধ্যে আহার করিবেক না, তাহাতে রসের উৎপত্তি হয়, প্রহরদ্বয়কাল লঙ্ঘন করিবেক না, মধ্যযামে আহার করিবেক। সময়ে অনাহারে বল নাশ হয়, কিন্তু ইহা সুস্থকালের ব্যবস্থা জানিবে। ৩৮। শ্লেষ্মার ক্ষয়েতে নিশ্চয় উষ্মা প্রদান জন্য সেই কালে বলবান

মাত্রাবল্লঘুভোজয়েৎ। বেগাপায়ে হ্যন্যথাতদ্ধি জ্বরবেগাভি-বর্দ্ধনং ॥ ৪০ ॥ অথান্ন গ্রহণায় স্থানমাহ। আহার নির্হারবিহার-যোগাঃ সদৈবসদ্ভির্বিজনে বিধেয়াঃ ॥ ৪১ ॥ জ্বরে প্রমোহো-ভবতি স্বল্পৈরপি বিচেষ্টিতৈঃ। নির্জ্জনেভোজয়েত্তস্মান্ মূত্রো-চ্চারৌ চ কারয়েৎ ॥ ৪২ ॥ অন্নগ্রহণ সময়ে প্রথমং জ্বরিতেন কবলঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ। যথাদোষোচিতৈর্দ্রব্যৈঃ কর্ত্তব্য কবলগ্রহঃ। আরোচকাস্য বৈরস্য চলপূতিপ্রসেকহৃৎ ॥ ৪৩ ॥ ভৃষ্টজীরক চূর্ণেন সিন্ধুজন্মযুতে ন চ। জিহ্বাং দন্তমুখাস্থান্তঘৃষ্ট্বা কবল-মাচরেৎ ॥ ৪৪ ॥ মুখমলস্বিগন্ধিত্বং বিরসত্বঞ্চ নশ্যতি। মনঃ

অগ্নি হয়। জ্বরবেগের নাশেতে এবং পিত্ত প্রাধান্য সময়ে আহার কর্ত্তব্য; ইহার অন্যথায় জ্বরবেগকালে কি উক্ত সময় ভিন্নকালে যে ভোজন সে জ্বরবেগ বৃদ্ধিকারক জানিবে। এবং পিত্ত সময়ে জঠ-রাগ্নি উষ্মাবৃদ্ধি হইতে বলবান হন, তৎসময়ে আহার না পাইলে জ্বরবৃদ্ধি করে, অগ্নির বেগনাশে ভোজন করিলে জ্বরবৃদ্ধি করে ইতিভাব। ৩৯। সকল জ্বরেতেই জ্বরবেগ নাশে ভোজন করা-ইবেক, জ্বরবেগ ত্যাগ বিনা সেই ভোজন জ্বরবেগের অভিবর্দ্ধন হয়। ৪০। সাধু মনুষ্য কর্ত্তৃক আহার ও মলমূত্র পরিত্যাগ এবং বিহার নির্জ্জনে কর্ত্তব্য হয়। ৪১। জ্বরে অল্প চেষ্টাতে মোহ হয়, অতএব নির্জ্জনে ভোজন করাইবেক এবং বিষ্ঠা মূত্র পরি-ত্যাগও করাইবেক। ৪২। যে প্রকার দোষ তাহার উচিত দ্রব্য দ্বারা সকল কর্ত্তব্য অর্থাৎ কুল্লী করণ। সম্যক্ অরুচি এবং মুখের মলা দুর্গন্ধ জলস্রাব নাশকারক, ভাজা জিরার গুঁড়া সৈন্ধবচূর্ণ একত্রে মুখের ভিতরে ঘর্ষণ করিয়া কবলা ব্যবহার করিবেক। মুখের মলা ও দুর্গন্ধ আর মুখবিরসতা নাশ করি-বেক, মন প্রসন্ন হইবেক, এবং ভোজনে বিলক্ষণ রুচি জন্মি-

প্রসন্নং ভবতি ভোজনেতিরুচির্ভবেৎ। ৪৫॥ জ্বরিতোহিত-শশ্নীয়াদ্যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ। অন্নকালেহভুঞ্জানঃ ক্ষীয়তে-ম্রিয়তেপিবা॥ ৪৬॥ যত আহ সুশ্রুতঃ। গুর্ব্বভিষ্যন্দকালে চ জ্বরীনাদ্যাৎ কথঞ্চন। ননু তস্যাহিতং ভুক্তং মায়ুষো বা সুখায় চ॥ ৪৭॥ আনদ্ধাস্তিমিতৈর্দ্দোষৈ র্যাবন্তং কালমাতুরং। তাবৎকালং ন লঘ্বন্ন মশ্নীয়াৎ স বিরিক্তবৎ॥ ৪৮॥ ননু হিতে-বস্তুনি কথমরুচিঃ স্যাদত আহ। সাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাচ্চ পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতঃ॥ কল্পনাবিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎ পুনঃ॥ ৪৯॥ অথচ জ্বরিতোহন্নকালে হশ্নীয়াদেবেতি দ্বিতীয়োনিয়মঃ।

বেক। ৪৩। ৪৪। ৪৫। জ্বরিব্যক্তি হিতদ্রব্যই ভোজন করিবেক, যদি অন্নভোজন সময়ে হিতদ্রব্যে জ্বরির অরুচি হয় তথাপি হিতদ্রব্যই ভোজন করিবেক; ভোজন করিতে না পারে তাহাতে ক্ষয় হয় কি মৃত্যু হয় তথাপি অহিত ভোজন করিবেক না; এই নিয়ম। অর্থাৎ জ্বরী হিতাচরণে থাকিলে জ্বর ত্যাগ অবশ্য হয়, তাহার কখন অরুচি থাকে না, কুপথ্য দ্বারা অরুচি নাশ হয় না, কেবল অহিতাচরণে বিপদমাত্র জানিহ। ৪৬। গুরুদ্রব্য, অভিষ্যন্দি দ্রব্য অর্থাৎ স্রোতক্লেদজনক দ্রব্য কদাচ ভোজন করিবেক না এবং অকালে ভোজন করিবেক না, জ্বরের প্রথমে যে অভোজন সে আয়ুঃ নিমিত্ত এবং সুখ নিমিত্ত হয়, অতএব জ্বরাদৌ ভোজন করিবেক। ৪৭। যাবৎকাল স্তিমিতবদ্ধ দোষ থাকিবেক, তাবৎকাল বিরিক্ত ন্যায় জ্বরাতুর ব্যক্তি লঘু অন্নও ভোজন করিবেক না। ৪৮। নিয়ত এক দ্রব্য ভক্ষণে এবং স্বাদুর অর্থাৎ আস্বাদের অভাবহেতুক পথ্যতে দ্বেষপ্রাপ্ত হয়, পথ্য অপ্রিয় হয় তথাপি সেই পথ্যকে কল্পনা বিধানে তত্তৎ পথ্য দ্বারা প্রিয়তাকে প্রাপ্ত করাইবেক অর্থাৎ পথ্য দ্রব্যকে নানাবিধ কল্পনা করিয়া দিবেক, কুপথ্য কদাচ দিবেক না। ৪৯। হিতান্ন কহি-

র্ভবতি ততঃ ম্রিয়তেহপি। হিতান্যন্নাদীন্যাহ। কুতইতিচেৎ-যহিতোহেতোঃ অভুঞ্জানঃ ক্ষীয়তে পক্বধাতু। রক্তশাল্যাদয়ঃ শস্তাঃ পুরাণাঃ ষষ্টিকৈঃ সহ। যবাগ্বোদন লাজার্থে জ্বরিতানাং জ্বরাপহাঃ ॥ ৫০ ॥ রক্তশালির্ব্বরস্তেষাং বল্যোবর্ণ্যস্ত্রিদোষজিৎ। চক্ষুষ্যা মূত্রলঃ সর্য্যঃ শুক্রলস্তৃড্ জ্বরাপহঃ ॥ ৫১ ॥ বিষব্রণ-শ্বাসকাস হিক্কানুদ্বহিপুষ্টিদঃ। তস্মাদল্পান্তরগুণাঃ শালয়ো-মহদাদয় ॥ ৫২ ॥ ষষ্টিকা মধুরাঃ শীতা লঘবো বৃদ্ধবর্চ্চসঃ। বাতপিত্তপ্রশমনাঃ শালীনাং সদৃশাগুণৈঃ ॥ ৫৩ ॥ কৃষ্ণমুদ্গো মহামুদ্গো গৌরো হরিত পীতকৌ ॥ ৫৪ ॥ সুশ্রুতেন পুনঃ প্রোক্ত প্রধানং হরিতোগুণৈঃ। হরিতঃ প্রবরস্তেষাং কথিত-শ্চরকাদিভিঃ ॥ ৫৫ ॥ মুদ্গাঃ কষায়ো মধুরঃ কফপিত্তাস্রজিল্লঘুঃ।

তেছেন। পুরাতন রক্তধান্য তণ্ডুল প্রশস্ত এবং ষাটি ধান্য তণ্ডুল প্রশস্ত। অথবা যবাগূ ও অন্ন ও খই নির্মিত্ত ঐ সকল ধান্য প্রশস্ত এবং জ্বরি ব্যক্তিদিগের জ্বরনাশক হয়। ৫০। রাঙ্গাধান্য ধান্য-বর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বলদায়ক এবং বর্ণপ্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুরহিতকারি, মূত্রপরিষ্কারক, শুক্রদায়ক, সারক, তৃষ্ণা এবং জ্বর-নাশক হয়। ৫১। বিশেষতঃ রক্তশালি বিষ ও ব্রণ এবং শ্বাস কাস হিক্কা নাশ করে, অগ্নি পুষ্টিদায়ক, রক্তশালি গুণ হইতে অন্য মহৎ ধান্যাদির অল্প গুণ। ৫২। ষাটিধান্য মধুর গুণবিশিষ্ট এবং শীতল ও লঘু এবং বদ্ধপুরীষ ও বায়ুপিত্তনাশক, শালিমাত্রের গুণের তুল্য গুণ। ৫৩। মুগ পঞ্চপ্রকার হয়। কৃষ্ণমুগ মহা-মুগ, সোণামুগ, হরিত্‌বর্ণমুগ অর্থাৎ শ্যামবর্ণ, পীতক ঘোড়া-মুগ। ৫৪। সুশ্রুত পুনরায় উক্ত করেন। গুণেতে সকল মুগ হইতে হরিতবর্ণ মুগ প্রধান হয়। পশ্চিমদেশে জন্মে সবুজবর্ণমুগ মুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মুনি সকলে কহিয়াছেন। ৫৫। গৌরমুগ

গ্রাহীঃশীতঃ কটুঃপাকে চক্ষুষ্যোনাতিবাতলঃ॥ ৫৬॥ মসূরো মধুরঃ পাকে সংগ্রাহী কফপিত্তহা। সতুবদ্ধপুরীষত্বান্মতোবাত প্রকোপনঃ॥ ৫৭॥ কুলত্থঃ কটুকঃ পাকে কষায়ঃ পিত্তরক্তকৃৎ। লঘুর্বিদাহীবীর্য্যোষ্ণঃ কাসশ্বাসকফানিলান্॥ ৫৮॥ হন্তি-হিক্কাশ্মরীশুক্রগুল্মানাহান্ সপীনসান্। স্বেদসংগ্রাহকোমেদো জ্বরক্রিমিহরঃ সরঃ॥ ৫৯॥ মকুষ্টো বাতলোগ্রাহী কফপিত্ত-হরোলঘু॥ ৬০॥ পটোলপত্রং বার্ত্তাকুং চণকং কারবেল্লকং॥ ৬১॥ কর্কোটকং পর্পটকং গোজিহ্বাং বালমূলকং। পত্রং গুড়ূচ্যাঃ শাকার্থে জ্বরিতানাং প্রদাপয়েৎ॥ ৬২॥ পটোলং ফলহৃদ্যঞ্চ বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনং। স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তিকাসাস্রজ্বর-দোষত্রয় ক্রিমীন্॥ ৬৩॥ পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং স্নিগ্ধং বৃষ্যং

অর্থাৎ সোণামুগ কষায় এবং মধুরস, কফ পিত্তরক্ত জয় করে, পাকে লঘু গ্রাহক ও শীতল, এবং কটু, চক্ষুর্হিত, অতিবায়ুকারক নহে। ৫৬। মসূর গুণ। মধুরপাক, গ্রাহী, পিত্তশ্লেষ্মানাশক বদ্ধপুরীষ হেতু বায়ু প্রকোপণ হয়। ৫৭। কুলথ কলাই গুণ। পাকে কটুরস, স্বাভাবিক কষায়রস, পিত্ত এবং রক্তকারক, লঘু বিদাহী, বীর্য্যেতে উষ্ণ, কাস আর শ্বাস ও বায়ু কফ নাশ করে এবং হিক্কা, অশ্মরী অর্থাৎ পাতরিরোগ, শুক্রদোষ, গুল্মরোগ, আনাহ রোগ, পীনস নামা রোগ নাশ করে; ঘর্ম্মবদ্ধকারক, মেদরোগনাশক এবং জ্বর ও ক্রিমিনাশক এবং সারক হয়। ৫৮ ।৫৯ মটর।—বায়ুকারক, গ্রাহক, কফ পিত্তহারক লঘু। ৬০। পলতা বেগুণ, ছোলা, উচ্ছে কাঁকুড়, খেতপাপড়া, গোয়ালে পত্র, কচি-মূলা, গুলঞ্চপত্র জ্বরিদিগের ভোজনে দিবেক। ৬১। ৬২। পটোল-ফল অতি হৃদ্য তেজস্কর, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, স্নিগ্ধ এবং উষ্ণ, কাস রক্ত, ত্রিদোষজ্বর, ক্রিমি, এই সকল নাশ করে। ৬৩

তথোষ্ণকং ॥ ৬৪ ॥ বৃন্তাকং স্বাদুতীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলং জ্বরবাতবলাসঘ্নং দীপনং শুক্রলং লঘু ॥ ৬৫ ॥ তদ্বালং কফপিত্তঘ্নং মধ্যং পিত্তকরং গুরুং ॥ ৬৬ ॥ বৃন্তাকং পিত্তলং কিঞ্চিদঙ্গার পরিপাচিতং। কফ মেদোনিলামঘ্নমত্যর্থং লঘুদীপনং ॥ ৬৭ ॥ কারবেল্লং হিমভেদি লঘুতিক্ত মবাতলং ॥ ৬৮ ॥ জ্বরপিত্ত কফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহ ক্রমীন্ হরেৎ ॥ তদ্‌গুণাকারবেল্লীস্যাদ্বিশেষাদ্দীপনীলঘুঃ ॥ ৬৯ ॥ কর্কোটকফলং কুষ্ঠ হৃল্লাসারুচিনাশনং। শ্বাসকাসজ্বরহরং দীপনং পাচনং লঘু ॥ ৭০ ॥ পর্পটাহন্তিপিত্তাস্র স্বরতৃষ্ণকফভ্রমান্। সংগ্রাহীশীতলস্তিক্তো দাহনুদ্বাতলো লঘুঃ ॥ ৭১ ॥ গোজিহ্বাং কুষ্ঠমেহাস্র কৃচ্ছ্রজ্বরহরীলঘুঃ ॥ ৭২ ॥ মূলকং বালকং রুক্ষং স্পর্শোষ্ণং পাচনং

পটোলপত্র-গুণ। পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, তেজস্কর এবং উষ্ণ হয়।৬৪। বেগুণের গুণ। মিষ্ট এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ, পাকে কটু, পিত্তবর্দ্ধক নহে, জ্বর, বায়ু কফনাশক, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রবৃদ্ধিকারক এবং লঘু। বেগুণের কচি ফল পিত্তনাশক, মধ্যাবস্থায় বার্ত্তাকু পিত্তকর, গুরু, অঙ্গারেতে দগ্ধ বার্ত্তাকু কিঞ্চিৎ পিত্তকর, কফ, মেদ, অনিল এবং আমনাশক, অত্যন্ত লঘু ও দীপন।৬৫-৬৭। উচ্ছে হিমভেদি, এবং লঘু, তিক্ত, বায়ুবৃদ্ধি করে না। জ্বর, পিত্ত ও কফ, রক্তনাশক, পাণ্ডু ও মেহ এবং ক্রমি নাশ করে। করোলার গুণ এই সকল, বিশেষ গুণ, অগ্নিদীপন করে, আর লঘুপাকী হয়।৬৮।৬৯। কাঁকুড়-ফলগুণ। কুষ্ঠ, হৃল্লাস, অরুচিনাশক। শ্বাস, কাস ও জ্বরহর, অগ্নিদীপন, পাচক ও লঘুপাক।৭০। খেতপাপড়া গুণ। পিত্ত, রক্ত ও জ্বর, তৃষ্ণা, কফ ও ভ্রম নাশ করে, বায়ু সংগ্রাহক এবং শীতল ও তিক্তরস, দাহনাশক, বায়ুকারক পাকে লঘু।৭১। গোয়ালের গুণ। কুষ্ঠ মেহ রক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং লঘু।৭২।

লঘুঃ। দোষত্রয়হরং স্নিগ্ধং জ্বরকোঠাক্ষিরোগনুৎ॥ ৭৩॥ মহত্তদেব রুক্ষোষ্ণ গুরুদোষত্রয় প্রদং। স্নেহসিদ্ধন্তদেবস্থাদ্দোষত্রয় বিনাশনং॥ ৭৪॥ গুড়ূচীপত্রমাগ্নেয়ং সর্ব্বজ্বরহরং লঘুঃ। কষায় কটুতিক্তঞ্চ স্বাদুপাকং রসায়নং॥ ৭৫॥ বলমুষ্ণঞ্চ সংগ্রাহীহন্যাদ্দোষত্রয়ং তৃষাং। দাহ প্রমেহ বাতসৃক্ কামলাকুষ্ঠপাণ্ডুতাঃ॥ ৭৬॥ লাবান্ কপিঞ্জলানেণান্ হরিণানৃশতাশশান্। কুরঙ্গান্ কালপুচ্ছাংশ্চ তথৈবমৃগমাতৃকান্॥ মাংসার্থে মাংসসাত্ম্যানাং জ্বরিতানাং প্রদাপয়েৎ॥ ৭৭॥ ৭৮॥ লাবগুণাঃ। লাবাবিষ্কিরবর্গাঃ স্যু স্তে চতুর্ধাবুধৈমতাঃ॥৭৯॥ পাংশুলো গৌরকোহন্যশ্চ পৌণ্ড্রকো দর্ভর স্তথা॥ ৮০॥ লাবা

ছোটমূলার গুণ। রুক্ষ, স্পর্শে উষ্ণ গুণ, পাচক, লঘু, ত্রিদোষহর, স্নিগ্ধ, জ্বর এবং কোঠরোগ অর্থাৎ বোল্তা দংশনের ন্যায় মণ্ডলাকার রক্তবর্ণরোগ, চক্ষুরোগ নাশ করে। বড়মূলা রুক্ষ, উষ্ণ, গুরু এবং দোষত্রয় করে, সেই বড়মূলা স্নেহসিদ্ধ অর্থাৎ ঘৃতসিদ্ধ হইলে ত্রিদোষ বিনাশ করে। ৭৩। ৭৪। গুলঞ্চপত্র গুণ। আগ্নেয়, সকল জ্বরহর, লঘু, কষায় এবং কটু ও তিক্তরস, পাকে স্বাদুরস, রসায়ন, জরাব্যাধিনাশক, বলদায়ক, উষ্ণ,সংগ্রাহক, দোষত্রয়নাশক, দাহ, প্রমেহ, বাতরক্ত নাশক, কামলা, কুষ্ঠ ও পাণ্ডুরোগ নাশক হয়।৭৬। লাবপক্ষী, কপিঞ্জল, তিত্তির, কৃষ্ণমৃগবৎস, তাম্রবর্ণ হরিণ, মৃগবিশেষ, মৃগমাতৃক, শশারু ইহাদিগের মাংস মাংসভুক্ জ্বরিদিগকে প্রয়োজন মত দিবেক। ৭৭। ৭৮। লাববর্ত্তক পক্ষী বিষ্কির অর্থাৎ যাহারা চঞ্চলচরণ দ্বারা বিকীর্ণ করিয়া দ্রব্য ভক্ষণ করে, ইহাতে বর্ত্তক, ময়ূর, কুকুড়া, প্রভৃতিকে লাব বলে, সেই লাবপক্ষী চারি প্রকার হয়। ৭৯। পাংশুল, গৌরক, পৌণ্ড্রক, দর্ভর এই চতুঃপ্রকার লাব পক্ষী। ৮০। সাধারণ লাব গুণ। অগ্নিকারক,

বহ্নিকরাঃ স্নিগ্ধা জ্বরঘ্নাগ্রাহিণোহিমা। ৮১। পাংশুলঃ শ্লেষ্মল স্তেষাং বীর্য্যোষ্ণোঽনিলনাশনঃ। ৮২। গৌরো লঘুতরো রুক্ষো বহ্নিকারী ত্রিদোষনুৎ। ৮৩। পৌণ্ড্রকঃ পিত্তকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুবাতকফাপহঃ। ৮৪। দর্ভরোরক্তপিত্তঘ্নো হৃদাময়প্রণাশনঃ। ৮৫। তিত্তিরির্বর্ণদো গ্রাহী বৃষ্যা দোষত্রয়াপহঃ। শ্বাসকাসজ্বরোহরঃ। ৮৬। এণোঽনিল কফধ্বংসী-কিঞ্চিৎ পিত্তকরোলঘুঃ। উষ্ণোগ্রাহী রসেস্বাদুহৃদ্যো জ্বরহরঃ স্মৃতঃ॥ ৮৭॥ হরিণঃ শীতলোবদ্ধ বিন্মূত্রো দীপনোলঘুঃ। রসেপাকেচ মধুরঃ সুগন্ধিঃ সন্নিপাতহা। ৮৮। পৃষতস্তু ভবেৎ স্বাদুগ্রাহকঃ শীতলোলঘুঃ। দীপনো রোচনো শ্বাস-জ্বরদোষত্রয়াস্রজিৎ। ৮৯। শশঃ শীতো লঘুগ্রাহী রুক্ষঃ স্বাদুঃ সদাহিতঃ। বহ্নিকৃৎ কফপিত্তঘ্নো বাতসাধারণঃ স্মৃতঃ।

স্নিগ্ধ, জ্বরনাশক, গ্রাহী ও হিম। ৮১। তাহার মধ্যে পাংশুল লাব বীর্য্যেতে উষ্ণ, বাত কফনাশক। ৮ । গৌরলাব লঘুতর এবং রুক্ষ, অগ্নিজনক, ত্রিদোষনাশক হয়। ৮৩। পৌণ্ড্রক লাব পিত্তকারক, কিঞ্চিল্লঘু, বাত, কফনাশক হয়। ৮৪। দর্ভরলাব রক্ত-পিত্ত নাশক, এবং হৃদ্রোগনাশক হয়। ৮৫। তিত্তিরিপক্ষী মাংসগুণ, বর্ণদায়ক, গ্রাহক, তেজস্কর, ত্রিদোষ এবং শ্বাস কাস জ্বরহর হয়। ৮৬। কৃষ্ণমৃগ মাংসগুণ। বায়ু, কফনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, লঘু, উষ্ণগ্রাহী, রসেতে স্বাদু, হৃদ্য এবং জ্বরহর। ৮৭। তাম্রবর্ণ হরিণমাংস গুণ। শীতল, বিষ্ঠা মূত্র বদ্ধকারক, অগ্নি-দীপন, লঘু, রসে পাকে মধুর সুগন্ধ এবং সন্নিপাতনাশক হয়। ৮৮। মৃগবিশেষ, পৃষতমাংস স্বাদু, গ্রাহক, শীতল, লঘু, অগ্নিদীপন-করাক, রুচিদায়ক, শ্বাস, জ্বর ও দোষত্রয় এবং দুষ্টরক্তনাশক হয়। ৮৯। শশাক মাংসগুণ। শীতল, লঘু, গ্রাহক, রুক্ষ, স্বাদু, হিত-

জ্বরাতীসার শোষাসৃক্ শ্বাসনাশকরশ্চসঃ। ৯০। হরিণস্তু গুণৈস্তুল্যঃ কুরঙ্গঃ কথিতোবুধৈঃ। ৯১। গুণৈরেণ সমঃকাল পুচ্ছোমুনিভিরীরিতঃ। ৯২। গুণৈঃ শশেন সদৃশো গদিতো- মৃগমাতৃকঃ। ৯৩। নেম্বুকং দাড়িমং ধাত্রী ফলমম্লং প্রকাঙ্ক্ষতে। দদ্যাদম্ল সাত্ম্যায় কাঞ্জিকং বা পুরাতনং। ৯৪। নেম্বুকং কৃমিসমূহনাশনং তীক্ষ্ণ মম্লমুদর গ্রহাপহং। বাতপিত্ত- কফ শূলিনেহিতং কষ্টনষ্টরুচি রোচনং পরং। ত্রিদোষবহ্নি- ক্ষয় বাতরোগনিপীড়িতানাং বিষবিহ্বলানাং। মলগ্রহেবদ্ধ- গুদে প্রদেয়ং বিসূচিকায়াং মুনয়োবদন্তি। ৯৫। ৯৬। অথান্ন- সাধন প্রক্রিয়ামাহ। তত্রমণ্ডস্যলক্ষণং বিধিগুণাশ্চ॥ তণ্ডুলানাং সুসিদ্ধানাং চতুর্দ্দশগুণেজলে। যস্তুঃ সিক্‌থৈর্ব্বিরহিতো মণ্ডইত্য-

কারী, অগ্নিকারক, পিত্ত ও কফনাশক, সাধারণ বায়ুকারক, জ্বরাতীসার এবং শোষ ও শ্বাস নাশ করে। ৯০। বৃহৎহরিণ মাংস গুণ। সাধারণ মাংসের গুণের তুল্য হয়। ৯১। কালপুচ্ছ মৃগবিশেষ মাংস। কৃষ্ণসারমাংস গুণের সমান গুণ কথিত হইয়াছে। ৯২। মৃগমাতৃকমাংস গুণ। শশমৃগের তুল্য হয়। ৯৩। পাতিলেবু কিম্বা দাড়িম কিম্বা আমলকীফল অম্লের আকাঙ্ক্ষাতে অম্লসাত্ম্য জ্বরিকে দিবে, কিম্বা পুরাতন কাঞ্জি দিবেক। ৯৪। পাতিলেবু কৃমিসমূহ নাশন এবং তীক্ষ্ণ ও অম্ল, উদরাময়- নাশক, বাতপিত্ত কফ ও শূলীর হিত এবং কষ্ট যে অরুচি তন্নাশকশ্রেষ্ঠত্রিদোষ ও বহ্নিক্ষয় ও বাতরোগ, এই সকল রোগে, পীড়িতদিগের এবং বিষেতে বিহ্বলদিগের ও মলবদ্ধে কি বদ্ধগুহ্- দ্বারে বা বিসূচিকাতে দিবেক, মুনিরা কহেন। ৯৫। ৯৬। চতু- র্দ্দশগুণ জলে সুসিদ্ধ তণ্ডুলের সিটি রহিত যে বস্তু সেই বস্তু মণ্ড

ভিধীয়তে। ৯৭। শুণ্ঠী সৈন্ধব সংযুক্তো দীপনঃ পাচনশ্চ সঃ। ৯৮। মণ্ড গ্রাহ লঘুঃ শীতো দীপকো ধাতুসাম্যকৃৎ। জ্বরঘ্নস্তর্পণোবল্যঃ পিত্তশ্লেষ্ম শ্রমাপহঃ। ৯৯। অথ পেয়া-বিধিগুণাঃ। চতুর্দ্দশগুণেনীরে রক্তশাল্যাদিভিঃ কৃতা। দ্রবা-ধিকা স্বল্পসিক্থা পেয়া প্রোক্তা ভিষগ্বরৈ। ১০০। সাতি-লঘ্বী গ্রাহিণী চ ধাতুপুষ্টিবিধায়িনী। তৃট্‌জ্বর গ্লানিদৌর্ব্বল্য-কুক্ষিরোগবিনাশিনী॥ স্বেদাগ্নিজননী জ্ঞেয়া বাতবর্চ্চোনুলো-মনা। ১০১। শুণ্ঠীসৈন্ধবসংযুক্তা দীপনী পাচনী চ সা। আমশূলহরীরুচ্যা স্যাদ্বিবদ্ধবিনাশিনী॥ ১০২॥ অথ প্রম-থ্যায়াবিধিগুণাশ্চ। প্রমথ্যা প্রোচ্যতে দ্রব্য পলাৎকল্কী-কৃতা শৃতা। তোয়েষ্টগুণিতেতস্যা মানমাহু পলদ্বয়ং। ১০৩।

শব্দে কথিত হয়। ৯৭। সেই মণ্ড শুণ্ঠী এবং সৈন্ধবচূর্ণ যুক্ত হইলে অগ্নির দীপন ও পাচক হয়। ৯৮। মণ্ড গ্রাহক, লঘু, শীতল, অগ্নি-দীপক, দোষ শমতা করে; আর জ্বরঘ্ন, তৃপ্তিজনক, বলদায়ক, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা ও শ্রমনাশক হয়। ৯৯। চতুর্দ্দশগুণ জলেতে রক্তশালি আদি ধান্যের তণ্ডুল সিদ্ধ অধিক দ্রব এবং অল্প সিটি-যুক্তকে পেয়া বলিয়া বৈদ্যেরা উক্ত করেন। ১০০। সেই পেয়া অতি লঘু এবং গ্রাহিকা, পুষ্টিকারিণী, তৃষ্ণাজ্বর শরীর গ্লানি, দৌর্ব্বল্য কুক্ষিব্যাধি বিনাশিনী, ঘর্ম্ম অগ্নিজনিকা, বায়ু ও বিষ্ঠার অনুলোম-কারিণী জানিহ। শুণ্ঠী, সৈন্ধবযুক্তা হইলে অধিক অগ্নিদীপনি ও আমশূলনাশিনী, রুচিদায়িকা এবং বিবদ্ধ মলমূত্রাদিঘাতিনী হয়। ১০১। ১০২। দ্রব্য এক পল অর্থাৎ ৮ তোলা বাটিয়া লই-বেক, অষ্টগুণ জল ৬৪ তোলা জলে গুলিয়া পাক করিলে, ১৬ তোলা থাকিবেক। ইহার নাম প্রমথ্যা চালু; কিম্বা যবেতে কি খুইতে বা মুগেতে প্রমথ্যা করিয়া দিবেক। ১০৩। পলদ্বয় শেষে

পলদ্বয় শেষায়াঃ। গুণৈঃ প্রমথ্যা পেয়াবর্ত্ততোলঘ্বী বিশেষতঃ। ১০৪। অথ যূষস্য বিধিগুণাশ্চ। অষ্টাদশগুণেনীরে শিম্বীধান্য শৃতোরসঃ। বিরলান্নো ঘনঃ কিঞ্চিৎ পেয়াতো যূষ উচ্যতে। ১০৫। উক্তঃ সএব নির্যূহোরুচিরূচ্চ বিশেষতঃ॥ ১০৬॥ প্রকারান্তরমাহ। কল্কদ্রব্য পলং শুণ্ঠী পিপ্পলী চার্দ্ধকার্ষিকী। বারিপ্রস্থে চ বিপচেত্তদ্ভবোযূষ উচ্যতে। ১০৭। যূষোবল্যো লঘুঃপাকে রুচ্যঃ কন্দঘ্নকফাপহঃ। ১০৮। অথ মুদ্গাযূষগুণাঃ। মুদ্গানামুত্তমোযূষো দীপনঃ শীতলোলঘুঃ। ব্রণোর্দ্ধজত্রুরুগ্‌দাহ কফপিত্তজ্বরাস্ত্রহৃৎ। ১০৯। মুদ্গামলক-যূষস্তু ভেদী পিত্তানিলাপহঃ। ত্বগ্‌দাহ শমনঃ শীতো মূর্চ্ছা-শ্রম মদাপহঃ॥ ১১০। মসূরযূষঃ সংগ্রাহী বৃংহী স্বাদুঃ প্রমেহে প্রমথ্যা তাহার গুণ। যাদৃশ পেয়ার লঘুতা তাহা হইতে লঘুতমা হয়। ১০৪। অষ্টাদশগুণ জলেতে শূয়াযুক্তধান্য সিদ্ধ করিবেক, তাহার ক্বাথ রস বিরল অন্ন হইবেক, রস কিঞ্চিৎ ঘন হইবেক, বিরল দ্রব যে পেয়া তাহার যূষ হইতে যূষ লইবেক। ১০৫। সেই নির্যূহো অর্থাৎ যূষ বিশেষরূপ রুচিকারক কথিত হয়। ১০৬। যূষের দ্রব্য ৮ তোলা, শুণ্ঠী ১ তোলা, পিপ্পলী ১ তোলা একত্রে মর্দ্দিত করিয়া /২ সের জলে পাক করিবেক। চতুর্ভাগাবশিষ্ট থাকিবেক, তাহ হইতে যূষ লইবেক। ১০৭। যূষ অতি বলদায়ক, লঘুপাক, রুচিকারক, ঘনকফ নাশ করে। ১০৮। মুগের যূষ উত্তম, অগ্নিদীপন, শীতল, লঘু। ব্রণ ও ঊর্দ্ধজত্রু রোগ, দাহ, কফ, পিত্ত, জ্বর নাশ করে। ১০৯। মুগ এবং আমলকীর যূষ ভেদক, পিত্ত, বায়ুনাশক, ত্বক দাহ, শমন, শীতল ও মূর্চ্ছা ও শ্রম আর মত্ততা নাশ করে। ১১০। মসূর যূষ সংগ্রাহক, বলকৃৎ, আস্বাদু, প্রমেহক। ১১১। ছয়গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া বহু সিটিযুক্ত থাকিলে

হনুং। ১১১। যবাগূবিধিগুর্ণাশ্চ। যাবাগূঃ ষড়্গুণেতো সংসিদ্ধাবহুসিক্থকা। পৃথক্ভবৈস্তুবিরলৈঃ সুযুক্তা জ্বরিণ-হিতা॥ যবাগূর্দীপনী লঘ্বী তৃষ্ণাঘ্নী বস্তিশোধিনী। শ্রম-গ্লানিহরীশস্তা জ্বরেচৈবাতিসারকে। ১১২। বিলেপীবিধি-গুর্ণাশ্চ। চতুর্গুণাম্বুসংসিদ্ধা বিলেপী ঘন সিক্থকা। পৃথগ্-দ্রবেণরহিতা ঘনা শিথিল ভক্তিকা॥ ১১৩॥ বিলেপী দীপনী বল্যা হৃদ্যসংগ্রাহিণীলঘুঃ। ব্রণাক্ষিরোগিণাং পথ্যা তর্পণী তৃট্জ্বরাপহা॥ ১১৪॥ ভক্তবিধিগুর্ণাশ্চ। জলেচতুর্দ্দশ গুণে তণ্ডুলানাং চতুষ্পলং। বিপচেৎ স্রাবষেন্মণ্ডং তদ্ভক্তং মধুরং লঘুঃ। ১১৫। চক্রদত্তস্তু। অন্নং পঞ্চগুণেতোয়ে যবাগূং ষড়্গুণে পচেৎ। ১১৬। ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং

যবাগূ হয়; অন্ন পৃথক ও বিরল অর্থাৎ সিদ্ধেতে দ্রববৎ হইবে কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ থাকিবে। সেই যবাগূ অগ্নিদীপনী, লঘু, তৃষ্ণা-নাশিকা, নাভির অধোদেশবস্তি তৎশোধনকারিণী অর্থাৎ মলমূত্র বায়ু শোধন করে, শ্রম ও গ্লানিহরা এবং জ্বরে ও অতিসারে প্রশস্তা হয়। ১১২। চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিলে বিলেপী হয়, ঘনসিটি পৃথক্ রস, অর্থাৎ সংযোগ রহিত অথচ ঘন, বিরলবিশিষ্টা হয়। ১১৩। বিলেপী অগ্নিদীপ্তকারিকা, বলদায়িকা হৃদয়ঙ্গমা, গ্রাহিকা, লঘু ব্রণরোগ ও চক্ষুরোগের পথ্য, তৃপ্তিজননী, তৃষ্ণা ও জ্বরনাশিকা হয়। ১১৪। চতুর্দ্দশগুণ জলে ৩২ তোলা অন্ন পাক করিবেক; ইহার মণ্ড অর্থাৎ মাড় স্রাব করিয়া লইবে, সেই অন্ন মধুর এবং লঘু হয়। ১১৫। চক্রদত্ত কহেন, পঞ্চগুণ জলে অন্ন পাক করিবেক, ছয়গুণ জলে যবাগূ পাক করিতে হইবে। ১১৬। অন্ন অগ্নিকর, পথ্য, তৃপ্তিজনক, মূত্রকারি, লঘু। সুধৌত অন্ন অর্থাৎ

তর্পণং মূত্রলং লঘু। সুধৌতং প্রস্রুতং চোষং বিশদং গুণবত্তরং। ১১৭। অধৌতমস্রুতং সাতং বৃষ্যং গুরুকফপ্রদঃ। অত্যুষ্ণবলহৃদ্ভক্তং শীতং শুষ্কং সুদুর্জ্জরঃ। ১১৮। অতিস্নিগ্ধং গ্লানিকরং দুর্জ্জরং তণ্ডুলাচিতং। ১১৯। ভৃষ্টতণ্ডুলজং রুচ্যং সুগন্ধি কফহৃল্লঘু। বান্তাস্থাপিত মন্দাগ্নি বিরিক্তানাং প্রশস্যতে। ১২০। রসৌদনো গুরুর্বৃষ্যো বল্যোবাত জ্বরাপহঃ। ১২১, সাধ্যং চতুষ্পদং দ্রব্যং চতুষষ্টিপলে হ্যম্বুনি। তৎক্বাথে নার্দ্ধশিষ্টেন মণ্ডপেয়াহি সাধয়েৎ। ১২২। যৈরৌষধৈর্যাশ্চকৃতাঃ পেয়ামণ্ডাদয়োবুধৈঃ। বিচার্য্য তদ্গুণানেতাং স্তদ্গুণানেব নির্দ্দিশেৎ। ১২৩। অন্নকালেহিতা পেয়া যথাস্বং পাচনৈর্যুতা। দীপনীপাচনীলঘ্বী জ্বরার্ত্তানাং জ্বরাপহা। ১২৪।

জলে ধোয়াভাত প্রপূজ্য, উষ্ণ এবং অপিচ্ছিল গুণবিশিষ্ট হয়। ১১৭। অধৌত অন্ন অপূজ্য, মন্দ তেজস্কর, গুরু কফ প্রদায়ক। অতি উষ্ণ অন্ন বলহ্রাস করে, শীলে অথচ শুষ্ক ভক্ত দুর্জ্জর অর্থাৎ কড়কড় ভাত অজীর্ণকারক হয় ধৌতান্ন বাতজ্বরির পথ্য॥ ১১৮॥ অতিশয় স্নিগ্ধভক্ত গ্লানিকর এবং দুর্জ্জর এবং লালপ্রাপ্ত হয়।১১৯। ভাজাতণ্ডুলের অন্ন রুচিদায়ক, সুগন্ধি, কফনাশক ও লঘু বমিকারি ব্যক্তিরও আস্থাপিতে অর্থাৎ বিরেচন পূর্ব্বে স্নিগ্ধ ভোজনে অনুলোম করিতে হয়, যে কালে সে কালে এ অন্ন প্রশস্ত, মন্দাগ্নিতে এবং বিরেচনান্তেও প্রশস্ত হয়। ১২০। অন্নযূষ গুরু, তেজস্কর বলদায়ক ও বাতজ্বরনাশক হয়। ১২১। চারি পল দ্রব্য ৬৪ পল জলে সাধ্য, অর্দ্ধাবশিষ্ট সেই ক্বাথে মণ্ড এবং পেয়াসাধন করিবেক। ১২২। যে ঔষধ দ্বারা যে কৃত পেয়ামণ্ডাদি হয় সেই ঔষধের গুণ বিচার করিয়া পেয়াদির সেই গুণ নির্দ্দেশ করিবেক।১২৩। আহারদানযোগ্যকালে যথা দোষহর দ্রব্য পাচন দ্বারা যুক্ত পেয়া অগ্নিদীপিকা, পাচিকা এবং জ্বরপীড়িতের জ্বরনাশিকা হয়। ১২৪।

যথা। পঞ্চমূল্যাঃ কষায়ন্তু পাচনং বাতিকজ্বরে। সক্ষৌদ্রং পৈত্তিকেমুস্ত কুড়কেন্দ্রযবৈঃ কৃতং। পিপ্পল্যাদি কষায়ন্তু পাচনং কফজেজ্বরে॥ ১২৬॥ লঘুনা পঞ্চমূলেন পিপ্পল্যাসহধন্যয়া। মহত্যা পঞ্চমুলার্থ ব্যাঘ্রীত্বুস্পর্শ গোক্ষুরৈঃ॥ ১২৭॥ সিদ্ধানি ভিষগন্নানি প্রযুঞ্জীত যথাক্রমং। বাতপিত্তে শ্লেষ্মপিত্তে কফবাতে ত্রিদোষজে॥ ১২৮॥ শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী কণ্টকারিদ্বয়ং তথা। গোক্ষুরঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ পঞ্চমূলমিদং লঘুঃ॥১২৯ বাতপিত্ত শ্লেষ্মপিত্তে পিপ্পল্যা সহ ধন্যয়া। শ্রীফল সর্ব্বতোভদ্রা পাটলা গণিকারিকা। সোণাকঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ পঞ্চমূলমিদং মহৎ॥ বাতপিত্তে শ্লেষ্মাপিত্তে কফবাতে ত্রিদোষজে। ব্যাঘ্রীত্বুস্পর্শগোক্ষুরৈঃ পঞ্চমূলেন মহতা॥ ১৩০॥ (এতেষামর্থ পূর্ব্ব লিখিতং।) পেয়াবা রক্তশালীনাং বলিপার্শ্ব শিরোরুজি।

পঞ্চমূল কষায় বাতিক জ্বরের পাচন। পৈত্তিকে মুথা কুড় ইন্দ্রযব দ্বারা কৃত পাচন, পিপ্পল্যাদিগণ সাধিত কষায় কফজ্বরের পাচন। এই সকল পাচন সিদ্ধ পেয়াদি যথাদোষে দিবেক। ১২৬। লঘুপঞ্চমূল পাচন দ্বারা পিপ্পল্যাদি পাচন ধনের সহিত, ইহার দ্বারা এবং মহাপঞ্চমূল দ্বারা, এবং কণ্টকারি ব্যাকুড় গোক্ষুরি দ্বারা সিদ্ধ অন্ন পেয়াদি, বাতপিত্তে ও শ্লেষ্মাপিত্তে, বায়ুকফে এবং ত্রিদোষজে যথাক্রমে দিবেক, অর্থাৎ স্বল্পপঞ্চমূলশৃত পেয়াদি বাতপৈত্তিকে, পিপুল ধনের সহিত স্বল্প পঞ্চমূলসিদ্ধ অন্নাদি পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে, মহৎ পঞ্চমূলাদি পাচন সিদ্ধ বাতশ্লেষ্মাজ্বরে দিবেক, মহৎ পঞ্চমূল আর কণ্টকারি ব্যাকুড় গোক্ষুরি দ্বারা সিদ্ধ পেয়াদি সান্নিপাতিকে দিবেক। অন্নাদি সাধনে ঔষধ মাণ ৪ সের জলে ২ তোলা পেয়াদির পরিমাণ যত হইবেক তাহার জলের বিধি যাদৃশ আছে তাহার মাণানুসারে ঔষধ দ্রব্য দিবেক। ১২৭। ১২৮

শ্বদংষ্ট্রা কন্টকারীভ্যাং সিদ্ধমন্নং হবিং পিবেৎ ॥ ১৩১॥ বিবদ্ধবর্চ্চাঃ সযবাং পিপ্পল্যামলকৈঃ সমং। সর্পিষ্মতীং পিবেৎ পেয়াং জ্বরীদোষানুলোমনীং ॥ ১৩২॥ পেয়াভেষজ সংযোগা লঘুতাচ্চাগ্নিদীপিকা। বাতমূত্রপুরীষাণাং দোষাণাং চানুলোমিকা ॥ ১৩৩॥ যবকোল কুলত্থানাং মুদ্গামূলক শুষ্কয়োঃ। একৈকং মুষ্টিমাদায় পচেদষ্টগুণেজলে। পঞ্চমুষ্টিক ইত্যেষু বাতপিত্তকফাপহঃ। শূলে প্রশস্যতে গুল্মে কাসে শ্বাসে ক্ষয়েজ্বরে ॥ ১৩৫ ॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূল যমানীভিশ্চসাধিতাং। পেয়ন্ব্যাপি যবাগূং বা মারুতাদ্যনুলোমনীং ॥ ১৩৬ ॥ মদাত্যয়ে

রক্তশালির পেয়া বা গোক্ষুরি কন্টকারী দ্বারা সিদ্ধ অন্ন বা ঘৃত পান করিবেক। ১৩১। বিশেষ বদ্ধবিষ্ঠা হইলে যবের সহিত এবং পিপ্পলী আমলকীর সহিত সঘৃত পেয়া জ্বরীকে দোষের অনুলোমের নিমিত্তে পান করাইবেক। ১৩২। অর্থাৎ এই সকল যুক্তি করিয়া যথাদোষজ্ঞানে স্বল্পপঞ্চমূল বৃহৎ পঞ্চমূল সিদ্ধ পেয়া দিবেক। ঔষধ সিদ্ধ পেয়া লঘু অগ্নিদীপিকা বায়ু মূত্র পুরীষের অনুলোমিকা হয়। ১৩৩। যব, পঞ্চকোল, কুলত্থ, মুগ, শুষ্কমূলা এই সকল দ্রব্যের এক এক মুষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ করিবেক। এই পঞ্চমুষ্টিক বায়ু পিত্ত কফনাশক এবং শূলে প্রশস্ত, গুল্মে ও কাসে শ্বাসে ক্ষয়রোগে ও জ্বরেতে প্রশস্ত হয়। মুষ্টি অর্থাৎ এক পল, ৮ তোলা। পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল চব্য, চিতামূল, শুণ্ঠী, পাকের জল, ৮০ পল, অবশেষ ১০ পল থাকিবেক, এই ক্কাথ মাত্রাপেক্ষা দিবেক। ১৩৫ পিপুল পিপুলমূল যবানী দ্বারা সিদ্ধপেয়া কিম্বা যবাগূ বায়ু মূত্র পুরীষের অনুলোমকারিণী, ইহার পান করাইবেক। ১৩৬। মদাত্যয় রোগেতে এবং নিত্য মদ্যপায়িব্যক্তিকে এবং গ্রীষ্মেতে

মদ্যনিত্যে গ্রীষ্মে পিত্তকফাত্মকে। ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ যবাগূর্নহিতাজ্বরে ॥ ১৩৭ ॥ দাহঘর্ম্মাদিতং ক্ষামং নিরন্নং তৃষ্ণয়াম্বিতং। শর্করা মধুসংযুক্তং পাযয়েল্লাজতর্পণং ॥ ১৩৮ ॥ গ্রন্থান্তরে। দাহছর্দ্দ্যন্বিতং ক্ষামং নিরন্নং তৃষ্যান্বিতং ॥ ১৩৯ ॥ ঘর্ম্মার্ত্তমত্যযং চাপি তোযালোড়িতশক্তুকং। শর্করা মধুসংযুক্তং পাযয়েল্লাজতর্পণং ॥ ১৪০ ॥ জ্বরাপহৈং ফলরসৈর্যু ক্তমন্নং হিতং ক্বচিৎ ॥ ১৪১ ॥ দ্রাক্ষাদাড়িম খর্জ্জুর মৃদিতঞ্চ সশর্করং। লাজচূর্ণং সমঞ্চাজ্যং সংতর্পণ মুদাহৃতং ॥ ১৪২ ॥ লাজানাং শক্তবঃ ক্ষৌদ্রসিতাযুক্তা বিশেষতঃ। ছর্দ্দ্যতীসার তৃড়্দাহ বিষমূর্চ্ছাজ্বরাপহঃ ॥ ১৪৩ ॥ চরকশ্চ। তত্র তর্পণ মেবাদৌ প্রদেযং লাজশক্তুভিঃ। জ্বরাপহৈঃ ফলরসৈযুক্তং সমধুশর্করং ॥ ১৪৪ ॥ জ্বরঘ্ন। দ্রাক্ষাদাড়িম খর্জ্জুর পিয়ালৈঃ

পিত্তকফজনিতরোগে, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তেতে যবাগূ হিতা, জ্বরে হিতকারিণী নহে, কিন্তু এই সকল ব্যক্তির জ্বর এবং গ্রীষ্মঋতুভব জ্বর আর পিত্তশ্লেষ্মজ্বর এই সকলে হিত হয়। ১৩৭। দাহ ঘর্ম্মেতে পীড়িত এবং ক্ষীণ লঙ্ঘিত তৃষ্ণান্বিত ব্যক্তিদিগকে চিনি মধুযুক্ত খইচূর্ণ খাওয়াইবেক। ১৩৮। দাহ এবং ছর্দ্দিযুক্ত ক্ষীণ, উপবাসিত তৃষ্ণাযুক্ত ও ঘর্ম্মার্ত্ত, ক্ষয়িত ব্যক্তি সকলকে খইর ছাতু জলে গুলিয়া চিনি মধুযুক্ত করিয়া পান করাইবেক। ১৩৯। ১৪০। জ্বরনাশক যে ফল দি তাহার রসযুক্ত অন্ন কোন স্থানে হিতের নিমিত্ত দিবেক। ১৪১। কিচমিচ দাড়িম্ব খেজুর এবং চিনি এই সকলে মর্দ্দিত লাজচূর্ণ ঘৃত সমভাগ, ইহার নাম সংতর্পণ কথিত হইয়াছে। ১৪২। মধু চিনিযুক্ত, খইর ছাতু ছর্দ্দি অতিসার তৃষ্ণা দাহ বিষ দোষ মূর্চ্ছা জ্বর নাশক হয়। ১৪৩। প্রথম খইর ছাতু এবং জ্বরহর ফলরস দ্বারা যুক্ত ও মধু চিনি যুক্ত তর্পণ দেয়। ১৪৪।

পরূষকৈঃ। তর্পণাহস্ত দাতব্য তর্পণং জ্বরনাশনং॥ ১৪৫॥ শ্রমোপবাসা নিলজে হিতোনিত্যং রসোদনং॥ ১৪৬॥ মুদ্গাযূষোদনশ্চৈব হিতং কফ সমুত্থিতে। সএবসিতয়াযুক্তঃ শীতপিত্তেজ্বরে হিতঃ॥ ১৪৭॥ কৃশোহল্প দোষ যঃ ক্ষীণককো- জীর্ণজ্বরান্বিতঃ। বিবদ্ধাহসৃষ্টদোষাশ্চ রুক্ষঃ পিত্তানিলজ্বরী। পিপাসার্ত্তঃ সদাহশ্চ পয়সা স সুখী ভবেৎ॥ ১৪৮॥ অজাদুগ্ধং গুড়োপেতং পাতব্যং জ্বরশান্তয়ে। তদেবতুপয়ঃপানং তরুণে হন্তি মানবং॥ ১৪৯॥ জীর্ণজ্বরে কফেক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমং। তদেবতরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবং॥ ১৫০॥ অথ

দ্রাক্ষা দাড়িম খেজুর পিয়াল ফল পক্ক ফলসা ফল। তর্পণযোগ্য ব্যক্তিকে তর্পণ দিবে, এ সকল জ্বরনাশন হয়। দাহ ছর্দ্দি তৃষ্ণার্ত্ত ক্ষীণ এবং শ্রম উপবাস জনিত বায়ুশিষ্ট ব্যক্তির তর্পণ হয়। ১৪৫। শ্রম জন্য, উপবাস নিমিত্ত এবং বাতজনিত জ্বরে নিত্যই অম্ল রস হিত এবং মাংস সহিত কিম্বা মাংসরসেতে অন্ন আহার দিবেক। ১৪৬ কফজনিত জ্বরে মুগের যূষ এবং অন্নযূষ কি অন্ন দিবেক, কিন্তু চিনি সংযুক্ত করিয়া দিলে শীতপিত্তজ্বরের হিত হয়। ওদনযূষ পূর্ব্বে ধান্য সিদ্ধ করে যূষ লইবেক। ১৫৭। কৃশব্যক্তি ও অল্পদোষ এবং ক্ষীণকফ, জীর্ণজ্বরযুক্ত, বিশেষ অত্যন্ত বদ্ধ দোষ, রুক্ষ ও বাতপিত্তজ্বরী, পিপাসাপীড়িত, দাহযুক্ত এতাদৃশ ব্যক্তি দুগ্ধপান দ্বারা সুখী হইবে। ১৪৮। ছাগদুগ্ধ গুড়ের সহিত পান করিলে জ্বরশান্তির নিমিত্ত হয়। দুগ্ধ যদি তরুণজ্বরে পীত হয়, তবে সেই দুগ্ধ মনুষ্যকে নাশ করে। ১৪৯। জ্বর যদি জীর্ণ হয় অর্থাৎ জ্বরের অত্যল্পভাব ও ক্ষীণকফ যদি হয়, তবে দুগ্ধ অমৃত তুল্য, নবজ্বরে পানকরিলে বিষের ন্যায় মনুষ্যনাশক হয়। ১৫০। পূর্ব্বাহ্লেতে জ্বরী আহার করিবেক না, এবং কফজনক দ্রব্য

জ্বরিণো নিয়মমাহ। জ্বরীচ নাদ্যাৎ পূর্ব্বাহ্ণে বাভিষ্যন্দি কদাচন। ন তীক্ষ্ণং ন গুরুং প্রায়ো ভুঞ্জীত তরুণজ্বরী॥ ১৫১॥ ন জানুতর্পয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সহসাদরি কর্ষিতঃ। তেনসংশমিতোপস্য পুনরেব ভবেজ্জ্বর॥ ১৫২॥ অথ জ্বরবিভুক্তেঃ পূর্ব্বরূপমাহ। দাহঃ স্বেদো ভ্রমস্তৃষ্ণা কম্পোবিড্ভিদ সংজ্ঞিতা। কুজনং চাতিবৈগন্ধ্য মাকৃতিজ্বরমোক্ষণে॥ ১৫৩॥ নহুদোষক্ষয়ং বিনা ন ব্যাধির্নিবৃত্তি॥ ১৫৪॥ ক্ষীণশ্চদোষঃ কথমেবং বিধং রূপং করিষ্যতি॥ ১৫৫॥ কশ্চিৎ ক্ষীণোপি বিনাশকালে স্বশক্তিং দর্শয়তি। যথানির্ব্বাণাবস্থায়ং দীপোবিশেষাৎপ্রজ্জ্বলতি॥ ১৫৬॥ বাগ্ভটোপ্যাহ। ধাতুন্ প্রক্ষোভয়ন্ দোষো মোক্ষকালে বলীয়তে। ততোনরঃ শ্বসন্ কুজন্ বমন্ স্বিদ্যন্নচেষ্টিতঃ॥ ১৫৭॥ ত্রিদোষজেজ্বরে এতৎ এবং অস্ত-

ভোজন নিষেধ, তীক্ষ্ণদ্রব্য ও গুরুদ্রব্য তরুণজ্বরী প্রায়ই আহার করিবে না, আঁটু টীপাইবে না, পা জাঁতাইবে না, এবং হঠাৎ জ্বর ত্যাগ হইলেও সহসা স্ত্রীসেবা করিবে না, তাহাতে শান্তজ্বরও পুনরায় উদয় হয়। ১৫১। ১৫২। যে জ্বর মোক্ষ হইবে তাহার এইরূপ চিহ্ন হয়। দাহ ঘর্ম্ম ভ্রম তৃষ্ণা কম্প মল প্রবৃত্তি, অসংজ্ঞা অচেতন কুজন গাত্রের দুর্গন্ধ হয়, দোষের নাশ ব্যতীত ব্যাধির নিবৃত্তি হয় না। ১৫৩। [উচ্যতে] ইহার সামাধান কহিতেছি। কোন ক্ষীণদোষ বিনাশকালেও আপনার শক্তি দর্শন করায়। যে প্রকার নির্ব্বাণ অবস্থা বিশেষেও কখন প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়। ১৫৬। দোষধাতু রসাদি সপ্ত ধাতুকে ক্ষোভ করত ত্যাগকালে বলবান হয়, সেই হেতু মনুষ্য শ্বাসত্যাগ করে, কুজন করে, বমি করে, দেহ ঘর্ম্মযুক্ত হয়, এবং চেষ্টা রহিত হয়। ১৫৭। শরীর লঘু হয়, ক্লান্তর্তা মোহ শরীরের ক্লেশাদি নাশ হয়, মুখে

বেগজ্বরে। ধাতুলক্ষণং মোক্ষকালেস্যাৎ অন্যস্মিন্ জ্বরে স্বেদ-দর্শনং ॥ ১৫৮॥ অথ জ্বরমুক্তস্য লক্ষণমাহ। দেহোলঘু-র্ব্যপগতক্লমহোতাপঃ, পাকোমুখেকরণ সৌষ্টবমব্যর্থত্বং। স্বেদঃ ক্ষবঃ প্রকৃতিযোগি মনোন্নলিপ্সা, কণ্ডূশ্চমূর্দ্ধ্নি বিগতজ্বর-লক্ষণানি ॥ ১৫৯॥ সুশ্রুতোপ্যাহ। স্বেদোলঘুত্বং শিরসঃ কণ্ডূঃ পাকোন্মুখস্য চ। ক্ষবথুশ্চান্নলিপ্সাচ জ্বরমুক্তস্য লক্ষণং ॥ ১৬০॥ অথ জ্বরমুক্তস্য নিয়মাঃ। ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চক্রমণানি চ। জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্নবলবান্ ভবেৎ ॥ ১৬১॥ অন্যচ্চ। ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ প্রবাতং শিশিরং জলং। জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্নবলবান্ ভবেৎ ॥ ১৬২॥ অপিজ্বর-মুক্তস্য স্নানং পুনর্জ্বরং কুর্য্যাৎ। জ্বরমুক্তোপি স্নানং বিষমিব ত্যজেৎ ॥ ১৬৩॥ বলবর্ণাগ্নি বপুষাং যাবন্নপ্রকৃতির্ভবেৎ। তাবজ্জ্বরেণ মুক্তোপি বর্জ্জনীয়ানিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬৪॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-দর্পণে চিকিৎসাকাণ্ডে দ্বিতীয়খণ্ডে চতুর্থোল্লাসঃ।

ক্ষতাদি হয়, ইন্দ্রিয় সুন্দর হয়, বাথ্যাশূন্য হয়, ঘর্ম্ম হয়, হাঁচি হয়, প্রকৃতিযুক্ত মন হয়, অন্নাকাঙ্ক্ষা ও মস্তকে কণ্ডূ হয়। জ্বর বিগ-তের এই চিহ্ন। ১৫৯। জ্বরমুক্তের নিয়ম যথা—ঘর্ম্ম, শরীর লঘু, মস্তকের কণ্ডু, মুখের পাক, হাঁচি ও অন্নবাঞ্ছা হয়। ১৬০। ব্যায়াম অর্থাৎ কুস্তিদ্বারা শরীর চালনা, মৈথুন, স্নান ও পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ; যাবৎ বলবান্ না হয়, তাবৎ জ্বর মুক্ত ব্যক্তি এ সকল কর্ম্ম করিবে না। ১৬১। প্রবাত অর্থাৎ অতিশয় বায়ুগ্রহণ, শীতল জল পান কুস্তী, স্ত্রীসঙ্গ, যাবৎ বলবান না হয় তাবৎ জ্বরমুক্তব্যক্তি ত্যাগ করিবে। ১৬২। জ্বরমুক্তের স্নান পুনরায় জ্বর করে অতএব জ্বরমুক্ত ব্যক্তি নিয়ত স্নানকে বিষের ন্যায় ত্যাগ করিবে। ১৬৩। শরীরের বল, বর্ণ, অগ্নি যাবৎ স্বভাবস্থ না হয়, জ্বরেতে মুক্ত হইয়াও তাবৎকাল উপরোক্ত ত্যাজ্য সকল ত্যাগ করিবেক। ১৬৪।

বায়ুর্হিপ্রাণিনাং প্রাণঃ ক্রুদ্ধঃ প্রাণান্ বিমোচয়েৎ। সনাতন জগদ্ধাতা প্রভুস্তস্মৈনমোঽস্তুমে॥ ১॥ অথ বাতজ্বরাধিকারমাহ। তত্র বাতজ্বরস্য বিপ্রকৃষ্ট সন্নিকৃষ্টকারণঃ। কথন পূর্ব্বিকাং সংপ্রাপ্তিমাহ॥ ২॥ বাতলাহারচেষ্টাভ্যাং বায়ুরামাশয়াশ্রয়ঃ। বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরকৃস্যাদ্রসানুগঃ॥ ৩ তস্য পূর্ব্বরূপমাহ। জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাদিতি॥ ৪॥ বাতিকজ্বরস্য লক্ষণমাহ। বেপথুর্বিষমোবেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠমুখশোষণং। নিদ্রানাশঃ ক্ষবস্তম্ভো গাত্রাণাং রৌক্ষ্যমেব চ॥ ৫॥ শিরোহৃদ্‌গাত্ররুগ্বক্ত্রবৈরস্যং গাত্রবিট্‌কতা॥ ৬॥ চরকোঽপি।

যে বায়ু প্রাণি সকলের প্রাণ হয়েন, তিনি ক্রুদ্ধ হইলে প্রাণ বিমোচন কারণ হন, বায়ু নিত্যবস্তু, জগতের বিধাতা এবং প্রভু, সেই বায়ুকে আমি নমস্কার করি। ১। বাতিকজ্বরের দূরকারণ ও নিকট কারণ কথন পূর্ব্বক সংপ্রাপ্তি কথিত হইতেছে। ২। বায়ুবৃদ্ধিকারক আহার বিহার দ্বারা প্রকুপিত বায়ু আমাশ্রয় করিয়া অর্থাৎ আমাশয়স্থানস্থিত হইয়া বায়ু কোষ্ঠাগ্নিকে বাহ্যে নিরাশ করতঃ রসযুক্ত জ্বরকারি হয়েন। ৩। (সামান্যজ্বরের পূর্ব্বরূপের যে রূপে লক্ষণ কথিত হইয়াছে) সেই সকল লক্ষণযুক্ত বাতিক জ্বরে তৎপূর্ব্বরূপে অতিশয় হাই উঠে অর্থাৎ শ্রমাদি পূর্ব্বক জৃম্ভাভ্যর্থ বাতিকজ্বরে হইয়া থাকে। ৪। বাতিকজ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়। কম্প, জ্বরের বিষম বেগ এবং অনিয়তকালে বৃদ্ধি, শরীরের উষ্ণাদির অনিয়তত্ব, কখন অধিক কখন অল্প, কখন উষ্ণ, কখন শীতল এবং কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখের শুষ্কতা, নিদ্রার অভাব, হাঁচি, গাত্রস্তম্ভ, জড়িমা, শরীরের রুক্ষত্ব, মস্তক হৃদয় শরীরবেদনা, মুখের বিরসতা কঠিন বিষ্ঠা, বেদনা, আধ্মান, বায়ুর সহিত সবেদন উদরপূর্ণ, এবং হাইওঠা কিম্বা ক্ষবস্তম্ভ অর্থাৎ হাঁচির অভাব হয়। ৫। ৬। এই লক্ষণ বাতিকজ্বরে প্রায়ই হয়, এই হেতু সুশ্রুত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট

ক্ষবথু বিনিগ্রহইত্যেব পঠিতং। অনৎ লক্ষণানি। ভবন্তি-বিবিধাবাত বেদনাঃ পাদসুপ্ততা। পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং কর্ণ-স্বনোবক্ত্র কষায়তা॥ ৭ ॥ উরুসাদোহনুস্তম্ভো বিশ্লেষঃ সন্ধি-জানুনোঃ॥ শুষ্ককাসোবমির্লোমদন্তহর্ষঃ শ্রমভ্রমৌ। অরুণং মূত্রনেত্রাদি তৃট্ প্রলাপোষ্ণকামিতাঃ॥ ৮ ॥ বাগ্‌ভটোপি। হর্ষোরোমাঙ্গদন্তেষু বেপথুঃ ক্ষবথোগ্রহঃ। ভ্রমঃ প্রলাপো-ঘর্ম্মেচ্ছাবিলাপশ্চানিলজ্বর ইতি॥৯॥ অথ বাতজ্বর চিকিৎসা। আমাশয়স্থোহত্বাগ্নিং হ্যামোমার্গান্ পিধাপয়ন্। বিদধাতি-জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরে দিতি॥ ১০ ॥ সামান্যতো জ্বরি-মাত্রস্ত যাবদারোগ্য দর্শনং॥ লঙ্ঘনাভিধানে বাতজ্বরিণো

লক্ষণ কথিত হইয়াছে। বাতিকজ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়। নানা প্রকার বাত বেদন হয়, পাদের অসাড় হয়, জঙ্ঘাপীড়ন, কর্ণে শব্দরোধ, মুখের কষায় রস, উরুস্থান অবসন্ন হয় এবং হনু-স্তম্ভ অর্থাৎ বিবৃতমুখ, অসংবৃত মুখ অর্থাৎ হা হইয়া থাকে, অথবা মুখবুজে থাকে, সন্ধিস্থান এবং জানুস্থান বিশ্লেষ হয়, অর্থাৎ আল্‌গা হয়, শুষ্ক কাস, বমি, লোমাঞ্চ এবং দন্তহর্ষ হয়, অর্থাৎ লোমাঞ্চশরীর ও দাঁত সিড় সিড় করে, শ্রম ভ্রম, শরীর ভ্রমণজ্ঞান, সম্মুখে স্থিত বস্তুকে ঘূর্ণিত দৃষ্ট হয়, মল মূত্র নেত্র রক্তবর্ণ হয়, তৃষ্ণা, প্রলাপ, অনর্থকবাক্য ও উষ্ণবস্তু গ্রহণে ইচ্ছা হয়। ৮। লোমহর্ষ, অঙ্গহর্ষ, দন্তহর্ষ, কম্প হাঁচির অভাব। ভ্রম, প্রলাপ, রৌদ্রেচ্ছা, বিলাপ ও হা হুতাশাদি বাতিকজ্বরের লক্ষণ হয়। ৯। এই বচন পূর্ব্বখণ্ডে লিখিত হইয়াছে, এস্থানে প্রসঙ্গায়ত্ত লিখিত হইল, আমাশয়স্থ দোষ অগ্নিকে মান্দ্য করে, স্রোতপথ সকলে ধাবমান হইয়া দোষজ্বরকে প্রদান করে, সেই হেতুক লঙ্ঘনাচরণ করিবেন, এই বচনেতে সামান্যতঃ জ্বরিমাত্রের আরোগ্য দর্শন

লঙ্ঘন বিধানে বিশেষমাহ। ১১। চরকোক্ত বচনং। জ্বরি-
ষড়্‌হেতীতে ইত্যাদি। সুশ্রুতোপি বাতিকং প্ররাত্রে তু ইতি
পূর্ব্বমেবকথিতং। নচান্নং বৈপ্রাণিনাং প্রাণাইতি শ্রুতিঃ।
তদন্নং বিনা প্রাণিভিক্ষ্‌তং স্থাতব্যমিত্যাহ। ১২। ১৩। দোষা-
ণামেব সাশক্তির্লঙ্ঘনে যাসহিষ্ণুতা। ১৪। ঔষধমাহ। শ্রীফলঃ
সর্ব্বতোভদ্রা কামদূতীচ শোণকঃ। ভর্বারী গোক্ষুরঃ ক্ষুদ্রা-
বৃহতী কলসীস্থিরা। ১৫। রাস্না কণা কণামূলং কৃষ্ণং শুণ্ঠী
কিরাতকঃ। মুস্তামৃতাবলাবালং দ্রাক্ষাযাসঃ শতাহ্বিকা। ১৬।
এষাং ক্বাথোনিহন্ত্যেব প্রভঞ্জন কৃতং জ্বরং। সোপদ্রবঞ্চ
যোগোয়ং সর্ব্বযোগবরং স্মৃতঃ। ১৭। সুশ্রুতস্তু। পঞ্চমূলী
পর্য্যন্ত লঙ্ঘন কথনে বাতজ্বরির লঙ্ঘন বিধানেতে বিশেষ কথিত
আছে। ১০। ১১। জ্বরিকে ছয়দিন অতীত হইলে লঘু অন্ন
ভোজন করাইয়া পাচন ও শমন দিবেক, ইহা চরক ও সুশ্রুত
কহেন। বাতিকে সপ্ত রাত্রে, পৈত্তিকে দশাহে, শ্লৈষ্মিকজ্বরে
দ্বাদশাহে ঔষধান্ন দিবেক। এই বিধিতে বাতিকজ্বরেও লঙ্ঘন
কর্ত্তব্য। ১২। প্রাণিদিগের অন্নই প্রাণ শ্রুতি কহেন, ইহা সুস্থা-
বস্থায়, কিন্তু এস্থলে নহে, কেননা অন্ন বিনাও প্রাণির প্রাণ রক্ষা
করা হইতেছে। ১৩। লঙ্ঘনেও সহ্য হয় দোষের এই শক্তি (ইহা
পূর্ব্বখণ্ডে কথিত আছে)। ১৪। শ্রীফলমূলের ছাল, গাম্ভারী,
পারুল, সোণা, গণিয়ারি, গোক্ষুরি, কণ্টিকারি, ব্যাকুড়, চাকুল্যা,
শালপানী, রাস্না, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুণ্ঠী, চিরাতা, মুথা,
গুলঞ্চ, বেড়ালা, বালা, দ্রাক্ষা, দুরালভা, শতমূলী, ইহাদিগের
প্রত্যেক ৭ রতি পাকার্থ জল ৮০ রতি অর্থাৎ ৩২ তোলা পেয়া
৮ তোলা পাচন বাতজ্বর বিনাশক হয়। ১৫। ১৬। ১৭। বাতিক-
জ্বরে স্বল্পপঞ্চমূল পাচন দিবেক। যথা—শালপানী, চাকুল্যা,
কণ্টিকারি, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, প্রত্যেক ৩২ রতি পাচনবৎ ক্বাথ।

স্বপায়স্তু পাচনং বাতিকজ্বরে। অত্র স্বল্পপঞ্চমূলীজ্ঞেয়া। ১৮। কিরাতাব্দা মৃতোদাচ্য বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরৈঃ। শ্রীপর্ণীফলসী-বিশ্বৈঃ ক্বাথোবাতজ্বরাপহঃ। ১৯। বাতজ্বরে তথাপেয়ং কালিঙ্গং সপ্তমেহনি। ২০। বিশ্বামৃতা গ্রন্থিক সিদ্ধতোয়ং মরুজ্জ্বরঃ স্যাৎ পিবতঃ কুতোহয়ং। ২১। পঞ্চমূলী বলারাস্না কুলথৈঃ সহপৌষ্করৈঃ। ক্বাথোহন্ত্যাচ্ছিরঃকম্পং পর্ব্বভেদং মরুৎজ্বরং। ২২। কণারসোনামৃতবল্লিবিশ্বা নিদিগ্ধিকা সিন্ধুক ভূমিনিম্বৈঃ। সমুস্তকৈরাচরিতঃকষায়া হিতাষিণাং হন্তিগদানি-মাংস্তু। ২৩। জ্বরং মরুদ্দৃষ্টি সমুদ্ভবং তথা বলাসজন্ম। নলমন্দ-তাঞ্চ। কণ্ঠাবরোধং হৃদয়াবরোধং স্বেদঞ্চ লোমাঞ্চহিদন্ত্র মোহান্। কণাদি ক্বাথঃ। ২৪। তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পিপ্পলীহিঙ্গুলং বিষং। দ্বিগুঞ্জং মধুনাদেয়ং বাতজ্বর প্রশা-

বৃহৎপঞ্চমূল।—সোণা, শ্রীফল, পারুল, গাম্ভারি, গণিয়ারি। ১৮। চিরাতা, মুথা, গুলঞ্চ, বালা, ব্যাকুড়, কণ্টিকারি, গোক্ষুরি, শাল-পানী, চাকুল্যা, শুণ্ঠী প্রত্যেক ১৬ রতি মিলিত ২ তোলা পাচন বায়ুজ্বরনাশক হয়। ১৯। ইতি কিরাতাদি পাচনং। ইন্দ্রযব ২ তোলা পাচনবৎ ক্বাথ করিয়া বাতজ্বরে পান করিবে। ২০। শুণ্ঠী ৫৩, গুলঞ্চ ৫৩, পিপুলমূল ৫৩ রতি। এই পাচন পান করিলে বাতজ্বর নাশ হয়। ২১। বেলছাল, গামারী, গণিয়ারি, শ্রীফল, বেড়ালা, রাস্না, কুলথকলাই কুড়, প্রত্যেক ১৮।৹ রতি পাচন, ইহাতে মস্তক-কম্প পর্ব্ববেদনাযুক্ত বাতজ্বর নাশ করে। ২২। পিপুল, রসুন, গুলঞ্চ, তেলাকুচা, কণ্টিকারি, সৈন্ধব, চিরাতা, মুথা, প্রত্যেক্ ২০ রতি মিলিত ২ তোলা পাচনবৎ ক্বাথ সেবনে বাতিকজ্বর এবং শ্লেষ্মাজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও কণ্ঠরোধ, হৃদয়রোধ, ঘর্ম্ম এবং রোমাঞ্চশরীর তথা হিমাঙ্গ ও মোহ এই সকল উপদ্রব নাশ করে। ২৩। ২৪। পিপুল, বিষ, হিঙ্গুল; সমভাগ জলে বাটিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটী করিয়া

স্তয়ে। ২৫। গুঞ্জার্দ্ধ মিতি কেচিচ্চ জলেন বটিকাং কুরু। হিঙ্গুলেশ্বরঃ। ২৬। বিষমহৌষধমাগধিকোষণ ত্ম্যমণিরক্তকমার্দ্র-কর্দ্দিতং। ক্রমবর্দ্ধিত মুদ্গানিভজ্বরাত্রিপুরভৈরব এষরসোবরঃ। ত্রিপুরভৈরবরসঃ।২৯। বাতশ্লেষ্মজ্বরে স্বেদে জংঘায়া পার্শ্বাস্থি-শূলিনি। পীনসশ্বাসবাধির্য্যে কারয়েত্তদ্ধিতানবিৎ। ৩০। স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা নীত্বা যাবৎকমাশয়ং। হত্বা বাতকফ-স্তম্ভ স্বেদদ্বারমপোহতি। ৩১। খর্পরভৃষ্ট পরস্থিত কাঞ্জিক সংগতিক বালুকাস্বেদঃ। শময়তি বাতকফাময় মস্তক শূলাঙ্গ-ভঙ্গাদীন্। ৩২। বালুকাস্বেদঃ কম্পেশিরোহৃদয়গাত্রব্যথায়াং।

মধুর সহিত খাইতে দিবেক, তাহাতে বাতজ্বর প্রণষ্ট হয়। কেহ কহেন অর্দ্ধগুঞ্জা বটী। অত্র সংযোগ রসসিন্দুর ১ গুঞ্জা একাটী বটী মধুর সহিত সেবনে সদ্যজ্বর হরণ হয়।২৫।২৬। কেবল ষড়-গুণ বলিজারিত রসসিন্দূর গুঞ্জাদ্বয় মধুর সহিত সেবন করিলেই বাতজ্বর নাশ হয়। দ্রাক্ষা গুড়ুচী কাথের সহিত বা।২৭। শীতল বাতিকজ্বরে শীতাদি যুক্তে।২৮। বিষ ১, শুণ্ঠী ২, পিপুল ৩, মরিচ ৪, তাম্রভস্ম ৫, হিঙ্গুল ৬, আদার রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ-গুঞ্জা প্রমাণ বটী করিবে, মধু আর্দ্রক রসে ভক্ষণ করিলে শীতল গুণান্বিত বাতিক প্রকোপ জ্বর সাম্য হয়।২৯। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ঘর্ম্মাগমে জঙ্ঘা অর্থাৎ হাঁটুর নীচে ডিমি এবং পার্শ্ব অস্থি বেদনাতে, পীনসনাসারোগে, শ্বাসে, বাধির্য্যে অর্থাৎ কর্ণে তালা লাগে, এই সকল রোগের হিতবেত্তা বৈদ্য কিম্বা এই সকলের হিতজ্ঞানব্যক্তি উষ্ণ খর্পরিস্থ কাঞ্জিতে ভাজাবালির পুঁটলি ঐ উষ্ণ-কাঞ্জিতে জুবড়িয়া বালুক স্বেদ দিবেক, এই স্বেদ দ্বারা স্রোত সক-লকে অর্থাৎ নাড়ী সকলকে মৃদুতা করিয়া বায়ু কফের স্তম্ভ করতঃ স্বেদদ্বারকে অবরোধ করে, মস্তক হৃদয় গাত্রবেদনাতে হাই উঠাতে গাত্রের অসাড়ে পিণ্ডিকস্থান অর্থাৎ জঙ্ঘার অধোতে বেষ্টন অর্থাৎ-

ভৃগ্নায়াং পাদসুপ্তায়াং পিণ্ডকোদ্বেষ্টনে। উরুসাদে হনুস্তম্ভে লোমহর্ষে চ। ৩৩। মাতুলুঙ্গফলকেশরোদ্ধৃতঃ সিন্ধুজন্মমরিচাচিতোমুখে। হন্তিবাত কফরোগমাশু শোষমাশুজড়তামরোচকং। ৩৪। অন্যচ্চ। শর্করা দাড়িমাভ্যাঞ্চ দ্রাক্ষা দাড়িময়োস্তথা। কল্কং বিধারয়েদাস্যে শোষবৈরস্যনাশনং। ৩৫। দ্রাক্ষামলকয়োঃকল্কং সঘনং বদনেঽপি পেৎ। তেনঘৃষ্ট্বা মুখস্যান্তঃ কুর্ব্বীত প্রতিসারণং। ৩৬। জিহ্বাতালু গলান্তঃস্থ সশোষস্তেনশাম্যতি। সুরসংজায়তেবক্ত্রং রুচির্ভবতি ভোজনে। ৩৭। তাড়নং লঙ্ঘনং চিন্তা ব্যায়ামঃ শোকভীঃ ক্রুধঃ। এভিরেব ভবেন্নিদ্রা নাশঃ শ্লেষ্মাতিসংক্ষয়াৎ। ৩৮। চিকিৎসামাহ। ভৃষ্টস্তুবিজয়াচূর্ণং মধুরানিশি ভক্ষয়েৎ। নিদ্রাকরিয়া বান্ধার মত হয় তাহাতে, উরুস্থান অবসাদে এবং হনুস্তম্ভে ও রোমাঞ্চে হিত হয়।৩০।—৩৩। কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখশোষে এই সকল প্রতিকার করিবেক। যথা—টাবালেবু ফলের কেশর আর সৈন্ধব মরিচ সমভাগে মুখে ধারণ করিলে বাতকফকৃত যে মুখের শোষ এবং মুখজড়তা ও অরুচি শীঘ্র নাশ হয়। ৩৪। চিনি আর দাড়িম একত্রে মুখে ধারণ করিলে মুখশোষ নাশ হয় ও মুখের বিরসতা যায় এবং কিচমিচ আর দাড়িমের ছাল বাটিয়া মুখে ধারণ করিলেও ঐ গুণ হয়। ৩৫। দ্রাক্ষা আমলকী মুথা বাটিয়া মুখে ফেলিয়া তদ্দ্বারা মুখ ঘর্ষণ করিলে মুখের ক্লেদ সরিয়া মুখ পরিষ্কার হয়।৩৬। এবং জিহ্বা ও তালু ও গলস্থায়ি যে শোষ তাহাও সাম্য হয়, মুখের সুন্দর রস ভোজনে রুচি হয়। ৩৭। তাড়ন এবং লঙ্ঘন ও চিন্তা ব্যায়াম দ্বারা শরীর চালনা পূর্ব্বক পরিশ্রম ও শোক ও ভয় ও ক্রোধ এই সকল কর্ম্মে নিদ্রা নাশ হয় এবং শ্লেষ্মার অতিশয় ক্ষয় হইলেও নিদ্রা নাশ হয়। ৩৮। ভাজা সিদ্ধিচূর্ণ মধুর সহিত রাত্রে ভক্ষণ করিবেক, নিদ্রানাশে এবং অতীসাররোগে তথা

নাশেতিসারে চ গ্রহণ্যাং পাবকক্ষয়। ৩৯। গুড়ং পিপ্পলি মূলস্থ চূর্ণেনালোড়িতং লিহন্। চিরাদপি চ সংনষ্টা নিদ্রা-মাপ্নোতি মানবঃ। ৪০। বায়সজংঘা মূলং বা শিরসি কাক-মাচ্যাশ্চ। বিধৃতং নিদ্রাজনকং স্ত্রী স্বরস্থলং বা শৃতং সগুড়ং। ৪১। মূলন্তু কাকমাচ্যাবদ্ধং সূত্রেণ মস্তকে নিয়তং। বিদধাতি নষ্টনিদ্রে নিদ্রা মাশ্বেবসিদ্ধ মিদং। ৪২। শীলয়েন্মদনিদ্রস্তু ক্ষারমদ্যরসান্ দধি। অভ্যঙ্গোদ্ধর্ত্তনস্নান মূর্দ্ধকর্ণাক্ষিতর্পণান্। ৪৩। মনোহনুকূলাদ্বিষয়াৎ কামান্নিদ্রা সুখপ্রদা। রসেশাকেচ-সূপেচ সর্পিঃ পিষ্টপরসুসুচ। ৪৪। নিদ্রাং সংজনয়ত্যাশু

গ্রহণীরোগে ও অগ্নিমান্দ্যরোগে এই বিধি হয়। কিম্বা গুড় পিপুলের চূর্ণ ইহার সহিত অবলেহ করিয়া খাইবেক, বহুদিনের নাশিতা নিদ্রাও তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন। মাত্রা সকলে মিশ্রিত ॥০ অর্দ্ধ-তোলা। ১০ রতি, ২০ রতি, ৩০ রতি, ৪০ রতি যাহার যেমন সহ্য সেইরূপ সেবন করিবেক। ৩৯। ৪০। কাকজঙ্ঘামূল এবং গুড়-কামাএর মূল মস্তকে ধারণ করিলে নিদ্রা হয় এবং স্ত্রীসেবিত কর্ম্ম ভুঁভেউড়িমূল ২ তোলা, পাকার্থ জল ॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ থাকিবেক ৵ দুই ছটাক, গুড় ॥০ অর্দ্ধ তোলা দিয়া খাইবেক। ৪১। গুড়-কামাএর মূল সূতাতে বান্ধিয়া মস্তকে নিয়ত রাখিবেক, তাহাতে শীঘ্র নিদ্রা হইবেক, ইহা সিদ্ধযোগ জানিবে। ৪২। নিদ্রাবাঞ্ছিত ব্যক্তি ক্ষারদ্রব্য, মদ্য মাংসের যূষ দধি এইসকল ব্যবহার করিবেক, তৈলাভ্যঙ্গ এবং তৈল ঘর্ষণ দ্বারা ও স্নান দ্বারা মস্তক কর্ণ চক্ষুঃ তৃপ্ত করিবেক। ৪৩। মনের অনুকূল বিষয় হইতে অভিলাষ যেমন হয় তাহা হইতে তাদৃশ সুখদায়িকা নিদ্রা হয়। অর্থাৎ চিত্ত-সন্তোষ ব্যাপার, যাহা হউক যাহাতে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় তাহাই করিবে, তাহাতে সুখে নিদ্রা হইবে এবং মাংসরসে ও শাকে এবং পেঁয়াজ সংযুক্ত উত্তম ব্যঞ্জনাদি ঘৃত ও পিষ্টকভক্ষণে ও দুগ্ধপানে

প্রালাণ্ডু রূপযোজিতঃ। ৪৫। ঐক্ষবং বোতকীমাষাঃ সুমা-
মাংসরসঃপয়ঃ। গোধূমতিলস্থাশ্চ নিদ্রাং কুর্ব্বন্তি দেহিনাং।৪৬
দারুহৈমবতীকুষ্ঠশতাহ্বা হিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ। লিম্পেৎ কোষ্ণৈরম্ল-
পিষ্টৈঃ শূলাধ্মানিজড়োদরং। ৪৭। কটুতৈলং কণাহিঙ্গু বচা
লসুন সাধিতং। উষ্ণং বিনিহিতং হন্তি কর্ণয়োনিস্বনং যথা।৪৮।
তৈলং কর্ণাস্বনো সুগন্ধিবচয়া যবান্যা চ সমন্বিতা। তাম্বূল
সহিতা হন্তি শুষ্ককাসং মুখে ধৃতা। ৪৯। শ্রমোপবাসানিলজে
হিতোনিত্যং রসোদনঃ। দ্রাক্ষামলকযূষস্তু বদ্ধবিট্ কপ্রদী-
য়তে। ৫০। পেয়াম্বা রক্তশালীনাং বস্তিপার্শ্বশিরোরুজি।
শ্বদংষ্ট্রা কণ্টকারিভ্যাং সিদ্ধা পেয়াং জ্বরী পিবেৎ। ৫১। কাসী-

নিদ্রা জন্মায়। ৪৪। ৪৫। ইক্ষুসম্ভব দ্রব্য গুড় চিনি, জিঁয়াপুত
ফল মাষকলাই মদিরা মাংসরস গম তিল মৎস্য এই সকল নিদ্রা-
কর হয়। ৪৬। শ্বেতবচ দেবদারু মরিচ শুল্ফা হিং সৈন্ধব এই ছয়
দ্রব্য অম্ল দ্বারা বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিবেক,
ইহাতে বেদনা আধ্মান ও উদরের জড়তা নষ্ট হয়। ৪৭। সর্ষপ
তৈল পিপুল হিং বচ রসুন প্রত্যেক ২৭ রতি, পাকার্থ জল অর্দ্ধ
সের শেষ অর্দ্ধ পোয়া থাকিবেক, অল্প উষ্ণ থাকিতে বারম্বার কর্ণ-
পূরণ করিলে কর্ণের শব্দের বিনাশ হয়। দ্রব্য ২ তোলা ৪ তোলা
৮ তোলা যত লইবেক ঐ অংশে জলপাক বিধি ঐ প্রকার হয়।
৪৮। কটুতৈল কানছিঁড়া মহরি বচ যমানী আর পান একত্রে
বাটিয়া মুখে ধারণ করিলে শুষ্ককাস ভাল হয়। ৪৯। শ্রম এবং
উপবাসজনিত বায়ুতে অন্নরস নিত্যই হিত, দ্রাক্ষা আমলকীর যূষ
তাহাতে হিত হয়, ইহা বদ্ধমলেও দিবেক এবং মাংসরসও দিবে।
৫০। বস্তি অর্থাৎ তলপেট এবং পার্শ্বদেশ মস্তক বেদনাতে রক্ত-
ধান্যের পেয়া গোক্ষুরি কণ্টকারি দ্বারা পেয়া সিদ্ধ করিয়া বাতজ্বরী
ভক্ষণ করিবেক, পেয়া দ্রবাম্ন যেমন খৈ সিদ্ধ হয় তদ্বৎ। ৫১।

শ্বাসী চ হিক্কাচ পঞ্চমূলী শৃতাং পিবেৎ। পেয়ামিতি-শেষঃ। ৫২। ইতি বাতজ্বরাধিকারঃ।

অথ পিত্তজ্বরাধিকার।

অথ পিত্তজ্বরস্থ বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট কারণ কথন পূর্ব্বিকাং সংপ্রাপ্তিমাহ। পিত্তলাহার চেষ্টাভ্যাং পিত্তমাত্মাশ্রয়াশ্রয়ং। বহির্নিরস্থ কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরকৃৎস্যাদ্রসানুগং। ৫৩। পিত্তস্য প ঙ্গুত্বাত্তেন কোষ্ঠাগ্নেরুষ্মাবহির্নেতুং ন শক্যতে অত আহ। ৫৪। পিত্তঃ পঙ্গুঃ কফপঙ্গুঃ পঙ্গবোমলধাতবঃ। বায়ুনাযত্রনীয়ন্তে তত্রগচ্ছন্তি মেঘবৎ। ৫৪। দ্রব্যমেকরসং নাস্তি নরোগোহপ্যেক-দোষজঃ। একস্তুকুপিতোদোষ ইতরানপি কোপয়েৎ। ৫৫। অথ তস্য পূর্ব্বরূপমাহ। পিত্তান্নয়নয়োদাহ ইতি। ৫৬। অথ

কাসপীড়িত ব্যক্তি এবং শ্বাসযুক্ত ও হিক্কাপ্রাপ্ত মানব বৃহৎ পঞ্চ-মূল সিদ্ধ পেয়া খাইবেক, পূর্ব্বখণ্ডে ইহার বিস্তার আছে। ৫২।

পিত্তজ্বরের দূর ও নিকট কারণ কথনপূর্ব্বক সংপ্রাপ্তি কথিত হইতেছে। পিত্তবর্দ্ধন দ্রব্য আহার বিহার চেষ্টা দ্বারা পিত্ত নিজ আশ্রয়কে আশ্রয় পূর্ব্বক কোষ্ঠাগ্নিকে বাহিরে নিগত করিয়া রসানু-গত হইয়া জ্বরকারী হয়। অর্থাৎ পচ্যমানাশয় নাভিদেশ নিজের স্থান প্রধান অপর স্থান প্রথম খণ্ডে কথিত আছে। ৫৩। পিত্তের পঙ্গুত্ব হেতুক সেই পিত্ত কর্ত্তৃক কোষ্ঠাগ্নির উষ্মাকে বাহ্যে আনিতে শক্য হয় না, এই কারণ কহিতেছেন। ৫৩। পিত্তের চলৎশক্তি নাই, কফের গমন ক্ষমতা নাই, বায়ু কর্ত্তৃক যে স্থানে নীত হয় সেই স্থানে মেঘের ন্যায় তাহাদিগের গতি হয়। ৫৪। অতোত্রপিত্তং বাতসহায়ং বোদ্ধব্যং। যত আহ। দ্রব্য এক রস নাই, রোগও এক দোষজ নয়, এক কুপিতদোষ অন্য দোষকে কোপ করায়। ৫৫ পিত্ত জ্বরের পূর্ব্বরূপের লক্ষণ এই যে, নয়নের অত্যন্ত দাহ হয়। ৫৬

পত্তজ্বরস্য লক্ষণমাহ। বেগস্তীক্ষোঽতিসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথাবমিঃ। কণ্ঠৌষ্ঠমুখনাসানাং পাকঃ স্বেদশ্চজায়তে। ৫৭। প্রলাপো বক্ত্রকটুতা মূর্চ্ছা দাহো মদস্তৃষা। পীতবিন্মূত্র নেত্রত্বং পৈত্তিকেভ্রম এবচঃ ।৫৮। অথ পিত্তজ্বর চিকিৎসামাহ। সামান্য-তোজ্বরীমাত্রস্য যাবদারোগ্য দর্শনং লঙ্ঘনাভিধানে পিত্তজ্বরতো লঙ্ঘনবিধানে বিশেষ মাহ। ৫৯। পৈত্তিকে দশরাত্রেণ জ্বরে-যুঞ্জীত ভেষজমিতি।৬০। তিক্তা মুস্তাযবৈঃ পাঠা কট্ফলাভ্যাং সহোদকং। পক্বং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে। ৬১। তিক্তাদি পাচনং। পর্পটো বাসকস্তিক্তা কৈরাতো ধন্বয়া-সকঃ। বিপক্কশ্চকৃতঃ ক্বাথঃ এষাং শর্করয়াযুতঃ।৬২। পিপাসা-দাহপিত্তাস্রযুক্তপিত্ত জ্বরং হরেৎ। পর্পটাদি কষায়ং। ৬৩।

পৈত্তিকজ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়, যথা,—জ্বরবেগ তীক্ষ্ণ, তরল মল হয়, অতিসার হয়, পিত্তের সরলগুণ প্রযুক্ত দ্রবমল হয়, নিদ্রা অল্প হয় এবং বমি, কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখ নাসিকাতে ক্ষত হয়, ঘর্ম্ম হয়, অসম্বন্ধ বাক্য কয়, মুখের রস কটু হয়, মূর্চ্ছা, দাহ, মাদক দ্রব্য ভক্ষণ ন্যায় মত্ততা, তৃষ্ণা, বিষ্ঠা মূত্র চক্ষু পীতবর্ণ এবং চক্রবৎ বস্তুকে ঘূর্ণায়-মান দৃষ্ট হয়, কিম্বা আত্মদেহ ঘুরিতেছে এমন জ্ঞান হয়। ৫৭। ৫৮। সামান্যতঃ জ্বরিমাত্রের যাবৎ আরোগ্য দর্শন হয় তাবৎ লঙ্ঘন কথন আছে, পিত্ত জ্বরির লঙ্ঘন বিধানে বিশেষ কথিত হইতেছে। ৫৯। পৈত্তিকজ্বরে দশ দিনে ঔষধ দিবেক, লঙ্ঘন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দশ-রাত্রের পর ঔষধ দিবেক ইতি। ৬০। কটুকী মুথা যব আক-নাদি কট্ফল ইহার প্রত্যেক ৩২ রতি পাকার্থজল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা অনুপান চিনি।০ তোলা পৈত্তিকজ্বরে এই পাচন দিবেক। ৬১। খেতপাপড়া বাসকমূলের ছাল কট্কী চিরাতা দুরালভা মিলিত ২ তোলা পাচনবৎ ক্বাথ অনুপান চিনি।০ অর্দ্ধ তোলা পিপাসা দাহ রক্তপিত্তযুক্ত জ্বর নাশ করে।৬৩। দ্রাক্ষা হরিতকী

দ্রাক্ষাহরীতকী মুস্তা কটকীকৃতমালকঃ। পর্পটশ্চ কৃতঃ ক্বাথ এষপিত্তজ্বরাপহঃ। ৬৪। মুখশোষ প্রলাপান্তর্দ্দাহমূর্চ্ছা ভ্রম প্রণুৎ। পিপাসারক্তপিত্তানাং শমনোভেদকোমতঃ। ৬৫। পটোলযবধন্যাক কষায়ং মধুসংযুক্তং। হন্তিপিত্তজ্বরং দাহং তৃষ্ণাং চাতিপ্রমাথিনীং। ৬৬। পটোলাদি। গুড়ূচ্যামলকী-যুক্তঃ কেবলোবাপি পর্পটঃ। পিত্তজ্বরং হরেত্তূর্ণং দাহশোষ ভ্রমান্বিতং। ৬৭। ইতি গুড়ূচ্যাদি। একঃ পর্প্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বরবিনাশনঃ। কিং পুনর্যদিযুঞ্জেত চন্দনোশীরবালকৈঃ। ৬৮। হ্রীবের চন্দনোশীরঘন পর্পট সাধিতং। দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃট্‌ছর্দ্দি জ্বরদাহনুৎ। ৬৯। ইতি হ্রীহ্রীবেরাদি ক্বাথঃ। ভূনিম্বাতিবিষা লোধ্রমুস্তকেন্দ্রযবামৃতাঃ। বালকং ধান্যকং বিল্লং কষায়োমক্ষকান্বিতঃ। ৭০। বিড়্‌ভেদ শ্বাস কাসাশ্চ রক্তপিত্তজ্বরং হরেৎ। ৭১। ইতি ভূনিম্বাদি। দ্রাক্ষাচন্দন মুস্তা

মুথা কটকী হাপরমালিমূল খেতপাপড়া মিলিত ২ তোলা এই পাচন পিত্তজ্বরনাশক, মুখশোষ, প্রলাপ, অন্তর্দ্দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রমনাশক, পিপাসা রক্তপিত্তের দমনকারক এবং ভেদক হয়। ইতি দ্রাক্ষাদি পাচনং। ৬৪। ৬৫। পলতা যব ধনে মিলিত ২ তোলা এই পাচন ॥০ তোলা মধু দিয়া ভক্ষণে পিত্তজ্বর ও দাহ তৃষ্ণা নাশ করে। ৬৬। কেবল খেতপাপড়া কিম্বা গুলঞ্চ আমলকীযুক্ত পাচন পিত্তজ্বর দাহ মুখশোষ ভ্রমযুক্ত রোগকে শীঘ্র নাশ করে। ৬৭। পিত্তজ্বরনাশক এক খেতপাপড়াই উত্তম; রক্তচন্দন বেণারমূল বালা যদি যুক্ত হয়, তবে সে যে কিরূপ গুণযুক্ত হয় তাহা বলা যায় না। ৬৮। বালা রক্তচন্দন বেণারমূল খেতপাপড়া পাচন সুশীতল করিয়া খাইলে, তৃষ্ণা ছর্দ্দিযুক্ত জ্বর নাশ হইবেক। ৬৯। চিরাতা আতইচ লোধ-কাষ্ঠ মুথা ইন্দ্রযব গুলঞ্চ ধনে বেলশুঁট। মিলিত দুই তোলা পাচন মধুযুক্ত খাইবেক, ভেদ শ্বাস কাস রক্তপিত্ত যুক্ত জ্বর নাশ করে। ৭১

চ। তয়াতিক্তামৃতাপি চ। ধাত্রীবাল মুশীরঞ্চ লোধ্রেন্দ্রযব-পর্প টাঃ। ৭২। পুরুষকং প্রিয়ঙ্গুশ্চ যবাসো বাসকস্তথা। মধুকং কুলকং চাপি কিরাতো ধান্যকং তথা। ৭৩। এষাং ক্কাথো নিহন্ত্যেব জ্বরং পিত্তসমুত্থিতং। তৃষ্ণাং দাহং প্রলাপঞ্চ রক্তপিত্তং ভ্রমং ক্লমং॥ ৭৪॥ মূর্চ্ছাং ছর্দ্দিং তথাশূলং মুখ-শোষমরোচকং। কাসং শ্বাসঞ্চ হৃল্লাসং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭৫॥ সশিতো নিশিপর্য্যুষিতঃ প্রাতধন্যাক তণ্ডুলক্কাথঃ। পীতঃ সময়ত্যচিরা দন্তর্দ্দাহং জ্বরং পৈত্তং॥ ৭৬॥ ইতি ধান্যক-ক্কাথঃ। অমৃতায়া হিমক্কাথঃ সশিতঃ পৈত্তিকং জ্বরং। বাসায়াস্তু-তথা কাসরক্তপিত্তজ্বরং জয়েৎ॥ ৭৭॥ ইতি গুড়ূচ্যাদি ক্কাথঃ। পলাশস্য বদর্য্যাবা নিম্বস্য মৃদুপল্লবৈঃ। অম্লপিষ্টৈঃ প্রলে-পোয়ং হন্যাদ্দাহযুতং জ্বরং॥ ৭৮॥ উত্তানসুপ্তস্য গম্ভীর তাম্র

কিস্‌মিস্ রক্তচন্দন মুথা হরিতকী কট্‌কী গুলঞ্চ আমলা বালা বেণার-মূল লোধকাষ্ঠ ইন্দ্রযব খেতপাপড়া পলাশফল প্রিয়ঙ্গু দুরালভা বাসকমূল যষ্টিমধু পল্‌তা চিরাতা ধনে মিলিত ২ তোলা পাচনবৎ-ক্কাথ পিত্তসম্ভবজ্বর নষ্ট করে ; তৃষ্ণা দাহ প্রলাপ রক্তপিত্ত ভ্রম ক্লান্ত-চিত্ততা মূর্চ্ছা বমি বেদনা মুখশোষ অরুচি কাস শ্বাস ও উপস্থিত বমন এই সকল রোগ নাশ করে। ৭৫। ধনেরচালের ক্কাথ রাত্রে শিশিরে শীতল করিয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেবন করিলে অন্তর্দ্দাহযুক্ত পৈত্তিকজ্বর নাশ হয়। ৭৬। গুলঞ্চক্কাথ চিনি-যুক্ত করিয়া শিশিরে রাখিয়া সেবন করিলে পৈত্তিকজ্বর জয় হয়। বাসকের ক্কাথ কাস ও রসযুক্ত জ্বর নাশ করে। ৭৭। পলাশের কোমলপত্র, কুলের কচিপত্র, নিমের মৃদুপত্র কোন অম্ল রসদ্বারা বাটিয়া গাত্রে মাখিলে দাহযুক্ত জ্বর নাশ হয়। ৭৮। উত্তানশয়নব্যক্তির নাভিতে গম্ভীর তাম্রপাত্র কিম্বা কাংস্য-

কাংস্যাদি পাত্রেনিহিনেন নাম্ভৌ। তত্রাম্বুধারাবহুলা পতন্তী নিহন্তিদাহং ত্বরিতং জ্বরঞ্চ ॥ ৭৯ ॥ পথ্যাতৈলঘৃতক্ষৌদ্রৈ র্লিহন দাহজ্বরাপহং। কাসাসৃক্ পিত্তবীসর্পশ্বাসান্ হন্তিবমীনপি ॥ ৮০॥ গুড়ূচী ভূমিনিম্বশ্চ বালং বীরণমূলকং। লঘুমুস্তং ত্রিবৃদ্ধাত্রী যাসোবাসাচ পর্প টঃ ॥ এষাং ক্বাথে নাবগুণ্ঠ্যং বস্ত্রং দাহবিনাশনং ॥ ৮১ ॥ অথ গোতক্রসংস্বিন্ন শীতলীকৃতবাসসা। দ্রাক্ষামলক কল্কেনবলোত্রহিত্যমতঃ ॥ ৮২ ॥ পক্কদাড়িমবীজৈর্ব্বা ধান্যকল্কেন চ ক্বচিৎ। ইতি কবলঃ ॥ ৮৩ ॥ অথান্নমাহ। দাহবম্যর্দ্দিতক্ষামং নিরন্নং তৃষ্ণয়ার্দ্দিতং। শর্করা মধু সংযুক্তং পায়য়েল্লাজতর্পণং ॥৮৪॥ মুদ্গাযূষোদনোদেয়ঃ শিতয়া পৈত্তিকেজ্বরে। হর্ম্ম্যেগুভ্রান্ত সংকাশে শশাঙ্ককর শীতলে ॥ ৮৫ ॥ মলয়োদক সংসিক্তে স্বপ্যেৎ পিত্তজ্বরীনরঃ ॥ ৮৬ ॥ হারাবলী-

পাত্র অথবা মৃত্তিকাপাত্রেতে অনেক জলধারা পতন করিলে শীঘ্র দাহান্বিত জ্বরকে নাশ করে। ৭৯। হরীতকী তিলতৈল ঘৃত মধু একত্রে অবলেহ করিয়া সেবন করিলে কাস রক্তপিত্ত বীসর্প শ্বাস এবং বমি এই সকল রোগ নাশ হয়।৮০। গুলঞ্চ চিরতা বালা বেণারমূল ছোটমুথা তেউড়ী আমলা দুরালভা বাসক খেতপাপড়া ইহাদিগের ক্বাথে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া শরীরে আবৃত করিলে দাহ নাশ হয়। ৮১। তক্রে সংসিদ্ধ অথচ শীতল বস্ত্র দাহ নাশক। দ্রাক্ষা আমলকী বাটার কুল্লিও করিবেক। ৮২। পাকাদাড়িম বীজ রসে ধনে বাটিয়া কবল করিবেক। ৮৩। দাহ বমিতে ক্ষীণ অথচ নিরাহারী তৃষ্ণাতে পীড়িত ব্যক্তিকে চিনি মধুযুক্ত খইচূর্ণ খাইতে দিবেক। লাজ তর্পণ সামান্যজ্বর চিকিৎসাতেও কথিত হইয়াছে।৮৪ মুগের যুষ অন্নমণ্ড চিনির সহিত পৈত্তিকজ্বরে দিবেক, অট্টালিকায় উত্তম পঙ্কের কর্ম্মেতে শুভ্র প্রকাশ এবং চন্দ্রের কিরণযুক্ত মলয় চন্দন জলসেচিত স্থানে পিত্তজ্বরী শয়ন করিবেক। ৮৫। ৮৬। হারশ্রেণী ও

চন্দনে শীতলানাং সুগন্ধপুষ্পাম্বর ভূষিতানাং। নিতম্বিনীনাং সুপযোধরাণামালিঙ্গনান্যাহ হরন্তি দাহং॥ ৮৭॥ বাপ্যাকমলহাসিন্যো জলপত্র গৃহাশুভাঃ। নার্য্যশ্চন্দন দিগ্ধাঙ্গ্যা দাহদৈন্য হরামতাঃ॥ ৮৮॥ ইতি পিত্তজ্বরাধিকারঃ। অথ শ্লেষ্মজ্বরাধিকার মাহ। তত্রশ্লেষ্মজ্বরস্য বিপ্রকৃষ্ট সন্নিকৃষ্ট কারণ কথন পূর্ব্বিকাং সংপ্রাপ্তিমাহ॥ ৮৯॥ শ্লেষ্মলাহার চেষ্টাভ্যাং কফ আমাশয়াশ্রয়ঃ। বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরকৃৎস্যাদ্রসানুগঃ॥৯০ কফস্য কোষ্ঠাগ্নি তেজসো রসৈর্নেতুং ন শক্যতে। পঙ্গুত্বাদাশংকাযাং জাতায়াং পিত্তস্যেবসিদ্ধতো বোদ্ধব্যঃ॥ ৯১॥ তস্য পূর্ব্বরূপমাহ। কফান্নাভিনন্দনমিতি। উৎপৎস্যতি কফজ্বরে অন্নানভিলাষঃস্যাৎ সচ শ্রমাদি পূর্ব্বকো ভবতি॥ ৯২॥

চন্দনে শীতলগাত্র অথচ সৌগন্ধিপুষ্প ও বস্ত্রভূষিতা ও উত্তম নিতম্বযুক্তা সুন্দরস্তনযুগলধারিণী স্ত্রীদিগের আলিঙ্গনে শীঘ্র দাহ নাশ করে। ৮.। প্রস্ফুটিত পদ্মান্বিতা এতাদৃশী দীর্ঘিকা সকল এবং জল ও পত্রযুক্ত গৃহ সকল, সুন্দরী এবং চন্দনম্রক্ষিতগাত্র নারীসকল রোগীর দাহরূপ দীনত্ব নাশ করে। ৮৮। পিত্তজ্বর চিকিৎসা কথনানন্তর শ্লেষ্মজ্বরাধিকার কহি। তাহাতে শ্লেষ্মজ্বরের দূর কারণ ও নিকট কারণ কথন পূর্ব্বক সংপ্রাপ্তি কহিতেছি। ৮৯। শ্লেষ্মাদায়ক যে আহার ও বিহার, তদ্দ্বারা কফ আমাশয়াশ্রিত হইয়া কোষ্ঠাগ্নিকে বাহিরে নির্গত করিয়া রসযুক্ত জ্বরকারী হয়। হৃদয়াধ আমাশয় কফস্থান প্রধান, অপর বিশেষ স্থান প্রথম খণ্ডে কথন আছে। ৯০। কোষ্ঠাগ্নি তেজকে বাহ্যানয়ন কফের শক্তি হয় না, কফধাতু পঙ্গু হেতুক আশঙ্কাতে পিত্তের ন্যায় সিদ্ধি বোধনীয় হইয়াছে। ৯১। শ্লেষ্মকজ্বর পূর্ব্বরূপে শ্রমাদি সামান্যজ্বর পূর্ব্বরূপ গ্রহণ হইয়া অন্নে অরুচি হয়। ৯২। এই সকল চিহ্ন শ্লেষ্মজ্বরে হয়, আর্দ্রবস্ত্রাববেষ্টন গাত্রজ্ঞান, জ্বরের মন্দবেগ, সমর্থব্যক্তিরও কর্ম্মেতে উৎসাহরহিত,

শ্লেষ্মজ্বরস্য লক্ষণ মাহ। স্তৈমিত্যং স্তিমিতোবেগ আলস্যং মধুরাস্যতা। শুক্লমূত্র পুরীষত্বং স্তম্ভ স্তৃপ্তিরথাপি চ॥ গুরু শীত- মুখক্লেদো রোমহর্ষোঽতিনিদ্রতা। প্রতিশ্যায়োঽরুচিঃ কাসঃ কফজেক্ষোশ্চ শুক্লতা॥৯৪॥ তথাচ। প্রসেকঃ পীড়কাঃ শীতাশ্ছর্দ্দি স্তন্দ্রোষ্ণকামনাং। কফেন লিপ্তহৃদয়ং ভবেদগ্নেশ্চ মন্দতা॥ ৯৫॥ অথ শ্লেষ্মজ্বর চিকিৎসা। শ্লেষ্মজ্বরিণো লঙ্ঘন বিধানে বিশেষ- মাহ। শ্লৈষ্মিকেদ্বাদশাহেনজ্বরে যুঞ্জীত ভেষজমিতি॥৯৬॥ ঔষধ- মাহ। পিপ্পল্যাদি কষায়স্তু কফজে পরিপাচনং। পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং গজপিপ্পলী॥ নাগরং চিত্রকং চব্যং রেণুকৈলাজমোদিকা। সর্ষপো হিঙ্গুভার্গীচ পাঠেন্দ্রযবজীরকাঃ॥ মহানিম্বশ্চ মূর্ব্বাচ বিষাতিক্তা বিড়ঙ্গকং। পিপ্পল্যাদি গণোহ্যেষঃ কফমারুতনাশনঃ॥ গুল্মশূলারুচিহরো দীপনশ্চামপাচনঃ॥১০০॥ পিপ্পল্যাদি ক্বাথঃ।

মিষ্টমুখত্ব, শুক্লবর্ণ মূত্র ও বিষ্ঠা হয়, অঙ্গের জড়িমা, আহার করিবার অভিলাষ, কিন্তু ভোজন করিতে অসমর্থ, শরীরের ভার, শীত হয়, মুখ ক্লেদযুক্ত লোমাঞ্চ,নিদ্রাতিশয়, মুখ নাসিকাতে জলস্রাব, অরুচি, অন্নাকাঙ্ক্ষারহিত, কাস, চক্ষুর শুক্লবর্ণতা। ৯৪। শ্লৈষ্মিকজ্বরে এক একটী লক্ষণও হয়, মুখ নাসিকা স্রাব হয়, গাত্রে ব্রণ হয়, গাত্র শীতল, বমি, তন্দ্রা এবং উষ্ণ ইচ্ছা, কফলিপ্ত হৃদয়, অগ্নিমান্দ্য।৯৫। শ্লেষ্মজ্বরীর লঙ্ঘন বিধানেতে বিশেষ কথিত হইতেছে। শ্লৈষ্মিক জ্বরে দ্বাদশ দিবসে ঔষধ দিবেক। ৯৬। পিপ্পল্যাদিগণের পাচন কফজ্বরনাশন। পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপুল, শুণ্ঠী, চিতা- মূল, চৈ, রেণুক, যমানী, সর্ষপ, হিঙ্গু, বামনহাটী, আকনাদি, ইন্দ্র- যব, জীরা, মহানিম, মুর্ব্বামূল, আতইচ, কটুকী ও বিড়ঙ্গ ২০ খানি মিলিত ২ তোলা পাচনবৎ ক্বাথ বাতশ্লেষ্মানাশক এবং গুল্মরোগ বেদনা অরুচিনাশক, অগ্নিদীপ্তকারক, আমপাচক হয়। ১০০। (মহানিম যাহারে ঘোড়ানিম বলে)। মধু আর পিপুল একত্রে অবলেহ

ক্ষৌদ্রোপকুল্যাসংযোগঃ শ্বাসকাসজ্বরাপহঃ। প্লীহানং হন্তিহিক্কাঞ্চ বালানামপি শস্যতে॥ ১০১॥ পিপ্পলীং ত্রিফলাংবাপি সমভাগাং জ্বরীলিহন্। মধুনাসর্পিষাচাপি কাশী শ্বাসী সুখীভবেৎ॥১০২॥ কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণাচ মধুনা সহ। শ্বাসকাস জ্বরহরো লেহঃ কফবিনাশকৃৎ॥১০৩॥ কট্‌ফলং পৌষ্করংশৃঙ্গী যবানী কারবীতথা। কত্রয়ংচ সর্ব্বানি সমভাগানি কারয়েৎ॥ আর্দ্রক স্বরসৈলেহ্য মধুনা বা কফজ্বরী। শ্বাসকাসারুচিশ্ছর্দ্দিক শ্লেষ্মানিলনিবৃত্তয়ে॥ ১০৫॥ অষ্টাঙ্গাবলেহঃ। সিন্ধুবারদলক্কাথং কণাচূর্ণ কফজ্বরে। জংঘয়োশ্চাবলেক্ষীণে কর্ণেচাপিহিতেপিবেৎ॥ ১০৬॥ যবানী পিপ্পলীবাসা তথাশ্বত্থস্য বল্কলং। এষাং ক্বাথং পিবেৎ কাসে শ্বাসেচ কফজে জ্বরে॥ ১০৭॥ বাসাক্ষুদ্রামৃতা-

করিয়া ভক্ষণ করিলে শ্বাসকাসযুক্ত জ্বর নাশ করে এবং প্লীহা নষ্ট করে, হিক্কা আর বালকদিগের ও প্রশস্ত ঔষধ শ্বাস কাসাদিতে দিবেক। ১০১। পিপুল, হরীতকী, বয়ড়া ও আমলা সমভাগে মধু আর ঘৃত সহিত অবলেহ করিয়া কাস ও শ্বাসরোগগ্রস্তব্যক্তি ভক্ষণ করিলে রোগ হইতে মুক্ত হয়।১০২। কট্‌ফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল সমভাগে মধুর সহিত অবলেহ করিলে শ্বাস কাস কফ বিনাশ হয়।১০৩। চতুর্ভদ্রাবলেহ। কট্‌ফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, যমানী, কৃষ্ণজীরা ও শুঁঠ পিপুল, মরিচ সমভাগ আদাররসে কিম্বা মধুর সহিত অবলেহে কফজ্বর শ্বাস কাস অরুচি বমি বাতশ্লেষ্মা নিবৃত্তি কারণ হয়। ১০৫। নিসিন্দাপত্র ২ তোলা পাচনবৎক্বাথ, পিপুল গুঁড়া ।৹ তোলা কফজ্বরে জঙ্ঘাদ্বয়ের বলহানিতে অর্থাৎ হাঁটুবলায়ে এবং কর্ণকুহর বদ্ধ থাকিলে পান করিলে নাশ হইবেক। ১০৬। যমানী, পিপুল, বাসকমূল ও অশ্বত্থছাল মিলিত ২ তোলা পাচনবৎক্বাথ পান করিবেক, কাস এবং শ্বাসযুক্ত কফজ্বর নাশ হয়। ১০৭। বাসকমূল, ও কণ্টিকারি ও গুলঞ্চ মিলিত ২

ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণজ্বরকাসহৃৎ ॥ ১০৮ ॥ মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং কারবীকণা। চিত্রকং কট্‌ফলং কুষ্ঠংসসুগন্ধিবচাশিবা ॥ কণ্টকারী জটাশৃঙ্গী যবানী পিচুমর্দ্দকঃ। এষাং ক্বাথোহরত্যেব জ্বরংসোপদ্রবং কফাৎ ॥ ১০৯ ॥ মরিচাদি ক্বাথঃ। বাতজ্বরাধিকারোক্ত কল্পতরুরসোপি। শ্লেষ্মজ্বরে দাতব্য স্তস্যকফব্যাধিহরত্বাৎ। ১১০॥ সিন্ধুত্রিকটুরাজীভিরার্দ্রকেন কফেহিতঃ। কবল ইতি শেষঃ ॥ ১১১ ॥ অথান্নমাহ। মুদ্গাযূষোদনোদেয়ো জ্বরেকফ সমুত্থিতে ॥ ১১২ ॥ ইতি শ্লেষ্মজ্বরাধিকারঃ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-দর্পণে দ্বিতীয় খণ্ডে বাতপিত্তকফজ্বরলক্ষণ চিকিৎসা কথনৈক বিংশত্যুল্লাসঃ।

অথ বাতপিত্ত জ্বরাধিকার।

তস্যসংপ্রাপ্তি পূর্ব্ববৎ। পূর্ব্বরূপমাহ। প্রাগ্রূপেবাতপিত্তস্য ভবতো বাতপৈত্তিকে ॥ ১ ॥ অথ বাতপিত্তজ্বরস্য লক্ষণ। তৃষ্ণা

তোলার ক্বাথ, মধু ।॥০ তোলাযুক্ত ভক্ষণে কাসজ্বর নাশ হয়। ১০৮। মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিতামূল, কট্‌ফল, কুড়, মহর্ব্বরিবচ, কণ্টকারি, জটামাংসী, কাকড়াশৃঙ্গী, জয়ান ও নিমমূল মিলিত ২ তোলা ক্বাথ কফের উপদ্রবযুক্ত জ্বর নাশ করে। ১০৯। বাতজ্বরাধিকারের কল্পতরু নামক রসায়ন ঔষধ কফজ্বরেও দিবেক। ১১০। নিসিন্ধাপত্র, ত্রিকটু শ্বেতবর্ষা সমভাগে চূর্ণ করিয়া আদার রসের সহিত গুলিয়া কফে কবল করিবেক, অর্থাৎ কুল্লি করিবেক। ১১১। মুগের যুষ আর অন্ন কফজে জ্বরে দিবেক। ১১২।

অনন্তর বাতপিত্ত জ্বরাধিকার। তাহার সংপ্রাপ্তি অর্থাৎ জন্ম পূর্ব্বের মত লক্ষণ হয়। সেই বাত পিত্তজ্বরের পূর্ব্বরূপ বাতিকজ্বরের পূর্ব্বরূপের ন্যায় লক্ষণ হয় পিত্তজ্বর পূর্ব্বরূপের লক্ষণ ও তাহাতে মিলিত হয়। ১। বাতপিত্তজ্বর দ্বন্দ্বজজ্বর, তাহার এই

মূর্চ্ছা ভ্রমোদাহ নিদ্রানাশ শিরোরুজঃ। কণ্ঠাস্য শোষোবমথু-
রোমহর্ষোরুচিস্তমঃ। পর্ব্বভেদশ্চ জৃম্ভাশ্চ বাতপিত্তজ্বরাকৃতিঃ॥৩
অথ বাতপিত্তজ্বর চিকিৎসা। বাতপিত্তজ্বরে দেয়মৌষধং
পঞ্চমেহনি॥ ৪ ॥ কিরাততিক্তমমৃতাং দ্রাক্ষামামলকীং
শঠীং। নিষ্কাথ্য সগুড়ং ক্বাথং বাতপিত্তজ্বরে পিবেৎ॥ ৫ ॥
গুড়ূচী পর্পটোমুস্তং কিরাতোবিশ্বভেষজং। বাতপিত্তজ্বরে-
দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভং॥ ৬ ॥ ত্রিফলাশাল্মলীরাস্না রাজবৃক্ষা
টরূষকৈঃ। শৃতমম্বুহরত্যাশুবাতপিত্ত ভবং জ্বরং॥৭॥ ত্রিফলাদি
ক্বাথঃ। মধুকংসারিবা দ্রাক্ষা মধুকংচন্দনোৎপলং। কাশ্মরী-
ফলকং লোধ্রত্রিফলা পদ্মকেশরং॥৮॥ পরূষকং মৃণালঞ্চ
ক্ষিপেৎ সংচূর্ণ্যবারিণা। নিষেবিতং শিতাক্ষৌদ্রলাজযুক্তস্তু

লক্ষণ হয়, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রম, দাহ, নিদ্রানাশ, মস্তকবেদনা, কণ্ঠদেশ
এবং মুখের শুষ্কতা বমি লোমাঞ্চ শরীর, অরুচি, অন্ধকার স্থানে
প্রবিষ্ট ন্যায় জ্ঞান, পর্ব্বস্থান সন্ধিস্থান ভঙ্গ জ্ঞান বেদনা ও হাই উঠা।
৩। অনন্তর বাতপিত্তজ্বরের চিকিৎসা কথিত হইতেছে। বাতপিত্ত-
জ্বরে পঞ্চম দিবসে ঔষধ দিবেক। ৪। চিরাতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আম-
লকী ও শঠী মিলিত ২ তোলা ক্বাথ চিনি ৷৹ তোলা বাতপিত্তজ্বরে
পান করিবেক। ৫। ইতি কিরাতাদি ক্বাথঃ। গুলঞ্চ, খেতপাপড়া
মুথা, চিরাতা ও শুণ্ঠী মিলিত ২তোলা ক্বাথ বাতপিত্তজ্বরে দিবেক।৬
পঞ্চভদ্রক। হরীতকী, বয়ড়া, আমলা, শিমুলছাল, রাস্না, সোদাল-
ফল ও বাসক মিলিত ২ তোলা ক্বাথ বাতপিত্ত জ্বরনাশক হয়। ৭
যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, মযুলপুষ্প, রক্তচন্দন, হেলার ফুল, বাসক
মূল, গাম্ভারিফল, লোধকাষ্ঠ, ত্রিফলা, পদ্মেরকেশর, ফলসা ফল ও
বেণার মূল মিলিত ২ তোলার ক্বাথ মধুচিনি ৷৹ তোলা খইচূর্ণ ৷৹
তোলা দিয়া ভক্ষণ কিম্বা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জলে গুলিয়া
চিনি মধু খইচূর্ণ ভক্ষণ করিবেক। বাতপিত্তজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা,

তং পিবেৎ ॥ ৯ ॥ বাতপিত্তজ্বরং দাহং তৃষ্ণা মুর্চ্ছারুচি ভ্রমান্ ॥ সময়েদ্রক্তপিত্তঞ্চ জীমূতমিবমারুতঃ ॥১০॥ অথান্নমাহ। মুদ্গা-মলকযূষস্তু বাতপিত্তজ্বরেহিতঃ। মহাদাহে প্রদাতব্যো যূষশ্চণক সংভবঃ ॥ ১১ ॥ দাড়িমামলকমুদ্গা সংভবো যূষ উক্ত ইতি বাত পৈত্তিকে। কফপিত্তহরামুদ্গাঃ কারবেল্লা দয়স্তথা ॥১২॥ প্রায়েণ নচতেদেয়া বাতপিত্তোত্তরে জ্বরে। দত্বাস্তুজ্বরবিষ্টম্ভ শূলোদা-বর্ত্তকারিণঃ ॥ ১৩ ॥ ইতি বাতপিত্ত জ্বরাধিকারঃ।

অথ বাতশ্লেষ্ম জ্বরাধিকার।

তস্য সংপ্রাপ্তি পূর্ব্ববৎ জ্বরক্রূদ্রসানুগঃ। পূর্ব্বরূপং মিলিত বাতশ্লেষ্মণো লিঙ্গং ॥ প্রাগপে বাতকফয়োঃ স্যাতাং বাতকফ-জ্বরে ॥ ১৪ ॥ তস্য লক্ষণমাহ। স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাংভেদো নিদ্রা-গৌরব মেবচ ॥ ১৫ ॥ শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ স্বেদাপ্রব-

অরুচি ও ভ্রম নাশ করে,যেমন বায়ু মেঘকে নাশ করে তদ্রূপ ।৮-১০ তাবদ্দ্রব্য চূর্ণ ৮ তোলা ৪৮ তোলা জলে গুলিয়া খাইবেক। মুগ আর আমলকীর যূষ বাতপিত্তজ্বরে হিতকারি। অত্যন্ত দাহেতে ছোলার যূষ হিত হয়। ১১। দাড়িম, আমলকী ও মুগ ইহাদিগের যূষ বাতপিত্তজ্বরে উক্ত। মুগ কফপিত্তহর কেবল মুগ এবং করলাদি বাতপিত্ত প্রধান জ্বরে প্রায়ই দিবে না ; যদি দেয়, তবে জ্বরবিষ্টম্ভ হয়, অর্থাৎ জ্বর স্থির থাকে, বেদনা এবং উদাবর্ত্ত করে, অর্থাৎ ঊর্দ্ধ-গত বায়ু হয়, তাহাতে মল মূত্র বায়ু ত্যাগ হয় না। ১২। ১৩।

অনন্তর বাতশ্লেষ্মজ্বরাধিকার তাহার জন্ম পূর্ব্ববৎ রসযুক্তবায়ু হইয়া কফজ্বর করে। বাতশ্লেষ্মাজ্বরের পূর্ব্বরূপ বাতিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বরের পূর্ব্বরূপ মিলিত লক্ষণ হয়। ১৪। বাতশ্লেষ্মজ্বরে এই সকল চিহ্ন হয়। গাত্রে আর্দ্রবস্ত্র বেষ্টনবৎ বোধ হয়, পর্ব্বভেদ, নিদ্রা, শরীরভার, মস্তক বেদনা, মুখ নাসিকাতে জলস্রাব, কাস, ঘর্ম্মের

র্দ্দনং। সন্তাপোমধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ ॥ ১৬ ॥ তথাচ ॥ শিরোগ্রহঃ স্বেদভবশ্চকাসো জ্বরস্যলিঙ্গং কফবাতিকস্য ॥ ১৭ ॥ নন্নুস্বেদঃ পিত্তস্যধর্ম্ম অতএব কথং পিত্তজ্বরে কণ্ঠৌষ্ঠমুখনাসানাং পাকঃস্বেদশ্চ জায়ত ইত্যুক্তঃ ॥ ১৮ ॥ তস্মাৎ বাতশ্লেষ্মজ্বরে স্বেদস্যাতি প্রবৃত্তিঃ। উচ্যতে বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধত্বান্নদোষইতি প্রকৃতি সমবায়স্য বিকৃতি বিষমসমবায়স্যচায়মর্থঃ। প্রকৃত্যা হেতুভূতায়া সমকারণানুরূপঃ সমবায়ঃ কার্য্যকারণভাবঃ সম্বন্ধঃ প্রকৃতি সমবায়ঃ কারণানুরূপং কার্য্যনিতি যাবৎ ॥১৯॥২০ যথা প্রকৃতৈ র্যথাস্থিতৈঃ শুক্লৈস্তন্তুভিঃ সমবায় কারণৈরারব্ধঃ পটঃ শুক্লএব ভবতি ॥ ২১ ॥ যথাচ প্রকৃতেন কেবলেন বাতেন পিত্তেন কফেন বা জনিতো জ্বরো বাতাদ্যুচিতৈ র্ধর্ম্মৈর্ব্বমথু

অতিশয় প্রবৃত্তি, জ্বরসন্তাপ মধ্য জ্বরবেগ ও মধ্যম হয়। ১৫। ১৬। মস্তক বেদনা, ঘর্ম্মাগম, কাস, কফবাতজ্বরের এই চিহ্ন। ইতি হারীত বচনং। ১৭। ঘর্ম্ম পিত্তধর্ম্ম, অর্থাৎ পিত্তজ্বরেতে কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখ নাসায় ক্ষত হয়, এবং ঘর্ম্ম জন্মে, এই উক্ত আছে। অতএব বাতশ্লেষ্মাজ্বরে ঘর্ম্মের অতিশয় প্রবৃত্তি কিরূপে সঙ্গত হয় এই প্রশ্নটি হইতেছে। ১৮। সমাধান কথিত হইতেছে। বিকৃতি বিষম কারণানুরূপ কার্য্যপ্রযুক্ত দোষ নাই। প্রকৃতি সমবায় কারণানুরূপ কার্য্য এই যে, শুক্লধর্ম্ম শুক্লের, লোহিতের লোহিত ধর্ম্ম হয়। বিকৃতি বিষম সমবায় বিষম কারণানুরূপ কার্য্য, যথা হরিদ্রা আর চূর্ণ একত্র করিলে লোহিতবর্ণ হয়, সুতরাং বাতশ্লেষ্মজ্বরে ঘর্ম্ম প্রবৃত্তি বিকৃতি বিষম সমবায়ারব্ধ জানিহ। প্রকৃতি হেতুদ্বারা সমান কারণের অনুরূপ অর্থাৎ সদৃশ কার্য্য,কারণ কার্য্য ভাবসম্বন্ধ প্রকৃতি সম সমবায় কারণানুরূপ কার্য্যই যাবৎ হয়। ১৯। ২০। যেমন প্রকৃতি, স্থিত, শাদা সুতা, তাহাতে সমবায় কারণেতে আরব্ধ কার্য্যস্বরূপ যে পট, অর্থাৎ বস্ত্র সে শুভ্রই হয়। ২১। যেমন প্রকৃত কেবল বায়ু কি

রোগাধিক্য স্তৈমিত্যাদির্ভবতি ॥ ২২ ॥ বিকৃতিবিষম সমবায়ঃ বস্তু বিকৃত্যা হেতুভূতয়া বিষমঃ কারণানুরূপং। সমবায়ঃ। যথা সংযোগাদ্বিকৃতা হরিদ্রাচুর্ণাভ্যাং হেতুভূতাভ্যাং বিষমঃ কারণানুরূপো লোহিতো বর্ণো জায়তে তথা যোগেন বিকৃতাভ্যাং বাতশ্লেষ্মাভ্যাং হেতুভূতাভ্যাং বিষমকারণানুরূপাবদবস্থাতি প্রবৃত্তি রিতি সিদ্ধান্তঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ অথ ॥ বাতশ্লেষ্মজ্বরস্য চিকিৎসা। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ঔষধং নবমেহনি ॥ ২৫ পিপ্পলী পিপ্পলীমুল চব্য চিত্রকনাগরৈঃ। দীপনীয়ঃ স্মৃতোবর্গো বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ ॥ ২৬ ॥ কোলমাত্রোপযোগিত্বাৎ পঞ্চকোলমিদং স্মৃতং। তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফবাতনুৎ।

পিত্ত কি কফ কর্তৃক জাত যে জ্বর বাতাদির উচিত যে ধর্ম্ম বমি বেগাধিক্য কি স্তৈমিত্যাদি তাহাই হয়। ২২। বিকৃতি বিষম সমবায় কি বিকৃতি হেতুভূত দ্বারা বিষম কারণের অনুরূপ সমবায় অর্থাৎ সম্বন্ধ। বিষম সংয়োগ হেতুক বস্তু বিকৃত হয়, যেমন হরিদ্রা ও চূর্ণ বিষম সংযোগ দ্বারা বিষম কারণের অননুরূপ অর্থাৎ পরস্পর উভয়ের স্বরূপ ভিন্ন আগন্তুক লোহিতবর্ণ হয়, সেইরূপে বাতশ্লেষ্ম সংযোগ হেতু বিষম কারণের অননুরূপ উভয়ে আত্মস্বরূপাবস্থা পরিত্যাগে ভিন্ন অবস্থার অতি প্রবৃত্তি হয়। ২৩। ২৪। অনন্তর বাতশ্লেষ্মজ্বরের চিকিৎসা। বায়ু,কফজ্বরে নবম দিবসে ঔষধ দিবেক। ২৫। পিপুল পিপুলের মুল চৈ চিতামুল শুণ্ঠী মিলিত ২ তোলা পাচন বাতশ্লেষ্মজ্বরনাশক এবং অগ্নিদীপ্তিকারক হয়। ২৬। ইতি পঞ্চকোল কষায়ঃ। তোলা প্রমাণ মাত্রা যোগ হেতু ইহার নাম পঞ্চ কোল অর্থাৎ কোল শব্দে তোলার নাম। এভাবতা এক তোলা পাচন পাকার্থ জল ১৬ তোলা, শেষ ৮ তোলা থাকিতে খাইবেক, কিম্বা পঞ্চ দ্রব্যেতে ৫ তোলা /১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া।০ পোয়া থাকিতে সেবন করিবেক। ইহার গুণ তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণ, অগ্নিদীপ্ত

গুল্ম প্লীহোদরানাহ শূলাদ্যং পিত্তকোপনং॥ ২৭॥ কিরাত বিশ্বামৃতবল্লিসিংহিকা কণাকণামূল রসোনসিংহকৈঃ কৃতঃকষায়োবিনিহন্তিসত্বরং জ্বরং সমীরসকফাৎ সমুচ্ছ্রিতং॥ ইতি কিরাতাদি ক্বাথঃ॥ ২৮॥ পিপ্পল্যাদিগণ ক্বাথং পিবেদ্বাতকফজ্বরী। নাতঃপরং কিঞ্চিদস্তি জ্বরে ভেষজমুত্তমং॥ ইতি পিপ্পল্যাদি ক্বাথঃ॥ ২৯॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চব্য চিত্রক নাগরং। বচাসাতিবিষাজাজী পাঠবৎসকরেণুকং॥ কিরাততিক্তকোমূর্ব্বা সর্ষপং মরিচানি চ। কটফলং পুষ্করং ভার্গী বিড়ঙ্গং পর্পটাহ্বয়ং॥ শুষ্কমূলং বৃহৎসিংহা শ্রেয়সী স দুরালভা॥ দীপ্যকশ্চাজ মোদা চ কাকনাসা স হিঙ্গুকা। এতানি সমভাগানি গণএষোষ্টবিংশতিঃ। এষাংক্বাথো নিপীতঃস্যাদ্বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ॥ হন্তিবাতং তথাশীতং প্রস্বেদমতিবেপথুং। প্রলাপঞ্চানি তন্দ্রাঞ্চ রোমহর্ষে রুচৌতথা॥ মহাবাতেহপতন্ত্রেচ শূলত্বে সর্ব্ব-

কারক শ্রেষ্ঠ, বাতশ্লেষ্মনাশক, গুল্ম, প্লীহা, উদর, আনাহ, মল মূত্র বদ্ধ ও বেদনাদি নাশ করে এবং কিঞ্চিৎ পিত্তকোপ হয়। ২৭। চিরাতা শুণ্ঠী গুলঞ্চ কণ্টিকারি পিপুল পিপুলমূল রসুন বাসক মিলিত ২ তোলা পাচন শীঘ্র বাতশ্লেষ্মজ্বরকে নষ্ট করে। ২৮। পিপ্পল্যাদির ক্বাথ বাতশ্লেষ্মজ্বরী পান করিবেক, বাতশ্লেষ্মজ্বরে ইহার পর উত্তম ঔষধ আর কিছু নাই। ২৯। এবং পিপ্পল্যাদি ক্বাথ শুদ্ধ কফজ্বরেও লিখিত হইয়াছে। পিপুল পিপুলমূল চৈ চিতামূল শুঁঠ বচ আতইচ জীরা আকনাদি কুরচিছাল রেণুক চিরাতা মুরগামূল, সর্ষপ মরিচ, কটফল কুড় বামনহাটী বিড়ঙ্গ খেতপাপড়া বৃহৎকণ্টিকারি, রাস্না, দুরালভা, যমানী, বনযমানী, কেলেকড়া, হিং, শুষ্কমূলা, এই ২৮ আটাইশখানি দ্রব্য মিলিত ২তোলা পাচন বাতশ্লেষ্ম জ্বরনাশক, বায়ু, শীত এবং ঘর্ম্ম অতিশয় কম্প নাশ করে ও প্রলাপ অতিশয় তন্দ্রাকেও নষ্ট করে, রোমাঞ্চ শরীরে এবং অরুচি

গাত্রজে। পিপ্পল্যাদি মহাক্বাথো জ্বরে সর্ব্বত্র পূজিতঃ॥ ইতি মহাপিপ্পল্যাদি ক্বাথঃ॥ ৩৫॥ দশমূলীরসঃ পীতঃ কণাঢ্যঃ কফ বাতজে। জ্বরেঽবিপাকে নিদ্রায়াং পার্শ্বরুক্ শ্বাসকাসকে॥ ইতি দশমূলী ক্বাথ॥ ৩৬॥ পিপ্পলীভিঃ শৃতং তোয়মনভিষ্যন্দি-পাচনং। বাতশ্লেষ্মজ্বরংহন্তি সেবিতং প্লীহনাশনং॥ ৩৭॥ সূতকং টঙ্গণং ভৃষ্টং গন্ধং শুদ্ধং সমং সমং। দ্বিগুণং সূতকন্দেয়ং জৈপালন্তনভর্জ্জিতং॥ সৈন্ধবং মরীচং হিঙ্গু ত্বক্ক্ষীরং শর্করা-পিচ। প্রত্যেকং সূততুল্যংস্যাজ্জম্বীরৈর্মর্দ্দয়েদ্দিনং॥ সূর্য্যশে-খর নামায়ং রসোগুঞ্জাদ্বয়োমিতং। ভক্ষিতস্তপ্ততোয়েন বাত-শ্লেষ্মজ্বরাপহঃ॥ ইতি সূর্য্যশেখর রস॥ ৪০॥ স্বেদোদ্গমে ভৃষ্ট-কুলত্থচূর্ণ নিপাতনং শস্তমিতি। ব্রুবন্তি॥ ৪১॥ জীর্ণং লবণস্য-

চিতে মহাবায়ুতে অপতন্ত্রবাত ব্যাধিতে বেদনাশূলে সকল শরীর প্রাপ্ত বেদনাতে ও সকল জ্বরেতেই ইহা প্রশস্ত হয়। ৩৫। সোণা-ছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল গামারিমূল ও শ্রীফলমূল। (সর্ব্বত্র মূল অপ্রাপ্তে ছাল লইবে,) কণ্টিকারি গোখুরি ব্যাকুড় শালপাণি, চাকুলে, এই দশখানি মিলিত ২ তোলা পাচন পিপ্পলীচূর্ণ ।০ তোলা দিয়া খাইবেক, ইহা বায়ু কফজ্বরে অবিপাকে নিদ্রাধিক্যে পার্শ্ব-বেদনাতে এবং শ্বাস কাসে প্রশস্ত হয়। ৩৬। কেবল পিপুল ২ তোলা পাচন ভক্ষণে স্রোতধার ক্লেদ হয় না, অর্থাৎ নাড়ীপথ পরি-ষ্কার হয়, বাতশ্লেষ্মাজ্বর এবং প্লীহাজ্বর নাশ করে। ৩৬। শুদ্ধপারা ১ ভাগ, ভাজা সোহাগা ১, শুদ্ধগন্ধক ১, ভাজা জয়পাল বীজ ২ ভাগ, সৈন্ধব ১, মরিচ ১, তিন্তিড়িছালের ক্ষার ১, বংশলোচন ১, চিনি ১, এই সকল মিলিত দ্রব্য গোঁড়ানেবুর রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটী করিবেক, তপ্তজলে গুলিয়া খাইবেক, ইহাতে বাতশ্লেষ্মাজ্বর নাশ হয়। ৪০। ঘর্ম্মাগমে ভাজা কুলথ-কলাই চূর্ণ করিয়া গাত্রে দিবেক। ৪১। পুরাতন লবণপাত্র চূর্ণ ভক্ষণে

ভাঞ্জনং সংচূর্ণিতং স্বেদহরং ॥ ৪২ ॥ মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী পথ্যা-লোধ্রপৌষ্করং। ভুনিম্বং কটুকাকুষ্ঠ খর্জ্জূরো লিঙ্গিকাশ্‌ঠী ॥ এতানি সমভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ। এতদুদ্ধূলনং শ্রেষ্ঠং শ্রোতোবং স্বেদনির্গমে ॥ ৪৪ ॥ ভুনিম্বং কারবীতিক্তা বচাকট্‌-ফলঙ্গং রজঃ। এষামুদ্ধূলনং শস্তং সন্ততে স্বেদ সংস্রবে ॥ ৪৫ ॥ পূর্ব্বোক্তো বালুকাস্বেদোপাত্র সমুচিতঃ। যত উক্তং। পীনস শ্বাসকাস বাধির্য্যে জংঘা পার্শ্বাস্থি শূলিনি। বাতশ্লেষ্ম জ্বরে-স্বেদং কারয়েৎ তদ্বিধানবিৎ ॥৪৬॥ মাতুলুঙ্গফল কেশরোদ্ধৃতঃ সিন্ধুজন্ম মরিচান্বিতোমুখে হন্তিবাতকফ রোগমাস্যগং শোষ মাশু জড়তা মরোচকং ॥ ইতি কবলঃ ॥৪৭॥ অথান্নমাহ। মহত্যা পঞ্চমুল্যান্নং সম্যক্‌সিদ্ধং চিকিৎসকঃ। নবমেদিবসেদদ্যাৎ জ্বরে-

ঘর্ম্মনাশ হয়। ৪২। মরিচ পিপুল শুঁঠ হরীতকী লোধকাষ্ঠ কুড় চিরাতা কটকী কুড়খেজুর পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি শঠী এই সকল দ্রব্য সমভাগে সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া ঘর্ম্মাগমে মাখিলে ঘর্ম্ম ভাল হয়। ৪৪। চিরাতা কৃষ্ণজীরা কটকী বচ কট্‌ফল, ইহাদিগের চূর্ণ ঘর্ম্মাগমে গাত্রে মাখা কর্ত্তব্য। ৪৫। পূর্ব্ব কথিত বাতাধিকারে বালুকাস্বেদ এস্থানে কর্ত্তব্য, যেহেতু উক্ত আছে পীনস অর্থাৎ নাসারোগ শ্বাসরোগ কাসরোগ বধিররোগ অর্থাৎ যারে কালা বলে, জঙ্ঘা বেদনা এবং পার্শ্ববেদনা অস্থি বেদনাতে ও বাতশ্লেষ্মাজ্বরে স্বেদ-বিধানজ্ঞাত বৈদ্য স্বেদ দিবেন, স্বেদ অর্থাৎ অগ্নিতাপ। ৪৬। টাবালেবুর-ফলের কেশর সৈন্ধব ও মরিচ, ইহার দ্বারা মুখে কবল করিলে, বাতশ্লেষ্ম রোগ, মুখের শোথ এবং জড়তা, অরুচি নাশ হয়। ৪৭। বাতশ্লেষ্মাজ্বরের আহার কহিতেছেন, চিকিৎসক মহৎ-পঞ্চমূলী দ্বারা পাচিতান্ন বায়ুকফজ্বরে নবম দিবসে আহার দিবেক, সোণা শ্রীফল পারুল গাম্ভারি গণিয়ারি মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ-

বাত বলাসজে ॥ ৪৮ ॥ অথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাধিকারঃ তস্য বিপ্রকৃষ্টকারণ পূর্ব্বিকা সংপ্রাপ্তি পূর্ব্ববৎ। পূর্ব্বরূপমাহ। প্রাগ্রূপে পিত্তকফৌঃ স্যাতাং পিত্তকফজ্বরে ॥৪৯॥ অথ তস্য লক্ষণমাহ। লিপ্ততিক্তাস্যতা তন্দ্রা মোহঃ কাসোরুচিস্তৃষা। মুহুর্দাহো মুহুঃ-শীতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ ॥ ৫০ ॥ অথ চিকিৎসামাহ। পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বরেদেয়মৌষধং দশমেহনি ॥৫১॥ গুড়ূচী নিম্বধন্যাক চন্দনং কটুরোহিণী। গুড়ূচ্যাদিরয়ং ক্বাথঃ পাচনো দীপনঃ স্মৃতঃ ॥৫২ তৃষ্ণাদাহারুচিচ্ছর্দ্দি পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ। ইতি গুড়ূচ্যাদি পাচনং ॥ ৫৩ ॥ অমৃতাকটুকারিষ্ট পটোলঃ ঘনচন্দনং। নাগ-রেন্দ্রযবং চৈতদমৃতাষ্টকমীরিতং ॥ ক্বথিতং সকর্ণাচূর্ণং পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরাপহং। হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি তৃষ্ণাদাহ নিবারণং ॥ ইতি অমৃ-তাষ্টক পাচনং ॥ ৫৪। ৫৬। কণ্টকার্য্যমৃতা ভার্গী বিশ্বমিন্দ্র

জল /৪ সের, শেষ /২ সের, ঐ জলে পাক করিয়া দিবেক। ৪৮। অনন্তর পিত্তজ্বরাধিকার। ইহার নিদান অর্থাৎ কফ ও পিত্তজ্বরের পূর্ব্বরূপ মিলিত ইহার লক্ষণ হয়, নয়নের দাহ এবং অন্নে অরুচি হয়। ৪৯। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের এই সকল চিহ্ন মুখ শ্লেষ্মালিপ্ত বোধ হয়, এবং তিক্তমুখ, নিদ্রার ন্যায় গ্লানি, তন্দ্রা, অর্দ্ধোন্মীলন নেত্রতা, মূর্চ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, মুহুর্মুহু দাহ এবং শীতও মুহুর্মুহু হয়। ৫০। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের চিকিৎসা কথিত হইতেছে। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে দশম দিনে ঔষধ দিবেক। ৫১। গুলঞ্চ নিম্বমূলের ছাল ধনে রক্ত-চন্দন কট্‌কী মিলিত ২ তোলা পাচন অগ্নিদীপনকারী এবং তৃষ্ণা দাহ অরুচি ও ছর্দ্দি পিত্তশ্লেষ্মজ্বরনাশক হয়। ৫২। ৫৩। গুলঞ্চ কট্‌কী নিম পল্‌তা মুথা রক্তচন্দন শুণ্ঠী ও ইন্দ্রযব, এই আটখানি দ্রব্য ২ তোলা পাচন, পিপুলের গুঁড়া ॥০ অর্দ্ধ তোলার সহিত ভক্ষণে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নাশ হয় ও উপস্থিত বমিভাব অরুচি এবং বমি তৃষ্ণা দাহ নিবারণ করে। ৫৪-৫৬। কণ্টিকারি গুলঞ্চ বামনহাটী শুণ্ঠী

যবাসকং ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণীং। বিপাচ্য পায়য়েৎ ক্বাথং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহং। দাহ তৃষ্ণারুচিছর্দ্দি কাস-শূল নিবারণং॥ কণ্টকার্য্যাদি ক্বাথঃ ॥৫৭॥ নাগরোশীর বিল্বাব্দ ধান্যমোচরসাম্বুভিঃ। কৃতঃ ক্বাথো ভবেৎকল্কী পিত্তশ্লেষ্মজ্বরা-পহঃ॥ ৫৮॥ দীপনং কফবিচ্ছেদি বাতপিত্তানুলোমনং। জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদিশৃতং ধান্যপটোলয়োঃ॥ ইতি ধান্য পটোলং ॥৫৯ পটোলং চন্দনং মূর্ব্বা তিক্তাপাঠামৃতাগণঃ। পিত্তশ্লেষ্মারুচি-শ্চর্দ্দি বিষকণ্ডূজ্বরাপহঃ॥ ৬০॥ পটোলাদি পাচনং। পটোলং চন্দনং মুস্তং ধন্যা কোশীর পর্পটং। রোহিণী বালকং শুণ্ঠী ক্বাথমেষাং পিবন্ জয়েৎ॥ সর্ব্বান্ জ্বরানম্লপিত্তং পিত্তাসৃক দাদ-শূলকং। ইতি বৃহৎ পটোলাদি ক্বাথং॥ ৬১॥ সশর্করা মক্ষ-মাত্রাং কটুকাঞ্চোষ্ণবারিণা। পিত্তাজ্বরং জয়েজ্জন্তুঃ পিত্তশ্লেষ্ম

ইন্দ্রযব দুরালভা চিরাতা রক্তচন্দন মুথা পল্তা ও কট্কী, ইহা-দিগের ২ তোলার ক্বাথ পান করাইলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নাশ হয়, দাহ তৃষ্ণা অরুচি ছর্দ্দি কাসি শূল নিবারণ করে। ৫৭। শুঁঠ বেণার মূল বেলছাল মুথা ধনে ও মোচরস, ইহার ২ তোলার ক্বাথ করিয়া তাহাতে ঐ সিটি বাটিয়া গুলিয়া খাইলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর নাশ হয়। ৫৮। ইতি নাগরাদি ক্বাথঃ। ধনে ১ তোলা, পল্তা ১ তোলা, ইহার পাচন অগ্নিদীপক, কফকে বিচ্ছেদ করে; বায়ু পিত্তের অনু-লোমকারক, জ্বরনাশক এবং পাচক ও ভেদক হয়। ৫৯। পল্তা রক্তচন্দন মুরগামূল কট্কী আকনাদি গুলঞ্চ মিলিত ২ তোলার ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর ও অরুচি বমি কণ্ডূজ্বরনাশক হয়। ৬০। পল্তা, রক্তচন্দন, মুথা, ধনে, বেণারমূল, খেতপাপড়া, কট্কী, বালা ও শুণ্ঠী মিলিত ২ তোলা পাচন পান করিলে, সকল জ্বর, রক্ত-পিত্ত, অম্লপিত্ত, দাহ ও শূলরোগ নাশ হয়। ৬১। চিনি ১ তোলা কটকী ১ তোলা বাটিয়া উষ্ণজলে গুলিয়া খাইলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর-

সমুদ্ভবং ॥ ৬২ ॥ সযত্র পুষ্পবাসাযারসঃ ক্ষৌদ্রসিতাযুতঃ। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরংহন্তি সাস্রপিত্তং সকামলং ॥ ৬৩। অথান্নমাহ। কষায়াঃ পরিপীতস্তু শৃঙ্গবের পটোলয়োঃ। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরবতো দাহ কণ্ডূ হরোভবেৎ ॥ ৬৪ ॥ পটোলধান্যয়োর্যূষঃ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ। ইতি পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরা ধিকারঃ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে দ্বিতীয়খণ্ডে দ্বন্দ্বজ্বরাধিকার দ্বাত্রিংশতুল্লাসঃ।

তৃতীয় খণ্ডঃ।

অথ সন্নিপাত জ্বরাধিকারমাহ। তত্র সন্নিপাতজ্বরস্য বিপ্রকৃষ্টসন্নিকৃষ্টকারণ কথন পূর্ব্বিকাং সম্প্রাপ্তিমাহ ॥ ১ ॥ প্রাগপাণি ত্রিদোষাণাং স্যুস্ত্রিদোষজ্বরে নৃণাং। সন্নিপাতজ্বরস্য সামান্যানিলক্ষণান্যাহ ॥ ২ ॥ ক্ষণেদাহঃ ক্ষণে শীতমস্থিসন্ধি

জ্বর বিনাশ হয় ॥ ৬২ ॥ ইতি কটুকীকল্কঃ। সেই কটকীকল্ক চিনি মধুযুক্ত প্রয়োগে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর এবং রক্তপিত্ত কামলান্বিত জ্বরনাশক হয় এবং বাসকপুষ্পরস ৪ তোলা চিনি ২ তোলা মধু ২ তোলা মিশ্রিত ভক্ষণে পূর্ব্বরূপ গুণ করে। ৬৩। আদা আর পটোলের যূষ যুক্ত অন্ন পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিশিষ্ট দাহকণ্ডূহর হয় ।৬৪ ॥

অনন্তর সন্নিপাতিক জ্বরাধিকার কহিতেছি। প্রথমতঃ সন্নিপাত জ্বরের দূর কারণ ও নিকটকারণ কথনপূর্ব্বক সম্প্রাপ্তি অর্থাৎ ব্যাধির উৎপত্তি কথিত হইতেছে। ১। বায়ু পিত্ত কফের যে বিশেষ পূর্ব্বরূপ ত্রৈদোষিকজ্বরেও তৎসমুদয় হইয়া থাকে, শ্রমাদি পূর্ব্বক তৃষ্ণাত্যর্থ চক্ষুর্দ্দাহ, অন্নে অরুচি প্রভৃতি সন্নিপাতকজ্বরের এই সামান্য লক্ষণ জানিহ।২। সন্নিপাতজ্বরের এইরূপ চিহ্ন হয়। ক্ষণেকদাহ, ক্ষণেক শীত হয়, অস্থি ও সন্ধিস্থান ও মস্তকের বেদনা,

শিরোরুজা। সাস্রাবেকলুষেরক্তে নির্ভগ্নেচাপি লোচনে ॥ ৩ ॥ সস্বনৌ সরুজৌকর্ণৌকণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ। তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্চাসারুচিভ্র্মঃ ॥ ৪ ॥ পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বাস্রস্তাঙ্গতা পরা। ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোম্মিশ্রিতস্য চ। ৫। শিরসো লোঠনং তৃষ্ণা নিদ্রানাশো হৃদিব্যথা। স্বেদমূত্রপুরীষাণাং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ ॥ ৬ ॥ কৃশত্বং নাতিগাত্রাণাং প্রততঃ কণ্ঠকূজনং। কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মন্দলানাঞ্চ দর্শনং ॥ ৭ ॥ মুকত্বং স্রোতসাং পাকো গুরুত্বমুদরস্য চ। চিরাৎ পাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ ॥ ৮ ॥ ননুবাতাদয়ঃ পরস্পর

চক্ষুর্দ্বয় সজল এবং রক্তবর্ণ ও কোটরাক্ষ অর্থাৎ অন্তরপ্রবিষ্ট, চক্ষু বসে যাওয়া, অথবা বিস্ফারিত অর্থাৎ চাহিয়া থাকে, কাহার অন্য প্রকারও হয়, কর্ণদ্বয়সশব্দ বেদনাযুক্ত হয়, কণ্ঠদেশ শূকাবৃত বোধ অর্থাৎ শোয়াপোকা লাগার ন্যায় জ্ঞান হয়, কিম্বা ধান্যাগ্রসংলগ্নবৎ, নিদ্রাবৎ গ্লানি, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, ভ্রমের লক্ষণ বারম্বার পূর্ব্বোল্লিখিত হইয়াছে, স্বদেহ ভ্রমণ কিম্বা চক্রের ন্যায় কোন দ্রব্য ঘুরিতেছে, এইরূপ বোধ ও জিহ্বা দগ্ধ হয়, অথবা খরস্পর্শ অর্থাৎ খরখরে হয়, আর লিপ্ত বোধ হয়, জিহ্বাতে হস্ত সহে না, রক্ত এবং পিত্তের ষ্ঠীবন হয় অর্থাৎ কফ মিশ্রিত রক্তপিত্ত উঠে, মস্তক ইতস্ততঃ চালনা করে, তৃষ্ণা ও নিদ্রা নাশ হয়, ঘর্ম্ম ও মুত্র এবং বিষ্ঠা চিরকালে অল্প হয়, অর্থাৎ বহু বিলম্বে কষ্টে পরিত্যক্ত হয়, শরীর কৃশ হয় না; নিরন্তর কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ হয়, গাত্রে বোল্‌তা কামড়ের ন্যায় মণ্ডলাকার রক্তবর্ণ স্ফীত হয় এবং শ্যামবর্ণ ও মণ্ডলাকার অর্থাৎ কালবর্ণ, ঈষৎ শাদাবর্ণ মিশ্রিতও হয়, বাক্য কহিতে পারে না, কষ্টে অল্পবাক্য কহে, নাড়ীসকলের পাক হয়, ক্ষত হয় কিম্বা নাড়ী শুষ্ক ভাব অতি ক্ষীণ হয়, উদরে ভার জন্মে, বায়ুপিত্ত কফের পাক বহুকালে হয়, কিম্বা স্রোত সক-

বিরুদ্ধগুণা স্তেষাং সংভূয়ৈকত্র কার্য্যারম্ভকত্বং নোপলভ্যতে পরস্পরোপঘাতাৎ দহনতুহিনয়োরিব তৎকথং বাতপিত্তকফা বিকারোৎপাদকাঃ ॥ ৯।১০ ॥ অত্র সমাধানমুক্তং দৃঢ়বলেন বিরুদ্ধৈরপিনত্বেতে গুণৈর্ঘ্নন্তি পরস্পরং। দোষাঃ সহজসাত্ম্যত্বাৎ বিষং ঘোর মহীনিব ॥১১॥ গদাধরস্ত্বাহ। দৈবাদ্দোষভাবাদ্বা দোষাণাং সন্নিপাতিকে। বিরুদ্ধৈশ্চগুণৈঃ কৈশ্চিন্নোপঘাতঃ পরস্পরং॥১২॥ ননুভিন্নচয় প্রকোপকালানাং বাতপিত্তকফানাং যুগপদুত্থানা-

লের ও কর্ণ নাসা মুখাদির পাক হয়, এবং ক্ষত হয়॥ ৩—৮॥ বাতপিত্ত কফের পরস্পর বিরুদ্ধগুণ, অতএব ইহাদিগের বিরুদ্ধ একত্রে কার্য্যারম্ভ কিরূপে হয়? অগ্নি জলের ন্যায়, পরস্পর নাশক গুণ বিশিষ্ট হয়। বায়ু পিত্ত রুক্ষগুণে কফ শুষ্ক হইতে পারে, কফের শীতলগুণে বায়ুপিত্ত নাশ হইবার সম্ভব, সেই হেতু কি প্রকারে বায়ু পিত্ত কফ ইহারা বিকারোৎপাদক হইতে পারে। ৯। ১০। এ স্থানে উত্তর দ্বারা সমাধান করিয়াছেন, দৃঢ়বল দ্বারা বায়ু পিত্ত কফ বিরুদ্ধগুণে জ্বরোৎপত্তি কালে পরস্পর নাশক গুণাবলম্বন করেনা, যেহেতুক তাহারা তৎকালে সহজ হয়, অর্থাৎ একত্রে জন্মে, সুতরাং স্বাত্ম্য স্বকীয় আত্মীয়তা গুণে কেহ কাহার বিরোধি হয় না। যেমন ভয়ানক বিষ শরীরে থাকিয়াও সর্পকে নাশ করে না, তদ্রূপ জানিহ। ১১। ভিষক্ গদাধর কহেন, দৈবাধীন কিম্বা দোষস্বভাব হেতুক দোষদিগের একত্র মিলনে বিরুদ্ধগুণ দ্বারা পরস্পর উপঘাত করে না। ১২। সঞ্চয়কালে এবং প্রকোপকালে বায়ু পিত্ত কফের এককালে উৎপত্তির অভাব, ইহাতে কি রূপে মিলিয়া নিয়ত জ্বরারম্ভক হয়? যেহেতু বায়ু সঞ্চয়কালে পিত্ত কফের সঞ্চয় হয় না, এবং পিত্ত কফের সঞ্চয়কালে বায়ুর সঞ্চয় হয় না, এবং বায়ুর প্রকোপ স্থানে পিত্ত কফের প্রকোপ হয় না, এবং পিত্ত কফের প্রকোপকালে বায়ু প্রকোপ হয় না, এককালে বায়ুপিত্ত কফের

ভাবাৎ কথং সংভূয়সংন্দিয়তৈ জ্বরারম্ভকত্ব মুপপদ্যতে। ১৩। উচ্যতে ত্রিদোষজনক নিদানবলেন যুগপদেষাং প্রকোপাদিতি সিদ্ধান্তঃ॥ ১৪। অথ সামান্য সন্নিপাতজ্বরস্য ত্রয়োদশ বিশেষ মাহ। একোর্ল্বণাত্রয়স্তেস্যুরুল্বণাশ্চ তথেতিষট্। উল্বণশ্চভবেদেকো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তসপ্তমৈঃ॥ ১৫। প্রবৃদ্ধমধ্যহীনৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চষট্। সন্নিপাতজ্বরস্থৈবংস্যুর্ব্বিশেষা স্ত্রয়োদশ॥১৬॥ ভালুকি তন্ত্রে। তেষাং নামানি ক্রমাদাহ। বিস্ফারকঃ শীঘ্রকারী কম্পনো বভ্রসংজ্ঞকঃ। শীঘ্রকারী তথাভল্লুঃ সপ্তমঃ কূটপাকলঃ। সংমোহকঃ পাকলশ্চ যাম্যঃ ক্রকচইত্যপি।

সঞ্চয় কি প্রকোপ কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? ।১৩। সমান রূপ ত্রিদোষজনক যে নিদান অর্থাৎ ত্রৈদোষিক কারণ বলদ্বারা, এককালে ত্রিদোষ প্রকোপ হয়, এই হেতু এই সিদ্ধান্ত স্থির করা যায় যে, কোন কোন দ্রব্য ত্রিদোষজনক, কোন কোন দ্রব্য ত্রিদোষ নাশক হয়, তৎসেবন জন্য এককালে ত্রিদোষ কুপিত হইয়া থাকে। ১৪। সামান্য সন্নিপাতজ্বরের ত্রয়োদশ প্রকার বিশেষ কহিতেছেন। বাতিক পৈত্তিক শ্লেষ্মিক এই তিন মিলিত উল্বণ হয়; বাতপিত্তোল্বণ বাতকফোল্বণ পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ এই তিন মিলিত এই ছয় প্রকার হয়, বাতপ্রধান, পিত্তমধ্যম, কফহীন। পিত্ত প্রধান, বায়ু মধ্যম, কফ হীন। কফ প্রধান, পিত্তমধ্যম, বায়ু হীন, বায়ুপ্রধান, কফ মধ্যম, পিত্তহীন। পিত্তপ্রধান, কফ মধ্যম, বায়ু হীন। কফ প্রধান,বায়ুমধ্যম, পিত্তহীন, এই ছয় প্রকার হয়; রোগের অবস্থাভেদে পরস্পার বায়ুপিত্ত কফের সমান প্রাধান্যতা হয়। এই ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বর বিকার তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ নাম হয় ১৫। ১৬। ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতের নাম ক্রমে কথিত হইতেছে। বিস্ফারক ১, শীঘ্রকারী ২, কম্পন ৩, বভ্র ৪, শীঘ্রকারী ৫, ভল্লুক ৬, কুটপালক ৭, সংমোহক ৮, পাকল ৯, যাম্য

ততঃ কর্কটকঃ প্রোক্ত স্ততোবৈদারিকোঽভিধঃ॥ ১৭। ১৮॥ বাতোল্বণস্থ লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ। এষবিস্ফারকো-নামা সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ॥ ১৯॥ অতীসারো ভ্রমমূর্চ্ছা মুখ-পাকস্তথৈবচ। গাত্রেচ বিন্দবোরক্তা দাহোতীব প্রজায়তে॥২০। পিত্তোল্বণস্থ লিঙ্গানি সন্নিপাতস্থ লক্ষয়েৎ। ভিষগ্‌ভিঃ সন্নি-পাতোয় মাশুকারী প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২১॥ জড়তা গদ্গদাবাণী রাত্রৌনিদ্রা ভয়ত্যপি। প্রস্রবেৎ নয়নেচৈব মুখমাধুর্য্যমেব চ। ২২। কফোল্বণস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ। মুনিভিঃ সন্নিপাতোয় মুক্তঃ কম্পনসংজ্ঞকঃ॥ ২৩॥ বাতপিত্তাধিকো-যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি। তস্যজ্বরো মদস্তৃষ্ণা মুখশোষ প্রমীলকাঃ॥ ২৪॥ আধ্মান মরুচিস্তন্দ্রা শ্চাসকাস ভ্রমশ্রমাঃ। মুনিভির্ব্বভ্র নামায়ং সন্নিপাত উদাহৃতঃ॥ ২৫॥ বাতশ্লেষ্মা-

১০, ক্রকচ ১১, কর্কট ১২, বৈদারিক ১৩। কেহ কহেন, যাম্যস্থানে সংগ্রাম, কর্কট স্থানে কর্কোটক ইতি পাঠঃ। ১৭। ১৮। বায়ু প্রকোপের লক্ষণ যে সন্নিপাতে লক্ষ্য হয়, তাহার নাম বিস্ফারক, এ অত্যন্ত কঠিন সন্নিপাত হয়। ১৯। পিত্তোল্বণসন্নিপাতজ্বর বিকা-রের লক্ষণ, যে তাহাতে অতীসার, ভ্রম, মূর্চ্ছা মুখেপাক অর্থাৎ ক্ষত শরীরে রক্তবিন্দু সকল দেখা যায় এবং অতিশয় ক্লেশ বা মৃত্যু দায়ক হয়। বৈদ্যগণ তাহাকে আশুকারী সন্নিপাত কহেন।২০।২১। শরীরের জড়তা, গদগদবাক্য, রাত্রিতে নিদ্রা হয়, চক্ষুতে জল স্রাব হয় ও মুখের মিষ্টতা; কফোল্বণ সন্নিপাতের এই লক্ষণ, মুনিগণেরা ইহাকে কম্পন নামক উল্বণ কহেন। ২২। ২৩। বায়ু এবং তৃষ্ণা, মুখশোষ প্রকৃষ্টরূপে মীলকনেত্র হয়, অর্থাৎ চক্ষুবুজে থাকে, আধ্মান, অরুচি, তন্দ্রা, শ্বাস, কাস, ভ্রম, শ্রমবোধ হয় অর্থাৎ ক্লান্ত হয়। মুনিগণেরা ইহাকে বভ্র সন্নিপাত কহেন। ২৪। ২৫। বাতশ্লেষ্মাধিক সন্নিপাত যাহার প্রকোপ হয় তাহার শীতজ্বর হয়।

ধিকেযস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি। তস্য শীতজ্বরোমূর্চ্ছা ক্ষুত্তৃষ্ণ পার্শ্বনিগ্রহঃ ॥ ২৬ ॥ শূলমস্বিদ্য মানস্য হিক্কাশ্বাসশ্চ জায়তে অসাধ্যঃ সন্নিপাতোহ্যং শীঘ্রকারীতিকথ্যতে ॥২৭॥ নহি জীবত্য-হোরাত্র মনোনারিষ্টবিগ্রহঃ ॥ ২৮ ॥ পিত্তশ্লেষ্মাধিকোযস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি। অন্তর্দাহে বহিঃ শীতঃ তস্যতৃষ্ণা প্রবর্দ্ধতে। তুদ্যতে দক্ষিণং পার্শ্ব মুরঃ শীর্ষগলগ্রহাঃ। ষ্ঠীবতি শ্লেষ্মপিত্তঞ্চ কৃচ্ছ্রাৎকণ্ঠশ্চদুহ্যতে ॥ ২৯ ॥ বিড্‌ভেদশ্বাসহিক্কাশ্চ বর্দ্ধন্তে সপ্রমীলকাঃ। ঋষিভির্ভল্লু নামায়ং সন্নিপাত উদাহৃতঃ ॥ ৩০ ॥ বাতপিত্তশ্লেষ্মাধিকস্য লক্ষণমাহ। সর্ব্বদোষো-ল্বণো যস্য সন্নিপাতপ্রকুপ্যতি। ত্রয়াণমপিদোষাণাং তত্রৰূপাণি লক্ষয়েৎ ॥ ৩১। ৩২ ॥ ব্যাধিভ্যো দারুণশ্চৈব বজ্রশস্ত্রাগ্নি

মূর্চ্ছা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পার্শ্ববেদনা, তাহাতে যদি তাপ না দেয়, তবে বেদনা অধিক হয়, হিক্কা এবং শ্বাস হয়, এই সন্নিপাত অসাধ্য ইহার নাম শীঘ্রকারি অর্থাৎ অহোরাত্র বাঁচে না, ইহাতে নিয়ত মরণৰূপ চিহ্ন জানিহ। ২৬।—২৮। পিত্তশ্লেষ্মাধিক সন্নিপাত যাহার প্রকোপ হয়, তাহার অন্তর্দাহ বাহ্যে শীত হয় এবং তৃষ্ণা অতিশয় হয়, দক্ষিণপার্শ্বে বেদনা জন্মে, বক্ষঃস্থল, মস্তক ও গলদেশে বেদনা হয়, অতিকৃচ্ছ্রে, শ্লেষ্মা, এবং পিত্ত ষ্ঠীবন হয়, কণ্ঠদেশ দুয়মান হয় অর্থাৎ কণ্ঠদেশে দোহনবৎ পীড়া, বিষ্ঠা ভেদ ও শ্বাস হিক্কা বৃদ্ধি হয়, চক্ষু বুজে থাকে। মুনিরা ইহাকে ভল্লুক নামা সন্নিপাত কহেন। ২৯। ৩০। সকল দোষোল্বণ সন্নিপাত যাহার প্রকোপ হয়, তাহার তিন দোষের ৰূপ দেখিবেক, সকল ব্যাধি হইতে এই ব্যাধি দারুণ ভয়ানক বজ্র এবং অস্ত্র অগ্নিতুল্য, কেবল নিঃশ্বাস বড় হয়, অঙ্গস্তব্ধ, ও চক্ষুঃস্তব্ধ হয়, ত্রিরাত্রের পর এই ব্যাধি মনুষ্যের জীবন নাশ করে। সেই অবস্থায় তাহাকে দৃষ্ট করিয়া সচ মনুষ্যগণে এই বিশেষ নহে, যে, রাক্ষসকর্ত্তৃক

সন্নিভঃ। কেবলোচ্ছ্বাস পরম স্তব্ধাঙ্গস্তব্ধলোচনঃ॥ ৩৩ ॥ ত্রিরা-ত্রাৎ পরমেতস্য জন্তোর্হরতি জীবিতং। তদবস্থাস্তু তং দৃষ্ট্বা মূঢ়োব্যাহরতেজনঃ ॥৩৪॥ ধর্ষিতো রাক্ষসৈর্নূন মবেলায়াঞ্চরন্তি যে। অম্বয়াক্রুবতে কেচিৎ দক্ষিণ্যাব্রহ্মরাক্ষসৈঃ ॥ ৩৫ ॥ পিশাচৈর্গুহ্যকৈশ্চৈব তথা নৈর্ম্মস্তকেহতং। কুলদেবার্চ্চনাহীনং ধর্ষিতং কুলদৈবতৈঃ ॥ ৩৬ ॥ নক্ষত্রপীড়ামপরে গদকর্ম্মেতিচাপরে। সন্নিপাতমিমং প্রাহুর্ভিষজঃ কর্কটকাহ্বয়ং ॥ ৩৭ ॥ প্রবৃদ্ধ মধ্যহীনৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চযঃ। তেনরোগাস্তএবোক্তা যথাদোষ বলাশ্রয়াঃ॥ ৩৮ ॥ প্রলাপাদয় সংমোহকম্প মূর্চ্ছা-রতিভ্রমাঃ। একপক্ষাভিঘাতশ্চ তত্রাপ্যেতদ্বিশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥ এষ সংমোহকোনাম্না সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ ॥ ৪০ ॥ নন্নুবাতঃ

নিশ্চিত ধর্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ যে সকল রাক্ষস রাক্ষসী অবেলাতে চরে, সেই সময়ে রাক্ষস আক্রমণ করে, কেহ কহে, দক্ষিণ মাতৃকা (ডাকিনী বা ডাইনী) আক্রমণ করিয়াছে। কেহ কহে, ব্রহ্ম রাক্ষস এবং পিশাচ ও গুহ্যক কর্ত্তৃক মস্তকে আঘাত হইয়াছে, অপরে কহে, কুলদেবপূজাহীন জন্য কুলদেবতা কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়াছে। অন্যে কহে, যে, ইহা নক্ষত্রদোষিত পীড়া, কেহ বা কহে ইহা রোগের ধর্ম্ম। এই প্রকার সন্নিপাতকে বৈদ্যেরা কর্কট উল্বণ কহেন। ৩১—৩৭। প্রবল মধ্যম বলহীন বাতপিত্তকফ কর্ত্তৃক যে সন্নিপাত প্রকোপ হয়, তাহাতে সেই সকল রোগ যে দোষের যেমন বল সেইরূপ বলাশ্রয় চিহ্নযুক্ত হয়। যথা, কম্প, নিদ্রা; ও বিষ্টম্ভাদি বায়ুপ্রবল বাতিক সন্নিপাত; দাহ তৃষ্ণা উষ্ণতা স্বেদাদি পিত্তজ সন্নিপাত, গৌরব অগ্নিমান্দ্যোৎকাস ও মুখপ্রসেকাদি কফজ সন্নিপাত হয়, তাহাতেও প্রলাপাদি পক্ষঘাত বিশেষ হয়। ইন্দ্রিয়, মোহ কম্প, মূর্চ্ছা, অনবস্থিতচিত্ত ও ভ্রম জন্মে। এবং পক্ষঘাতে এই সকল চিহ্ন হয়, ইহার নাম সংমোহক সন্নিপাত, ইহা অতি দারুণ।

প্রবৃদ্ধঃ স্বরং করিষ্যতি। পিত্তস্তুমধ্যং সমমিতিযাবৎ। তৎ-কথংজ্বরং করিষ্যতি ॥ ৪১ ॥ যত আহ ধাতবস্তুমলাদোষা নাশ-য়ন্ত্যসমাস্তনুং। সমাঃ সুস্থায় বিজ্ঞেয়াবলায়ো পচয়ায়চ ॥৪২॥ উচ্যতে। অত্র পিত্তং মধ্যমমপি। অপ্রকৃত মেবাপনুৎকৃতয়ো-র্ব্বাত শ্লেষ্মণো র্বায়ুক্ষয়াৎ। মধ্যাস্তুমধ্যম মধ্য কুপিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ননুকফঃ ক্ষীণঃ সকথং জ্বরং করিষ্যতি হীনশক্তিকত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥ উচ্যতে। দোষাঃ ক্ষীণ। অপিব্যাধীন কুর্ব্বন্ত্যেব। যত আহ বাতক্ষয়েঽল্প চেষ্টাত্বং মন্দবাতং বিসংজ্ঞয়া ॥ ৪৫ ॥ পিত্তক্ষয়েঽধিকঃ শ্লেষ্মাবহ্নিমন্দঃ প্রভাক্ষয়ঃ। শিথিলাং সন্ধয়ো মূর্চ্ছা রৌক্ষং দাহঃ কফক্ষয়ইতি ॥ ৪৬ ॥ ইত্যাশঙ্কাং সিদ্ধান্ত-

৩৮—৪০। বায়ু প্রবৃদ্ধ হইলে শীঘ্র করিবেন, পিত্ত মধ্যম সমান এই দুইটা কেমন করিয়া জ্বর করিবে। ৪১। যেহেতু বৈদ্যেরা কহিয়াছেন যে, ধাতু সকল রসাদি এবং মল ও দোষ অসমান হইলে শরীরকে নাশ করে। সমান থাকিলে সুস্থ জানিবে, শরীরের বল-বৃদ্ধি নিমিত্তও হয়। অতএব কি প্রকারে হীন মধ্যাধিক বিকার হয়, এই আশঙ্কা জন্মে। ৪২। সমাধান কথিত হইতেছে। এ স্থানে পিত্ত মধ্যম প্রকৃত নয়, অবিনাশীকৃত যে বাতশ্লেষ্মা, ইহার মধ্যে বায়ুক্ষয় হইতে মধ্য ও অন্ত মধ্যম এবং কুপিত মধ্য হয়, এই হীন মধ্য বৃদ্ধের ভাব জানিহ। ৪৩। ক্ষীণকফ হীনশক্তি হেতুক কি প্রকারে সে কফজ্বর করিবেক। ৪৪। সমাধান উক্ত হইতেছে। দোষ ক্ষীণ হইলেও রোগ সকল হয়। যেহেতু কহিয়াছেন, যে, বায়ু-ক্ষয়ে শরীরের অল্প চেষ্টা মন্দবায়ুতে অজ্ঞানবিশিষ্ট হয়, পিত্তক্ষয়ে অধিক শ্লেষ্মা হয়, অগ্নি মন্দ হয় ও শরীরের দীপ্তি ক্ষয় হয়। কফ-ক্ষয়ে সন্ধি আল্গা হয়, মূর্চ্ছা হয়, শরীরের রুক্ষতা হয় এবং দাহ হয়। ৪৫। ৪৬। এই আশঙ্কার সিদ্ধান্ত অপর স্থানে কহিয়াছেন। মধ্যম বায়ুবৃদ্ধি পিত্ত হীন কফেতে যে সন্নিপাত হয় তাহাতে যে

শ্চাপরত্রাপি। মধ্য প্রবৃদ্ধহীনৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চযঃ ॥ ৪৭ ॥ তেনরোগাস্ত এবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ। মোহ প্রলাপ মূর্চ্ছাস্যুর্মন্যাস্তম্ভঃ শিরোগ্রহঃ ॥ ৪৮ ॥ কাসঃ শ্বাসো ভ্রমস্তন্দ্রা সংজ্ঞানাশোহৃদিগ্রহঃ। স্বেদোরক্তবিস্থজতি তন্দ্রাস্যাৎ কাচ-নেত্রতা ॥ ৪৯ ॥ তত্রাপ্যেতে বিশেষাঃস্যুর্মৃত্যুর্ব্বাপিত্রিবাস-রান্। ভিষগ্‌ভিঃ সংনিপাতোহয়ং কথিতঃ পাকলাভিধঃ ॥ ৫০ ॥ হীমপ্রবৃদ্ধমধ্যেস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ। তেন রোগাস্তএবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ ॥ ৫১ ॥ হৃদয়ং দহ্যতেচাস্য যকৃৎ প্লীহাচ ফুস্ফুসা। পচ্যতেহত্যর্থ মূর্চ্ছাধঃপূয় শোণিতনির্গতঃ ॥ ৫২ ॥ শীর্ণদন্তশ্চ মৃত্যুশ্চ তত্রাপ্যেতদ্বিশেষতঃ। ভিষগ্‌ভিঃ সন্নি-পাতোয়ং যাম্যনামা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৩ ॥ প্রবৃদ্ধহীনমধ্যেস্তু

সকল রোগ তদুক্তই হয়, যেমন দোষ বলের আশ্রয়, তদ্রূপ উপ-দ্রব। বিশেষ মোহ এবং প্রলাপ, মূর্চ্ছা ও মন্যাস্তম্ভ, বাতরোগ, ঘাড় বেদনা, মস্তক বেদনা, কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, অজ্ঞান, হৃদয় বেদনা, ঘর্ম্মে রক্তের গমন, তন্দ্রা ও কাচের মত চক্ষুঃ, ইহাতে এই সকল বিশেষ চিহ্ন হয়। এ অতি কঠিন সাধ্য, অথবা তিন দিবস পরে মৃত্যুও হইতে পারে, বৈদ্যেরা ইহাতে পাকল সন্নিপাত কহেন। ৪৭—৫০। হীনবায়ু, বৃদ্ধিপিত্ত ও মধ্যকফকর্ত্তৃক যে সন্নিপাত হয়, তাহাতে যে উপদ্রব উক্ত হইয়াছে, তাহাই হয়। অর্থাৎ বায়ুর উপদ্রব অল্প, পিত্তের উপদ্রব অধিক, কফের উপদ্রব মধ্যম হয়। অংশাংশ কল্পনাতে এতাদৃশ সর্ব্বত্রেই বিশেষ বিবে-চনা করা কর্ত্তব্য যে, এই সন্নিপাত যাহার হয়, তাহার হৃদয়ের দাহ এবং যকৃৎ ও প্লীহা ও ফুস্ফুস অর্থাৎ রক্তের পোঁপরা পচে যায় এবং অতিশয় মূর্চ্ছা হয়, মলদ্বার হইতে ক্রমে পূঁয রক্ত নির্গত হয়, দন্ত শীর্ণ হয় ও পরে মৃত্যু হইয়া থাকে। এ সন্নিপাতকে বৈদ্যেরা যাম্য কহেন। ৫১—৫৩। বৃদ্ধবায়ু, হীনপিত্ত ও মধ্যম

বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ॥ তেনরোগাস্তএবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ। প্রলাপোপগসংমোহ কম্পমূর্চ্ছা রতিভ্রমাঃ॥ ৫৪॥ মন্যাস্তম্ভেনমৃত্যুশ্চ তন্দ্রাপ্যেতদ্বিশেষতঃ। উক্তঃ ক্রকচ নামায়ং সন্নিপাতো ভিষগ্বরৈঃ। ত্রয়াণামপিদোষাণাং তত্র রূপাণি লক্ষয়েৎ॥ ৫৫॥ মধ্যহীন প্রবৃদ্ধৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চযঃ। তেনরোগাস্তএবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ॥ ৫৬॥ অন্তর্দ্দাহো বিশেষোহত্র নচ বক্তুং নশক্যতে। রক্তপালক্তকেনৈব লক্ষ্যতে মুখমণ্ডলং॥ ৫৭॥ যত্নেনাকর্ষিতঃ শ্লেষ্মাহৃদয়ান্নপ্রসিচ্যতে। ইষুণাবাহতং পার্শ্বং তুদ্যতেথন্যতেহপিবা॥ ৫৮॥ প্রমীলকশ্বাসহিক্কা বর্দ্ধতেতু দিনে দিনে। জিহ্বাদগ্ধা খরস্পর্শা গলঃশূকৈরিবাবৃতঃ॥ ৫৯॥ বিসর্গান্নাভি জানাতি কুজেচ্চাপি কপোতবৎ। অতীবশ্লেষ্মণাপূর্ণঃ শুষ্কবক্ত্রৌষ্ঠতালুকঃ॥ ৬০॥ তন্দ্রা নিদ্রাতি যোগার্ত্তোহতবাণৈহ তদ্যুতিঃ।

কফ কর্ত্তৃক যে সন্নিপাত হয়, তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত যে লক্ষণ তাহাই হয়। যেমন দোষের বলাশ্রয় সেইরূপ রোগ জন্মে, বিশেষ ইহাতে প্রলাপ, সংমোহ, ইন্দ্রিয় মনের মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি রহিত, অনবস্থিতচিত্ত, ভ্রম এবং তন্দ্রা মন্যাস্তম্ভ পরে মৃত্যু হয়। বৈদ্যেরা ইহাকে ক্রকচ নাম সন্নিপাত কহেন। ৫৪। ৫৫। মধ্যবায়ু, হীনপিত্ত ও বৃদ্ধকফজনক যে সন্নিপাত, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উক্ত বায়ু পিত্ত কফের যে উপদ্রব তাহাই হয়, ইদানীং কথিত তাহার বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাতে যেরূপ অন্তর্দাহ হয়, তাহা মুখে বলা যায় না, রক্তপানে এবং আলতা লাগাতে যেমন মুখ দেখা যায় তাদৃশ মুখ রক্তবর্ণ হয়। যত্নে আকর্ষণ করিলেও শ্লেষ্মা হৃদয় হইতে উঠে না, বাণেতে আহত হইলে যেমন বেদনা জন্মে সেই রূপ পার্শ্ববেদনা হয়, অর্থাৎ বাণবিদ্ধবৎ পার্শ্ববেদনা এবং যেন কেহ পার্শ্ব খনন করিতেছে, এতাদৃশ জ্ঞান হয়; চক্ষু বুজে থাকে, শ্বাস ও

নচাভিলভতে গ্লানিং বিপরীতানি চেচ্ছতি ॥ ৬১ ॥ আযম্যতেচ বহুশো রক্তংষ্ঠীবতি নিত্যশঃ। সচকর্কটকো নাম্না সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ ॥ ৬২। হীনমধ্য প্রবৃদ্ধৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ। তেনরোগাস্তএবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ ॥ ৬৩। অস্থিশূলং কটীতোদো মধ্যোদাহোরুজাভ্রমঃ। ভৃশং ক্লমঃ শিরোবক্তৃ মন্যাহৃদয়বাগ্রুজঃ ॥ ৬৪। প্রমীলকশ্বাসহিক্কা কাসজাড্যবিসংজ্ঞতাঃ। প্রথমোৎপন্নমেতন্তু সাধয়ন্তি কদাচনঃ ॥ ৬৫। এতস্মিন্ সন্নিবৃত্তেতু কর্ণমূলে সুদারুণা। পীড়ক জায়তেজন্তো যয়াকৃচ্ছ্রেণ জীবতি ॥ ৬৬। সবৈদারিক সংজ্ঞোহয়ং সন্নিপাতঃ

হিক্কা দিন দিন বৃদ্ধি হয়, জিহ্বা পোড়ার ন্যায় বোধ এবং খর স্পর্শ হয়, গলদেশ শোয়া লাগা অথবা ধানের অগ্রভাগ শোঁ লাগার ন্যায় বোধ হয়, বায়ু মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ হইলেও জানিতে পারে না। গলদেশে পায়রার মত শব্দ করে, অতিশয় শ্লেষ্মাপূর্ণ অথচ মুখশোষ, ওষ্ঠ শুষ্ক, তালুদেশ শুষ্ক, তন্দ্রা নিদ্রাবৎ গ্লানি এবং অতিশয় নিদ্রাতে পীড়িত হয়; শরাহত ন্যায় যন্ত্রণা বোধ ও শরীরের দীপ্তি হয়, গ্লানিলাভ অতিশয় হয় না, অথচ বিপরীত ইচ্ছা করে, বারম্বার মোহ হয়, নিত্যই মুখনাশাতে রক্ত উঠে। ইহার নাম কর্কটক সন্নিপাত, এ অতি ভয়ানক রোগ জানিহ।৫৬—৬২। হীনবায়ু,মধ্যপিত্ত ও বৃদ্ধকফ সম্ভব যে বিকার হয় তাহাতে যে সকল লক্ষণ,ইহারও অংশাংশরূপে সেইরূপ লক্ষণ হয়। রোগের যেমন অংশ যেমন বল তদাশ্রয় উপদ্রব ও লক্ষণান্বিত হয়। ৬৩—৬৬। ইহার বিশেষ লক্ষণ অস্থি বেদনা, কটিদেশ বেদনা, দাহ মধ্যম, সাধারণ বেদনা, ভ্রম, অতিশয় ক্লান্তচিত্ত, মস্তক মুখ ঘাড় হৃদয়পীড়া, বাক্যের জড়তা, চক্ষুবুজে থাকে, শ্বাস, হিক্কা, কাস, অজ্ঞানতা উৎপন্ন হয়, এ রোগ হইলে কদাচ সাধ্য হয় না, ইহার যদি সম্যক্ নিবৃত্তি হয়, তথাপি

সুদারুণঃ। ত্রিরাত্রাৎ পরমেতস্থব্যর্থমৌষধকল্পনং ॥ ৬৭ ॥ বিকৃতো নিয়মোনাস্তি। তেন বিকৃতি বিষমসমবায়া অনেক-প্রকারা ভবন্তি ॥ ৬৮। চরকেন পঠিতং। দ্ব্যুল্বণৈকোল্বণৈঃ ষট্স্যু হীনমধ্যাধিকৈস্তু ষট্। সমশ্চৈকোবিকারাস্তে সন্নিপাতা-স্ত্রয়োদশ ॥ ইতি বাগ্ভটঃ ॥ ৬৯। ভ্রমঃ পিপাসা দাহশ্চ গৌরবং শিরসোঽতিরুক্। বাতপিত্তোল্বণে বিদ্যাল্লিঙ্গং মন্দ কফজ্বরে ॥ ৭০। শৈত্যং কাসোঽরুচিস্তন্দ্রা পিপাসা দাহ রুক্ব্যথা। বাতশ্লেষ্মোল্বণেব্যাধৌলিঙ্গং পিত্তাবরেবিদুঃ ॥ ৭১। ছর্দ্দিঃ শৈত্যং মুহুর্দাহস্তৃষ্ণা মোহোঽস্থিবেদনাঃ। মন্দবাতে ব্যবস্যন্তি লিঙ্গং পিত্তকফোল্বণে ॥ ৭২। সন্ধ্যস্থিশিরসঃ শূলং প্রলাপো

কর্ণমূলে দারুণ শোথ জন্মে, যে শোথ দ্বারা কৃচ্ছ্রেতে জীবন রক্ষা পায়। এই সন্নিপাতের নাম বৈদারিক এ অতি সুকঠিন রোগ, ত্রিরাত্র পর্য্যন্ত ইহার চিকিৎসা, তৎপরে ঔষধ কল্পনা ব্যর্থ হয়। ৬৭। বিকৃতিতে নিয়ম নাই, সেই হেতুক বিকৃতি বিষম সমবায় আরব্ধ অনেক প্রকার লক্ষণ হয়। সন্নিপাতজ্বর বিকার নানা প্রকার, ইহার নানা মত হয়। ৬৮। সন্নিপাত ত্রয়োদশ প্রকার, দ্বিউল্বণ ৩, একোল্বণ ৩, হীন মধ্যমাধিক ৬, সমান উর্ল্বণ ১, এই ১৩ প্রকার কথিত, মতভেদে লিখিত হইতেছে। ৬৯। ভ্রম পিপাসা দাহ, শরীর ভার এবং মস্তকের বেদনা অতিশয়, বায়ুপিত্ত উল্বণের এই চিহ্ন, অর্থাৎ বাতপিত্তাধিক সান্নিপাতিকজ্বরে কফের অল্পতা হয়।৭০ বাতকফোর্ল্বণ সন্নিপাতজ্বরে শরীরের শীতল ভাব হয়, শীত ও কাস অরুচি তন্দ্রা পিপাসা দাহ ও শরীরের বেদনা, এই সকল চিহ্ন হয় কিন্তু পিত্ত হীনভাবে থাকে। ৭১। পিত্তশ্লেষ্মা প্রধান সন্নিপাতে বায়ুর হীনভাব, বমি শীত মুহর্দ্দাহ তৃষ্ণা মোহ ও অস্থিতে বেদনা, এই সব চিহ্ন হয়। ৭২। বাতোল্বণ সন্নিপাতে

গৌরবং ভ্রমঃ। বাতোল্বণে সন্নিপাতে তৃষ্ণাকণ্ঠাস্য শুষ্কতা ॥ ৭৩। রক্তবিন্মূত্রোদাহশ্চ স্বেদস্তৃড়্‌বলসংক্ষয়ঃ। মূর্চ্ছা চেতি ত্রিদোষেস্যাৎ লিঙ্গং পিত্তগরীয়সি ॥ ৭৪। আলস্যারুচিহৃল্লাস দাহবম্যরতিভ্রমৈঃ। কফোল্বণং সন্নিপাতং তন্দ্রাকাসেন চাদিশেৎ ॥ ৭৫। প্রতিশ্যাছর্দ্দিরালস্যং তন্দ্রারুচ্যগ্নিমার্দবং। হীনবাতে মধ্যপিত্তে লিঙ্গং শ্লেষ্মাধিকেমতং ॥ ৭৭। হারিদ্র মূত্রনেত্রত্বং দাহস্তৃষ্ণা ভ্রমোহরুচিঃ। হীনবাতে মধ্যকফে লিঙ্গং পিত্তাধিকেমতং ॥ ৭৭। শিরোরুগ্বেপথু শ্বাস প্রলাপছর্দ্দ্যরোচকাঃ। হীনপিত্তে মধ্যকফে লিঙ্গং বাতাধিকেবিদুঃ ॥ ৭৮। শীতকো গৌরবং তন্দ্রা প্রলাপোহস্থিশিরোতিরুক্। হীনপিত্তে বাতমধ্যে লিঙ্গং শ্লেষ্মাধিকেমতং ॥ ৭৯। বর্চোভেদোহগ্নির্দৌর্ব্বল্যং তৃষ্ণাদাহারুচিভ্রমঃ। কফহীনে বাতমধ্যেলিঙ্গং পিত্তাধিকে মতং ॥ ৮০। শ্বাসকাস প্রতিশ্যায়ো মুখশোষোহতি

সন্ধি, অস্থি মস্তক বেদনা হয়, প্রলাপ কহে, শরীর ভার, ভ্রম তৃষ্ণা ও মুখ শোষ হয়। ৭৩। রক্তবর্ণ বিষ্ঠা মূত্র হয়, দাহ ঘর্ম্ম তৃষ্ণা বলের ক্ষয় ও মূর্চ্ছা পিত্তপ্রধান সন্নিপাতে এই লক্ষণ হয়। ৭৪। আলস্য, অরুচি, উপস্থিত বমনভাব, দাহ ছর্দ্দি অনবস্থিতচিত্ততা, ভ্রম তন্দ্রা ও কাস, কফপ্রধান সন্নিপাতের এই লক্ষণ হয়। ৭৫। মুখ নাসিকাতে কফস্রাব, বমি, আলস্য তন্দ্রা অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য বায়ুহীন পিত্তমধ্যম কফাধিক্য সন্নিপাতের লক্ষণ হয়। ৭৬। প্রস্রাব ও নেত্র হরিদ্রাবর্ণ, দাহ তৃষ্ণা ভ্রম অরুচি হয়, বায়ুহীন মধ্যকফ পিত্তাধিক্যের এই লক্ষণ। ৭৭। মস্তক বেদনা কম্প শ্বাস প্রলাপ বমি অরুচি, অল্পপিত্ত মধ্যকফ বায়ু অধিকের এই লক্ষণ জানিহ। ৭৮। শীতভাব, শরীর ভারি হয়, তন্দ্রা প্রলাপ অস্থি ও মস্তক বেদনা ন্যূনপিত্ত বায়ুমধ্য শ্লেষ্মাধিকের এই মত লক্ষণ হয়। ৭৯। বিষ্ঠাভেদ অগ্নিমান্দ্য তৃষ্ণা দাহ অরুচি, ভ্রম,

পার্শ্বরুক্। কফহীনে পিত্তমধ্যে লিঙ্গং বাতাধিকে মতং ॥ ৮১। অতঃসুশ্রুতেনাপি অন্যাদৃশং সন্নিপাত লক্ষণ মুক্তং। নাত্যুষ্ণং শীতোল্পযুক্তো ভ্রান্ত প্রেক্ষীহত প্রভঃ। খরজিহ্বঃ শুষ্ককণ্ঠঃ স্বেদবিন্মূত্রবর্জ্জিতঃ ॥ ৮২। সাশ্রু নির্ভুগ্নয়নো ভক্তদ্বেষীহতস্বরঃ। শ্বসন্নিপতিতঃ শেতে প্রলাপোপদ্রবান্বিতঃ ॥ ৮৩। অভিন্যাসস্তুতং প্রাহুর্হতৌজসমথাপরে। সন্নিপাতজ্বরং কৃচ্ছ্রমসাধ্য মপরে জগুঃ ॥ ৮৪। অন্যথা পঠিতং তদ্যথা। বাতোল্বণঃ সন্নিপাতোযস্য জন্তোশ্চ প্রকুপ্যতি। তস্য তৃষ্ণাজ্বর-গ্লানি পার্শ্বরুক দৃষ্টিসংক্ষয়াঃ ॥৮৫। পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং দাহউরুঃ সাদোবলক্ষয়ঃ। সরক্তশ্চাস্য বিন্মূত্রং শূলং নিদ্রাবিপর্য্যয়ঃ ॥৮৬। নির্ভিদ্যতে গুদশ্চাস্য বস্তিশ্চ পরিকৃষ্যতে। আযম্যতে ভিদ্যতে চ

লঘুকফ মধ্যবায়ু পিত্ত শ্রেষ্ঠের এই লক্ষণ হয়। ৮০। শ্বাস কাস মুখ, নাসিকায় কফস্রাব মুখশোষ ও পার্শ্ববেদনা কফাল্প পিত্তমধ্য বায়ু অধিকের লক্ষণ হয়। ৮১। এরূপ অনেক প্রকারে সন্নি-পাতের লক্ষণ জানিহ। শরীর অতিশয় তপ্ত হয় না, অল্প শীত জ্ঞান হয়, ভ্রান্তচক্ষুঃ প্রভাহীন অর্থাৎ শরীর বিবর্ণ, জিহ্বা খর, কণ্ঠা শুষ্ক হয়, ঘর্ম্ম বিষ্ঠা মূত্র হয় না, চক্ষুঃ সজল এবং মগ্ননেত্র আহার প্রতি দ্বেষ ও স্বরভঙ্গ শ্বাসযুক্ত পতিত হইয়া শয়নে থাকা ও প্রলাপবাক্য, ইহার নাম অভিন্যাস কহেন, কেহ কহেন, হতৌজস, ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য কেহ উপদ্রবান্বিত সন্নিপাতকে অতি অসাধ্য কহেন, এতাবতা ভাবৎ লক্ষণ সম্পূর্ণ দৃষ্ট হইলে অসাধ্য কিঞ্চিৎ লক্ষণ ন্যূন হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। ৮৩। ৮৪। বাতো-ল্বণ সন্নিপাত যাহার প্রকোপ হয়, তাহার এই লক্ষণ দৃষ্টি করিবে। তৃষ্ণা জ্বর গ্লানি পার্শ্ববেদনা দৃষ্টির ক্ষয়, জঙ্ঘাবেষ্টন দাহ, উরুদেশে অবসাদ, বলের হ্রাস, রক্তবর্ণ মুখ ও অনিয়মিত বিষ্ঠা মূত্রত্যাগ হয়, শূল, নিদ্রানাশ, গুহ্যদ্বার ভঙ্গবৎ জ্ঞান, বস্তি-

হিক্কতে বিলপত্যপি ॥৮৭। মূর্চ্ছতে বেপতে রৌতি নামা বিস্ফূরকঃ স্মৃতঃ॥৮৮। পিত্তোল্বণঃ সন্নিপাতো যস্য জন্তোঃ প্রকুপ্যতি। তস্যদাহোজ্বরো ঘোরো বহিরন্তস্তু বর্দ্ধতে॥ ৮৯। শীতঞ্চ সেব্যমানস্য কুপ্যতঃ কফমারুতৌ। ততশ্চৈনং প্রবাধন্তে হিক্কা-শ্বাস প্রমীলকাঃ ॥৯০। বিসূচিকা পর্ব্বভেদঃ প্রলাপো গৌরবং ক্লমঃ। নাভিপার্শ্বরুজাতস্য স্বিন্নস্যাশুবিবর্দ্ধতে॥ ৯১। স্বিদ্য-মানস্য রক্তঞ্চ শ্রোতোভ্যঃ সংপ্রপদ্যতে। শূলেন পীড্যমানস্য তৃষ্ণাশ্বাসশ্চ বর্দ্ধতে ॥৯২। অসাধ্য সন্নিপাতোহয়ং শীঘ্রকারীচ কথ্যতে। নহিজীবত্যহোরাত্র মেতেনারিষ্ট বিগ্রহঃ॥ ৯৩। কফোল্বণঃ সন্নিপাতোযস্য জন্তোঃ প্রকুপ্যতি। তস্য শীতজ্বরঃ-স্বপ্ন গৌরবালস্যতন্দ্রয়ঃ॥ ৯৪। ছর্দ্দি মূর্চ্ছা দাহ তৃষ্ণা তৃপ্ত্য-

দেশে দূরিমান জ্ঞান এবং আকর্ষণরূপ বোধ, অর্থাৎ নোয়াইয়া ফেলার ন্যায় ভঙ্গ বোধ, হিক্কা হয়, বিলাপ করে, মূর্চ্ছা ও কম্প হয়, রোদন করে, এই বিকারের নাম বিস্ফূরক। ৮৫—৮৮। পিত্তোল্বণ সন্নিপাত যে মনুষ্যের হয়, তাহার ভয়ানকরূপ দাহ যুক্ত বাহ্যাভ্যন্তরে জ্বরবৃদ্ধি পায়। শীতল আচরণ করিতে বায়ু কফ বৃদ্ধি হয়, তাহার পর এ মনুষ্যকে হিক্কা শ্বাসে চক্ষু মুদ্রিত করিতে দেয় না, ভেদ, বমন, পর্ব্ববেদনা জন্মে, প্রলাপবাক্য কহে, শরীর গুরুতা ক্লান্তচিত্ত এবং নাভি পার্শ্বদেশে বেদনা হয়। তাপ দিলে শীঘ্র উপদ্রব বাড়ে এবং স্বেদ প্রাপ্ত হইলে নাড়ীপথ হইতে রক্ত প্রবর্ত্ত হয় এবং বেদনা দ্বারা পীড়িত হইলে তৃষ্ণা শ্বাসবর্দ্ধিত হয়। এই সন্নিপাতবিকার অসাধ্য, শীঘ্রকারী অর্থাৎ শীঘ্র প্রাণনাশক, এরূপ লক্ষণদৃষ্টে অহোরাত্র জীবন থাকে না, ইহাকে নিতান্ত মরণ রূপ চিহ্ন জানিহ। ৮৯—৯৩। কফোল্বণ সন্নিপাত যে মনুষ্যের হয়, তাহার শীতজ্বর, নিদ্রাধিক্য, আলস্য তন্দ্রা বমি মূর্চ্ছা তৃষ্ণা দাহ

রোচক বিড্‌গ্রহাঃ। ষ্ঠীবনং মুখমাধুর্য্যং শ্রোত্রবাক্‌দৃষ্টিনিগ্রহঃ ॥ ৯৫। শ্লেষ্মণ্যে নিগ্রহঙ্কাস্য যদা প্রকুরুতে ভিষক্। তদাতস্য ভৃশং পিত্তং কুর্য্যাৎ সোপদ্রবং জ্বরং ॥ ৯৬। নিগৃহীতে চ পিত্তে চ ভৃশং বায়ুঃ প্রকুপ্যতি। নিরাহারস্য সোঽত্যর্থং মেদোমজ্জাস্থিধাবতি ॥ ৯৭। অথাত্র স্নাতিভুংক্তেবা ত্রিরাত্রং স নজীবতি। মেদোগতঃ সন্নিপাতঃ পপ্‌ফণঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ৯৮। কামান্মোহাচ্চ লোভাচ্চ ভয়াচ্চায়ং প্রবর্ত্ততে ॥ ৯৯। অথ তত্রবাতোল্বণাদীনাং সন্নিপাতজ্বর বিশেষাণাং ত্রয়োদশানাংশীতাঙ্গাদীনি ত্রয়োদশানামান্তরাণি/লক্ষণান্তরাণি ॥১০০। শীতাঙ্গ স্ত্রিমতে।স্তবজ্বরগণে তন্দ্রী প্রলাপীততো রক্ত ষ্ঠীবনতাচ তত্র গণিতঃ সংভুগ্ন নেত্রস্তথা ॥ ১০১। নাভিন্যাসক জিহ্বক-

তৃপ্তি, অনন্নাভিলাষ অর্থাৎ বিনা আহারে তৃপ্ত থাকে, আহারে অভিলাষ যৎকিঞ্চিৎও থাকে না, অরুচি জন্মে, বিষ্ঠাত্যাগ হয় না, মুখে কফ উঠে, মুখের মধুরতা ও শ্রবণ বাক্য দর্শন নাশ করে, শ্লেষ্মার নিগ্রহ করিলে, পিত্ত উপদ্রবের সহিত জ্বরবৃদ্ধি করে, পিত্তনিগ্রহ করিলে বায়ুকোপ হয়, নিরাহার করিলে সেই বায়ু অতিশয় বেগে মেদ এবং মজ্জা ও অস্থিতে ধাববান হয় তাহাতে শরীরকে আকর্ষণ করিতে থাকে। রোগী যদি স্নান করে, কি ভোজন করে তবে ত্রিরাত্রও বাঁচে না। এই সন্নিপাত মেদপ্রাপ্ত ইহার নাম পপ্‌ফণ। কাম কি মোহ কি লোভ এবং ভয় হইতে এ রোগ প্রবর্ত্ত হয়। ৯৪—৯৯। অনন্তর বাতোল্বণাদি বিশেষ সন্নিপাতজ্বর ত্রয়োদশ প্রকার হয়, তাহার শীতলাঙ্গাদি লক্ষণান্তর কহি। ১০০। ত্রৈদোষিকজ্বরসমূহ মধ্যে শীতলাঙ্গ উল্বণ হয়, ইহাতে তন্দ্রা, প্রলাপ যুক্তবাক্য, রক্ত ষ্ঠীবন হয় এবং নেত্রভগ্ন হয়। এই সন্নিপাতের নাম অভিন্যাস এবং জিহ্বক নাম খ্যাত। পূর্ব্বে

কশ্চ কথিতঃ প্রাক্সন্ধিগোঽশ্বান্তকোরুক্দাহঃ সহচিত্তবিভ্রম-ইহবৈঃ কর্ণকণ্ঠ গ্রহৌ ॥ ১০২ ॥ অথ তেষাং প্রত্যেকং লক্ষণানি ॥ ১০৩ ॥ হিমশিশিরশরীরসন্নিপাতজ্বরীচ শ্বসনকবণহিক্কা মোহ কণ্ঠ প্রলাপৈঃ ক্লম নিহতবলান্তর্দ্দাহবম্যঙ্গপীড়া স্বরবিকৃতি ভিরার্ত্তঃ শীতলাহ্বঃ স উক্তঃ ॥১০৪॥ তন্দ্রাতীবততস্তৃষাতিসরণং শ্বাসোঽধিকঃ কাসরুক্ সংতপ্তাতিতনুর্গলেশ্বযথুতা নাসাগ্রকে শীততা সুশ্যামারসনা ক্লমঃশ্রবণয়োর্ম ন্দঞ্চদাহস্তথা যত্রস্যাৎ সহিতন্ত্রিকো নিগদিতো দোষত্রয়েভ্যোজ্বরঃ ॥ ১০৫ ॥ যত্রজ্বরে নিখিলদোষ নিতান্তরোবজাতে প্রলাপ বহুতা সহসোত্থিতশ্চ। কম্পব্যথায়তনদাহবিসংজ্ঞতাংস্যুর্ন্নাম্না প্রলাপকইতি প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ॥ ১০৬ ॥ নিষ্ঠীবোরুধিরস্বরক্তসদৃশং কৃষ্ণং তনৌম-ণ্ডলংলৌহিত্যং নসবক্রতা শ্বসনকাসতন্দ্রাভ্রমাঃ প্রলাপ মদ

সন্ধিগত দোষ হইলে পর প্রাণান্তকারক এই রোগ উপস্থিত হয়, ইহাতে বেদনা দাহ চিত্তবিভ্রম হয়, যে সকল উপদ্রব দ্বারা কর্ণ ও কণ্ঠারোধ করে, অর্থাৎ বাক্‌রোধ এবং শ্রবণরোধ হয়, আর কর্ণ ও কণ্ঠগ্রহ হয়, সেই সকল উপদ্রব জন্মে। ১০১। ১০২। সন্নিপাতজ্বরবিশিষ্ট ব্যক্তির হিম এবং শিশির মত শরীর শীতল হয়, শ্বাস কাস হিক্কাযুক্ত কণ্ঠা হয়, মোহবিশিষ্ট ও প্রলাপ বাক্য কয় এবং ক্লান্তশরীর ও বলহানি অন্তর্দাহ বমি অঙ্গগ্রহ স্বরভঙ্গ পীড়া হয়, এই লক্ষণাক্রান্ত হইলে শীতলাহ্ব সন্নিপাত কহেন। ১০৩। ১০৪। অতিশয় তন্দ্রা, নিরন্তর তৃষ্ণা, অতিসার, অধিক শ্বাস কাস, পীড়া, সন্তপ্তাতিশয় শরীর, গলে শোথ এবং শীতল নাসিকাগ্র, জিহ্বা বড় কৃষ্ণবর্ণ হয়, কর্ণদ্বয়ের ক্লান্ততা, শব্দ শ্রবণে অক্ষম, অল্প দাহ। যে সন্নিপাতে এই সকল উপদ্রব হয়, দোষত্রয় উল্বণ হইতে ইহার নাম তন্ত্রিকা। ১০৫।১০৬। যে জ্বরে সকল দোষ নিতান্ত জন্মে, সে জ্বর কোপেতে জন্মায়, সহসা প্রলাপ বহুতা উত্থিত হয় এবং কম্প

বেপথু শ্রবণানিমোহাস্তথা। অদোনিখিল দোষজে ভ্রমতি যত্র লিঙ্গজ্বরে পুরাতন চিকিৎসকৈঃ সদগ্রভুগ্ন নেত্রোমতঃ॥ ১০৮॥ তনতয়া ভবন্তিবলিনঃ সর্ব্বেপিযত্রজ্বরে মোহোতাব চেষ্টতা বিকলতা শ্বাসোভৃশং মূকতা। দাহশ্চিক্কণ মাননঞ্চ দহনো মন্দো বলস্যক্ষয়ঃ॥ সোভিন্যাসইতি প্রকীর্ত্তিত ইহা প্রাজ্ঞৈ-র্ভিষগ্‌ভিঃ পুরা॥ ১০৯॥ গায়তি নৃত্যতিসতি প্রলপতি বিকৃতং নিরীক্ষতে মুহ্যেৎ দাহব্যথা ভয়ার্ত্তো দোষত্রয় চিত্তবিভ্রম-জ্বরং ব্রুবন্‌॥ ১১০॥ তথাচ। তদ্বৎশীতং মহানিদ্রা মহান্‌ স্বেদোঽথবা নবা। গীত নর্ত্তনহাস্যাদি বিকৃতেহা প্রবর্ত্তন-

বেদনার আয়তনে দাহ অর্থাৎ যেখানে বেদনা সেই স্থানে দাহ হয়, অজ্ঞানতা জন্মায়, ইহার নাম প্রলাপক সন্নিপাত। ১০৭। রক্তের ষ্ঠীবন হয়, রক্তের তুল্য এবং কৃষ্ণবর্ণ শরীরের মণ্ডল চিহ্ন হয়, অর্থাৎ শরীরে কালরাঙ্গা চাকা চাকা হয় এবং লোহিতবর্ণও হয়, নাসা বক্রতা, শ্বাস, কাস, তন্দ্রা, ভ্রম, প্রলাপ, মত্ততা ও কম্প হয়, শ্রবণহানি অর্থাৎ কালার ন্যায় হয়, এবং মোহ, এই সন্নিপাত বিকারে এই সকল লক্ষণ হয়। পুরাতন চিকিৎসক ইহাকে গ্রহ-ভুগ্ননেত্র কহেন।১০৮। যে জ্বরে সকল দোষ বিস্তাররূপে বলবান হয়, যাহাতে মোহ অতিশয়, শরীরের চেষ্টা বিকল হয়, অতিশয় শ্বাস হয়, বাক্যাল্পতা হয়, দাহ, মুখের চেক্‌না, অগ্নিমান্দ্য, বল ক্ষয় হয়, তাহাকে প্রাজ্ঞ বৈদ্যক অভিন্যাস সন্নিপাতের লক্ষণ কহেন।১০৯। পূর্ব্বে অভিন্যাস কথন হইয়াছে, মতভেদে ইহাতেও এরূপ লক্ষণও হয়। গীত গায়, নৃত্য করে, হাসে, প্রলাপ কয়, বিকৃত দর্শন করে, বিকৃত রূপ চায়, মোহ প্রাপ্ত হয়, দাহ, বেদনা এবং ভয়ার্ত্ত হয়, এই সকল লক্ষণে তাহাকে ত্রৈদোষিক চিত্তভ্রংশজ্বর বলেন।১১০। সেই প্রকার পূর্ব্ববৎ শীত এবং দিবানিশি অথবা মহানিদ্রা, অতি-শয় ঘর্ম্ম হয় বা নাও হয়, গীত নৃত্য হাস্যাদি নানা বিকৃতি চেষ্টা

মিতি ॥ ১১১ ॥ সন্ধিগস্তেষুসাধ্যঃ সাত্তস্ত্রিক শ্চিত্তবিভ্রমঃ। কর্ণকো জিহ্বকঃ কণ্ঠকুব্জশ্চাপি সুকষ্টকাঃ ॥ ১১২ ॥ রক্তষ্ঠীবী ভুগ্ননেত্র শীতগাত্রঃ, প্রলাপকঃ। অভিন্যাসোঽন্তকশ্চৈতেষড়-সাধ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১১৩ ॥ নারায়ণ এবভিষগ্ ভেষজ মেতেষু জাহ্নবীনীরং। নৈরুজ্যায় হেতুরেকো নিত্যং মৃত্যুঞ্জয়ো-ধ্যেয়ঃ ॥ ১১৪ ॥ সন্নিপাতজ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ। শোথঃ সংজায়তেতেনকশ্চিদেব প্রমুচ্যতে ॥ ১১৫। তথাচ। জ্বরাদি-তোবা জ্বরমধ্যতোবা জ্বরান্ততোবা শ্রুতিমূলশোথঃ। ক্রমেণ সাধ্যঃ খলুকৃচ্ছ্রসাধ্য স্ততোঽপ্যসাধ্যঃ কথিতো-মুনীন্দ্রৈঃ ॥ ১১৬ ॥ সন্নিপাতজ্বরান্ কষ্টান্ন সাধ্যানপরেজগুঃ। দোষেবিবদ্ধে

হয়। ইহাকে সকল দোষ কুপিত লক্ষণ জানিবে। ১১১। সন্ধিগত বিকার মধ্যে তন্ত্রিক এবং চিত্ত বিভ্রম সাধ্য হয়, কর্ণক এবং জিহ্বক ও কণ্ঠকুব্জ কষ্টসাধ্য, রক্তষ্ঠীবন প্রাপ্ত, রক্তষ্ঠীবী নাম এবং ভুগ্ননেত্র নামক এবং শীতগাত্র ও প্রলাপক এবং অভিন্যাস ও অন্তক। এই ছয় প্রকার অসাধ্য সন্নিপাত হয়। ১১২। ১১৩। এই সকল সন্নিপাতবিকারে বৈদ্য নারায়ণ, ঔষধ গঙ্গাজল হয়, রোগ শান্তি নিমিত্ত নিত্য মৃত্যুঞ্জয় চিন্তনীয় হন, অর্থাৎ মহাদেবকে স্মরণ করি-বেক। ১১৪। সন্নিপাতজ্বরের পর কর্ণমূলে সুদারুণ শোথ জন্মে, তাহাতে কদাচিৎ কেহ মুক্ত হয়। ১১৫। জ্বরের প্রথমে কর্ণমূলে যে শোথ হয়, সে সুসাধ্য, জ্বরমধ্যে যে শোথ সে কষ্টসাধ্য, জ্বরের শেষে যে শোথ সে অসাধ্য, কিন্তু পূযাদি নির্গত হইলে কচিৎ সাধ্য হয়। ১১৬। কেহ কহেন, সন্নিপাতজ্বর কষ্টসাধ্য, কেহ কহেন অসাধ্য, কিন্তু দোষবদ্ধ অর্থাৎ অত্যন্ত মলাদি বদ্ধ হইলে এবং অগ্নিনষ্ট হইলে, কি সকল লক্ষণ সম্পূর্ণ উপস্থিত হইলে অসাধ্য, অন্যথা দোষপাকাবস্থায় লক্ষণাল্প যদি হয়, তবে কষ্টসাধ্য; তন্মধ্যে

নষ্টেগ্নৌ সর্ব্বসম্পূর্ণ লক্ষণঃ ॥ সন্নিপাত জ্বরোঽসাধ্য কষ্টসাধ্য স্ততোঽন্যথা ॥ ১১৭ ॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে পঞ্চমখণ্ডে সন্নিপাতজ্বর কথনং
ত্রয়বিংশত্যুল্লাসঃ।

অথ সামান্য সন্নিপাত চিকিৎসা।

সন্নিপাতার্ণবেমগ্নং যোভ্যুদ্ধরতি মানবং। কস্তেন নকৃতো-ধর্ম্মো কাঞ্চপূজাং নসোর্হতি ॥ ১ ॥ মৃত্যুনা সহযোদ্ধব্যং সন্নিপাতঃ চিকিৎসতা। যশ্চতত্র ভবেজ্জাতা গজেতা ময়সংকুলে ॥ ২ ॥ শ্লেষ্মনিগ্রহমেবাদৌ কুর্য্যাদ্ব্যাধৌ ত্রিদোষজে। নিরস্তেশ্লেষ্মণিহ্যস্য শ্রোতস্যুদ্‌ঘাটিতেষু চ ॥ লাঘবং জায়তে সদ্য তৃষ্ণাচৈবোপশাম্যতি। সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বং নষ্টাগ্নি হইলে সর্ব্বতোভাবে অসাধ্য, যদি কিঞ্চিৎ অগ্নির বল থাকে, তবে কষ্টসাধ্য হয়। ১১৭। ১১৮।

অনন্তর সামান্য সন্নিপাতজ্বরের চিকিৎসা কহিতেছি। অর্থাৎ সন্নিপাতরূপ সমুদ্রে মগ্ন যে মনুষ্য হয়, তাহাকে যে ব্যক্তি উদ্ধার করে, সে ব্যক্তির কোন্ ধর্ম্ম না করা হয়, আর কাহার নিকটই বা সে পূজা প্রাপ্ত না হয়? বিবেচনা করিলে, সন্নিপাত-চিকিৎসকের সহিত যমের যুদ্ধ হয়, যে চিকিৎসক তাহার বিলক্ষণ সন্ধানজ্ঞাতা, সেই বৈদ্য রোগসমূহের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়যুক্ত হইতে পারেন ।১।২। ত্রৈদোষিকরোগে অগ্রে কফের সমতা করিবেন, শ্লেষ্মা নিবৃত্ত হইয়া নাড়ীপথ সকল পরিষ্কৃত হইলে সদ্যই তৃষ্ণার উপশম হয়, অতএব সন্নিপাতজ্বরে প্রথম আমরস এবং কফনাশক কর্ম্ম করি-

কুর্য্যাদাম কফাপহং॥ পশ্চাৎ শ্লেষ্মণি সংক্ষীণে শময়েৎ পিত্ত-মারুতৌ॥ ৩—৫॥ সময়েৎ পিত্তমেবাদৌ জ্বরেষু সমবায়িষু। দুর্নিবারতরং তদ্ধিজ্বরার্ত্তেষু বিশেষতঃ॥৬॥ অন্যত্রাপি। সমবায়েহিদোষাণাং পূর্ব্বং পিত্তমুপাচরেৎ। জ্বরেচৈবাতিসারেচ সর্ব্বত্রান্যত্র মারুতমিতি॥ ৭॥ যথা। বাতস্যানুজয়েৎ পিত্তং পিত্তস্যানুজয়েৎ কথং॥ ৮॥ তন্ত্রান্তরে তদ্ব্যবস্থা। জ্বরেত্রিদোষজে সামে শময়েৎ প্রথমং কফং। জীর্ণ্যত্যামেজয়েৎ পিত্তং নিরামেত্বনিলং জয়েৎ॥ ৯॥ ত্রয়াণাং বা জয়েৎ

বেক। পরে শ্লেষ্মা ক্ষীণ হইলে বায়ুপিত্ত শমতার চেষ্টা করিবেন, নিদানবিৎ বৈদ্যের চিকিৎসার এই বিধি হয়। যদি প্রথমে আম ও কফ শমতা না করিয়া বাতপিত্ত শমতাক্রিয়া করে, তবে তাহাতে রসক্ষয় এবং নাড়ীপথ পরিষ্কার হয় না, তন্নিবন্ধন রোগ শান্তির উপায় করা যায় না, বরং অরিষ্ট লক্ষণ সকলকে উদয় করে, কিম্বা বিষম জ্বরাদি নানা রোগকেও আনয়ন করিতে পারে। ৩—৫। অগ্রে পিত্ত কি বায়ুর যদি কেহ শমতা করে, তবে সন্নিপাতজ্বর বিশেষরূপে যত্নদ্বারা নিবারণীয় হয়, অনায়াস সাধ্য হয় না। ৬। বায়ুপিত্ত কফের সংমিলনে জ্বর কি অতিসার রোগে অগ্রে পিত্তকে শমতা করিবেন, তদ্ভিন্ন অন্যত্র সর্ব্ব রোগে বায়ুর শমতাকরণ বিধি। এতাবতা আম কফ নিবারণ করিয়া পরে পিত্ত শমন, তৎপরে বায়ু শমন করিতে হইবে, ইহাই সন্নিপাতজ্বরে এবং অতিসারে বিধি হয়। অন্য রোগে অগ্রে বায়ু দমন, পশ্চাৎ পিত্ত দমন করিতে হয়। ৭। বায়ুর পশ্চাৎ পিত্তকে জয় করিবে, এবং পিত্তের পশ্চাৎ বায়ুকে জয় করিতে কেহ কহেন। ৮। সন্নিপাতজ্বরের অপক্ব রসে প্রথম কফকে জয় করিবেন। তাহা হইলে আম কফের জীর্ণাবস্থা হয়, আম কফ ক্ষীণ হইলে পিত্তকে জয় করিবেন। রসের পরিপাকাবস্থায় অর্থাৎ নিরামাবস্থায় বায়ুকে জয়

পূর্ব্বন্ত্বয়ংস্যাদ্বলবত্তর ইতি ॥ ১০ ॥ তথাচ। সংসর্গে যোগরীয়ানস্যাৎ উপক্রম্য সবৈভবেৎ। শেষদোষা বিরোধেন সন্নিপাতে তথৈবচ ॥ ১১ ॥ অংশাংশং যত্রদোষাণাং বিবেক্তু নৈব শক্যু য়াৎ। ক্রিয়াসাধারণীং তত্র বিদধীত চিকিৎসকঃ॥১২॥ লঙ্ঘনং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনস্তথা। অবলেহোঽঞ্জনঞ্চৈব প্রাক্প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে ॥ ১৩ ॥ নন্‌ু ক্রিয়ায়াস্তু গুণালাভে ক্রিয়ামন্যাং প্রযোজয়েৎ। পূর্ব্বস্যাংশান্তবেগায়াং নক্রিয়া সঙ্করোহিতঃ ॥ ১৪ ॥ নচানেন ক্রিয়াসঙ্করস্যনিষিদ্ধত্বাৎ কথমত্র নস্য নিষ্ঠীবনাবলেহাঞ্জনানি যুগপদ্বিধীয়ন্তে ইত্যাশঙ্কায়ামাহ ॥ ১৫ ॥ ক্রিয়াভিস্তুল্যরূপাভি ক্রিয়াসাংকর্য্যমিষ্যতে। ভিন্ন

করিতে হয়। ৯। অন্যে ইহার সমাধান এই করেন, যে, প্রথমাবস্থায় তিনেরই জয় করিবে, যেহেতু এই তিনই বিকারে বলবান্ হয়। ১০। একত্র মিলিতের নাম সংসর্গ, দুই দোষ মিলিত এবং তিন দোষ মিলিত হইলে তাহাতে যে দোষ গরীয়ান অর্থাৎ বলবান হয়, অগ্রে তাহার শমন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অপর দোষের অবিরোধে প্রধান ও অপ্রধান সন্নিপাত জ্বরে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ১১। দোষের অংশাংশ যেস্থলে বিবেচনা করিতে শক্য না হয়, সেস্থলে চিকিৎসক সাধারণী ক্রিয়া বিধান করিবেন। ১২। ত্রিদোষজজ্বরে প্রথম লঙ্ঘন, বালুকা স্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন অর্থাৎ কফ উঠান, অবলেহ ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবেন। ১৩। ইহাতে এই আপত্তি করা যায় যে, ক্রিয়াগুণের অলাভ হইলে অন্য ক্রিয়াকে প্রয়োগ করিবেন, যদি পূর্ব্ব ক্রিয়াতে ব্যাধির উপশম হয়, তবে তাহাতে অন্য ক্রিয়ান্তর হিতকর হয় না। ১৪। চিকিৎসাসঙ্কর নিষিদ্ধ হেতু ইহাতে অনেক ক্রিয়া করা হয় না, সুতরাং কি প্রকারে একদা উক্ত নস্যাদি প্রদানের বিধি হইতে পারেঃ উত্তর। এরূপ সাধারণ স্থলে এ সকল ক্রিয়াকে সঙ্করক্রিয়া উলা যায় না। ১৫।

রূপতয়েতাস্তু মহিকুর্ব্বন্তিদূষণং ॥ ১৬ ॥ তত্র লঙ্ঘনস্যাবধিমাহ। ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা দশরাত্রমথাপিবা। লঙ্ঘনং সন্নিপাতেষু কুর্য্যাদারোগ্য দর্শনাৎ ॥ ১৭ ॥ লঙ্ঘনে ত্রিরাত্রাদি বিকল্পউল্বণ বাতাদ্যপেক্ষয়া ॥ ১৮ ॥ দোষাণাং শীঘ্রমধ্য মন্দশক্তিকত্বাৎ ব্যাধিস্বভাবাচ্চ আরোগ্য দর্শনাদিতি ॥ ১৯ ॥ যাবদারোগ্যতা দর্শনং স্যাত্তাবল্লঙ্ঘনং কুর্য্যাৎ। এতেন ত্রিরাত্রাদ্যবধেরনিয়তত্বং সূচিতং ॥ ২০ ॥ অতএব সুশ্রুতঃ। সপ্তমেদিবসেপ্রাপ্তে দশমেদ্বাদশেপিবা। পুনর্ঘোরতরোভূত্বা প্রশমং যাতি হন্তিবা ॥২১॥ হনন প্রশমন কারণমাহ। পিত্তকফানিলবৃদ্ধ্যা দশদিবস দ্বাদশাহ সপ্তাহান্। হন্তিবিমুঞ্চতি ত্রিদোষজোধাতুমলপাকাৎ ॥ ২২ ॥

সমানরূপ যে ক্রিয়া সেই ক্রিয়া সঙ্কর হয়। ভিন্নরূপ যে সকল ক্রিয়া তাহা দোষযুক্ত নহে। ১৬। সন্নিপাতজ্বরে লঙ্ঘনের সীমা কহিতেছেন। ত্রিরাত্র কি পঞ্চরাত্র কি দশরাত্র অথবা আরোগ্য দর্শন পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিবে। ১৭। লঙ্ঘনেতে ত্রিরাত্রাদি বিকল্প কথন, বাতপিত্তশ্লেষ্মোল্বণ দশরাত্র বিকার অপেক্ষাকৃত বাতোল্বণে সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত, পিত্তোল্বণে সন্নিপাত শ্লেষ্মোল্বণে দ্বাদশাহ, ইহার পরে ব্যাধির বল অপেক্ষাকৃত হইলে আরোগ্যাবধি লঙ্ঘন করিবে। ১৮। বাতপিত্তকফে আশুশক্তি, মধ্যমশক্তি ও মন্দশক্তি জ্ঞানে, এবং ব্যাধি স্বভাব জানিয়া আরোগ্য দর্শন পর্য্যন্ত লঙ্ঘন বিধি হয়। ১৯। আরোগ্যতা দর্শন যাবৎ না হয়, তাবৎকাল লঙ্ঘন করিবেক, ইহাতে ত্রিরাত্রাদি লঙ্ঘনে অনিয়তত্ব অবধারিত হইল। ২০। সপ্তম দিন কিম্বা দশম দিবস অথবা দ্বাদশাহ প্রাপ্ত হইলে ব্যাধি স্বভাববশতঃ পুনরায় ঘোরতর বৃদ্ধি হইয়া শমতা প্রাপ্ত হয়, অথবা বিনাশ করিতেও পারে। ২১। শমতাতেও নাশ কারণ কথিত হইয়াছে। পিত্তশ্লেষ্ম এবং বায়ুর বৃদ্ধি দ্বারা দশ দিবস, দ্বাদশ দিন ও সপ্তাহ প্রাপ্ত হইয়াও নষ্ট করে, অথবা

কিন্তু ধাতু মলপাকে প্রাক্তন কর্ম্মৈবহেতু। তত্র যদি জীবন সংবর্দ্ধকং কর্ম্মাস্তিতদামলপাকো অন্যথা ধাতুপাকঃ॥ সচরসাদি শুক্রান্তধাতুনাং পাকো বোদ্ধব্যঃ॥২৩॥২৪॥ নিদ্রানাশোহৃদি-স্তম্ভো বিষ্টম্ভো গৌরবারুচী। অরতির্ব্বলহানিশ্চ ধাতুনাং পাক-লক্ষণং॥ ২৫॥ অন্যচ্চ। সংবদ্ধ্যমানো হৃদিনাভিদেশে গাত্রেষু বা পাকরুজাযুতেষু। পীড়াজ্বরার্ত্তোঽঙ্গুলিভিশ্চ গচ্ছেৎ সধাতু-পাকঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিঃ॥ ২৬॥ দোষপ্রকৃতি বৈকৃত্যং লঘুতা জ্বরদেহয়োঃ। স্বেন্দ্রিয়াঞ্চ বৈমল্যং মলানাং পাকলক্ষণং॥ ২৭॥ শশ্বদিন্দ্রিয় পঞ্চকস্য পটুতা বহ্নেশ্চ যন্ত্রক্রমাতৃষ্ণাদি প্রশম-জ্বরস্য মৃতুনানন্দোপপাকং বদেৎ। হন্নাভ্যো রতিবেদ

রোগ বিমুক্তও করে, মলপাক ও ধাতুপাক, হইতে হনন, বা শান্তি হয়, মলপাক অর্থাৎ দোষপাক হইতে বিকারশান্তি ধাতুপাকে মৃত্যু হয়। ২২। ইতি ত্রিদোষজ্বর কথন। কিন্তু মলধাতু পাক বিষয়ে প্রাক্তন কর্ম্ম কারণ, তাহাতে যদি জীবন সংবৃদ্ধ কর্ম্ম থাকে, তবে সেকালে মলপাক অর্থাৎ দোষপাক পর্য্যন্ত হয়, ইহার অন্যথা ধাতুপাক, সেই ধাতুপাক রসাদি শুক্র পর্য্যন্ত ধাতু সকলের পাক বোধ করা কর্ত্তব্য। ২৩। ২৪। ইতি ক্ষয়লক্ষণ পাক। নিদ্রার অভাব, হৃদয়ের জড়িমা, উদরের বিষ্টম্ভ অর্থাৎ উদরের ভার স্তম্ভ, শরীরে ভার, অরুচি, অন্তঃকরণের অস্থিরতা, ধাতুপাকের এই লক্ষণ হয়। ২৫। হৃদয় এবং নাভিদেশ বদ্ধবৎ জ্ঞান হয়, গাত্রদেশেতে ক্ষত এবং বেদনাযুক্ত তাহাতে পীড়া, পীড়িত ব্যক্তির অঙ্গুলি দ্বারা জ্বর গমন করে, বৈদ্য তাহাকে ধাতুপাকবিশিষ্ট কহেন। ২৬। বায়ুপিত্তকফের প্রকৃতি স্বভাবস্থ, বিকৃতির লঘুতা এবং জ্বরের ও শরীরের স্বকীয় ও ইন্দ্রয়াদির দোষ রহিত হয়, ইহাই মল-পাকের লক্ষণ। ২৭। অন্য শ্লোকার্দ্ধে মলপাক লক্ষণ করিয়াছেন, নিরন্তর পঞ্চেন্দ্রিয়পটুতা অর্থাৎ কর্ণ নাসা চক্ষুঃ জিহ্বা ত্বক্‌ ইহার

নাতিসরণং তীব্রোজ্বরস্তৃন্মদ শ্বাসাধিক্য মরোচকারতি রিতি-স্থাদ্ধাতুপাকাকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥ আমস্থাধিক্যেন সপ্তমদিবসাদ্য-বধ্যতিক্রমে পরমাবধিমাহহারীতঃ। সপ্তমীদ্বিগুণীয়ার্ত্তনবম্যে-কাদশী তথা। এবাত্রিদোষমর্য্যাদা মোক্ষায়চ বধায়চ ॥ ২৯ ॥ সন্নিপাতজ্বরী পূর্ব্বং সম্যক্ লঙ্ঘনমাচরেৎ। শৃতঃ শীতং পিবে-দন্তুঃ সময়ে ভেষজং ভজেৎ ॥ ৩০ ॥ সন্নিপাতেন তপ্যন্তং পার্শ্ব-রুক্তালুশোষিতং। পায়য়েচ্চ জলং শীতং সমৃত্যুর্নরবি-গ্রহী ॥ ৩১ ॥ বাতশ্লেষ্মাকৃতে স্বেদান্ কারয়েদ্রুক্ষনির্ম্মিতান্।

পটুতা যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় দর্শনেন্দ্রিয়ঃ স্পর্শনেন্দ্রিয়ের পটুতা, অগ্নিশিখার উজ্জ্বলতা, তাহা হইতে তৃষ্ণাদির শমতা এবং জ্বরের অল্পতাতে আহ্লাদ হয়, ইহাকেই মলপাক বলেন। শ্লোকার্দ্ধে ধাতুপাক লক্ষণ এই যে, হৃদয় ও নাভির অতিশয় বেদনা, অতিসার, তীব্রজ্বর, তৃষ্ণা, মত্তা অর্থাৎ গুবাক ধুস্তুর ভক্ষণে যাদৃশ, তাদৃশ; শ্বাসাতিশয়, অরুচি, অনবস্থিতচিত্ত, এই ধাতুপাকের চিহ্ন ।২৮। রসের আধিক্য কর্ত্তৃক সপ্তম দিবসাবধি অতিক্রম করিয়া পরে হারীত মুনি সীমা কহিয়াছেন। সপ্তম দিবস, চতুর্দ্দশ দিবস, নবম ও একা-দশ দিন পর্য্যন্ত ত্রিদোষ বিকারের মর্য্যাদা হয়, ইহা মোক্ষ নিমিত্ত এবং নাশ নিমিত্তও হয়, অর্থাৎ চতুর্দ্দশাহ নবমাহ একাদাশাহ, অষ্টাদশাহ এবং দ্বাবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত বিকারের অধিকার মান্য করা যায়। ২৯। সন্নিপাতজ্বরী প্রথমে সম্যক্ লঙ্ঘন করিবেক, সিদ্ধ জল শীতল করিয়া পান করিবেক এবং সময়ে ঔষধ সেবন করিবেন। ৩০। সন্নিপাত দ্বারা তাপিত ব্যক্তি এবং পার্শ্ববেদনা ও তালুকশোষ প্রাপ্তকে যদি শীতল জল পান করায়, তবে সেই বৈদ্যকে এক প্রকার মনুষ্যশরীরধারী যম বলিয়া মান্য করিতে হয়, এতাবতা সন্নিপাতে শীতলজল কদাচ দিবেক না, পাককৃত জল শীতল করিয়া দিবেক, যথা শৃতস্তুশীতং বিহিতমিতি। ইতি

স্নিগ্ধঃ স্বেদো নিষিদ্ধোঽত্র বিনা কেবল বাতজান্ ॥ খর্পরভৃষ্ট পটস্থিত কাঞ্জিকং সংসিক্তবালুকাস্বেদঃ। শময়তি বাতকফা-ময়মস্তক শূলাঙ্গ ভঙ্গাদীন্ ॥ স্রোতসাং মার্দবং কৃত্বা নীত্বা পাবক মাশয়ং। হত্বা বাতকফস্তম্ভং স্বেদোজ্বরমপো-হতি ॥ ৩২ ॥—৩৫ ॥ ইতিস্বেদঃ। অথ নস্যং। সৈন্ধবং শ্বেত-মরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেবচ। বস্তমূত্রেণ সম্পিষ্টং নস্যং তন্দ্রাবিনা-শনং ॥ ৩৬ ॥ মধুক সারসিন্ধূত্থ বচোষণকণাঃ সমাঃ। শ্লক্ষ্ণ-পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং দদ্যাৎ সংজ্ঞা প্রবোধনং ॥ ৩৭ ॥ মাতুলার্দ্রক-রসং কোষ্ণং তথা ত্রিলবণান্বিতং। অন্যচ্চসিদ্ধাবিহিতং নস্যন্তীক্ষ্ণং প্রযোজয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ তেনপ্রভিদ্যতেশ্লেষ্মা প্রভিন্নশ্চ প্রষিচ্যতে।

শনং। ৩১। বাতশ্লেষ্মাকৃত বিকারে রুক্ষ স্বেদ করিবেক, এস্থানে স্নিগ্ধ স্বেদ দিবেক না। কেবল বায়ু বিকার বিনা সর্ব্বত্র রুক্ষ স্বেদ বিধি, শুদ্ধ বাতজ ব্যাধিতে স্নিগ্ধ স্বেদ কর্ত্তব্য, তপ্ত খাপরা এবং নেকড়াস্থিত কাঞ্জিতে জুবড়িয়া বালুকা স্বেদ দিলে বায়ুকফরোগ ও মাথার বেদনা, অঙ্গ বেদনাদি ভাল হয়, অর্থাৎ শরীরে গুরুতা ও নাড়ী পথকে মৃদু করিয়া অগ্নিকে স্বস্থানে লইয়া বায়ুকফের স্তম্ভ-তাকে নষ্ট করে, এই বিধানে স্বেদ দিলে সেই অগ্নিতাপে জ্বরকে নষ্ট করে। ৩২—৩৫। সৈন্ধব লবণ, শজনাবীজ, সর্ষপ, কুড়, ছাগ মূত্রেতে বাটিয়া নস্য দিবেক, তাহাতে তন্দ্রা নাশ হয়। ৩৬। মযুল-ফল, সৈন্ধব, বচ ও পিপুল সমভাগ অতি চিক্কণ করিয়া জলে গুলিয়া নস্য দিবেক, তদ্দ্বারা অচৈতন্যতা বিনষ্ট হইয়া চেতন হই-বেক। ৩৭। টাবানেবুর রস, আদার রস সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, সাম্ভরিলবণ একত্রে উষ্ণ করিয়া নস্য দিবেক এবং অন্য বিহিত যে তীক্ষ্ণনস্য তাহাও প্রয়োগ করিবেক। ৩৮। সেই নস্য দ্বারা শ্লেষ্মা প্রকৃষ্টরূপে ভঙ্গ হইয়া প্রষেক হয়, অর্থাৎ মুখ নাসা হইতে বক্ষ

শিরোহৃদ্‌কণ্ঠাস্য পার্শ্ব রুক্‌চোপশাম্যতিঃ ॥ ৩৯ ॥ মোহাময়েন মুগ্ধম্বোধয়িতুং পাদশঃ শক্তয়ঃ। কল্পতরু নামধেয়ো নতাদৃক্করং কিঞ্চিৎ ॥ ৪০ ॥ ইতি নস্যং। অথ নিষ্ঠীবনং। জিহ্বা-তালুগলেশোষো মরুৎপিত্তেন চোচ্ছ্রিতঃ ॥ তদানিবারয়েচ্ছোষং জিহ্বায়াঃ স্ফুটতাং তথা ॥৪১ ॥ স্ফটৈশ্চ তদাজিহ্বাং লেপয়ে-মধুপিষ্টয়া। ইক্ষুধাদাষ্টপাতেন জিহ্বা স্যাৎ সরসামৃদুঃ ॥ ৪২ ॥ আর্দ্রকস্তরসো পেতং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ং। আকণ্ঠাদ্ধারয়েদাস্যে নিষ্ঠীবেচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥ তেনাস্যহৃদয়ক্লোম মন্যাপার্শ্ব শিরোগলাৎ। লীনোথাকৃষ্যতে শ্লেষ্মা লাঘবং চাস্যজা-য়তে ॥ ৪৪ ॥ পর্ব্বভেদোজ্বরোমুর্চ্ছা নিদ্রাকাসগলাময়াঃ। মুখাক্ষি গৌরবং জাড্যমুৎক্লেশশ্চোপশাম্যতি ॥৪৫॥ সক্লিদ্বিস্তৃ-স্রাব হয়, এবং মস্তক হৃদয় কণ্ঠ মুখ পার্শ্ব বেদনার উপশম হয়। ৩৯। মোহরোগেতে, মুগ্ধকে বোধ করিবার নিমিত্ত কল্পতরু নামক রসের যাদৃশী শক্তি,তাদৃক্ শক্তি কাহার কিঞ্চিৎ নাই, এতা-তা কল্পতরু রসের নস্য শ্রেষ্ঠ হয়। ৪০। যখন জিহ্বায়, তালু-দেশে, গলাতে, বায়ু কর্ত্তৃক শোষ অধিক, তৎকালে সে শোষকে এবং জিহ্বার ফাটাকে নিবারণ করিতে মধু লেপ দিবেক এবং ইক্ষু দ্রালভা ঘৃত এই দ্রব্য জিহ্বাতে লেপ দিবেক, তদ্দ্বারা তাহার ফাটা গিয়া সরস এবং কোমল হইবেক। ৪১।৪২। আদার-রসযুক্ত সৈন্ধব, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ এই সকল মিশ্রিত করিয়া কণ্ঠাপর্য্যন্ত মুখে ধারণ করিবেক, অর্থাৎ পাতলা করিয়া মুখের ভিতরে রাখিবেক, মুখবুজে গলাপর্য্যন্ত যত ধরে, তদ্দ্বারা মুখ পূর্ণ করিবে, তাহাতে পুনঃপুনঃ নিষ্ঠীবন হইবেক, অর্থাৎ শ্লেষ্মা উঠি-বেক, মুখ হৃদয় পিপাসার স্থান. ঘাড় পার্শ্ব মস্তক গলা ইহাতে সংলগ্ন যে শ্লেষ্মা, তাহা আকর্ষিত হয়, এবং পর্ব্ববেদনা, জ্বর, মূর্চ্ছা, নিদ্র, কাস, গলরোগ, মুখের ভার, চক্ষুর ভার এবং জড়তা উৎ-

শ্চ্যতুঃ কুর্য্যাদ্দৃষ্ট্বা দোষবলাবলং। এতদ্ধিপরমং শ্রেষ্ঠং ভেষজং সান্নিপাতিকে ॥ ৪৬॥ ইতি কবলগ্রহঃ। অথাবলেহঃ। কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গীব্যোষং যাসশ্চকারবী। শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং চৈকন্মধুনা-সহ লেহয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ এষাবলেহিকাহন্তি সন্নিপাতং সুদারুণং। হিক্কাশ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠরোগং বিনাশয়েৎ। এতদ্‌যোজ্যং কফোদ্রেকে চূর্ণমাভ্রজকৈরসৈঃ ॥ ৪৮ ॥ তন্ত্রান্তরেচোক্তং। অষ্টাঙ্গ মধুনালিহ্যদাভ্রকস্য রসেনবা। সংমোহং দারুণংহন্যা-তন্দ্রাকাস সমন্বিতমিতি ॥ ৪৯ ॥ শীতোপচারী ক্ষৌদ্রংস্যাৎ শীতং চাত্রবিরুদ্ধতে ॥ ৫০ ॥ সন্নিপাতজ্বরেষু শ্লেষ্মনিগ্রহার্থং সর্ব্বথা স্বেদোহিতউক্তঃ ॥ ৫১ ॥ সিন্নমামলকং পিষ্ট্বা দ্রাক্ষয়া সহমেলয়েৎ। বিশ্বভেষজসংযুক্তং মধুনা সহলেহয়েৎ ॥ ৫২ ॥

ক্লেদ উপশম হইবেক। দোষের বলাবল বুঝিয়া এই কবল এক বার কি দুইবার কিম্বা তিনবার বা চতুর্থবার করিবে, সন্নিপাত বিকারে এ ঔষধ পরম শ্রেষ্ঠ হয়। ৪৩—৪৬। কট্‌ফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, অতি চিক্কণ চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিয়া সমভাগে সর্ব্বক্ষণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিবেক। এই অবলেহ ভয়ানক সন্নিপাত নাশ করে, হিক্কা শ্বাস কাস এবং কণ্ঠরোগ বিনাশ করে। কিন্তু কফাধিক্যে আদাররসে অবলেহ করিয়া দিবেক। ৪৭। ৪৮। তন্ত্রান্তরে কহিয়াছেন, অষ্টাঙ্গ দ্রব্য পূর্ব্বকথিত মধুর সহিত কিম্বা আদার রসে অবলেহ করিলে অতিশয় সংমোহ নাশ করে। এবং তন্দ্রা কাসযুক্ত ব্যাধির সমতা করে। সকল সন্নিপাতে মধু ব্যবহার করিবেক না, যেহেতু মধু শীতল দ্রব্য, সন্নিপাতে বিরুদ্ধ হয়, এতাবতা উষ্ণই বিকারে প্রশস্ত জানিবে। ৪৯। ৫০। সন্নিপাতজ্বরে শ্লেষ্মার নিগ্রহ নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকারে স্বেদই হিতকারী হয়। ৫১। আমলকী সিদ্ধ করা বাটিয়া দ্রাক্ষার সহিত এবং শুঁটের

তেনাস্য শাম্যতি শ্বাসঃকাসো মূর্চ্ছারুচিস্তথা। ইত্যবলেহঃ॥৫৩॥ অথাঞ্জনং। শিরীষবীজ গোমূত্র কৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ। অঞ্জনং-স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ॥ ৫৪॥ অয়োরজঃ শ্বেত-লোধ্রমঞ্জনং মরিচং তথা। গোপিত্তেনসমাযুক্ত তন্দ্রানাশন-মুত্তমং॥ ৫৫॥ অঞ্জনং সম্যগারব্ধং মধুসিন্ধু শিলোষণৈঃ। প্রমোহদ্রোহিভবতি ভাবিতং ভিষজাংবরৈঃ॥ ৫৬॥ সূতং বিষঞ্চ মরিচং তুত্থকং নরসাদনং। চূর্ণিতং স্বরসৈর্মর্দ্য ধূর্ত্তপত্র রসোনয়োঃ॥ ৫৭॥ সন্নিপাতে কৃতে মোহে মূর্দ্ধ্নি লিপ্যেদ-দোপরি॥ ৫৮॥ বিল্বশোনাক গাম্ভারী পাটলীগণিকারিকাঃ। পাচনং বাতকফহৃৎ পঞ্চমূলমিদং মহৎ॥ ৫৯॥ শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীকণ্টকারিকাঃ। গোক্ষুরোবাতপিত্তঘ্নং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকং॥ স্বল্পপঞ্চমূলং॥ ৬০॥ উভয়ং দশমূলং তৎ

সহিত সমভাগে মিশ্রিত করতঃ মধুর সহিত অবলেহ করিলে তাহাতে শ্বাস কাস মূর্চ্ছা অরুচি নাশ হয়। ৫২ ৫৩। অনন্তর অঞ্জন। শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রশুন, মনছাল, বচ, গোমূত্রে বাটিয়া বোধের নিমিত্ত অঞ্জন দিবেক। ইতি শিরীষাঞ্জনং।৫৪। লৌহচূর্ণ বাটিয়া লোধকাষ্ঠ, মরিচ, গোরচনা সমভাগে মধুর সহিত অঞ্জন দিবেক। ৫৫। মধু, সৈন্ধব, মনছাল, মরিচ ইহার অঞ্জন মূর্চ্ছার শক্র হয়। ৫৬। পারা, গন্ধক, বিষ, মরিচ, তুতে ও নিশাদলসমভাগে ধুতুরাপাতার রসে, রশুনের রসে মাড়িয়া মোহেতে মস্তকে প্রলেপ দিবেন। ৫৮। বেল, শোনা, গাম্বার, পারুল ও গনিয়ারি এই সকলের মূল মিলিত ২ তোলা পাচনবৎ ক্বাথ করিয়া পান করিলে বায়ু কফ নাশ হয়, ইহার নাম মহৎপঞ্চ-মূল পাচন। ৫৯। শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টিকারি, গোখুরি মিলিত ২ তোলা স্বল্পপঞ্চমূল পাচন বায়ুপিত্ত নাশক হয়। ৬০।

পিপ্পলীচূর্ণ সংযুতং। সন্নিপাতজ্বরং হন্তি কণ্ঠহৃদ্‌গ্রহনাশনং॥ তন্দ্রাবাতকফাতঙ্ক শ্বাসপার্শ্বার্ত্তিকাসনুৎ॥ ৬১॥ ৬২॥ মহান্তি জানি মূলানি কাষ্ঠগর্ভাণি যানিচ। তেষান্তু বল্কলং গ্রাহ্যং হ্রস্বমূলানিকৃৎস্নশঃ॥ ৬৩॥ দশমূলী কষায়স্তু সপৌষ্কর কণান্বিতঃ। সন্নিপাতজ্বরেদেয়ঃ শ্বাসকাস সমন্বিতে॥ ৬৪॥ চিরজ্বরে বাতকফোল্বণেবা ত্রিদোষজে বা দশমূল মিশ্রঃ। কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রযোজ্য শুদ্ধ্যর্থিনেবা ত্রিবৃতাদিমিশ্রঃ॥ ৬৫॥ ইতি চতুর্দ্দশাঙ্গ পাচন। কিরাততিক্তকোমুস্তং গুড়ূচীবিশ্বভেষজং। কিরাতাদিগণোহ্যেষ চাতুর্ভদ্রকমিত্যপি॥ ৬৬॥ দশমূলী শঠীশৃঙ্গী পৌষ্করং সদুরালভা। ভার্গীকুটজবীজঞ্চ পটোলং কটুরোহিণী॥ অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেষ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ। কাস-

বৃহৎপঞ্চমূল স্বল্পপঞ্চমূল, উভয়ে দশমূল পাচন হয়, ২ তোলা পিপ্পলীচূর্ণ ।॰ তোলা, ঐ পাচনের ক্বাথে প্রক্ষেপ করিয়া ভক্ষণ করিলে কণ্ঠা হৃদয় রোধ নাশ করে, তন্দ্রা বাতশ্লেষ্মারোগ ও শ্বাস পার্শ্ববেদনা কাস নাশ হয়। ৬১।৬২। বড়মূল যে সকল দ্রব্য, যাহার ভিতরে কাষ্ঠ থাকে,তত্তাবতের ছলি লইবেক, যাহার কাষ্ঠ মধ্যে নয় নাই, এমত স্বল্প মূলের সম্যক্ গাছ লইবেক। ৬৩। দশমূলের ২ তোলার কষায়, কুড় আর পিপুলের গুঁড়া ।॰ তোলা মিশ্রিত করিয়া শ্বাস কাসযুক্ত সন্নিপাতজ্বরে ভক্ষণ করিবেক।৬৪। দশমূল, চিরাতা, মুথা, গুলঞ্চ শুঁঠ চতুর্দ্দশ দ্রব্যে মিলিত ২ তোলা। চিরকালের অর্থাৎ বহুদিনের জ্বরে, বাতশ্লেষ্মাজ্বরে, ত্রৈদোষিক জ্বরে ইহা প্রয়োগ করিবেক, কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধি নিমিত্ত তেউড়ি চূর্ণাদি ।॰ তোলা দিবেক। আদিপদে হরীতকী, সোণামুখি, কটুকী, রেউচিনি ইহার মধ্যে যাহা হয় তাহার এক দ্রব্য ।॰ তোলা দিবেক। ৬৫। কিরাতাদিগণ অর্থাৎ চিরাতা মুথা গুলঞ্চ শুণ্ঠী। ৬৬। দশমূল, শঠী, কাকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, পটোল-

হৃদ্গ্রহ পার্শ্বার্ত্তি শ্বাসহিক্কাবমীহরঃ॥ ইতি অষ্টাদশাঙ্গ ক্কাথঃ॥ ৬৭। ৬৮॥ ভূনিম্বদারুদশমূল মহৌশধাব্দ তিক্তেন্দ্র-বীজ ধনি কেভকণাকষায়ঃ। তন্দ্রাপ্রলাপ কসনারুচি দাহ মোহ শ্বাসত্রিদোষজনিতজ্বরনাশনঃস্যাৎ॥ ইতি দ্বিতীয়োঽষ্টাদশাঙ্গ ক্বাথঃ॥ ৬৯। ৭০॥ অথ সন্নিপাতজ্বরের রসায়ন। বিষং ত্রিক-টুকং গন্ধং টঙ্গণং মৃতশুল্ককং। ধুস্তূরস্য চ বীজানি হিঙ্গুলং নবমং স্মৃতং॥ এতানি সমভাগানি দিনৈকং বিজয়া দ্রবৈঃ। মর্দ্দয়েচ্চণকাকারা কর্ত্তব্য বটিকাথসা॥ ভক্ষণীয়ানুপাতব্যো রবিমূলং কষায়কঃ। মৃতসংজীবনীনাম্না সন্নিপাতজ্বরান্তকৃৎ॥ ইতি মৃতসংজীবনী বটিকা। রসপ্রদীপে। ৭১—৭৪॥ শুদ্ধসূত সমং গন্ধং সূতাংশং মৃততাম্রকং। ত্রিভিস্তুল্যোর্গবাং ক্ষীরৈর্মর্দয়ে-

পত্র, কট্‌কী, এই ১৮ দ্রব্য ৯ রতি প্রমাণ প্রত্যেকে মিলিত ২ তোলা পাচন সন্নিপাতজ্বর কাস শ্বাস পার্শ্ববেদনা হিক্কা বমিহারক হয়। ৬৭। ৬৮। চিরাতা, দেবদারু, দশমূল, শুণ্ঠী, মুথা, কটকী, ইন্দ্রযব, ধনে, গজপিপুল, প্রত্যেক ৯ রতি, ১৮ দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পাচন, তন্দ্রা প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ, শ্বাসযুক্ত ত্রৈদোষিক জ্বর বিনাশ হয়। (এতৈস্ত্রৈবগুণ উক্ত বঙ্গসেনেন অষ্টা-দশাঙ্গ ইত্যেষ মৃত্যুবল্লং জ্বরং জয়দিতি।) পাচন দ্বিকালে ২ তোলা করিয়া দেওয়া রীতি, রোগবল ও রোগীর বয়োপেক্ষা করিয়া পাচন ৮ তোলা পর্য্যন্ত দিবেক। ৬৯। ৭০। বিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, সোহাগা, তাম্রভস্ম, ধুতুরাবীজ ও হিঙ্গুল সম ভাগ ৯ দ্রব্য সিদ্ধির কাথে মর্দ্দন করিয়া ছোলার মত বটিকা করিবেক, মধু দিয়া ভক্ষণ করত পশ্চাৎ আকন্দমূল ২ তোলা পাচনবৎ ক্কাথ করিয়া সেবন করিবে। ইহা সন্নিপাত জ্বরনাশক হয়। ৭১—৭৪। শুদ্ধ পারা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, তাম্রভস্ম একভাগ, তিনের সমান গোদুগ্ধ দিয়া রৌদ্রে এক দিন মর্দ্দন করিবেক, নির্হিঙ্কা-

দাতপেথরে ॥ মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু নির্গুণ্ডীসিগ্রুজদ্রবৈঃ। বিধায়-গোলং তংগোলমন্ধমূষাগতং পচেৎ। ত্রিযামন্ বালুকাযন্ত্রে ততঃ খল্লেবিচূর্ণয়েৎ। অষ্টমাংশীবিষং তত্রক্ষিপেত্তেনাপি মর্দয়েৎ ॥ ত্রিনেত্রাখ্যো রসোহ্যেষ দেয়োগুঞ্জাদ্বয়োম্মিতঃ। পঞ্চকোলকষায়েন ছাগীদুগ্ধেন বা সহ ॥ রসেনানন্তভুক্তেন সন্নিপাতোজ্বরোমহান্। সংক্ষয়ং ব্রজতি ক্ষিপ্রং কর্ত্তব্যোনাত্র সংশয়ঃ ॥ ইতি ত্রিনেত্রোরসো রসপ্রদীপে ॥ ৭৫—৭৯ ॥ মূষাযন্ত্র যথা। অন্ধমূষাতু কর্ত্তব্যা গোস্তনাকার সন্নিভা। সৈবছিদ্রান্বিতামধ্যে গম্ভীরা মারণোচিতা ॥ ৮০ ॥ দ্বৌভাগৌ তুষদগ্ধস্য একাবল্মীকমৃত্তিকা। লৌহকিট্টস্য ভাগৈকং শ্বেতপাষাণভাগিকং। নরকেশসমং কিঞ্চিচ্ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ। যামদ্বয়ং দৃঢ়ং মর্দ্যং তেনমূষাং সুসম্পুটাং ॥ শোষয়িত্বা রসংক্ষিপ্ত্বা তৎকল্কৈঃ সন্ধি-

পত্রের রস, সজিনামূলের রসে মর্দ্দন করিয়া গোলাকৃতি করিবেক, সেই গোলাকৃতি মূষাযন্ত্রে রাখিয়া বালুকাযন্ত্রে তিন প্রহর জ্বাল দিবেক, পরে খলে চূর্ণ করিয়া যত ঔষধ তাহার আট ভাগের এক ভাগ বিষ দিয়া সমস্ত একত্রে উত্তম মর্দ্দন করিবেক। এই ত্রিনেত্ররস নামক ঔষধ দুই রতি প্রমাণ পঞ্চকোল পাচনের জলে কিম্বা ছাগীদুগ্ধের সহিত অথবা রসের সহিত গুলিয়া ভক্ষণ করিবেক। ইহাতে মহা সন্নিপাতজ্বর শীঘ্র ক্ষয় পায়, এ রস প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে রোগনাশের সংশয় নাই। ৭৫—৭৯। অন্ধমূষা যন্ত্র কর্ত্তব্য। গোস্তনের আকার, সেই মূষা ছিদ্রযুক্ত, মধ্যে গভীর, মারণদ্রব্যের উচিত যন্ত্র হয়। ৮০। দুই ভাগ তুষের ছাই, একভাগ উইনাদার মাটী, লোহার মলচূর্ণ একভাগ, শাদাপাতর চূর্ণ একভাগ, মনুষ্যের চুল কিঞ্চিৎ ছাগী দুগ্ধেতে দুই প্রহর অতিশয় পেষণ করিবেক, পরে মুষার মত যন্ত্র করিয়া শুষ্ক করিবেক, সেই যন্ত্রে ঔষধ রাখিয়া মাটীতে সন্ধিমুখ রোধ করিবেক। ইহার নাম

রুদ্ধয়েৎ। বজ্রমূষা সমাখ্যাতা সম্যক্‌পারদ সাধিকা॥ ৮১॥ ভস্মষোড়শনিষ্কংস্যাদারণ্যোপল সংভবং। মরিচং নিষ্কমাত্রঞ্চ বিষং নিষ্কং বিচূর্ণয়েৎ॥ রসোভস্মেশ্বরো নাম্না সন্নিপাতজ্বরান্তকৃৎ। একগুঞ্জাম্মিতোভক্ষ্য আর্দ্রকস্য রসেন হি। ইতি ভস্মেশ্বররস রসেন্দ্রচিন্তামণৌ॥ ৮২॥ দ্বোকর্ষৌ সূতকাৎ গ্রাহ্যৌ গন্ধকাদ্ধৌতথৈবচ। পলং তত্তু ভয়ং মর্দ্দ্যদিনং হংসপদীরসৈঃ॥ কল্কস্য বটিকাং কৃত্বা নিঃক্ষিপেৎ কাচভাজনে। কর্ষৈকমৃতং তত্র পিষ্ট্বাবক্তু নিরোধয়েৎ॥ কূপিকায়াঃ পরৌভাগৌ বালুকাভিশ্চ পূরয়েৎ। সার্দ্ধযামদহোরাত্রং তাবত্তত্রপচেদ্রসং॥ দীপমাত্রোঽনলো দেয়ঃ স্বাঙ্গং শীতং তমুদ্ধরেৎ। তোলার্দ্ধমমৃতং তত্র ক্ষিপেত্তাবত্তথোষণং॥ ভক্ষিতো রক্তিকাদ্বিত্রি রসঃ সোগ্নিকুমারকঃ। সন্নিপাতজ্বরং হন্যাৎজ্বরং মন্দাগ্নীনামপি॥ শূলং-

বজ্রমূষা, এ যন্ত্র পারদ শোধন করে। মূষা ইন্দুর। ৮১। বিলঘুঁটে ভস্ম ৮ তোলা মরিচ ॥০ তোলা বিষ ॥০ তোলা চূর্ণ করিবেক। ইহার নাম ভস্মেশ্বর রস। আদার রসে এক রত্তি প্রমাণ ভক্ষণ করিলে সন্নিপাতজ্বরসমূহ নাশক হয়। ৮২। শুদ্ধপারা ৪ তোলা শুদ্ধগন্ধক ৪ তোলা, উভয়ে ৮ তোলা। হংসপদীর রসে এক দিন মাড়িবেক, (হংসপদী স্বনামপ্রসিদ্ধ, ধানের খেতে হয়।) গোল করিয়া কাঁচের কুপির পাত্রে পূরিবেক, পরে দারুবিষ ২ তোলা বাটীয়া কাঁচপাত্রের মুখ বদ্ধ করিবেক, তৎপরে বালির হাঁড়ির ভিতরে ঐ কাঁচপাত্র রাখিয়া বালিতে পরিপূর্ণ করিবে, ১২ বার প্রহর অর্থাৎ দেড় দিন প্রদীপের শিখার মত অগ্নির জাল দিবেক, স্বভাব শীতল হইলে নামাইয়া সেই ঔষধে ॥০ তোলা অমৃত অর্থাৎ কাঠিবিষ, অর্দ্ধ তোলা, মরিচ মিশ্রিত করিবেক। ঔষধ ২ রত্তি কি ৩ রত্তি প্রমাণ ভক্ষণে সন্নিপাত জ্বরনাশ হয়, অনুপানের সহিত

সংগ্রহণীং গুল্মং ক্ষয়ং পায়ুগদং তথা। শ্বাসকাসাদিকান্ সর্ব্বান্ গদানেষবিনাশয়েৎ॥ ইতি অগ্নিকুমারোরসঃ॥ ৮৩—৮৭॥ গন্ধেশটঙ্ক মরিচং বিষং ধুস্তুরজৈদ্রবৈঃ। দিনংসংমর্দ্দিতং শুষ্কং পঞ্চবক্ত্রোরসোভবেৎ॥ আর্দ্রকস্য রসেনৈষদাতব্যো রক্তিকান্বিতঃ। সন্নিপাতজ্বর ঘোরং নাশয়েন্নাত্রসংশয়ঃ॥ ইতি পঞ্চবক্ত্রোরসঃ। রসেন্দ্রচিন্তামণৌ॥ ৮৮। ৮৯॥ অথ শীতজ্বরের রসায়ন। সূতকং গন্ধকঞ্চৈব হরিতালং মনঃশিলাং। একনিষ্কং দ্বিনিষ্কঞ্চ চতুর্নিষ্কন্তথৈবচ॥ পঞ্চনিষ্কং কারবেল্ল্যাঃ কল্কং তত্র প্রকল্পয়েৎ॥ তাম্রপাত্রানি তুল্যানি তেন কল্কেন লেপয়েৎ॥ সরাবসংপুটে তানি কৃত্বা তেষা মুপর্য্যপি। দদ্যাত্তাং পিস্টিকাং পশ্চাৎ পুটপাকেন পাচয়েৎ। ততঃ সংচূর্ণয়েদেব রসঃ ক্ষৌদ্রেণ ভক্ষিতঃ। যবৈকমাত্রয়াহন্তি ঘোরং শীতজ্বরং ধ্রুবং। ইতি শীতজ্বরারিরস রসপ্রদীপে॥ ৯০—৯৩॥ পারদং গন্ধকং তুত্থং দরদঞ্চ বিষং সমং। বিষাদষ্টগুণং যোজ্যং মরিচং বিশ্ব-

অগ্নিকুমার রস সন্নিপাত জ্বর এবং অগ্নিমান্দ্যজ্বর, শূল এবং সংগ্রহ গ্রহিণী ও গুল্ম এবং ক্ষয়রোগ ও গুহ্যদ্বারস্থিত রোগ তথা শ্বাস কাস প্রভৃতি রোগনাশক হয়। ৮৩—৮৭। পারা, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ ও বিষ সমভাগ ধুতুরাপত্র রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবেক, একরতি প্রমাণ বটি আদাররস অনুপানে সেবন করিলে ভয়ানক সন্নিপাতজ্বর নাশ হয়। ৮৮।৮৯। পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, হরিতাল ৪ তোলা, মনছাল ৫ তোলা, উচ্ছাপাতার রস দিয়া বাটিয়া ঘন পঙ্কবৎ করিবেক, ঔষধ যত মাত্রা অর্থাৎ ১২ বার তোলা তাম্রপাত্র ছোট সরার ভিতরে রাখিয়া অন্য সরাতে ঢাকিয়া লেপ দিয়া গজপুটে বিশ ঘুঁটার পোড় দিবেক, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া রাখিবেক, এক যবের প্রমাণ মধুর সহিত ভক্ষণ করিবেক, ইহাতে শীতলজ্বর নাশ হয়। ৯০—৯৩। পারা গন্ধক তুতে হিঙ্গুল

ভেষজঃ॥ অশ্বগন্ধাথ বিজয়া কাসমর্দ্দকুটন্নকঃ। চতুর্ণাঞ্চ রসৈরেতচ্চূর্ণং যত্নেন মর্দ্দয়েৎ॥ তুলস্যাস্তুদলৈঃ সার্দ্ধং ভক্ষিতো রক্তিকামিতঃ। হন্তিশীতজ্বরং ঘোরং রসোহয়ং শীতভঞ্জকঃ॥ ইতি শীতভঞ্জীরস, রসপ্রদীপে॥ ৯৪॥ রসকং তালকং তুত্থং পারদং গন্ধটঙ্গনং। সর্ব্বমেতৎ সমংচূর্ণং কারবেল্লীদ্রবৈর্দিনং॥ মর্দ্দয়েত্তেন শুদ্ধস্য রসকাদি সমস্যতু। নিম্নস্য ভাজনস্যান্তর্লিম্পে দর্দ্ধাঙ্গুলোম্মিতং॥ পচ্যতে বালুকাযন্ত্রে যবাযাবৎ স্ফুটন্তিহ। শীতলং তদ্বিগৃহ্নীয়াত্তত্র পাত্রোদরাদ্ভিষক্॥ শীতভঞ্জী রসো-মাষমাত্রো মরিচসংযুতঃ। ভক্ষিতঃ পর্ণখণ্ডেন নাশয়েদ্বিষম জ্বরান্॥ ইতি শীতভঞ্জীরসঃ॥৯৫—১০০॥ তালকোদরদোদ্ভূতঃ পারদোগন্ধকঃ শিলা। ক্রমাদ্ভাগার্দ্ধরহিতং কারবেল্ল্যা প্রমর্দ্দিতং॥ অনেনাস্য প্রমাণেন তাম্রপত্রং প্রলেপয়েৎ। অধোমুখী দৃঢ়েভাণ্ডে তান্নিরুধ্যাথপূরয়েৎ॥ চুল্যাং বালুকপাত্রাধ অগ্নিং

দারুবিষ সমান ভাগ, বিষ হইতে অষ্টগুণ মরিচ ও শুণ্ঠী একত্রে চূর্ণ করিয়া অশ্বগন্ধা সিদ্ধি কালকাসুন্দাপত্র নাগরমুথা এই চারি দ্রব্যের রসে যত্নে মাড়িবেক, এক গুঞ্জা প্রমাণ বটী তুলসীপত্রের সহিত ভক্ষণে শীতজ্বর নাশ হয়। ৯৪। রসাঞ্জন, হরিতাল, তুতে ও পারা গন্ধক সোহাগা এই সকল দ্রব্য সমান উচ্ছেপাতার রসে এক দিন মাড়িবেক, ভাণ্ডের মধ্যে নিম্নে অর্দ্ধ অঙ্গুল পরিমিত লেপ দিবেক, ঐ ভাণ্ড বালুকাযন্ত্র মধ্যে পাক করিবেক; যে পর্য্যন্ত যব দিলে ফুটিবে, সে পর্য্যন্ত জ্বাল দিবেক, শীতল হইলে নামাইয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবেক, এক মাষকলাই প্রমাণ তিন চারিটী মরিচের সহিত পানের ভিতরে চিবিয়া খাইবেক, শীতজ্বর ও বিষমজ্বর ভাল হইবেক। ৯৫—১০০। দরদদেশোদ্ভব হরিতাল অর্থাৎ বংশপত্র হরিতাল, হিঙ্গুলোত্থ পারা, গন্ধক ও মনছাল এই চারি দ্রব্য যথা

প্রজ্বালয়েদ্দৃঢ়ং। শীতং সংচূর্ণমাষোঽস্য নাগবল্লীদলেস্থিতঃ। ভক্ষিতো মরিচৈঃ সার্দ্ধং সমস্তান্ বিষমজ্বরান্। শীতদাহাদিকান্ হন্তি পথ্যশ্চাম্ভোদনং পয়ঃ॥ ইতি শীতভঞ্জীরসঃশীতজ্বরাদি বিষমজ্বরেষু রসপ্রদীপে॥ ১০১—১০৪॥ কট্‌ফলং ত্রিফলা দারুচন্দনং সপরুষকং। কটুকং পদ্মকোশীরং বিপচেৎ কর্ষকং জলে॥ ত্রিদোষ দাহতৃষ্ণাঘ্নং পানপাত্রেণপূজিতং। দীর্ঘকাল জ্বরার্ত্তানা মেতৎস্যাদমৃতোপমং॥ ১০৫। ১০৬॥ সন্নিপাতেতু দাহার্ত্তো যঃ সিঞ্চেচ্ছীতবারিণা। আতুরঃ সকথং জীবেদ্ভিষগ্বা

ভাগ হরিতাল ২ তোলা, পারা ১ তোলা, গন্ধক ৷০ তোলা মনছাল ।০ আনা পরিমাণ উচ্ছাপত্ররসে মর্দ্দিত করিয়া ঔষধ তুল্য প্রমাণ তাম্রপত্রে ঔষধ লেপন করিয়া একটা মৃত্তিকাপাত্রে রাখিবেক, তদুপরি আর একটা মৃত্তিকা পাত্র ঢাকা দিবেক, সন্ধিতে লেপ দিবেক, বালুকাযন্ত্রের ভিতরে রাখিয়া চুলাতে বালুকাযন্ত্রের নিম্নে ৪ প্রহর অতিশয় জাল দিবেক,শীতল হইলে চূর্ণ করিবেক। অর্থাৎ ঐ তাম্রপত্রখানি চূর্ণ করিবেক যেখানে তাম্রপত্রে লেপ দিয়া জাল দিতে কহেন, সেইস্থলে তাম্রপত্র ভস্মই ঔষধ জানিবে। ইহার এক মাসকলাই মাত্রা পানের ভিতরে ৩।৪টী পরিমাণ মরিচের সহিত চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিবেক, ইহাতে শীত দাহপ্রাপ্ত যে বিষমজ্বর তাহাকে নষ্ট করে। পথ্য দুগ্ধান্ন দিবেক। ১০১—১০৪। কট্‌ফল, ত্রিফলা, দেবদারু, রক্তচন্দন, ফলসাফল, কটকী, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, সকলে মিলিত ২ তোলা ৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ২ সের থাকিবেক। ঐ জল ত্রৈদোষিক দাহ তৃষ্ণা নাশ করে, দীর্ঘকাল জ্বরপীড়িত ব্যক্তির এই সিদ্ধ জল অমৃততুল্য হয়।১০৫।১০৬। সন্নিপাত দাহেতে পীড়িত হইয়া যে ব্যক্তি স্বগাত্রে শীতলজল সেচন করে, সেই আতুর ব্যক্তি কি রূপে বাঁচিতে পারে, আর যে বৈদ্য ব্যবস্থা দেয়, সে বৈদ্যই বা কিরূপ হয়? এতাবতা সান্নিপাতিকে,

সকথং ভবেৎ ॥ ১০৭ ॥ অথান্নমাহ। দুস্পর্শগোক্ষুরক্ষুদ্রা সিদ্ধমাহারমর্পয়েৎ। দোষশান্তিবলাগ্ন্যর্থং ত্রিদোষজ্বরিণে ভিষক্ ॥ ১০৮ ॥ লাজশক্তুন্ সমশ্নীয়াৎ সৈন্ধবেন সমন্বিতান্। পচেৎজীর্য্যত্যবিঘ্নেন জ্বরীজীবেৎ তদাধ্রুবং ॥ ১০৯ ॥ রক্তপিত্তেহি তক্তেন তৃষ্ণাদাহজ্বরেষু চ। লাজানাং শক্তবঃ শীতাবচাতত্রহিতামতা ॥ ১১০ ॥ পাচনোদীপনঃ সোষ্ণো লাজমণ্ডোহিতঃ স্মৃতঃ। দশমূলাসিদ্ধিঃ স সন্নিপাতজ্বরেহিতঃ ॥ ১১১ ॥ সন্নিপাতজ্বরী যস্তু কম্পতে প্রলপত্যপি। কিঞ্চিদেব ন জানাতি চিকিৎসা তস্য কথ্যতে ॥ অভ্যঞ্জয়েৎ পুরাণেন সর্পিষা পূর্ব্বমেবতং। বলারাস্না গুড়ূচ্যাদ্যৈস্তৈলৈশ্চপরিষেচয়েৎ ॥ বর্ত্তকো-

শীতল জল নিষেধ হইল, কোনমতে শীতল জল পান বা শীতল জল সেবন কর্ত্তব্য নহে। ১০৭। অনন্তর বৈদ্য সন্নিপাতিক জ্বরীকে দোষের শন্তি ও বল এবং অগ্নির নিমিত্ত দুরালভা, গোক্ষুরি কণ্টিকারি এই ঔষধ সিদ্ধ করিয়া আহার দিবেন। ১০৮। সৈন্ধব সংযুক্ত খইচূর্ণ ভক্ষণ করিলে যদি পাক পায়, তবে অবিঘ্নে জ্বরী নিশ্চয় জীবিত হয়। লাজচূর্ণ যদি পাক না হয়, তবে জীবনের প্রত্যাশা কি ? ১০৯। উপরোক্ত মত আহার রক্তপিত্ত রোগীকেও দিবেক এবং তৃষ্ণা দাহজ্বরেতেও ঐ আহার দিবেক। অর্থাৎ লাজচূর্ণ চিনি আর বচের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবেক।১১০। উষ্ণ লাজমণ্ড পাচন এবং অগ্নিদীপক দশমূল পঞ্চমূলাদি সিদ্ধ লাজমণ্ড সন্নিপাতজ্বরে হিত হয়। ১১১। যে সন্নিপাত জ্বরী প্রকৃষ্টরূপে কম্পিত হয় এবং প্রলাপ কহে, শুভাশুভ কিছুই জানিতে পারে না, তাহাকে প্রথমে পুরাতন ঘৃতেতে অভ্যঞ্জন করাইবেক, অর্থাৎ ঘৃতাভ্যঙ্গ করিবেক এবং বলাতৈল, রাস্নাতৈল, গুড়ূচ্যাদি তৈল দ্বারা পরিবেক, অর্থাৎ মস্তকে ঢালিয়া দিবেক, সেই তৈল গাত্রে গড়িয়া পড়িবেক, আর বাটুলা পক্ষী, বটই পাখী

বর্ত্তকা লাবো বার্ত্তকস্তিত্তিরিঃ শশঃ। কুলিঙ্গশ্চ রসৈনৈষাং তর্পয়েৎ যথানলং॥ ১১২—১১৪॥ সন্নিপাতে ক্ষুধার্ত্তং যো ভোজয়েৎ পিশিতাশনং। সকথং ভিষগাখ্যাং তু লভেত মনুজাধমঃ॥ ১১৫॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে পঞ্চমখণ্ডে সামান্যসন্নিপাত-
জ্বরচিকিৎসা কথন চতুর্ব্বিংশত্যুল্লাসঃ।

অথ বাতোল্বণ সন্নিপাতজ্বরস্য চিকিৎসামাহ।

পঞ্চমূলীকষায়ন্তু দদ্যাদ্বাতোত্তরে জ্বরে। ভৃশোষ্ণং বা সুখোষ্ণং বা দৃষ্ট্বাদোষবলাবলং॥ ১॥ বাতাধিকে সন্নিপাতে দশমূলজলং পিবেৎ। এরণ্ডতৈল মিশ্রম্বা বায়ুকোপ প্রশান্তয়ে॥ ২॥ মৃতং সূতং মৃতং লৌহং গন্ধতালক মাক্ষিকে।

লাব পক্ষী, চড়া পক্ষী, তিত্তিরি, শশারু, বরয়া পক্ষী। এই সকল মাংসের যূষ যেমন অগ্নি তাহা বিবেচনা মতে আহার করিতে দিবেক।১১২-১১৪। সন্নিপাতজ্বরে ক্ষুধায় পীড়িত ব্যক্তিকে যে বৈদ্য মাংস ভোজন করায়,সে বৈদ্যসংজ্ঞা কি রূপে লাভ করিতে পারে? তাহাকে সকলেই মনুষ্যাধম কহে, অতএব এমতস্থলে মাংস ভোজন দিবেক না,এতাবতা পূর্ব্ববচন আয়ত্ত যে পক্ষী মাংস ভোজন লিখিত হইয়াছে, সে কেবল কম্পপ্রলাপবিশিষ্ট উপদ্রবপ্রাপ্ত রোগীকে ঐ ঐ মাংস খাইতে দিবেক, আর ঘৃত তৈলাভ্যঙ্গ করাইবেক। ১১৫

অনন্তর বাতোল্বণ সন্নিপাতজ্বরের চিকিৎসা কথিত হইতেছে। বৃহৎপঞ্চমূলী পাচন বাতপ্রধানে দোষের বলাবল বুঝিয়া অতিশয় উষ্ণ কি সুখোষ্ণ করিয়া দিবেক। ১। বাতাধিক্য সন্নিপাতজ্বরে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত দশমূল পাচন দিবেক অর্থাৎ যে ক্রিয়াতে বায়ু অনুলোম কি বায়ু দমন হয় তাহাই করিবেক। ২। ষড়্গুণ বলি-

পথ্যাশৃঙ্গী বিষব্যোষমগ্নিমন্থঞ্চ টঙ্কণং ॥ তুল্যং খল্লেদিনং মর্দ্দ্যং মুণ্ডীনিগুণ্ডিজদ্রবৈঃ। দ্বিগুঞ্জাং বটিকাংখাদেৎ সর্ব্ববাত প্রশান্তয়ে ॥ সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশুরসো বাতগজাঙ্কুশঃ। ইতি বাতগজাঙ্কুশো রসঃ ॥ ৩—৫ ॥ অথ পিত্তোল্বণ সন্নিপাতজ্বরস্য চিকিৎসামাহ। পরুষকালী ত্রিফলাদেবদারুচ কট্‌ফলং। চন্দনং পদ্মকঞ্চৈব তথা কটুকরোহিণী ॥ পৃশ্নিপর্ণী শৃতস্তৈর্ভির্ব্যুষিতং শীতলং জলং। পিত্তোত্তরে নৃণামেতৎ সন্নিপাতে চিকিৎসিতং ॥ ইতি পরুষকাদি ক্বাথঃ ॥ ৬—৮॥ কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজং। পাঠোদীচ্যং মৃণালঞ্চ শৃতং পিত্তাধিকে পিবেৎ ॥ ইতি কিরাতাদি ক্বাথঃ ॥ ৯ ॥ ইতি পিত্তাধিকেচ শঠ্যাদি। শঠী কুষ্ঠা মৃতাব্যাঘ্রী শৃঙ্গীধাসঃকটুম্ভরাঃ।

জারিত রসসিন্দুর ১, লৌহভস্ম ১, গন্ধক ১, হরীতকী ১, কাকড়াশৃঙ্গী ১, দারুবিষ ১ ভাগ। ত্রিকুট ১, গণিয়ারি ১, সোহাগা ১, খলে মর্দ্দন করিবেক, মুণ্ডিররস নিষিন্ধাপত্ররসে বাটিয়া দুই রতি প্রমাণ বটী করিবেক, সকলপ্রকার বাতপ্রকোপে মধু আদার রসে সেবন করিলে সাধ্য, অসাধ্য সকল বাতবিকারই বিনাশ হয়। ইহার নাম বাতগজাঙ্কুশরস। বাতোল্বণ সন্নিপাতে সদ্বর বাতরোগে সান্নিপাতিক বাতব্যাধিতে ও প্রথমকল্প সামাবস্থায় প্রসিদ্ধ। ৫। ফলসাফল, কেলেকড়া, ত্রিফলা, দেবদারু, কটফল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কটকী, চাকুলে, প্রত্যেকে ১৪৷৹ রতি মিলিত ১১ দ্রব্য ২ তোলার ক্বাথ জল. বাসি শীতল করিয়া পিত্তোল্বণ সন্নিপাতে দিবেক। ৬—৮। অনন্তর পিত্ত প্রকোপিত প্রাধান্য সন্নিপাতজ্বরের চিকিৎসা। চিরাতা, মুথা গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি, বালা, পদ্মমৃণাল, ৭ দ্রব্য মিলিত ২তোলা ক্বাথ পিত্তাধিকে পান করিবে। ৯। পিত্তোল্বণ সন্নিপাতে বিরেচন বিধি। পিত্তাধিক্যে শঠ্যাদি পাচন দিবেক। শঠী, কুড়, গুলঞ্চ, কন্টিকারি, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা

বিশ্বং পাঠাকিরাতঞ্চ শঠ্যারিঃ সন্নিপাতহা॥ কাসহৃদ্গ্রহ পার্শ্বার্ত্তি শ্বাস তন্দ্রাঞ্চ হন্ততে। ইতি শঠ্যাদি ক্বাথঃ। ১০।১১ রস গন্ধকয়োশ্চূর্ণং মর্দ্দয়েদ্যামমাত্রকং। ত্র্যূষণানিলবঙ্গৈলা টঙ্কণং পারদং সমং॥ কণ্টকার্য্যারসেনৈব ভাবয়েদেকবিংশতিঃ। শিগ্রুবীজার্দ্রকরসৈ র্ভাবয়েৎ সপ্তসপ্তধা॥ রসঃ সর্ব্বেশ্বরোনাম্না নাতঃ পরতরঃ ক্বচিৎ। পিত্তোল্বণং নিহন্ত্যাশু সামপিত্তঞ্চ দারুণং॥ বাতশ্লেষ্মামযহরং পিত্তশ্লেষ্মাময়ন্তথা। কাস শ্বাস প্রশমনং সর্ব্বজ্বর বিনাশনং॥ আমবাতহরং হ্যেতৎ বলপুষ্টিকরং মতং। ইতি সর্ব্বেশ্বরো রসঃ॥ ১২—১৬॥ অথ কফোল্বণ সন্নিপাতজ্বরস্য চিকিৎসামাহ। কফাধিকে বৃহত্যাদি পাচন। বৃহত্যৌ পৌষ্করং ভার্গী শঠীশৃঙ্গী দুরালভা। বৎসকস্যচ বীজানি পটোলং কটুরোহিণী॥ বৃহত্যাদির্গণঃ শস্তঃ সন্নিপাত কফো-

কট্‌কী, শুণ্ঠী, আকনাদি ও চিরাতা এই ১১ দ্রব্য সম মিলিত ২ তোলা পাচন, কাস, হৃদয়ের বেদনা, পার্শ্ব বেদনা, শ্বাস এবং তন্দ্রা ও পিত্তাধিক্যজ্বর এই সকল উপদ্রব নাশকারক হয়। ১০। ১১। ষড়্‌গুণ বলিজারিতরস ১, গন্ধক ১, ত্রিকটু ১, লবঙ্গ ১, এলাইচ ১, সোহাগা ১, এই সকল দ্রব্য একত্রে কন্টিকারিরসে ২১ বার ভাবনা, সজনাবীজের ক্বাথে ৭ বার, আদার রসে ৭ বার, পরে দ্বিগুঞ্জা প্রমাণ বটী করিবেক। এই বিশ্বেশ্বররস নামক ঔষধ পিত্তোল্বণ সন্নিপাত অর্থাৎ সামপিত্ত অম্লপিত্ত বিনাশ-কারক, বায়ু কফ ও পিত্তশ্লেষ্ম শ্বাস কাস ও সকল জ্বর না-শক ও আমবাতনাশিক এবং বলপুষ্টিকারক হয়। ১২—১৬। কফাধিক সন্নিপাতে বৃহত্যাদি পাচন দিবেক। অর্থাৎ ব্যাকুড়, কন্টিকারি, কুড়, বামনহাটী, শঠী, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, কুড়চি ছাল, পলতা, কট্‌কী, ১০ দ্রব্য সম মিলিত ২ তোলা পানে

জ্বরে। শ্বাসাদিষুচ সর্ব্বেষু হিতঃসোপদ্রবেষ্বপি॥ ইতি বৃহত্যাদি ক্বাথঃ॥ ১৭—২০॥ অথ বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা। বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকং। তৎক্বাথো মধুনাহন্তি বাতপিত্তোল্বণং জ্বরং॥ ইতি লঘুপঞ্চমূলং॥ ২১॥ অথ বাতশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা। কিরাতাতিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজং। চাতুর্ভদ্রক মিত্যাহুর্ব্বাতশ্লেষ্মোল্বণে জ্বরে॥ ইতি চাতুর্ভদ্রক ক্বাথঃ॥ ২৩॥ অথ পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা। পর্পটং কটুফলং কুষ্ঠমুশীরং চন্দনং জলং॥ নাগরং মুস্তকং শৃঙ্গী পিপ্পল্যেষাং শৃতং হিতং॥ তৃষ্ণাদাহাগ্নিমান্দ্যেষু পিত্তশ্লেষ্মোল্বণজ্বরে। ইতি পর্পটাদি ক্বাথঃ। ২৪। ২৫॥ অথ বাতপিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা। নাগরং ধান্যকং ভার্গী পদ্মকং রক্তচন্দনং। পটোলং

কফোল্বণসন্নিপাতনাশক এবং শ্বাসাদি সকল উপদ্রবযুক্ত রোগে হিতকর হয়। ১৭—২০। (কফোল্বণ সন্নিপাতের পূর্ব্বোক্ত ঐ রসায়ন ঔষধ উষ্ণ কি তীক্ষ্ণভেষজ দানে ভয়জনক নহে, ইহাতে স্বেদ বমন লঙ্ঘনাতিশয় বিধি হয়।) স্বল্পপঞ্চমূল পাচন বাতপিত্ত উল্বণে প্রশস্ত হয় এবং ঐ পাচন ক্বাথ তেজস্কর, মধু দ্বারা সেবনে বাতপিত্তোল্বণ জ্বরকে নাশ করে। অত্র রসায়ন ঔষধ রসক্রিয়া ষড়্গুণ বলিজারিত-রস প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ২১। চিরাতা, মুথা, শুণ্ঠী সম মিলিত ২ তোলা পাচন বাতশ্লেষ্মজ্বরনাশক হয়। (পূর্ব্বোক্ত বাতশ্লেষ্মজ্বরাধিকারোক্ত কষায় ঔষধ ও স্বেদাদি কর্ত্তব্য)। ২৩। ক্ষেতপাপড়া, কট্‌ফল, কুড়, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা, শুঁঠ, মুথা, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল সম মিলিত ২ তোলার ক্বাথ তৃষ্ণা অগ্নিমান্দ্যযুক্ত যে পিত্তশ্লেষ্মোল্বণজ্বর তন্নাশক হয়। (পূর্ব্বোক্ত পিত্তশ্লেষ্মাধিকারোক্ত কষায় ঔষধ বিধি)। ২৪। ২৫। শুণ্ঠী, ধনে,

পিচুমর্দ্দশ্চ ত্রিফলা মধুকং বলা ॥ শঙ্করাকটুকা মুস্তা গজা হেহ্বা বৃহ্যাধিবাতকঃ। কিরাততিক্ত মমৃতা দশমূলী নিদিগ্ধিকা ॥ যোগরাজো নিহন্ত্যেষ সন্নিপাতং ত্রিকোল্বণং। সন্নিপাত সমুত্থানং মৃত্যুমপ্যাগতং জয়েৎ ॥ ইতি যোগরাজক্বাথঃ ॥ ২৬—২৯ ॥ অথ ত্রিদোষোল্বণ সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা। অথ প্রবৃদ্ধ মধ্য হীনবাতাদিজনিত সন্নিপাতজ্বরাণাং ষণ্ণাং তন্ত্রেণ চিকিৎসামাহ ॥ ৩০ ॥ প্রবৃদ্ধং কর্ষয়েদ্দোষং ক্ষীণং সংবর্দ্ধয়েৎ ভিষক্। চিকিৎসেয়ং বিধাতব্যা দোষয়োর্ব্বৃদ্ধিহীনয়োঃ ॥ ৩১ ॥ প্রবৃদ্ধেশমিতেদোষে মধ্যমঃ স্বয়মেবহি। শান্তিং যান্তি সমংনীতে হ্যনুবন্ধ্যোনুবন্ধবৎ ॥ ৩২ ॥ যথা বর্ষাসুবায়ুরনুবন্ধ্যঃ সেব্যঃ

বামনহাটি, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, পলতা, নিমছাল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, বেলেড়া, শঙ্করজটা, কটকী, মুথা, গজপিপুল, কুড়, চিরাতা, গুলঞ্চ, দশমূল, কণ্টিকারি, ইত্যাদি ৩০ দ্রব্য সম মিলিত ২ তোলা ক্বাথ ত্রৈদোষিকোল্বণ সমুত্থিত এবং আগত মৃত্যু জয় করে। ২৬—২৯। (দশমূলে কণ্টিকারি আছে, পুনঃ দ্বিভাগ কণ্টিকারি।) অনন্তর অধিক মধ্যম অল্প বায়ুপিত্তকফসম্ভব সন্নিপাতজ্বরের তন্ত্রে ছয় প্রকার চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। ৩০। প্রবৃদ্ধদোষকে কর্ষণ করিবেক, অর্থাৎ ঔষধান্ন বিহার দ্বারা লাঘব ও সমান করিবেক, ক্ষীণদোষকে ঔষধান্ন বিহার দ্বারা বর্দ্ধিত করিবেক, মধ্যমদোষকে কিছুই করিবেক না, সমান থাকিবেক, না বৃদ্ধি পায়, না অল্প হয়। এই চিকিৎসা বিধান বৃদ্ধিহীনদোষের পক্ষে বিধি হয়। ৩১। প্রবৃদ্ধদোষ শমতা হইলে মধ্যমদোষ স্বয়ং শান্তি প্রাপ্ত হয়, যেমন প্রধান অপ্রধান স্থলে প্রধানের চিকিৎসা দ্বারা শমতা হইলে অপ্রধানেরও শমতা হয়, কিন্তু অপ্রধানের অবিরোধে প্রধানের হ্রাস করা কর্ত্তব্য; চিকিৎসার এই রীতি আছে। ৩২। যেমন বর্ষাতে বায়ু অনুবন্ধ্য

প্রধানমিতি যাবৎ। পিত্তশ্লেষ্মানাবনুবন্ধৌ বয়োরনুচরৌ॥ শরদি পিত্ত মনুবন্ধ্যঃ কফোনুবন্ধঃ। বসন্তে কফোঽনুবন্ধ্যো বাতপিত্তেঽনুবন্ধৌ॥ তত্র যথানুবন্ধ্যেপ্রশমংনীতেঽনুবন্ধঃ স্বয়মেবশান্তিং যাতি। তথা প্রবৃদ্ধেদোষে শমিতে হ্রাস-যিত্বাসমীকৃতে। মধ্যমোদোষোহি নিশ্চয়েন স্বয়মেব শান্তিং যাতি প্রকৃতৌ ভবতীত্যর্থঃ॥ ৩৩—৩৬॥ অথ শীতাঙ্গাদীনাং সন্নিপাতজ্বরাণাং চিকিৎসামাহ। ত্রয়োদশানাং বিশিষ্টাপি চিকিৎসাসিদ্ধং সদ্য শীতগাত্রাণি মোহ শ্লেষ্মোদ্রেক শ্বাসকা-সানিহন্তি॥ ৩৭। ৩৮॥ ভাস্বন্মূলং জীরকব্যোষভার্গী ব্যাঘ্রী শুণ্ঠী পৌষ্করং গোজলেন কর্কোটিকাকন্দরজঃ কুলত্থ কৃষ্ণাবচ কটফল কৃষ্ণজীরৈঃ। কিরাততিক্তানল কট্‌ফলঞ্চ পথ্যাভি রুদ্ব-র্ত্তন মত্র শস্তং॥৩৯।৪০॥ অথ তান্ত্রিকস্য চিকিৎসা। ক্ষুদ্রামৃতা-

অর্থাৎ প্রধান সেব্য, সেই প্রকার পিত্তশ্লেষ্মা অনুবন্ধ অপ্রধান বায়ুর অনুগত এবং শরৎকালে পিত্ত অনুবন্ধ কফ অনুবন্ধ্য, তথা বসন্তে কফ অনুবন্ধ, বায়ুপিত্ত অনুবন্ধ। তাহাতে অনুবন্ধ্য প্রশম প্রাপ্ত হইলে অনুবন্ধ স্বয়ং শান্তি পায়, তাদৃশ প্রবৃদ্ধ শমতা হইলে হ্রাস করিয়া সমান করিবে, মধ্যম দোষ স্বয়ং শান্তি পান, স্বপ্রকৃতি প্রাপ্ত হন। ৩৩—৩৬। অনন্তর শীতল অঙ্গ এতাদৃশ সন্নিপাতজ্বর হইলে ঐ ত্রয়োদশ প্রকার বিশিষ্ট চিকিৎসাসিদ্ধে সদ্যই শীতলগাত্র এবং মোহ শ্লেষ্মার উদ্রেক শ্বাস কাস হইতে নাশ করে, তাহার চিকিৎসা কথিত হইয়াছে। ৩৭—৩৮। আকন্দমূল, জীরা, ত্রিকটু, বামনহাটী, কন্টিকারি, শুঁঠ, কুড়, কাঁকুড়মূল, কুলত্থকলাই, পিপুল, বচ, কটফল, কৃষ্ণ-জীরা, চিরাতা, চিতামূল, পুনঃ কটফল, হরীতকী, এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিবেক, গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া গাত্রে ঘর্ষণ প্রশস্ত

পৌষ্করনাগরাণি শৃতানিযাতানিচোদ্ধৃতানি। শুণ্ঠীকণা সন্থিরনো পলানি নস্যেন তন্দ্রাবিজয়োল্বণানি॥ ৪১॥ অনন্তর তন্দ্রার চিকিৎসা। মানবকচ পচংপচা বচান্মুক্রিমিহর নাগরশর্করী গবাক্ষ্যঃ। ছাগলকজ্জ্বলকল্কিতা নিতান্তং নসি নিহিতা নন্নু তন্দ্রিকং জয়তি॥ ৪২॥ তুরঙ্গলালা লববণোত্তমেন্দু মনঃশিলা মাগধিকা মধূনি। সংযোজিতান্যঞ্জিনি নিশ্চিতং তন্দ্রান্তন্দ্রনিদ্রাং বিনিবারয়ন্তি॥ ৪৩॥ সতগরবরতিক্তারেবরান্দোদ তিক্তা নলদত্রুরগ গন্ধাভারতীহারদূরাঃ। মলয়জদশমূলী শঙ্খপুষ্পঃ সুপক্কা প্রলপন মপহন্তুঃ পানতো নাতিদূরাৎ॥ ৪৪॥ অথ রক্তষ্ঠীবনশ্চিকিৎসা। রোহিষচন্দ্রবদাসকবাসা পর্পটগন্ধালতাকটুকাভিঃ। কর্করষা সমেষরসোয়ঃ ক্ষতজষ্ঠীবিন উদিত ৬পায়ঃ॥ ৫।৪৬॥ পদ্মকচন্দন পর্পট মুস্তা জাতিবারুণ চন্দন

হয়। ৩৯। ৪০। কন্টিকারি, গুলঞ্চ, কুড়, শুঁঠ, ইহার ক্বাথ কিম্বা ইহাদিগের ক্বাথে শুঁঠ পিপুলের গুঁড়াযুক্ত করিয়া নস্য কিম্বা বকফুলের পাতার রস ৮ তোলাতে শুঁঠ পিপুলের গুঁড়া দিয়া নস্য করিলে উল্বণ তন্দ্রা জয় হয়। ৪১। বালা, দারুহরিদ্রা, বচ, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, হরিদ্রা, রাখালশসা, ছাগমূত্রে মাড়িয়া নস্য করিলে তন্দ্রা জয় করিবেক। ৪২। ঘোড়ার-লাল, সৈন্ধব, কর্পূর, মনছাল, পিপুল, মধু, এই সকল সম ভাগে মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অতি নিদ্রা নিবারণ করে। ৪৩। তগরপাদুকা, তদভাবে সিউলি ছোপ, মহানিম্ব, ত্রিফলা, মুথা, কটকী, বেণারমূল, অশ্বগন্ধা, ব্রাহ্মী, হুড়হুড়ে, শ্বেতচন্দন, দশমূল, চোরহুলুই, এতাবৎ মিলিত ২ তোলার ক্বাথ পানে শীঘ্র প্রলাপ নাশ হয়। ৪৪। সুগন্ধি তৃণবিশেষ, কর্পূর, দুরালভা, বাসক, খেতপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, মিলিত ২ তোলা পাচন, চিনির সহিত ভক্ষণে ক্ষতজ রক্তষ্ঠীবনের উপায় হয়। ৪৫।৪৬

বারি। ক্লীতক নীর শ্রুত পরিপক্কং বারিভবেদিহ শোণিত-হারি ॥ ৪৭ ॥ মধুক পদ্মকবাল শচন্দন পল্লবদারুগনাথঃ। শ্রীপর্ণফল শীতকষায়ঃ সশিত ইহস্যাদস্রজয়ায় ॥ ৪৮ ॥ অথ ভুগ্ননেত্রস্য চিকিৎসা। তুরগগন্ধা লবণেক্ষুগন্ধা মধুকসারোষণ মাগধীভিঃ। বস্তাম্বুশুণ্ঠী লসুনানি নস্যং সংভুগ্ননেত্রং সুদৃশং করোতি ॥ ৪৯ ॥ অথাভিন্যাসস্য চিকিৎসা। শৃঙ্গীভার্গী ভয়াজাজী কণাভূনিম্ব পর্পটৈঃ। দেবদারু চব্য কুষ্ঠ যাস কট্‌ফল নাগরৈঃ ॥ মুস্তধান্যক তিক্তেন্দ্রযব পাঠাহরেণুভিঃ। হস্তিপিপ্পল্য পামার্গ পিপ্পলীমূলচিত্রকৈঃ ॥ বিশালারগ্বধা.রক্টশঠী বাগবিকা-ফলৈঃ। বিড়ঙ্গরঙ্গিনী দার্ব্বীবযানীবর সংযুতৈঃ। সমাংশৈর্ব্বি-

পদ্মকাষ্ঠ, শ্বেতচন্দন, খেতপাপড়া, জাতিপুষ্প, রক্তচন্দন, বালা, যষ্টিমধু মিলিত ২ তোলা পাচন রক্তনাশন হয়। ৪৭। অত্র চিনি প্রক্ষেপ ।৹ অর্দ্ধতোলা মাত্র। যষ্টিমধু, ফলসাবল, ছুরালভা, রক্ত-চন্দন, তেজপত্র, দেবদারু, গাম্ভারিফল, মিলিত ২ তোলা পাচন, শীতল করিয়া চিনি।৹ অর্দ্ধ তোলা দিয়া ভক্ষণে রক্তনাশন ক্রিয়া হয়। ৪৮। অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, কুলেকাড়া, মহুলপুষ্প, মরিচ, পিপুল শুঁঠ, রসুন, সমভাগে ছাগমূত্রে বাটিয়া নস্য দিলে ভুগ্ননেত্রকে সুন্দর নেত্র করা যায়। ৪৯। কাকড়াশৃঙ্গী, বামনহাটী, হরীতকী, জীরা, পিপুল, চিরাতা, খেতপাপড়া, দেবদারু, চৈ, কুড়, ডুরালভা, কট-ফল, শুঁঠ, মুথা, ধনে, কটকী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুক, গজপি-পুল, আপাঙ্গ, পিপুলমূল, চিতামূল, রাখালশসা, সোদালুফল, নিম-মূল, শঠী, বচ, এরণ্ডফল, বিড়ঙ্গ, নীলবৃক্ষ, দারুহরিদ্রা, যমানী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা কিম্বা ৪ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা বা ৬৪ তোলা শেষ ৮ তোলা বা ১৬ তোলা দোষাধিকে স্থানিক মাত্রা দিবেক। হিঙ্গু ১০ রতি, আদাররস ।৹ তোলা মিশ্রিত

রোগহরতং তপস্ব ॥ ৬৬॥ কর্পূর প্রকরাবদাতবপুষং সংযোগমুগ্ধায়ুষং শশ্বদ্ভক্ত জনেষু ভাবুকভবং ভালস্ফুরচ্চক্ষুষং সংপূর্ণামৃতকুম্ভ সংভৃতকরং রুদ্রাক্ষমালাধরং পিঙ্গোত্তুঙ্গজটাকলাপরুচিরং চন্দ্রার্দ্ধমৌলিং স্তুহি ॥ ৬৭ ॥ ভিগগ্ভিরিতিনির্ণীতঃ সন্নিপাতার্ণবাম্ভিধে। ভেষজং জাহ্নবীনীরং বৈদ্যোনারায়ণোহরিঃ॥৬৮
অথ জ্বরদাহস্থ চিকিৎসা। উশীরো ন্দনোদীচ্য দ্রাক্ষামলক পর্প টৈঃ। শৃতংশীতংজলং দদ্যাদ্দাহ তৃট্জ্বরশান্তয়ে ॥ ৬৯ ॥ ইতিষড়ঙ্গপানং। সশিতো নিশিপর্য্যষিতঃ প্রাতর্ধানকতণ্ডুলক্বাথঃ। পীতঃ শময়ত্যচিরাদন্তর্দাহ জ্বরং পৈত্তং ॥ ৭০ ॥ পথ্যাং তৈলঘৃতক্ষৌদ্রৈ র্লিহন্দাহজ্বরাপহাং। কাসাসৃকপিত্তবীসর্পশ্বা-

চ্ছেত্তা, জীবিতদাতা এমত যে মৃত্যুঞ্জয়, রোগহর নিত্য মহাদেব, তাঁহার তপস্যা করা বিধি। ৬৬। কর্পূর সদৃশ শুক্লবর্ণ শরীর, সুন্দর যোগে মুগ্ধ হইয়াছেন, আয়ুঃ যাঁহার নিরন্তর বশ, ভক্তজনের মঙ্গলেযুক্ত, কপালে স্ফূর্ত্তি চক্ষু,পরিপূর্ণ অমৃতকুম্ভ হস্তে ধারণ করিয়াছেন, রুদ্রাক্ষমালাধারী স্থূল অথচ লম্বমান জটাসমূহ মণ্ডিত মস্তক এবং অর্দ্ধচন্দ্র ললাটভূষণ, এবম্ভূত শিবকে স্তব করি। ৬৭। বৈদ্যকর্তৃক এই নির্ণয়কৃত হইয়াছে যে, সন্নিপাতরূপ সমুদ্রতরণে গঙ্গাজল ঔষধ এবং নারায়ণ বৈদ্য হয়েন। ৬৮। বেণারমূল, রক্তচন্দন, বালা,দ্রাক্ষা, আমলকী, খেতপাপড়া, মিলিত ২ তোলা, জল ৪ সের শেষ ২ সের থাকিবে, দাহ তৃষ্ণাযুক্ত জ্বর শান্তি নিমিত্ত এই জল পানার্থ দিবেন। ৬৯। ধনের ২ তোলা ক্বাথ, চিনি ৷৷০ তোলা যুক্ত করিয়া রাত্রিতে রাখিবেক,প্রাতঃকালে,পান করিলে অন্তর্দাহএবং পৈত্তিকজ্বর শমতা হয়। ৭০। হরীতকী চূর্ণ, তৈল, ঘৃত, মধুর সহিত অবলেহ করিলে দাহজ্বরনাশক হয়, কাস এবং রক্তপিত্ত, বীসর্পরোগ, শ্বাস বমি ও নাশ করে, ইহা কেবল মধুর সহিত অবলেহ করিয়া

সানহন্তি বমীনপি ॥ ৭১ ॥ প্রশময়তি দাহমচিরাৎ কর্কন্ধুপল্লবৈর্লেপঃ। লেপোহিমকরমলয়জ নিম্বদলৈ স্তক্রপিষ্টৈর্ব্বা ॥ ৭২ ॥ উত্তানসুপ্তস্য গভীরতাম্রকাংস্যাদিপাত্রে নিহিতে চ নাভৌ। শীতাম্বুধারাবহুলাপতন্তী নিহন্তি দাহং ত্বরিতং জ্বরঞ্চ ॥ ৭৩ ॥ শীতাম্বুঃ সানুশতশশ্চ বিলোড়িতেন গব্যেন চন্দন যুতেন ঘনেনদিগ্ধা। দাহজ্বরী সকমলোৎপলমাল্যধারী। ক্ষিপ্রং বিশেৎ সলিলকোষ্ঠনমল্প কালং ॥ কাঞ্জি কার্দ্রাপটেনাবগুণ্ঠনং দাহনাশনং ॥ ৭৪ ॥ অথ গোতক্রসংস্বিন্নশীতলীকৃতবাসসা দাহং-জয়েৎ ॥৭৫॥ দাহযুক্ত জ্বরিণোহন্নং পিত্তজ্বরাধিকারোক্তং বিহারমপি ॥ ৭৬ ॥ প্রহ্লাদং চাস্য বিজ্ঞায় তাঃ স্ত্রীপনয়েৎ পুনঃ।

দিবেন। ৭১। ইতি পথ্যাবলেহঃ। কুলের নুতনপত্র বাটিয়া গাত্রে লেপ দিলে শীঘ্র দাহ নাশ করে এবং কর্পূর, শ্বেতচন্দন, নিমপাতা তক্রে বাটিয়া প্রলেপেও দাহ নাশ হয়। ৭২। উত্তানসুপ্ত অর্থাৎ চীৎ হইয়া শয়নকৃত ব্যক্তির নাভিতে গভীর তাম্রপাত্র কি কাংস্যপাত্র কি কাচপাত্র কি মৃত্তিকাপাত্র রাখিয়া তাহাতে শীতল জলের বহু ধারা পাত করিলে দাহ এবং দাহজ্বর শীঘ্র নাশ করে। ৭৩। শীতলজলে শতবার ধোত ঘৃত, তাহাতে মুনশ্বেতচন্দন মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিবেক, পদ্মপত্র কিম্বা শালুকপত্র গাত্রে দিবেক, তাহাতেও দাহ বিনাশ হইবেক এবং অল্প উষ্ণ এমন জলে কিঞ্চিৎ কাল প্রবেশ করিয়া শীঘ্র উঠিবেক। এবং কাঞ্জিতে আর্দ্র করিয়া বস্ত্র গাত্রে দিলে দাহ নিবারণ হয়। ৭৪। তক্রেতে সিদ্ধবস্ত্র শীতল করিয়া গাত্রে দিলে দাহ জয় হয়। ৭৫। দাহজ্বরির আহার এবং বিহার পিত্তজ্বরাধিকারোক্ত কর্ত্তব্য। ৭৬। পূর্ব্ব পিত্তজ্বরোক্ত বিধান আছে, কামিনী আলিঙ্গনাদি প্রশস্ত, কিন্তু সেই স্ত্রী কর্ত্তৃকৃত হর্ষ বুঝিয়া দূরস্থা হইবেক, অর্থাৎ রতি কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়,

হিতঞ্চ ভোজয়েদন্নং যেনাপ্নোতি সুখং মহৎ॥ ৭৭॥ দাহ-বম্যার্দ্দিতং ক্ষমাং নিরন্নং তৃষয়াচিতং। শর্ক্করা মধুসংযুক্তং পায়য়েল্লাজতর্পণং॥ ৭৮॥ অথ চিত্তভ্রমস্য চিকিৎসামাহ। কণোষণোগ্রালবণোত্তমানি করঞ্জবীজং ক্ষণদানলানি। পথ্যাক্ষ-সিদ্ধার্থকহিঙ্গুশুণ্ঠী যোজ্যানি বস্তাম্বুবিমিশ্রিতানি পিষ্ট্বা-গুটীয়ং নয়নেনিধেয়া প্রচেতনেতি প্রথিতা চিকীর্ষা। চিত্ত-ভ্রমাপস্মৃতি ভূতদোষ শিরোঽক্ষিরোগ ভ্রমনাশ হেতুঃ॥৭৯।৮০॥ কুম্ভোদ্ভবতরোরম্ভো গুড় বিশ্বকণাচিতং। নিহিন্নসি নূতনং-স্যাৎ চিত্তভ্রমবিনাশনং॥ ৮১॥ মুরামূর্দ্ধজমেঘার্ক মধুকম-লয়োস্তবৈঃ। মরুতরুমধুমিশ্রৈঃ পূরপাণিজপাংশুভিঃ॥ লোহ-

এবং দাহজ্বরীকে হিতান্ন ভোজন করাইবেক, অর্থাৎ যাহাতে তাহার মহৎসুখ প্রাপ্তি হয় তাহাই দিবেক। ৭৭। দাহ ও বমিতে পীড়িত অথচ ক্ষীণ এবং লঙ্ঘিত তথা তৃষ্ণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে চিনি মধুযুক্ত লাজ তর্পণ আহার করাইবেক, অর্থাৎ তাহার লাজচূর্ণরূপ তর্পণ হয়। ৭৮। পিপুল, মরিচ, বচ, সৈন্ধবলবণ, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিদ্রা, চিতামূল, হরীতকী, বয়ড়া, শ্বেতসর্ষপ, হিং, শুণ্ঠী, ছাগমূত্র দিয়া বাটিয়া বটী করিবেক, ঐ বটী মধু দিয়া ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে চেতনা হইবেক, এ ক্রিয়া অতি বিখ্যাতা; চিত্তভ্রম এবং অপস্মার অর্থাৎ মৃগি, ভূতোন্মাদ, মস্তক বেদনা, চক্ষুরোগ এবং শরীর ভ্রমণ জ্ঞান, এ সকল রোগ নাশ করে। ৭৯। ৮০। বকপুষ্পের রস, গুড়, শুঁঠ, পিপুল একত্র করিয়া নস্য লইলে চিত্ত-ভ্রম বিনাশ হয়, অর্থাৎ অচেতনে চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। ৮১। মুরা-মাংসী, বালা, মুথা, আকন্দ, মষুলপুষ্প, শ্বেতচন্দন, পৃগুলু অর্থাৎ বৃক্ষবিশেষ, গৃহ হইতে নখে উদ্ধৃত যে কর্দ্দম—চটি, তাহার ধুলি, লৌহ, বেণারমূল, এলাইচ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ২ তোলা মধুর

নামজ্জকৈলাভিলেহশ্চিত্ত ভ্রমাপহঃ। গ্রহদোষ হরঃ শ্রীদঃ সৌভাগ্যকর উত্তমঃ॥ ৮২—৮৪॥ মৃদ্বীকা মরুদারু মৎস্য সকলা মুস্তামলক্যামৃতা পথ্যারেবত রাগসেন করজরাজী- ফলৈঃ সংযুতা। হন্ত্যশ্চিত্তরুজোথ দর্দ্দুরদলা দ্রাক্ষা পটোলী- পত্রঃ পথ্যা পর্পটরাজ দ্রাক্ষ কটুকাশম্বুকপুষ্পাঃশৃতাঃ॥৮৫।৮৬॥ দর্দ্দুরদলা। মণ্ডূকপর্ণী। সাচত্র্যর্থ। ব্রাহ্মী। মঞ্জিষ্ঠা। শোণকশ্চ। তথাপ্যত্রব্রাহ্মী গ্রাহ্যা। যত উক্তং গুণ- গ্রন্থে ব্রাহ্মী মতিপ্রদা মেধ্যা জ্বরহর্ত্রী রসায়নীতি॥ ৮৭।৮৮॥ অথ কর্ণকস্য চিকিৎসা। প্রলেপস্ত্বল্পমস্তমন্যমেকঃ সমুদ্রিক্ত- শোথস্তু রক্তাবসেকঃ। বিপক্কস্তু শস্ত্রক্রিয়া সুপজিৎসা ব্রণত্বং

সহিত অবলেহ করিলে চিত্তভ্রম নাশ করে এবং গ্রহদোষ নাশক হয়, এই ঔষধ লক্ষ্মীকর ও সৌভাগ্যকর হয়। ৮২—৮৪। দ্রাক্ষা, দেবদারু, কটকী, মুথা, আমলকী, গুলঞ্চ, হরীতকী, সোদালুফল, চিরাতা, খেতপাপড়া, পটল এই সকল দ্রব্য চূর্ণ মধুর সহিত অব- লেহে চিত্তভ্রম নাশ করে। তদন্তর যোগান্তর কহিতেছি, থুলকুড়ি, দ্রাক্ষা, পলতা এই তিন দ্রব্যের রস কিম্বা হরীতকী খেতপাপড়া, সোঁদালু, দ্রাক্ষা, কটকী, চোরহুলুই, ইহাদিগের ক্বাথ চিত্তভ্রম নাশক হয়। থানকুনি স্থলে ব্রাহ্মীশাক অর্থাৎ বিরমীশাক কিম্বা মঞ্জিষ্ঠা কিম্বা শোণা এই ত্রিবিধ প্রকার গ্রাহ্য হয়, এস্থানে ব্রাহ্মী গ্রহণীয়া, যেহেতু ব্রাহ্মী বুদ্ধিদায়িকা, মেধাদায়িকা, জ্বরনাশিনী এবং রসায়নী, জরাব্যাধিনাশিনী, অতএব চিত্তভ্রমস্থলে ব্রাহ্মী দিবেক। ৮৭। ৮৮। শ্রুতিমূলে অল্প শোথ এক প্রলেপে নাশ করে, শোথের বিশেষ উত্থান হইলে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবেক, বিপক শোথ হইলে অস্ত্রদ্বারা পূয নির্গত করণ বিধি, ক্ষত প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র ক্ষতনাশ চিকিৎসা অর্থাৎ ব্রণচিকিৎসা

গতঞ্চ দ্রুতঃ তচ্চিকিৎসা॥ ৮৯॥ মিশা বিশালা ময়মার্ণি মঞ্জু দার্ব্বীঙ্গুদীমূলকৃতঃ প্রলেপঃ। প্রমাকরক্ষীরপ্লুতঃ প্রমাবাদ্ব্যস্তঃ সমস্তো প্যথকর্ণকম্পঃ॥ ৯০॥ কুলত্থং কটফলং শুণ্ঠী কারবীচ সমাংসকৈঃ। সুখোষ্ণৈর্লেপনং কার্য্যং কর্ণমূলে মুহুর্মুহুঃ॥ ৯১॥ গোময়মধ্যে স্থাপিত ধূস্তূরফলং গোময়াগ্নি নাস্বিন্নং গোময়াদ্বহিষ্কৃতং তৎপত্ররসেন পিষ্ট্বা সুখোষ্ণং যথা প্রলেপং দদ্যাৎ শ্রুতিমূলশোথহরঃ প্রলেপোহয়ং দৃষ্টফলঃ॥ ৯২॥ গৈরিকং কঠিনী শুণ্ঠী কট্‌ফলৈঃ সবচৈঃ সমৈঃ। উষ্ণৈঃকাঞ্জিকসংপিষ্টৈ প্রলেপঃ কর্ণমূলনুৎ॥ ৯৩॥ শিগ্রুরাজিকয়োঃ পিষ্ট্বা কর্ণমূলং প্রলেপয়েৎ। কর্ণমূলভবঃ শোথস্তেন লেপেন শাম্যতি॥ ৯৪॥ সাসরজল পরিমৃদিতং মরিচকর্ণজীরসিন্ধুযুতং। নস্যবিধিসেবিতং ননুকর্ণ-

করিবেক। ৮৯। মৌরি, রাখালশসা, কুড়, গণিয়ারিমূল, দারুহরিদ্রা, ভূর্জ্জপত্রবৃক্ষ মূল, সমানভাগে দুগ্ধে বাটিয়া ফুটাইয়া প্রলেপ দিবেক, এক এক দ্রব্যেতে প্রলেপ কিম্বা সকল দ্রব্যেতে দিবেক। ইহাতে কর্ণমূল শোথ নাশ করে। ৯০। কুলথকলাই, কট্‌ফল, শুণ্ঠী, কৃষ্ণজীরা, সমানভাগে মনসাপত্রের রসে বা ধুস্তূরপত্ররসে, বাটিয়া সুখোষ্ণ প্রলেপ মুহূর্ত্তান্তর দিবেক। ৯১। গোময় গোলাকার করিয়া তন্মধ্যে ধুস্তুরফল রাখিয়া ঘুঁটের পোরে পোড়াইয়া গোময় হইতে তাহা বাহির করিয়া ধুস্তূরপত্ররসে বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূলশোথ নাশ হইবেক। এই প্রলেপ দৃষ্ট ফল হয়। ৯২। গেরিমাটি, কাঠখড়ি, শুঁঠ, কট্‌ফল, বচ, সমানভাগ কাঞ্জিতে বাটিয়া উষ্ণ প্রলেপে কর্ণমূলশোথ নাশ করে। ৯৩। সজিনামূল, শ্বেতসর্ষপ জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূলোত্থ শোথ শমতা পায়। ইতি উষ্ণলেপঃ। ৯৪। মরিচ,

রুগ্নাশকৃক্‌গ্রথিতং ॥ ৯৫ ॥ ভার্গীজয়া পৌষ্করকণ্টকারী কটুত্রিকো শ্রীঘন কুণ্ডলীভিঃ। কুলীরশৃঙ্গীকটুকারসাভিঃ কৃতঃ কষায়ঃ কিলকর্ণকম্নঃ ॥৯৬॥ দশমূল মৎস্য সকলা চপলা ত্রিফলা মহৌষধি কিরাত যুক্তং। মরিচং পরিক্কথিতমাশু বলাদুপহন্তিকর্ণকরুজঃ কবলাঃ ॥ ৯৭ ॥ ফলত্রিকত্র্যুষণ মুস্তকদ্বীকলিঙ্গ সিংহাননি সর্ব্বরীভিঃ। ক্কাথঃ কৃতঃ কৃন্তাত কণ্ঠকুব্জং সৈংহীকণ্ঠীরবঃ কুঞ্জরমাশুযদ্বৎ ॥ ৯৮ ॥ ইতি কণ্ঠকুব্জ চিকিৎসা। কিরাতকটুকা কণা কুটজকণ্টকারী শঠি কালিদ্রুম কিলাভয়া কটুককট্ফলাম্ভোধরৈঃ। বিষামলক পুষ্করাকুলীরশৃঙ্গী বৃষৈর্মহৌষধ সপথ্যৈরয়ং জয়তি কণ্ঠকুব্জং গণঃ ॥ ৯৯ ॥ অথোল্বণবাতাদি প্রবৃদ্ধমধ্যক্ষীণ বাতাদি হেতুকানাং কুম্ভীপাকাদি সন্নিপাতজ্বরাণাং ত্রয়োদশানাং চিকিৎসাহভিধীয়তে সা চ তুল্য হেতু-

পিপুল, জীরা, সৈন্ধব জলে মাড়িয়া নস্য লইলে কর্ণমূলের শোথ গ্রথিত অর্থাৎ বীচির মত বেদনাযুক্ত শোথ নাশ হয়। ৯৫। বামনহাটী, জয়ন্তিমূল, কুড়, কণ্টিকারি, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, গুলঞ্চ, কাকড়াশৃঙ্গী, হরীতকী, মিলিত ২ তোলা পাচন কর্ণমূলশোথ নাশন হয়। ৯৬। দশমূল, কটকী, পিপুল, ত্রিফলা, শুণ্ঠী, চিরাতা, মরিচ, ইহার ক্কাথ কবল করিলে শীঘ্র কর্ণমূলশোথ নাশ হয়। ৯৭। ত্রিফলা, ত্রিকটু মুথা, কেউটেমুথা, ইন্দ্রযব, বাসক, হরিদ্রা, ইহার ক্কাথ, কণ্ঠকুব্জ নাশ করে, যেমন সিংহের কণ্ঠের শব্দ হস্তিকে শীঘ্র নাশ করে, তাদৃশ। ৯৮। চিরাতা, পিপুল, কুরচি, কণ্টিকারী, শঠী, বয়ড়া, দেবদারু, হরীতকী, কটকী, কটফল, মুথা, আতইচ, আমলকী, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, বাসক, শুণ্ঠী, সথা এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ কণ্ঠকুব্জ নাশক হয়। ৯৯। প্রবল মধ্য ক্ষীণ বাতাদি হেতুক কুম্ভীপাকাদি সন্নিপাতজ্বরের ত্রয়োদশ

কানাং বিস্ফুরকাদীনাং ত্রয়োদশানামিব বিধাতব্যা ইতি সান্নিপাতিকজ্বরাধিকার ॥ ১০০ ॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে পঞ্চমখণ্ডে বিবিধপ্রকার সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসাবিধানঃ—পঞ্চমোল্লাসঃ।

অথচ তন্ত্রান্তরে বাতোল্বণাদীনাং সন্নিপাতজ্বর বিশেষাণাস্ত্রয়োদশানাং কুম্ভীপাকাদীনি ত্রয়োদশানামন্তরাণি লক্ষণান্তরাণি চাহ ॥ ১ ॥ কুম্ভীপাকঃ প্রোর্ণুনাবঃ প্রলাপীহ্যন্তর্দাহো দণ্ডপাতো ভ্রমশ্চ। এণীদাহশ্চাথ হারিদ্রসংজ্ঞো ভেদা এতে সন্নিপাতজ্বরস্য ॥ ২ ॥ অজরোম ভূতহাসৌ তন্ত্রাপীড়শ্চসংস্থাসঃ। সংশোষীচ বিশেষাস্তস্যৈবোক্তা স্ত্রয়োদশ চ ॥ ৩ ॥ অথৈষাং লক্ষণানি। ঘোণা বিবরাবরুদ্ধশোণাসিতনীললোহিতং সার্ত্তি বিলুণ্ঠমস্তকমভিতঃ কুম্ভীপাকেন পীড়িতং বিদ্যাৎ ॥ ৪ ॥ উৎক্ষিপ্তে যঃস্বমঙ্গং ক্ষিপত্যধস্তান্নিতান্ত মুচ্ছ-

চিকিৎসা যে কথন, সে সমান হেতুক বিস্ফুরকাদি ত্রয়োদশ প্রকারের মত বিধান হয় ॥ ১০০ ॥

নানাবিধ সন্নিপাতজ্বর লক্ষণ চিকিৎসা কথনানন্তর তন্ত্রান্তরে বাতোল্বণাদি সন্নিপাতজ্বর বিশেষ ত্রয়োদশ প্রকার কুম্ভীপাকাদি, ত্রয়োদশের মধ্যবর্ত্তি লক্ষণান্তর কহিতেছেন। ১। কুম্ভীপাক, প্রোর্ণুনাব, প্রলাপী, অন্তর্দাহ, দণ্ডপাত, ভ্রম, এণীদাহ, হারিদ্র, সন্নিপাতজ্বরের এই কয়েকটী নামভেদ জানিহ। ২। অজরোম, ভূতহাস, তন্ত্রাপীড়, সংস্থাস ও সংশোষী সন্নিপাতের এই ত্রয়োদশ প্রকার নাম। ৩। কুম্ভীপাক সন্নিপাতে পীড়িতের এই সকল লক্ষণ জানিহ, নাসিকাছিদ্রে কফ কদ্ধ, কৃষ্ণরক্ত, নীলরক্তবর্ণ হয়, পীড়ার সহিত সকল দিগে মস্তক লুণ্ঠন হয়। ৪। এই লক্ষণাক্রান্ত প্রোর্ণুনাবযুক্ত সন্নিপাতে হয়, অর্থাৎ উঠিতে চাহিলে সম্যক্

সিতি তং প্রোণ্নাবজুষ্টং বিচিত্র কষ্টং বিজানীয়াৎ॥ ৫॥ স্বেদভ্রমাঙ্গমর্দ্দঃকম্পো দবথুর্ব্বমী ব্যথাকণ্ঠেগাত্রঞ্চ গুর্ব্বতীদং প্রলাপি জুষ্টস্য জায়তে লিঙ্গঃ॥ ৬॥ অন্তর্দাহঃ শৈত্যং বহিশ্চ যস্যানিশং মহাশ্বাসঃ অঙ্গমিব দগ্ধকম্পং সোন্তর্দাহাৰ্দিতঃ কথিতঃ॥ ৭॥ নক্তংদিবাননিদ্রা মুপৈতি মূঢ়ধীম্নভসঃ। উত্থায় দণ্ডবাতে ভ্রমাতুরঃ সর্ব্বতোভ্রমতি॥ ৮॥ সংপুর্য্যন্তে শরীরং গ্রন্থিভিরমিতন্তথোদর মস্তকঃ শ্বাসাতুরস্য সততং বিচেতনস্যার্ত্ত-কার্ত্তস্য॥ ৯॥ পরিধাবতীবগাত্রে রুকৃপাত্রে ভুজগহরিণগত্যাঃ। বেপথুমন্দঃ সবাহৈশ্চেণীদাহজ্বরার্ত্তস্য॥ ১০॥ যস্যাতি পীতমঙ্গং

প্রকারে অধতে পতিত হয়, সতত নিশ্বাস ত্যাগ হয়, নানা কষ্ট হয় জানিহ। ৫। প্রলাপজুষ্ট সন্নিপাতের লক্ষণ এই যে, ঘর্ম্ম, ভ্রম, অঙ্গপীড়ন, কম্প, দাহ, বমী, কণ্ঠদেশে বেদনা ও শরীর অতিশয় ভার হয়। ৬। অন্তর্দ্দাহপীড়িত সন্নিপাতের এই লক্ষণ হয়, সতত অন্তর্দ্দাহ, বাহ্যে শরীর শীতল নিরন্তর মহাশ্বাস অর্থাৎ শেষ শ্বাস, দগ্ধবৎ শরীর হয়। ৭। দণ্ডবাতযুক্ত সন্নিপাতের এইরূপ লক্ষণ হয়, দিবা রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, যেন আকাশ হইতে কিঞ্চিদ্দ্রব্য আকর্ষণ করিতে হস্ত প্রসারিত করে, উঠিতে দণ্ডবৎ পতিত হয়। ৮। বায়ু হইতে গ্রন্থ দ্বারা অর্থাৎ বর্ত্তুলাকার শরীর সংপূর্ণ এবং উদর অপরিমিত পূর্ণ এবং শ্বাসাতুর, নিরন্তর বিচেতন ও পীড়াতে পীড়িত, ভ্রমসন্নিপাতের এই লক্ষণ হয়, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ভ্রম জন্মে। ৯। এণীদাহসন্নিপাতজ্বর পীড়িতের এই লক্ষণ হয়, অর্থাৎ পীড়া ভাজন শরীর, সর্প আর হরিণের গতির ন্যায় সর্ব্বতোভাবে ধাবিত বোধ হয়, অর্থাৎ পীড়া পাত্র, যে গাত্র তাহাকে নাড়া দিয়া চলে এবং মন্দ কম্প ও দাহযুক্ত হয়। এরোগে (শুয়ে শুয়ে পীড়িত চালনা করে)। ১০। যাহার অঙ্গ অতিশয়

নয়নে পীততরং মলস্তনোঽপ্যধিকং। দাহোনিশিতভাবহিরস্থ সহারিদ্রকোজ্ঞেয়ঃ॥ ১১॥ ছাগল শরীরগন্ধঃ স্কন্ধবরুজবান্‌-রুদ্ধ গলরন্ধ্রঃ। অজরোম সন্নিপাতা দাতাম্রাক্ষঃ পুমান্ ভবতি॥ ১২॥ শব্দাদীনধিগচ্ছতি নস্বান্ বিষয়ান্ যদিন্দ্রিয়গ্রামঃ হসতি প্রলপতি পরুষং সজ্জেয়ো ভূতহাসার্ত্তঃ॥ ১৩॥ যেন মুহুর্ম্মুহুর্গাত্রং রক্তংপীতঞ্চভবেৎ তন্দ্রাপীড়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ॥১৪॥ অতিসরতি বমতি কূজতি গাত্রাণ্যভিতশ্চ নরঃ ক্ষিপতি। সংন্যাসসন্নিপাতে প্রলপতি ভুগ্নাক্ষিমণ্ডলোভবতি॥ ১৫॥ দর্শন স্পর্শন প্রশ্নৈর্ব্যাধেজ্ঞানং ত্রিধামতং। দর্শনান্মূত্রজিহ্বাদ্যৈঃ স্পর্শ-

পীতবর্ণ, নেত্র ও নেত্রের মল পীতবর্ণ, অতিশয় শরীরের দাহ, বাহ্যে শীতল, হারিদ্রক নাম সন্নিপাতের এই লক্ষণ হয়। ১১। ছাগলের শরীরের গন্ধ ন্যায় গাত্রের গন্ধ এবং স্কন্ধদেশ বেদনা বিশিষ্ট, গলার ছিদ্র রোধ, সম্যক্ তাম্রবর্ণ চক্ষুঃ, অজরোমসন্নি-পাতের এইরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে। ১২। শব্দাদি শুনিতে পায় না, যে যে ইন্দ্রিয়স্থান তত্তদ্বিষয়াববোধ রহিত, অর্থাৎ একাদশেন্দ্রি-য়ের কর্ত্তব্যতাহীন হয় এবং হাসে কর্কশ প্রলাপ কহে। ভূতহাস নামক এই সন্নিপাত কহেন। ১৩। যে সন্নিপাতে জ্বরপীড়িত ব্যক্তির শরীর মুহুর্মুহু রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ হয়, তাহার নাম তন্দ্রা-পীড় সন্নিপাত, এতদ্ভিন্ন ইহাতে অন্য উপদ্রব আরও হয়। ১৪। সংন্যাস সন্নিপাতের এই লক্ষণ, যথা অতিসার হয়, বমন হয়, অব্যক্ত শব্দ করে, সকল দিগে শরীর ক্ষেপ করে এবং প্রলাপ-বাক্য কহে, ভুগ্নচক্ষু হয়। ১৫। দর্শন, স্পর্শন এবং প্রশ্ন দ্বারা ব্যাধির নিরূপণ হয় অর্থাৎ মূত্র জিহ্বাদি দর্শনে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ সান্নিপাতিক লক্ষণ বোধ হয়, এবং সুখসাধ্য, কৃচ্ছ্র-সাধ্য জ্ঞান, নাড়িকাদি স্পর্শে আর দূতবাক্যেও তাবৎ লক্ষণ বোধ

নান্নাড়িকাদিভিঃ॥ প্রশ্নৈর্দূতাদি বচনাদিতি ত্রেধা তদুচ্যতে॥ ১৬।১৭॥ অথ জিহ্বা পরীক্ষামাহ। জিহ্বা পরীক্ষাক্ষি মূত্র পরীক্ষাচ পৃথক্ পৃথক্। কথয়ামি সমাসেন লক্ষণং মুনিভাষণাৎ॥১৮॥ জিহ্বা পীতা খরস্পর্শা স্ফুটিতামারুতাধিকে। রক্তাশ্যাবা ভবেৎপিত্তে কফাৎশুক্লাদ্রবাঘনা॥ ১৯॥ কৃষ্ণা সকণ্টকাশুক্লা সন্নিপাতাধিকে মতা। মিশ্রিতেমিশ্রিতাজ্ঞেয়া রিষ্টেলক্ষণ বর্জ্জিতা॥২০॥ অন্যচ্চ। বাতেন স্ফুটিতাজিহ্বা সুপ্তাশাকদলোপমা। সরক্তকণ্টকাপিত্তে শ্লেষ্মণা সুপ্তলিপ্তকা। মিশ্র লিঙ্গৈর্দ্বন্দ্বজাচ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বং বিভাবয়েৎ॥২১॥ অন্যচ্চ। জিহ্বাবাতাৎ প্রসুপ্তা

হয়। অতএব রোগ লক্ষণ কথনানন্তর মূত্র এবং নেত্র জিহ্বা চিহ্ন ও নাড়িজ্ঞান, দূতবাক্য বিচার কথিত হইয়াছে। ১৬। ১৭। জিহ্বাপরীক্ষা এবং নেত্র পরীক্ষা তথা মূত্রপরীক্ষাদির পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ মুনিবাক্যানুসারে সংক্ষেপেতে কহিতেছি। ১৮। বায়ুর অধিকে জিহ্বা পীতবর্ণা এবং খরস্পর্শা অর্থাৎ খরখরে ও ফাটা ফাটা হয়। পিত্তাধিকে রক্তবর্ণা ও শ্যামবর্ণা হয়। কফাধিক্যে শুক্লবর্ণা, আর্দ্রা ও ঘনা অর্থাৎ মোটা হয়। ১৯। সান্নিপাতাধিকে জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণা হয়, সে রসনা কণ্টের সহিত বর্ত্তমানা এবং কদাপি শুভ্রবর্ণাও হয়। দ্বন্দ্বজ দোষে উভয়ের চিহ্ন হয়। নিতান্ত মরণরূপে চিহ্ন বর্জ্জিতা অর্থাৎ কথিত চিহ্নের কোন চিহ্নই থাকে না, তাহাতে অন্য প্রকার চিহ্ন হয়। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নকে অসাধ্য চিহ্ন কহে। ২০। অন্য প্রকার চিহ্ন যথা। বায়ুতে ফাটা এবং অসার শাকপত্র তুল্যা হয়। পিত্তে রক্তবর্ণা কণ্টক প্রাপ্তা অর্থাৎ কাঁটা কাঁটা হয়, কফে অসাড় ও লেপযুক্তা, মিশ্রিতদোষে দোষদ্বয়ের চিহ্ন। সান্নিপাতিকে দোষত্রয়ের চিহ্ন হয়। ২১। অন্য প্রকার আরও চিহ্ন হয়। যথা—বায়ুতে জিহ্বা জ্ঞান রহিত

স্ফুটিতবিকসিতা শাকপত্রোপমেয়া। পিত্তাদ্রক্তা সদাহা ভবতিচ পরিতঃ কন্টকৈর্যাপরীতা। গুর্ব্বাস্থূলা সশীতাশ্রিত বহুল কফাশাল্মলী কন্টকাভা। সর্ব্বৈস্ত্রাৎ সর্ব্বলিঙ্গা সিতরুধিরবহা চিত্রবর্ণাতিরুক্ষা। ২২—২৪॥ অথ নেত্রপরীক্ষামাহ। অরুণং ধূম্রবর্ণঞ্চ সরৌদ্রঞ্চ সচঞ্চলং। অভ্যন্তরে কিয়দ্দাহং বাতে নেত্রং তদুচ্যতে॥ ২৫॥ হরিদ্রাপীত সঙ্কাশং রক্তংবা নীলবর্ণকং। দীপদ্বেষী সসন্তাপং পিত্তনেত্রং তদচ্যুতে॥ ২৬॥ সজলং বিহ্বলং শ্বেতং জ্যোতির্হীনং স চঞ্চলং। বীক্ষ্যতে মন্দমন্দঞ্চ তচ্চক্ষুঃ কফজং বিদুঃ॥ ২৭॥ অন্যচ্চ। নেত্রং ধূম্রংসরুক্ষং সজলমনিলতো রাত্রিপীতেন তুল্যং নীলং দীপাসহত্বং সরুধিরনিতং দাহযুক্তঞ্চ পিত্তে। মন্দং মন্দঞ্চ পশ্যেৎ সসিতজল মতঃ কান্তিহীনং কফাত্তু জ্ঞেয়ং দ্বন্দ্বাদ্দ্বিলিঙ্গং

প্রকাশিতরূপে ফাটা এবং শাকবর্ণসদৃশা, পিত্তে দাহযুক্তা ও রক্তবর্ণা আর সকল স্থানে জিহ্বাতে কন্টক হয়, কফেতে স্থূলা শীতলা বহু শ্লেষ্মান্বিতা ও শিমুলকন্টক ন্যায় বড় কাঁটাযুক্ত হয়। সন্নিপাতে এই সকল লক্ষণযুক্তা অথচ নানাবর্ণযুক্তা ও রুক্ষা হয়। ২২—২৪। ইতি জিহ্বাপরীক্ষা। বাতিকে নয়নের এতাদৃশী লক্ষণ হয়, অর্থাৎ রক্তবর্ণ, ধূম্রবর্ণ, রৌদ্রবর্ণে মিলিতবর্ণ এবং চঞ্চল, ভিতরে কিঞ্চিৎ দাহ হয়। ২৫। পিত্তাধিক্যে চক্ষুর এতদ্রূপ চিহ্ন হয়, যথা—হরিদ্রাসদৃশ পীতবর্ণ ও রক্তবর্ণ অথবা নীলবর্ণ মিশ্রিতও হয়, প্রদীপের প্রতি দ্বেষ, সর্ব্বদা সন্তাপযুক্ত হয়। ২৬। কফাধিক্যে, চক্ষু সজল হয়, দৃষ্টি বিহ্বল, শুক্লবর্ণ, জ্যোতিঃ হীন এবং চঞ্চল, অল্পদর্শন হয়। ২৭। অন্য প্রকার চিহ্ন যথা। বায়ুতে নয়ন ধূম্রবর্ণ ও রুক্ষ এবং রাত্রিতে সজল, পীতবর্ণ হয়। পিত্তাধিক্যে নীলবর্ণ, প্রদীপদ্বেষী, কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবর্ণ মিশ্রিত আর দাহযুক্ত হয়।

ত্রিমলজ নয়নং শ্যামভুগ্নং সরৌদ্রং॥ ২৮—৩০॥ অন্যচ্চ। শুক্লেকফেঽক্ষিণী জ্ঞেয়ে রক্তে পিত্তে সপীতকে। রুক্ষেধুম্রে তথাবাতে সুস্থে পদ্মদলোপমে॥ ৩১॥ শ্যাবং নিভুগ্ন সঙ্কাশং তন্দ্রামোহ সমন্বিতং। সরৌদ্ররক্তবর্ণঞ্চ ভবেচ্চক্ষুস্ত্রিদোষজং॥৩২ একচক্ষুর্যদারৌদ্র মুন্মীলতি নিমীলতি। ত্রিভির্দিনৈর্বিজানীয়াৎ স যাতি যমমন্দিরং॥ ৩৩॥ কালজ্যোতি র্বিহীনঞ্চ গতাভ্যন্তর লোচনং। মন্দদৃষ্টির্বিশেষেণ কাল প্রায়ন্তমাদিশেৎ॥ ৩৪॥ এক চক্ষুরচৈতন্য বিভ্রমং স্ফুরণং নচ। দিনৈকেন বিজানীয়াত্তস্য মৃত্যুর্নসংশয়ঃ॥ ৩৫॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

কফেতে মন্দ মন্দ ঈক্ষণ, শুক্লবর্ণ, জলযুক্ত, দীপ্তিহীন হয়। দ্বন্দ্বজে দ্বিদোষের লক্ষণ।ত্রিদোষে ত্রিলক্ষণ মিলিত এবং শ্যামবর্ণ ও ভুগ্ন-নত্র অতি ভয়ানক হয়।২৮—৩০। অন্য প্রকারে আরও এই সকল লক্ষণান্বিত নেত্র হয়। যথা—কফে শুক্লবর্ণ, পিত্তে পীতবর্ণ, বাতে ধুম্রবর্ণ অথচ রুক্ষ,সুস্থেতে পদ্মপুষ্পদলের সদৃশ,সন্নিপাতে শ্যামবর্ণ, অন্তঃপ্রবিষ্ট, ভুগ্ননেত্র এবং তন্দ্রামোহযুক্ত ভয়ানক রক্তবর্ণ হয়। সান্নিপাতিক লক্ষণান্বিত এক চক্ষু যে ব্যক্তি ভয়ানক রূপে মেলে, এবং বোজে, সেই ব্যক্তি তিন দিবসের মধ্যে যমালয়ে গমন করে। কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতিঃহীন চক্ষু অথচ কোটরাক্ষ মন্দদৃষ্টি, সেই ব্যক্তিকে প্রায় কালপ্রাপ্তই জানিবে। এক চক্ষুর চেতনারহিত বিঘূর্ণিত, স্ফূর্ত্তিহীন, তাহার এক দিনের মধ্যেই মৃত্যু হয়, তাহাতে সংশয় নাই। ৩৫।

ইতি নেত্রপরীক্ষা তৃতীয়খণ্ড সমাপ্তঃ।

চতুর্থ খণ্ডঃ।

নমো গণেশ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবদক্ষাগ্নি ধন্বন্তরি আত্রেয়াগ্নিবেশেভ্যঃ ॥ ১ ॥ দর্শন স্পার্শন প্রশ্নৈ র্ব্যাধের্জ্ঞানং ত্রিধামতং। দর্শনাম্মূত্র জিহ্বাদ্যৈ স্পার্শনং নাড়িকাদিভিঃ ॥২॥ প্রশ্নৈর্দূতাদি বচনাদিতি ত্রেধা তদুচ্যতে ॥ ৩ ॥ জ্বরাদি সমস্ত ব্যাধে র্বাতাদি লক্ষণ জ্ঞানার্থং রসনা লোচন চিহ্নং পূর্ব্বখণ্ডে কথিত মধুনা মূত্র লক্ষণমাহ ॥ ৪ ॥ বাতেন পাণ্ডুরং মূত্রং সফেনং কফরোগিণাং। রক্তবর্ণং ভবেৎ পিত্তে দ্বন্দ্বজে মিশ্রিতং ভবেৎ ॥ ৫ ॥ সন্নিপাতে তু কৃষ্ণং স্যাদেত ন্মূত্রস্য লক্ষণং ॥ ৬ ॥ অথ মূত্র পরীক্ষা। প্রাতরগ্রভবাং ধারাং ধৃত্বামূত্রস্য রোগিণঃ। তত্র

গণেশাদি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দক্ষ, অগ্নি, ধন্বন্তরি, আত্রেয়, অগ্নিবেশ পর্য্যন্ত দেবতাদিগের প্রণাম করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছি। ১। রোগবোধের তিন প্রকার কারণ হয়, অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন প্রশ্নজিজ্ঞাসন, মূত্র, জিহ্বা এবং নেত্র চিহ্ন দর্শনাদি প্রথম কারণ; দ্বিতীয় কারণ নাড়াস্পর্শ করণ। তৃতীয় কারণ দূত বচন দ্বারা রোগীর রোগ জ্ঞান করণ। ২—৩। জ্বরাদি সকল রোগের পক্ষেই আদৌ বায়ু পিত্ত কফাধিক্য বোধের নিমিত্ত জিহ্বা নেত্র মূত্র দর্শনাবশ্যক হয়, এতন্নিমিত্ত জিহ্বা ও নেত্র চিহ্ন পূর্ব্বখণ্ডে কথিত হইয়াছে। সংপ্রতি অত্রখণ্ডে মূত্রলক্ষণ কহিতেছি। ৪। বায়ুর বৃদ্ধিতে শ্বেতলোহিত মিশ্রবর্ণ মূত্র হয়, পিত্তদোষে রক্তবর্ণ, কফকোপে ফেনাবিশিষ্ট, দ্বিদোষে দ্বিচিহ্ন, ত্রিদোষ একত্র হইলে, মিশ্রিতবর্ণ মূত্র হয়। যথা বাতপিত্তে শ্বেত রক্তবর্ণ হয়, বাতশ্লেষ্মায় ফেনাধিক্য পাণ্ডুবর্ণ, পিত্তশ্লেষ্মায় রক্তবর্ণ ফেনাযুক্ত হয়। সন্নিপাত অর্থাৎ ত্রৈদোষিকে কৃষ্ণবর্ণ হয়। ৫—৬।

তৈল লবণং ক্ষিপ্ত্বা সাধ্যাসাধ্যং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৭ ॥ রোগার্ত্ত-মূত্রে শুচি ভাজনস্থে তৈলং নিষিক্তং কিল বিন্দুমাত্রং। প্রসারি বিস্ফোটঘনং নিমগ্নং বাতেন পিত্তেন কফসন্নিপাতে ॥ ৮ ॥ ভদ্রপীঠ পৃথু দপণ পদ্ম ছত্র শঙ্খ ঝস চামর বীণাঃ। কুণ্ডলাকৃতি যদি ভবেত্তৈলং রোগিণোহি যস্যসতু সাধ্যঃ॥৯ পক্ষি কূর্ম্ম বৃষ সিংহ শূকরৈঃ সর্প বানর বিতান বৃশ্চিকৈঃ কুক্কুটৈশ্চ সদৃশস্তু রোগিণো যস্ত মূত্র পতিতং স গতায়ু ॥ ১০ ॥ অথ জীর্ণজ্বরমাহ। ত্রিসপ্তাহা ব্যতীতস্ত জ্বরো যস্তনুতাং গতঃ।

প্রাতঃকালে অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গোত্তরে অগ্রে মূত্রের ধারা ধারণ করতঃ তাহাতে কিঞ্চিৎ তৈলবিন্দু নিঃক্ষেপ করিয়া তদ্দৃষ্টে সাধ্যাসাধ্য রোগের পরীক্ষা করিবেন। ৭। পীড়িত মানবের মূত্র উত্তম পাত্রস্থ করিয়া তাহাতে তৈল বিন্দুমাত্র নিঃক্ষেপ করিলে, বায়ুকোপে তৈলবিন্দু ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে, পিত্ত প্রকোপে ফাটার মত বিস্তার হয়। কফকোপে ঘন হইয়া তৈলবিন্দু তাহাতে স্থির থাকে, সান্নিপাতিকে তৈলবিন্দু মূত্র মধ্যে ডুবিয়া পড়ে। ৮। যে রোগীর মূত্রেতে তৈলবিন্দু দিলে আলপানা দেওয়া পিঁড়ির মত যদি দৃষ্ট হয়, কি চিপিটিকাকার হয়, কিম্বা খুদের মত আকার হয় অথবা আরসির মত কি পদ্মপুষ্পের ন্যায় কিম্বা ছত্রাকৃতি তথা শঙ্খ সদৃশ, বা মৎস্যবত, ও চামরের ন্যায় কিম্বা বীণার আকৃতি, অথবা কুণ্ডলাকার হয়, তবে সেই রোগীর রোগকে সাধ্যজ্ঞান করিতে হইবেক। ৯। কোন রোগীর মূত্রে তৈলবিন্দু পতিত হইলে যদি পক্ষ্যাকার, কচ্ছপাকার, বৃষাকার, সিংহাকার, শূকরাকার, বিড়ালাকার, বৃশ্চিকাকার কি কুকুড়ার ন্যায় আকার বিশিষ্ট হয়, তবে সে রোগী গতায়ু, তাহার রোগশান্তির উপায় রহিত জানিবে। ১০। একবিংশতি দিবসের পর যে জ্বর অল্প হয়,

প্লীহাগ্নিসাদং কুরুতে সজীর্ণজ্বর উচ্যতে ॥ ১১ ॥ জীর্ণজ্বরে কফেক্ষীণে ক্ষীরংস্যাদমৃতোপমং। তদেব তরুণেপীতং বিষবদ্ধন্তিমানবং ॥ ১২ ॥ নিদিগ্ধিকা নাগরকা মৃতানাং ক্বাথং পিবেন্মিশ্রিত পিপ্পলীকং। জীর্ণজ্বরা রোচক কাস শূল শ্বাসাগ্নি মান্দ্যাদ্দিতপীনশেষু ॥ ১৩ ॥ ইতি নিদিগ্ধিকাদি পাচন। হন্ত্যূর্দ্ধগাময়ং প্রায়ঃসায়ং তেনায়মিষ্যতে। তত্ররাত্রিজ্বরে প্রাহুরন্তত্র প্রাতরপ্যয়ং। পিত্তানুবন্ধে মধ্বত্র কণাংত্যক্ত্বাক্ষিপন্তিহি ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ পিপ্পলীচূর্ণ সংযুক্তঃ ক্বাথশ্ছিন্নরুহোদ্ভবঃ। জীর্ণজ্বর কফধ্বংসী পঞ্চমূলী কৃতোঽথবা। জীর্ণজ্বরেঽগ্নি-

যাহাতে প্লীহা এবং অগ্নিমান্দ্য হয় তাহাকে জীর্ণজ্বর কহে। ১১। জীর্ণজ্বরে অর্থাৎ পুরাতন জ্বরে যদি কফ ক্ষীণ হয়, তবে তাহাতে দুগ্ধপান অমৃত তুল্য, কিন্তু কফাধিক্যে জীর্ণজ্বরে দুগ্ধ পান করিবেক না। তরুণ জ্বরে যদি দুগ্ধপান করে, তবে ঐ দুগ্ধ বিষের ন্যায় মনুষ্যনাশক হয়। ১২। কণ্টিকারী, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ এই তিন দ্রব্য প্রত্যেকে ৫৩ রতি একত্রিত ১৫৯ রতি, পাকের জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ক্বাথিবেক,অনুপান পিপুলের গুড়া ২০ রতি মধু ২০ রতি মিশ্রিত করিয়া খাইবেক,ইহাতে জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শ্বাস, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও মুখ নাসিকাতে কফস্রাব প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত জ্বর বিনাশ হয়। ১৩। ঐ পাচন ঊর্দ্ধগ রোগে প্রাতে প্রয়োগ করিবেন, রাত্রিজ্বরে সন্ধ্যাকালে, পিত্ত প্রধানে প্রাতে মধু দিয়া পিপুল ত্যাগ করিয়া সেবন করিবেক। ১৪—১৫। গুলঞ্চক্বাথ পাচনবৎ করিয়া পিপুলচূর্ণ ৪০ রতি যোগে সেবন করিলে, কফাধিক্য জীর্ণজ্বর নাশ করে, এবং বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ যোগে পান করিলে, জীর্ণজ্বর ও অগ্নিমান্দ্য ভাল হয়, কিম্বা পুরাতন গুড় পিপুলযোগে ভক্ষণ করিলেও পুরাতন জ্বর ও অগ্নি-

মান্দ্যেচ শস্যতে গুড়পিপ্পলী॥ ১৬॥ ভার্গ্যব্দপর্পট পুষ্কর শৃঙ্গবেব পথ্যাকণা দশমূল কৃতঃ কষায়ঃ। সদ্যোনিহন্তি বিষম জ্বর সন্নিপাতজীর্ণজ্বরশ্বথু শীতক বহ্নি সাদান্॥ ১৭॥ ইতি ভার্গ্যাদি পাচন। অথ রাত্রিজ্বরৌষধি। চাতুর্ভদ্রবৃহৎ পঞ্চ-মূলক্বাথো নিশাজ্বরে। চতুর্দ্দশাঙ্গ ক্বাথোপি বৃদ্ধানাং সম্মত পরং॥ ১৮॥ ক্ষীরাবা সত্রপামূলং রক্তসূত্রৈঃ শিখাপিতং। রবিবারেথবাষ্টম্যাং রাত্রিজ্বরহরং পরং॥ ১৯॥ পারদং ক্ষ্বকং গন্ধং তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্রসৈঃ। অশ্বত্থজেত্র্যহং পশ্চাৎ রসেকৌলত্থ মূলজে॥ নিদিগ্ধিকারসে কাকমাচিকায়ারসে পুনঃ। দ্বিগুঞ্জাম্বা

মান্দ্যরোগ বিনষ্ট হয়। ১৬। ভার্গী, খেতপাপড়া, পুষ্কর, শুণ্ঠী, হরীতকী, পিপুল, আর দশমূল, এই ১৬ দ্রব্য প্রত্যেকে ৯।৹ রতি পাচনবৎ সিদ্ধ করিয়া খাইলে, সদা সন্নিপাতিক বিষমজ্বর এবং শোথ, শীত, অগ্নিমান্দ্যযুক্ত জীর্ণজ্বর নাশ হয়। ১৭। মুথা, পিপুল, আতইচ, কাকড়াশৃঙ্গী, বেলছাল, গাম্ভারিছাল, গণিয়ারি, পারুলছাল, সোণাছাল এই নয়খানি দ্রব্য প্রত্যেকে ১৮ রতি পাচনবৎ ক্বাথ করিয়া রাত্রিজ্বরে দিবেক, অথবা চতুর্দ্দশাঙ্গ পাচন দিবেক। ১৮। পূর্ব্বে পাচন লিখিত আছে। ক্ষীরাইমূল এবং লাঙ্গলুমূল রাঙ্গাসুতাতে বান্ধিয়া মস্তকে ধারণ করিলে রাত্রি জ্বর নষ্ট হয়। ১৯। শুদ্ধপারা ১ তোলা, শুদ্ধ গন্ধক ১ তোলা, খাপরভস্ম ১ তোলা সমভাগে একত্রে খল করিয়া অশ্বথমূলেরছালের রস ৩ তোলা দিয়া তিন দিন মাড়িবেক। রসাভাবে ক্বাথ করিয়া লইবেক। (ছাল ৩ তোলা হইবেক, ২৪ তোলা জলেসিদ্ধ করিয়া ৩ তোলা শেষ থাকিবেক) এই ক্বাথ প্রত্যহ নুতন করিয়া তিনদিন ভাবনা দিবেক, প্রত্যহ ৩ তোলা ক্বাথ দিতে হইবেক, দিবাতে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাত্রে শিশিরে রাখিবেক। পশ্চাৎ কুলত্থ

ত্রিগুঞ্জাম্বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ ॥ রাত্রিজ্বর নিহন্ত্যাশু নাম্না বিশ্বেশ্বরো রসঃ। ইতি বিশ্বেশ্বরো রসঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ অথাগন্তুক জ্বরাধিকারমাহ। তত্রাগন্তু জ্বরস্থ নিদানমাহ ॥ ২৩ ॥ অভিঘাতাভিষঙ্গাভ্যা মভিচারাভিশাপতঃ। আগন্তু র্জায়তে-দোষৈর্যথাস্বন্তং বিভাবয়েৎ ॥ ২৪ ॥ অপরাপরাণি নিদানান্যাহ ॥ যে ভূত বিষবার্য্বগ্নি ক্ষত ভঙ্গাদি সম্ভবাঃ। রাগদ্বেষ ভয়াদ্যেশ্চ তে স্যুরাগন্তবোগদাঃ ॥ ২৫ ॥ অভিঘাতাদীনাংবিপ্রকৃষ্টকারণত্বং

কলায়ের ক্বাথে এক দিন, পরে কন্টিকারি রসে একাহ, তৎপরে কাকমাচী অর্থাৎ গুড়কামাই পত্ররসে এক দিবস বিলক্ষণ মাড়িয়া, দ্বিরতি কি রতিত্রয় মাত্র বটী করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে রাত্রিজ্বর নাশ হয়। এই ঔষধের নাম বিশ্বেশ্বর রস। ২২। আগন্তুক জ্বরের চারিপ্রকার কারণ হয়। অভিঘাত, অভিষঙ্গ, অভিচার, অভিশাপ, যথা। অভিঘাত, শস্ত্রাঘাত মুষ্ট্যাঘাত, যষ্ট্যাঘাত ইত্যাদি অভিষঙ্গ কাম, শোক ভয়, ক্রোধপ্রভৃত্যাদি জনিত। অভিশাপ. ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধাদি কৃত শাপ। অভিচার মারণ প্রয়োগাদি দ্বারা অনিষ্টাচরণ করণে, যথা মারণ উচ্চাটনাদি এই আগন্তুক জ্বরের কারণ, ইহার যথা দোষ নিরূপণ করিবেক। প্রথম আগন্তুক জ্বরাদি যে রোগ হউক তাহাতে পশ্চাৎ দোষোৎপত্তি হয়। অর্থাৎ তাহাতে বাতাদির লক্ষণ জানিবে। ২৪। ভূত এবং বিষ বায়ু অগ্নি ও ক্ষত এবং ভঙ্গাদিতে যে রোগ জন্মে, আর রাগ, দ্বেষ, ভ্রম হইতে যে সকল রোগ হয়,সেই সকলকে আগন্তুক রোগ কহে।২৫। অভিঘাতাদির বিপ্রকৃষ্টকারণত্ব অর্থাৎ দূরকারণত্ব মিথ্যাহার বিহারাদির ন্যায় দোষদিগের নিকট কারণ হয়, সেই প্রকার হইলে, দক্ষাপমান জন্য সংক্রুদ্ধ রুদ্র ইত্যাদি শ্লোকেতে, আগন্তুক জ্বরের অষ্টমভাব বিঘাত হইল, দোষজ্বর প্রবেশ হেতুক, এই পূর্ব্বপক্ষ

মিথ্যাহারাণামিবদোষাণাং সন্নিকৃষ্টকারণত্বং তথা সতিদাক্ষা-পমান সংক্রুদ্ধরুদ্রেত্যাদি শ্লোকে আগন্তু জ্বরস্যষ্টমত্ববিঘাতো দোষজেম্বে প্রবেশাদুচ্যতে ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ আগন্তুর্হিব্যথা পূর্ব্বো জায়তে পশ্চান্নিজৈ দোষৈরনুবধ্যত ইতি ॥ ২৮ ॥ তত্র কস্যাগন্তোঃ কেবানিজো দোষঃকুপ্যত্যপেক্ষায়া মাহ ॥ ২৯ ॥ কামশোক ভয়াদ্বায়ুঃ ক্রোধাৎ পিত্তং ত্রয়োমলাঃ। ভূতাভিষঙ্গাৎ কুপ্যন্তি ভূতসামান্য লক্ষণাঃ ॥ ৩০ ॥ ভুতসামান্যলক্ষণা ভুতস্য

হয় যে, দক্ষাপমান জন্য যে রুদ্র কোপ, তৎসম্ভব অষ্টবিধজ্বর হয়, সেই রুদ্রকোপ জ্বরের বিপ্রকৃষ্ট কারণ সন্নিকৃষ্ট কারণ ও মিথ্যা-হারাদি, অতএব মিথ্যাহারাদির ন্যায় আগন্তু জ্বর কারণ, ইহাতেও প্রকোপ দোষাদির কোপ হয়, এজন্য আগন্তু জ্বরও দোষজ অন্য জ্বরের ন্যায় হইল, সপ্তবিধ জ্বর হইয়া থাকে, ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর কিরূপে সংগত হয়, এই আপত্তির খণ্ডন যথা। বাতিক ১, পৈত্তিক ২, শৈষ্মিক ৩, বাতপৈত্তিক ৪, বাতশ্লৈষ্মিক ৫, পিত্তশ্লৈষ্মিক ৬, সান্নিপাতিক ৭, এইসপ্তপ্রকার, আগন্তু জ্বরও এক দোষজ, দ্বিদোষজ, সন্নিপাতজ হয়, অগ্রে অভিঘাতাদিতে আগন্তু জ্বর হইয়া পশ্চাৎ সেই আগন্তুতে যে দোষ হইতে পারে, সেই দোষের প্রকোপ হয়, এস্থানে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ২৭। আগন্তু জ্বরাদি প্রথম জন্মে, পশ্চাৎ নিজ দোষকে উপস্থিত করে, অর্থাৎ যে আগন্তু জ্বরে, যে দোষের কারণ নিরূপিত আছে, তাহাই উদ্ভাবিত হয়। অত-এব আগন্তু জ্বর লইয়া অষ্ট প্রকার জ্বর প্রকথিত আছে। ২৮। আগন্তুক স্থলে কোন্ আগন্তু জ্বরের কোন্ নিজদোষ প্রকোপ হয়, এই অপেক্ষাতে কহিতেছেন। ২৯। যথা কামে, শোকে এবং ভয়ে বায়ুকোপ হয়, ক্রোধ হইতে পিত্ত প্রকোপ হয়, ভূতাভিনিবেশ হেতুক বায়ু পিত্ত কফ তিন দোষের প্রকোপ হয়, ইহাই ভূত

ভূতলক্ষণস্য সামান্যং সমানানি যেষাং তানি ভূতসামান্যানি লক্ষণানি তেষাং তে ভূতসামান্য লক্ষণাঃ মলাঃ॥ ৩১॥ আগন্তু জ্বরানাং হেতুভেদৈর্লক্ষণভেদাহ॥ ৩২॥ শ্যাবাস্যতা বিষকৃতে তথাতীসার এবচ। ভক্তারুচিঃ পিপাসাচ তোদশ্চ সহ-মূর্চ্ছয়া॥ ৩৩॥ ওষধী গন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুগ্বমথু স্তথা॥ ৩৪॥ কামজে চিত্তবিভ্রংশ স্তন্দ্রালস্য মভোজনং॥ হৃদয়ে বেদনাচাস্য গাত্রঞ্চ পরিশুষ্যতি॥ ৩৫॥ তথাচ বাগ্‌ভটেপি। কামাদ্ভ্র-মোরুচি র্দ্দাহোহহ্নি নিদ্রাধীধৃতিক্ষয়ঃ॥ ৩৬॥ তয়াৎ প্রলাপঃ

সামান্য লক্ষণ। ৩০। ভূত সামান্য লক্ষণ কি? তাহাতে কহি-তেছেন, ভূতের অর্থাৎ ভূত লক্ষণের সামান্য সমান লক্ষণ, যাহা-দিগের তৎসমান লক্ষণ তাহাদিগের সেই ভূত সমান্য লক্ষণ দোষ হয়। অর্থাৎ ভূতাভিনিবেশ ভৌতিক, এবং পঞ্চভূত, ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ ইহার অভিনিবেশ হইতে যথাসম্ভব তিন-দোষের প্রকোপ হয়। ৩১। আগন্তু জ্বর সকলের কারণ ভেদে লক্ষণ ভেদ কথিত হইয়াছে। ৩২। বিষকৃত জ্বরে অর্থাৎ বিষ ভক্ষণেতে যে জ্বর হয়, তাহাতে মুখ সবুজবর্ণ হয়, এবং অতীসার ও ভোজনে অরুচি ও পিপাসা আর সূচীবিদ্ধ ন্যায় বেদনা হয়। বিষ দ্বিবিধ, যথা স্থাবর এবং জঙ্গম, এস্থলে স্থাবর মূলাদি, স্থাবর বিষের অধোগমন শক্তি হয়। ৩৩। ওষধী গন্ধ অর্থাৎ বিষাক্ত বৃক্ষাদি তাহার ঘ্রাণেতে মূর্চ্ছা মস্তক বেদনা, বমি এই সকল লক্ষণ হয়। ৩৪। কামজন্য জ্বরেতে চিত্তের ভ্রংশ হয় অর্থাৎ উন্মাদের মত হয়, তন্দ্রা হয়, আলস্য হয়, ভোজন রহিত, হৃদয়ে বেদনা, শরীর অত্যন্ত শুষ্ক হয়। ৩৫। কাম হইতে ভ্রম, অরুচি, দাহ, দিবানিদ্রা, বুদ্ধি এবং বুদ্ধির ধারণতা শক্তি ক্ষয় হয়। ৩৬। ভয় হইতে প্রলাপ ও শোক হইতে ও কোপ হইতে কম্প হয় এবং প্রলাপও

শোকাচ্চ ভবেৎ কোপাচ্চ বেপথুঃ ॥ ৩৭ ॥ নন্নু বেপথুর্বাতস্য কার্য্যঃ তৎকথং কোপজে জ্বরে বেপথু র্যত উক্তং ক্রোধাৎ পিত্তমিতি উচ্যতে ॥ ৩৮ ॥ একঃ প্রকুপিতো দোষ ইতরানপি কোপয়ে দিতি বচনাৎ পিত্তকুপিত জন্য এবাত্র বেপথুঃ ক্রোধাদ্বায়ুরপি ভবতি ॥ ৩৯ ॥ যত উক্তং বিদেহেন। ক্রোধ-শোকৌস্মৃতৌ বাত পিত্ত রক্ত প্রকোপনৌ ॥ ৪০ ॥ ন্যূনাভি-ষঙ্গাৎ হাস্যঞ্চ রোদনং কম্পনং তথা। কেচিদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরং ॥ ৪১ ॥ কদাচিদতিবেগবান্ কদাচিচ্ছান্তয়ে স ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ অভিচারাভি শাপাভ্যাং মোহ স্তৃষ্ণা চ জায়তে ॥ ৪৩ ॥ চকারাৎ। হারিতানুবাদি বাগ্‌ভটোক্তং চ বোদ্ধব্যং তদ্‌যথা। তত্রাভিচারিকৈ র্মন্ত্রৈ র্হূয়মানস্য তপ্যতে।

হইয়া থাকে। ৩৭। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, কম্প বায়ুর কার্য্য, তাহাতে কি প্রকারে কোপজ্বরে কম্প হয়, যেহেতু ক্রোধ হইতে পিত্ত কোপ উক্ত আছে, ইহার সমাধান উত্তর শ্লোকে কহি-য়াছেন। ৩৮। প্রকুপিত এক দোষ অপর দোষকেও কোপ করান, এই বচন প্রমাণে পিত্তও বায়ুকে কোপিত করে, সুতরাং ক্রোধে কেবল পিত্তকে বায়ুরও কোপ হয়। ৩৯। বিদেহ মুনি কর্ত্তৃক কথিত আছে যে, ক্রোধ এবং শোক এই উভয়েই বায়ু ও পিত্ত এবং রক্তকে প্রকোপিত করে। ৪০। নিশ্চয় অবধারণা হইতেছে যে, ভূতাভিষঙ্গ হইতে হাস্য এবং রোদন ও কম্প হয়, কোন পণ্ডিত কহেন, ভূতাভিষঙ্গ হইতে বিষম জ্বরও জন্মে। ৪১। কখন অতি বলবান্ কখন শান্তি নিমিত্ত সেই জ্বর হয়। ৪২। অভিচার অর্থাৎ শত্রুকৃতযাগাদি, অভিশাপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গুরু বৃদ্ধ সিদ্ধাদি কৃত অভিসম্পাত, ইহার দ্বারা যে জ্বর হয় তাহাতে মোহ, এবং তৃষ্ণা থাকে। ৪৩। আভিচারিক মন্ত্রদ্বারা হোমকৃত ব্যক্তির প্রথম মন-

পূর্ব্বংমন স্ততো দেহ স্ততো বিস্ফোট তৃড়্ভ্রমৈঃ। সদাহ মূর্চ্ছাগ্রস্তঃ স প্রত্যহং বর্দ্ধতে জ্বরঃ॥ ৪৪॥ অথাগন্তুজ্বরাণাং চিকিৎসা মাহ। আগন্তুজে জ্বরেনৈব নরঃ কুর্ব্বীত লঙ্ঘনং ॥৪৫॥ তথাচ বৃদ্ধবাগ্‌ভটঃ। শুদ্ধবাত ক্ষয়াগন্তু জীর্ণ জ্বরিষু লঙ্ঘনং॥ নেষ্যত ইতি॥ ৪৬॥ অন্যচ্চ। লঙ্ঘনং ন হিতং কাম শোক-চিন্তা প্রহারজে। ভয়ভূত শ্রমক্রোধ লংঘনৈশ্চ কৃতেজ্বরে ॥৪৭॥ কিন্তু দীপ্তাগ্নয়ে তত্র দদ্যান্মাং সরসৌদনং। অভিঘাত জ্বরে যুঞ্জ্যাৎ ক্রিয়ামুষ্ণং বিবর্জ্জিতাং॥ ৪৮॥ কষায়ং মধুরং স্নিগ্ধং যথা দোষ মথাপিবা। অভিঘাত জ্বরোনশ্যেৎ পানাভ্যঙ্গেন সর্পিষঃ॥ ৪৯॥ রক্তাবসেকৈ মে ধ্যৈশ্চ তথামাংস রসৌ-দনৈঃ॥ ৫০॥ বধবন্ধ শ্রমাত্যধ্ব ভঙ্গাভ্রংশ সমুদ্ভবান্। জ্বরানু-

স্তাপিত হয়, তৎপশ্চাৎ শরীর তাপিত হয়, তৎপরে বিস্ফোট তৃষ্ণা ভ্রম জন্মে, তাহাতে দাহ মূর্চ্ছাগ্রস্ত মানবের নিত্য জ্বর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৪৪। আগন্তুজ্বরে মনুষ্য প্রথম লঙ্ঘন করিবেক।৪৫। কেবল বাতিক জ্বরে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত জ্বরে তথা আগন্তুজ্বরে ও জীর্ণ জ্বরে লংঘন কর্ত্তব্য নহে, ইহা বৃদ্ধ বাগ্‌ভট কহেন। ৪৬। অন্যে কহেন, কাম, শোক, চিন্তা ও প্রহারজনিত এবং ভয়াভিভূত শ্রম ক্রোধভব জ্বরে লঙ্ঘন হিত নহে। ৪৭। কিন্তু দীপ্তাগ্নি জ্বরিকে মাংসযূষ অন্ন দিবেক, অভিঘাতপ্রাপ্ত জ্বরে উষ্ণ দ্রব্য ত্যাগ করিয়া ক্রিয়াযোগ করিবেক। ৪৮। মধুর রস, অথচ স্নিগ্ধ ও কষায় অভিঘাত জন্য জ্বরে এমত আহার দিবেক। যাদৃশ দোষ কোপ হইবে, তাদৃশ রসাদি পান এবং অভ্যঙ্গ অর্থাৎ গাত্রে ম্রক্ষণাদি দ্বারা অভিঘাতনাশক কর্ম্ম করিবেক। ঘৃত পান এবং অভ্যঙ্গ অর্থাৎ গাত্রেও ঘৃত মাখিবেক, রক্ত মোক্ষণ করিবেক, মেধ্য অর্থাৎ মেধা বিষয়ে হিত কিম্বা বল হিতকারি মাংস রস ও অন্ন দিবেক।৪৯।৫০।

পচারেৎ পূর্ব্বং ক্ষীরমাংস রসৌদনৈঃ॥ ৫১॥ অথ শ্রান্তেষু চাভ্যঙ্গং দিবানিদ্রাঞ্চ কারয়েৎ॥ ৫২॥ ঔষধী গন্ধবিষজো বিষপিত্ত প্রবাধনৈঃ। জয়েৎ কষায়ৈ মতিমান্ সর্ব্বগন্ধ কৃতে ভিষক॥ ৫৩॥ সর্ব্বগন্ধ মাহ। চাতুর্জ্জাতক কর্পূর কক্কোলা গুরু কুঙ্কুমং। লবঙ্গ সহিতং চৈব সর্ব্বগন্ধবিনির্দ্দিশেৎ॥ ৫৪॥ ক্রোধজে পিত্তজিৎ কামে নারীভিঃ সহসং রমেৎ। আশ্বাসে নেষ্টলাভেন বায়োঃ প্রশমনেন চ। হর্ষণৈশ্চ সমং যান্তি কাম-শোক ভবজ্বরাঃ॥ ৫৫॥ কামৈরথ মনোঘ্নৈশ্চ পিত্তঘ্নৈশ্চা প্যুপক্রমৈঃ। সদ্বাক্যৈশ্চ সমং যাতি জ্বরঃ ক্রোধ সমুচ্ছ্রিতঃ॥ ৫৬॥

বধ অর্থাৎ তাড়না, কর্ণাদি বেধ বা ভঙ্গ, ছেদ ভেদাদি, ভ্রংস অর্থাৎ বৃক্ষাদি হইতে পতন, অতি পথশ্রান্ত এই সকল কারণে যে জ্বর উৎপত্তি হয়, তাহাতে প্রথম দুগ্ধ ও মাংসরস সমন্বিত অন্নদ্বারা উপচার করিবেক অর্থাৎ ব্যবহার করিবেক। ৫১। পথশ্রান্ত জ্বরে অভ্যঙ্গ অর্থাৎ গাত্রে তৈলাদি ম্রক্ষণ এবং দিবা নিদ্রা করাইবেক। ৫২। ওষধী গন্ধ হইতে, আর বিষ হইতে যে জ্বর হয়, সে জ্বরকে বিষহর ও পিত্তহর কষায় দ্বারা এবং সর্ব্ব গন্ধ-কৃত কষায় দ্বারা বুদ্ধিমান বৈদ্য জয় করিবেন। ৫৩। দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, কর্পূর, কাঁকলা, অগোর চন্দন, কুঙ্কুম, লবঙ্গ, ইহার নাম সর্ব্বগন্ধ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা থাকিবেক। ৫৪। ক্রোধজনিত জ্বরে পিত্তনাশক কর্ম্ম করিবেক, কামভব জ্বরে নারীর সহিত রমণ করিবেক, ইষ্টলাভসূচক আশ্বাসবাক্যে বায়ুর প্রশমন হয় এবং আহ্লাদজনক কর্ম্মেতে, কাম শোক ভয়সংভব জ্বর সমতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৫। কামাবেশেতে ও মনোঘ্ন অর্থাৎ ধিক্কারাদিতে এবং পিত্তঘ্ন উপচারেতে ও সদ্বাক্য প্রয়োগ

কামাৎ ক্রোধ জ্বরোনশ্যেৎ ক্রোধাৎ কামজ্বর স্তথা। যাভি-তাভ্যা মুভাভ্যাঞ্চ কাম ক্রোধ জ্বরক্ষয়ঃ॥ ৫৭॥ ভূতং বিধিনাকণ্ঠে নিবদ্ধ মুপহরতি বিদ্যা সমুচ্ছিষ্টৈ র্বধাবেশন-তাড়নৈঃ। জয়েদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থ মতঃ সান্ত্বৈশ্চ মানসং॥ ৫৮॥ সহদেবায়া মুলং বিধানা কণ্ঠে নিবদ্ধ মপহরতি। একদ্বিত্রি চতুর্ভির্দিবসৈ ভূত জ্বরজুষাং॥ ৫৯॥ অভিচারাভিশাপোত্থৌ জ্বরৌহোমাদিভিঃ স্বস্ত্যয়নাতিথ্যৈরুৎপাত গ্রহজুষ্টিজাএবে ত্যাগন্তু জ্বরাধিকারঃ॥ ৬০॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে আগন্তুজ্বরনিদানচিকিৎসা
প্রকরণে পঞ্চদশ উল্লাসঃ।

দ্বারা ক্রোধোত্থিত জ্বর শমতা পায়। ৫৬। কামেতে ক্রোধসংভব জ্বর নাশ হয়, ক্রোধ হইতে কামজ্বর নাশ হয়, আর কাম ক্রোধ মনেতে নিগ্রহ করিলে তদ্দ্বারা কাম ক্রোধ এই উভয় নাশক হয়। ৫৭। ভৌতিক জ্বর বিধিপূর্ব্বক ভূত নিবারণ দ্রব্য কণ্ঠে ধারণ করিলে বিনাশ হয় এবং বিদ্যাসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ ভূতবিদ্যা সংশ্লিষ্ট বধ আবেশন অর্থাৎ ভূতবিদ্যায় আবদ্ধ করা এবং তাড়না দ্বারা জয় করিবেক, সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা মনকে জয় করিবেক।৫৮। সহদেবমূল বিধিপূর্ব্বক কণ্ঠে ধারণ করিলে ভূতজ্বরযুক্ত মানবের এক দিবসে কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় কি চতুর্থ দিবসে জ্বর অপহৃত হয়। সহদেবা অর্থাৎ কুক্‌সিমা। ৫৯। অভিচার ও অভিশাপোত্থিত জ্বর হোমাদি দ্বারা এবং স্বস্ত্যয়ন ও অতিথি সেবন দ্বারা শান্তি হয় এবং উৎপাত গ্রহদোষজাত জ্বরও এতৎকার্য্য দ্বারা শান্তি পায়। ৬০॥

বিষমজ্বরস্য নিদান কথন পূর্ব্বিকাং সংপ্রাপ্তিমাহ॥ ১॥ দোষোহল্পোহিত সংভূতো জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ। ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরং॥ ২॥ যত উক্তং আরম্ভাদ্বিষমো য স্ত্বেতি॥ ৩॥ ধাতুং দুষয়িত্বা কং বিষমজ্বরং করোতীত্যপেক্ষায়ামাহ॥ ৪॥ সন্তুতং রসরক্তজঃ সততং রক্তধাতুগঃ দোষঃ ক্রুদ্ধোজ্বরং পুংসাং সোন্যেদ্যুঃ পিশিতাশ্রিতং॥ ৫॥ মেদোগত স্তৃতীয়েহ্নি অস্থিমজ্জাগতঃ পুনঃ। কুর্য্যাচ্চাতুর্থকং

বিষম জ্বরের নিদান কথন পূর্ব্বক সংপ্রাপ্তি কথিত হইয়াছে। ১। দোষ অল্প অর্থাৎ বাতাদি জ্বর ত্যাগে জ্বর স্বল্প হয়, অহিতাহার বিহারাদিদ্বারা পুনঃ সংপূর্ণ কোপ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ লঙ্ঘনাদি দ্বারা দোষ অল্প হইলে জ্বর ত্যাগ সম্ভাবনা, তাহাতে অহিতাহারাদি হইলে দোষ পুনরায় বৃদ্ধি পাপ্তে রস রক্তাদি ধাতুকে প্রাপ্ত হইয়া দুষ্ট করিয়া বিষম জ্বরকে উদ্ভাবন করে, প্রথম আহারাজীর্ণ যুক্ত দোষ, জ্বর উৎপাদক হয়, অর্থাৎ ধাতু রসাদি যুক্ত হইয়া বিষম জ্বরকে জন্মায় অর্থাৎ সহসা ত্যক্ত জ্বরির অহিত সংভূত হইয়া বিষম জ্বর উৎপত্তি হয়। পুনঃ বা শব্দে প্রথমারম্ভে বিষম জ্বরও হইয়া থাকে। ২। আরম্ভে যে বিষম জ্বর হয়, সে অসাধ্য জানিবে। ৩। রস রক্তাদি ধাতুকে দুষে কি প্রকারে বিষম জ্বর করে এই অপেক্ষাতে কহিতেছেন। ৪। রস রক্ত ধাতুস্থিত দোষে সন্তত জ্বর হয়, শুদ্ধ রক্ত ধাতুস্থিত দোষে সতত জ্বর মাংসাশ্রিত দোষ, অন্যেদ্যুর্জ্জ্বর উৎপন্ন করে॥ ৫॥ মেদো ধাতুস্থিত দোষ, তৃতীয় দিবসে জ্বর আনয়ন করে, উহার নাম তৃতীয়ক জ্বর, অর্থাৎ এক দিনান্তর হয়, এবং ঐকাহিক নাম, অস্থিগত এবং মজ্জাগত দোষ, চতুর্থ দিবসে জ্বর আনয়ন করে তাহার চতুর্থক নাম, এই চতুর্থক জ্বর প্রাণনাশক

ঘোরনন্তকঃ রোগ সঙ্করং ॥ ৬ ॥ অথ বিষমজ্বরস্য সামান্য লক্ষণ মাহ ॥ যঃ স্যাদনিয়তাৎ কালাচ্ছীতোষ্ণাভ্যাং তথৈব চ। বেগতশ্চাপি বিষমোজ্বরঃ স বিষমঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥ সন্ততঃ সততোঽন্যেদ্যুস্তৃতীয়ক চতুর্থকৌ ॥ ৯ ॥ সন্ততস্য লক্ষণমাহ। সপ্তাহম্বা দশাহম্বা দ্বাদশাহমথাপি বা। সন্তত্যাযো বিসর্গীস্যাৎ সন্ততঃ সনিগদ্যতে ॥ ১০ ॥ মুক্তানুবন্ধিত্বং হিবিষমজ্বরমিতি বিষমজ্বর লক্ষণং। তদত্রনঘটয়তি কথনয়ং বিষমেষু পঠ্যতে ॥ ১১ ॥ তথা ভবতি ন দোষঃ। যত উক্তস্ত্বং স কেন। বিসর্গং দ্বাদশে কৃত্বা দিবসেঽব্যক্ত লক্ষণং। দুর্ল্লভোপশমঃ কালং দীর্ঘমপ্যনুবর্ত্ততে ॥ ১২ ॥ যত্তু খরণাদেন উক্তং। জ্বরাঃপঞ্চময়োক্তা যে

এবং ব্যাধি সঙ্করকারক হয়। ৬। বিষমজ্বরে সাধারণ লক্ষণ কহিতেছেন। ৭। যে জ্বর অনিয়ত সময়ে হয়, যথা বাতিক জ্বর সপ্ত দিনাদি, পৈত্তিক দশদিন, শ্লৈষ্মিক দ্বাদশদিন, দোষের প্রাধান্য হেতুক, বাতিক চতুর্দ্দশ দিবস, পৈত্তিক বিংশতি দিন, শ্লৈষ্মিক চতুর্ব্বিংশতি দিন হয়, তথা নিয়তকাল ব্যাপে জ্বর হয়, হয়ও না, সপ্তাহান্তর এক দিন হয় এবং হয় না এবং দশাহ দ্বাদশাহ, এই প্রকার অনিয়তকালে শীত উষ্ণাদি বিষম সমতা অভাব, কখন জ্বরের অধিক বেগ হয়, কখন অল্প বেগ হয়, বিষম জ্বরের এই ধারা জ্ঞাতব্য। ৮। বিষম জ্বরের ভেদ এই সন্তত, সততক, তৃতীয়ক, চতুর্থক। ৯। নিরন্তর অবিসর্গী অর্থাৎ অপরিত্যাগী সপ্তাহ দশাহ দ্বাদশাহ যে জ্বর হয়, তাহাকে সন্তত জ্বর বলেন। ১০। জ্বর ত্যাগ হইয়া পুনরায় অনুবন্ধ হইলে বিষম জ্বর লক্ষণ হয়, এস্থানে তাহা ঘটনা হয় না, তবে কিরূপে বিষম জ্বরে সন্তত জ্বর পাঠ হইল, এই পূর্ব্বপক্ষ। ১১। সন্তত জ্বরে মুক্তানুবন্ধি ঘটনা হয়, যেহেতু চরককর্ত্তৃক উক্ত আছে, দ্বাদশ দিবসে ত্যাগ করিয়া পুনরায় প্রকোপ হয়, অব্যক্ত লক্ষণ

পূর্ব্বং সন্ততকাদয়ঃ। চত্বারঃ সন্ততং হিত্বাজ্ঞেয়া স্তেবিষম জ্বরাঃ ॥ ১৩ ॥ অপিচ। বিষমজ্বরোল্লেখে যাক্রিয়া উক্তা। সাসন্ততং পরিত্যজ্য অন্যেষাং কার্য্যেতি ॥ ১৪ ॥ সততক লক্ষণমাহ। অহোরাত্রে সততকো দ্বোকালাবনুবর্ত্ততে ॥ ১৫ ॥ অন্যেদ্যুষ্ক লক্ষণমাহ। অন্যেদ্যুষ্ক স্বহো রাত্রা বেকালং প্রবর্ত্ততে ॥১৬॥ তৃতীয়ক স্তৃতীয়েহ্নি চতুর্থেহ্নি চতুর্থকঃ। দিনমেকক্তি ক্রম্যযো ভবেৎ স তৃতীয়কঃ। দিনদ্বয় মতিক্রম্য যঃ স্যাৎ স হি চতুর্থকঃ ॥ ১৭ ॥ সুশ্রুতস্ত্বাহ। কফস্থানি বিভাগেন যথা সংখ্যং

জ্বর উপশম সময় দুর্ল্লভ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। ১২। প্রথম পঞ্চ প্রকার সন্ততকাদি যে বিষম জ্বর উক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে সন্ততকে পরিত্যাগ করিয়া অপর চারি প্রকার বিষম জ্বর জ্ঞাতব্য হইয়াছে। ১৩। বিষম জ্বরের যে চিকিৎসা কথিতা আছে, সে চিকিৎসা সন্তত জ্বরে ত্যাগ করিয়া অন্য চারি প্রকার বিষম জ্বরের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ১৪। দিবা রাত্রে দ্বিকাল যে জ্বর হয় তাহাকে সততক বলা যায়। দিবাতে এককাল রাত্রিতে এককাল। দোষ দিগের অহোরাত্র কোপ হেতুক দ্বিদ্বিকাল প্রকোপ হয় অর্থাৎ দিবাতে দ্বিবার রাত্রিতে দ্বিবারও প্রকোপ হয়। ১৫। অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর দিবা রাত্রের মধ্যে একবার প্রকোপ হয়, নিত্য একবার হয়, ও দোষাপেক্ষ করে।১৬। এক দিন অতিক্রম করিয়া তৃতীয় দিনে যে জ্বর হয় সেই তৃতীয়ক, দিনদ্বয় অতিক্রম করিয়া চতুর্থ দিবসে যে জ্বর হয় তাহার নাম চতুর্থক।১৭। কফের স্থান বিভাগেতে যথা-সংখ্য জ্বর উৎপন্ন হয়, সতত জ্বরে কফস্থিত দোষ সর্ব্বদা থাকে, তাহাতে দ্বিবার হয়, হৃদয়স্থিত দোষ আমাশয়ে আগত হইলে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর হয়, তাহাতে একবার মাত্র কোপ, কণ্ঠস্থিত দোষে তৃতীয়ক জ্বর, কণ্ঠ হইতে এক দিন হৃদয়ে আগত হয়, পর দিনে

করোতি হি। সততাম্বেদ্যুষ্ক এবাখ্য চতুর্থক প্রলেপকান্ ॥১৮॥ যত আহ। অহোরাত্রা দহোরাত্রং স্থানাৎ স্থানং প্রপদ্যতে। ততশ্চামাশয়ং প্রাপ্যকরোতি বিষমজ্বরং॥ ১৯ ॥ অয়মর্থঃ। আমাশয়োরঃ কণ্ঠশিরঃ সন্ধয়ঃ পঞ্চকফস্থানানি। এষু তিষ্ঠন্-দোষো যথা সংখ্যং সততাদীন্ করোতি॥ ২০ ॥ দোষোহি প্রকোপ সময়ে বেগবত্তয়া লাঘবাৎ স্ব স্থানস্তু বেগদিন এব-যাতি॥ ২১ ॥ যত আহ দোষঃ প্রকোপকালেহি বেগবত্ত্বেন লাঘবাৎ॥ বেগবাসর এবায়ং স্বস্থান মভিগচ্ছতি॥ ২২ ॥ সন্ধিষুস্থিতঃ প্রলেপকং করোতি। সন্ধ্যাপিচামাশযেপি সন্তি-

আমাশয় কফস্থানে আগত মাত্রেই জ্বর কোপ করে, বেগানন্তর তৎদিনেই কণ্ঠে যায়, অতএব তৃতীয়ক তৃতীয় দিবসে হয়। চাতুর্থক দোষ শিরস্থিত, এক দিন মস্তক হইতে কণ্ঠে আইসে, পর দিনে হৃদয়ে, তৎপর দিনে আমাশয়ে আগত কারণ চতুর্থ দিনে চাতুর্থক জ্বর হয়, তদ্দিনেই পুনর্ব্বার মস্তকস্থ হয় অর্থাৎ আপন স্থানে যায়, যখন আইসে তখন এক এক দিনে একস্থানে স্থিতি করিয়া আগত হয়, দোষের স্বভাব এই যে, প্রলেপক সন্ধির কফস্থানস্থিত দোষে সর্ব্বদা জ্বর প্রলেপবৎ থাকে। ১৮। এক দিবা রাত্র হইতে এক দিবা রাত্র এক স্থান হইতে অন্য স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহার পর আমাশয়কে পাইয়া বিষম জ্বরকে প্রকোপিত করে। ১৯। আমাশয় বক্ষঃস্থল কণ্ঠ মস্তক এবং সন্ধি এই পঞ্চ কফ স্থানস্থিত দোষ যে সংখ্যায় সততাদিকে উদ্ভাবন করে, তাহা বিশেষ রূপে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ২০। দোষ প্রকোপ সময়েতে বেগবিশিষ্ট হয়, পরে লঘুতা হেতুক স্বস্থানেতে বেগ দিনেই গমন করে। ২১। দোষ প্রকোপ কালে বেগবিশিষ্ট হয়, এবং বেগ লাঘব হেতুক ঐ দিনেই স্বকীয় স্থানে শীঘ্র গমন করে। ২২। সন্ধিস্থিত দোষ,

তেষুস্থিতঃ প্রলেপকং সর্ব্বদা করোতি॥ ২৩॥ নিবৃত্তঃ পুনরায়াতি বিষমো নিয়তোদিতে। স্বভাবকারণং তত্রমন্যন্তে মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ২৪॥ স্বভাবস্তু কারণত্বে কফস্থান বিভ নিরপেক্ষা। চাতুর্থকাদি বিপর্য্যয়াদিজ্বরাঃস্বস্বকালে ভবন্তি॥ ২৫॥ অধিশেতে যথা ভূমৌ বীজংকালে প্ররোহতি। অধিশেতে নরেধানৌ দোষঃকালে প্রকুপ্যতি॥ ২৬॥ কেচিদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষম জ্বরং॥২৭॥ সুশ্রুতেন অতএব বিষম জ্বরে দৈবব্যপাশ্রয়ং বলিহোমাদি ভূতোচিতং যুক্তিপ্যাশ্রয়ং কষায় পাচনাদি দোষোচিতং বিধীয়তে॥ ২৮॥ যদাহ চরকঃ। কর্ম্ম সাধারণং জহ্যাৎ তৃতীয়ক চতুর্থয়োঃ। আগন্তু রনুবন্ধোহি প্রায়শো বিষমজ্বরঃ॥ ২৯॥ উল্বণদোষ ভেদেন তৃতীয়ক

প্রকোপক জ্বর করে, সন্ধি আমাশয়ে আছে, তাহাতে থাকিয়া সর্ব্বদা প্রকোপক জ্বর করে। ২৩। বিষমজ্বর নিবৃত্তি হইয়াও পুনরায় আগত হয়, অথবা নিয়ত উদিত থাকে অর্থাৎ সর্ব্বদা উপস্থিত আছে। তাহাতে স্বভাবই তৎকারণ মুনি সকলে মান্য করেন। ২৪। স্বভাবের কারণতাতে কফস্থান বিভাগের অপেক্ষাতেই চাতুর্থকাদি বিপর্য্যয়ে জ্বর স্বীয় স্বীয় কালে উদয় হয়। ২৫। যেমন ভূমেতে থাকিয়া কালেতে বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাদৃশ মনুষ্য ধাতুতে জ্বর থাকিয়া কালেতে প্রকোপ হয়। ২৬। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, ভূতাভিষঙ্গ হইতে বিষমজ্বর হয়। ২৭। ভূতোত্থ বিষমজ্বরে দৈবকর্ম্মবলি হোমাদি বিধান করিবেক এবং যুক্তিব্যপাশ্রয় কষায় পাচনাদি ও দোষে উচিত ব্যবহার কর্ত্তব্য। ২৮। তৃতীয়ক চতুর্থকের সাধারণ কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক, যেহেতু বিষম জ্বর প্রায়ই আগন্তু অনুবন্ধ হয়। ২৯। কফ পিত্ত হইতে তৃতীয়ক জ্বর ত্রিকব্যাপী হয়, অর্থাৎ কটীদেশের অধঃ নিতম্বের ঊর্দ্ধ তিনখানি

চতুর্থয়ো র্লক্ষণান্তর মাহ। কফ পিত্তাৎত্রিকগ্রাহী পৃষ্ঠাদ্বাত কফাত্মকঃ। বাতপিত্তাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধ স্যাৎ তৃতীয়কঃ ॥৩০॥ ত্রিকস্য বানস্থানত্বেন তদ্গতো কফপিত্তো অন্যস্থান গতত্বেন ত্বুর্ব্বলৌ ত্রিতয়েদিনে বেগং কুরুতঃ ॥ ৩১ ॥ যদিত্রিকং বাত-স্থানং তৎকথনং। তত্রপিত্তকফাবিতি প্রকৃতিস্থানং দোষাণাং স্থান নিয়মাৎ নতু কুপিতানাং তেষাং সর্ব্বগত ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥ যদাহসুশ্রুতঃ। কুপিতানাং হি দোষাণাং শরীরে পরিধাবতাং। যত্রসঙ্গম বৈগুণ্যাদ্ব্যাধি স্তত্রোপজায়তে ॥ ৩৩ ॥ এবমন্যস্থান গতত্বেন দোষদৌর্ব্বল্যাদি চতুর্থকে পি মন্তব্যং প্রভাবং রুজ-রূপাং শক্তি দ্বৈবিধ্যং বিবৃণোতি ॥ ৩৪ ॥ চাতুর্থকোদর্শয়তি

অস্থিতে নির্ম্মিত স্থানের নাম ত্রিক, সেই ত্রিকস্থানে অগ্রে বেদনা জন্মিয়া পশ্চাৎ সর্ব্ব শরীরে বাতজ্বর ব্যাপ্ত হয়, বায়ু কফেতে পৃষ্ঠ বেদনা আরম্ভ, বাতপিত্তেতে মস্তক বেদনা আরম্ভ হইয়া জ্বর হয়, এই ত্রিবিধ প্রকার লক্ষণে তৃতীয়ক জ্বর হয়। ৩০। ত্রিক্ স্থানে বায়ুর অধিষ্ঠান সুতরাং তৎস্থানে পিত্ত কফ উপস্থিত হইয়া অন্য-স্থান প্রাপ্তে দুর্ব্বল হয়, এহেতু সে তিন দিনে জ্বরকে বেগবান করে, স্বকীয় স্থানে স্থিত হইলে তাহাতে শুদ্ধ সন্তত জ্বর হয়। ৩১। ত্রিক যদি বায়ু স্থান হয়, তবে সে স্থানে কি প্রকারে পিত্ত কফ উপস্থিত হইতে পারে? উত্তর।—প্রকৃতিস্থ দোষেরই স্থান নিয়ম হয়, কিন্তু কুপিত দোষের স্থান নিয়ম নাই, অর্থাৎ কুপিত দোষ সর্ব্ব শরীর গত হইয়া থাকে। ৩২। শরীরে ধাবমান কুপিত দোষ যে স্থানে উপস্থিত হয়, সে স্থানে সেই দোষের সঙ্গে গুণবৈষম্য হেতুক ব্যাধি জন্মে। ৩৩। এবং অন্যস্থান গমনেতে দোষের দৌর্ব্বল্যাদি প্রযুক্ত চতুর্থকেও জ্ঞাতব্য, বেদনারূপা শক্তির দ্বিবিধ প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন। ৩৪। চাতুর্থক জ্বরের দুই প্রকার ভাব

প্রভাবং দ্বিবিধং জ্বরঃ। জঙ্ঘাভ্যাং শ্লৈষ্মৈকঃ পূর্ব্বং শিরস্থোহ-নিলসম্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥ সন্তত সততকান্যেদ্যুষ্ক তৃতীয় চতুর্থকানাং পঞ্চানাং সন্নিপাত জ্বরাৎ ॥ ৩৬ ॥ যদুক্তঞ্চরকে। প্রায়শঃ সন্নিপাতেন দৃষ্টঃ পঞ্চবিধঃজ্বরঃ। সন্নিপাতেতু যো ভূয়ান্‌-সদোষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৭ ॥ অন্যেত্বাহুঃ। বিকৃতি বিষম সমবায়ারাব্ধা সন্ততাদয়ঃ সন্নিপাতজা স্তেষামেবোদ্ভূত দোষেণ ব্যাপদেশঃ ॥ ৩৮ ॥ প্রকৃতি সম সমবায়রব্ধাস্তু একদোষজা দ্বিদোষজা অপিভবন্তীতি ॥ ৩৯ ॥ চতুর্থকস্তু পিত্তেন ক্রিয়ত এব ব্যাধি স্বভাবাৎ পিত্তজগলগণ্ডবৎ ॥ ৪০ ॥ নৰ্ম্মাস্তি চতুর্থকঃ

হয়, প্রথম শ্লেষ্ম প্রধান দ্বিতীয় বায়ু প্রধান। অর্থাৎ প্রথম বায়ু প্রধান জ্বর হাঁটুর নীচে বায়ু প্রধান স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর সর্ব্বশরীরগত হয়। দ্বিতীয় কফস্থান মস্তক গ্রহণ করিয়া পরে সর্ব্ব-দেহে প্রকাশ পায়। ৩৫-৩৬। সন্তত সততক ও অন্যেদ্যুষ্ক তৃতীয়ক এবং চতুর্থক এই পঞ্চবিধ বিষমজ্বর প্রায় সন্নিপাত সম্ভূত হয়। ৩৬ প্রায়ই সন্নিপাতেতে পঞ্চবিধ জ্বর দৃষ্ট হইতেছে। প্রায় শব্দে কোথাও নহে, কিন্তু সন্নিপাতে যে দোষ বলবান হয় অর্থাৎ এক দোষ দ্বিদোষ ত্রিদোষ প্রধান হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক দোষ কহেন। ৩৭। অন্যে কহেন, বিকৃতি বিষম সমবায়েতে আরব্ধ যে সন্নিপাতজ সন্ততাদিজ্বর, সেই দোষত্রয়ের উল্বণ দোষেতে কথন বিকৃতিতে বিষম সমবায় অর্থাৎ সম্বন্ধ সংযোগের নাম বিকৃতি, বিষম সমবায়, যথা হরিদ্রা চূর্ণ সংযোগে যে, লোহিতবর্ণ হয়, তাহা বিকৃতি মেলন কদাপি প্রকৃতি মেলন নহে। ৩৮। স্বভাব সমান সম্বন্ধের নাম প্রকৃতি সমবায়, তাহাতে এক দোষজ রোগ এবং দ্বিদোষজও হয়। ৩৯। পিত্তেতে যে চাতুর্থক জ্বর হয়, সে নিশ্চয় ব্যাধি স্বভাবেতেই হয়, যেমন পৈত্তিক স্বভাবে গলগণ্ড জন্মে

পৈত্তিকাপি। তথাপি হারীতো ব্যাহরতি॥ চতুর্থকো নামগদো দারুণো বিষম জ্বরঃ। শোষণঃ সর্ব্বধাতূনাং বলবর্ণাগ্নি নাশনঃ॥ ৪১॥ ত্রৈদোষিক বিকারঃ স্যাদস্থি মজ্জগতোঽনিলঃ। কুপিতং পিত্তমেবস্তু কফশ্চৈবং স্বকালতঃ॥ ৪২॥ শীতদাহ করস্তীব্র স্ত্রিকালং চানুবর্ত্ততে। সসন্নিপাত সম্ভূতো বিষম বিষমোজ্বরঃ॥ ৪৩॥ ঊর্দ্ধং কায়স্য গৃহ্ণাতি যঃ পূর্ব্বং সোঽনিলাত্মকঃ। পূর্ব্বং গৃহ্ণাত্যধঃ কায়ং শ্লেষ্মবৃদ্ধশ্চতুর্থকঃ॥ ৪৪॥ অত্রাহুঃ। অত্রানুবন্ধরূপমাত্রং পিত্তং নত্বারম্ভকং কথমেষা। প্রতীতি রিতিচেৎ স্থান বিশেষা নভিধানাৎ॥ ৪৬॥ অতএব হারীতেনাপিস্থানং নোদাহৃতমেব জংঘাদিবদিতি চরকটীকা কৃতোব্যাচক্ষতে কিন্ত্বেষা ব্যাখ্যাতদাসং গচ্ছতে॥ ৪৭॥ যদি পিত্তলিঙ্গ মুদ্ভূতং ন দৃশ্যতে চ। তথাহি ভেলেপি পৈত্তিকঃ

তদ্রূপ হয়। ৪০। চতুর্থ নাম যে বিষমজ্বর সে ভয়ানক, রস রক্তাদি সকল ধাতুর শোষক, বলবর্ণ অগ্নিনাশক হয়। ৪১। ত্রৈদোষিক বিকারে, অস্থি এবং মজ্জাগত বায়ু ও পিত্ত কুপিত থাকিলে তাহাতে কফ স্বকীয় কালে শীত এবং দাহ অতিশয় করে, ত্রিকাল অর্থাৎ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়াহ্নেতে জ্বরভোগ হইলেও সেই জ্বরকে সান্নিপাত সম্ভব বিষম জ্বর কহে। ঊর্দ্ধ শরীর প্রাপ্ত হইয়া যে জ্বর হয় তাহাকে বায়ুপ্রধান সন্নিপাত কহে এবং অধোদেহে প্রাপ্ত হইয়া জ্বর হইলে তাহাকে কফপ্রধান সন্নিপাত কহে। ৪২—৪৫। চাতুর্থকজ্বরে আরম্ভক পিত্তপ্রধান নহে, ইহা কি প্রকারে প্রতীত হইবে; যেহেতু তাহাতে স্থান বিশেষের কথন নাই। ৪৬। হারীত মুনি স্থান উদাহরণ করেন নাই, জঙ্ঘাদির ন্যায় চরক টীকাকার ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু ব্যাখ্যা মাত্র তাহা যুক্তসঙ্গত হইল। ৪৭। ভেল কহিয়াছেন, আমাশয়স্থ বায়ু অস্থি মজ্জাগত

পঠ্যতে। আমাশয়স্থঃ পবনোঽস্থিমজ্জগতোপি বা। কুপিতঃ কোপয়ত্যাশু শ্লেষ্মাণং পিত্তমেব চ॥ ৪৮॥ লাভভর্ত্তু স্তন্ত্রেস্থান মপ্যুক্তমেব। ঊর্দ্ধাকায়স্তবঃ পূর্ব্বং গৃহ্লাতি সোঽনিলাত্মকঃ॥ মধ্যকায়স্তবঃ পূর্ব্বং গৃহ্লাতি সহি পিত্তকঃ। পূর্ব্বং গৃহ্লাত্যধঃ-কায়ং শ্লেষ্মবন্ধশ্চতুর্থকঃ। তস্মাৎ প্রায়েণ কফ বাতাভ্যাং ভবতি ন তথাপি পিত্তেনেতি পৈত্তিক শ্চতুর্থক শ্চরকাদিভি-র্নোদাহৃতঃ নত্বসম্ভাবাদিতি মন্তব্যং॥ ৪৯—৫১॥ এষাঞ্চোৎ-পত্তিক্রমবন্ধসুশ্রুতাদবগন্তব্যং। অহোরাত্রা দহোরাত্রং স্থানাৎ স্থানং প্রপদ্যতে। ততশ্চামাশয়ং প্রাপ্য করোতি বিষমং জ্বরং॥ কফস্থান বিভাগেন যথাসংখ্যং করোতিহি। সততান্যে-দ্যুস্ক ত্র্যাখ্য চতুর্থান সপ্রলেপকান্। ৫২। ৫৩॥ অস্থি মজ্জো-ভয়গতে চাতুর্থক বিপর্য্যয়ঃ। মধ্যেঽহনী জ্বরত্যাদাবন্তেচৈব-

কুপিত হইয়া শীঘ্র শ্লেষ্মাকে এবং পিত্তকে প্রকোপ করায়। ৪৮। ইহা উক্ত আছে, বায়ুপ্রধান চাতুর্থক জ্বর প্রথমে ঊর্দ্ধ শরীর গ্রহণ করিয়া প্রকাশ হয়, মধ্যদেহতে আরম্ভ হইলে সে পিত্তপ্রধান, এবং অধঃশরীরে গ্রহণ করিলে সে কফপ্রধান হয়। প্রায়ই বায়ু কফ যাদৃশ প্রধানে হয়, পিত্তপ্রধানে তাদৃশ নহে, পৈত্তিকে চতু-র্থক জ্বর চরকাদি কর্ত্তৃক কথিত হয় নাই; এবং অসম্ভাব্যও নাই, ইহা যুক্তিতঃ মানিতে হইবেক।৪৯—৫১। এক দিবা রাত্রি হইতে এক দিবা রাত্রে, স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, তাহার পর আমা-শয় পাইয়া বিষম জ্বর করে, কফস্থান বিভাগের প্রকার সংখ্যা যাহা আছে তাহাই করে, যথা সতত অন্যেদ্যুষ্ক তৃতীয়ক চতুর্থক, প্রলেপক ইত্যাদি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।৫২।৫৩। অস্থি এবং মজ্জা-প্রাপ্তদোষে বিপরীত চাতুর্থক জ্বর হয়, যথা—মধ্যে দিবসদ্বয় জ্বর করে, আদিতে ও অন্তে হয় না, অর্থাৎ এক দিনান্তর জ্বর হয়,

বিসৃজতি ॥ ৫৪ ॥ কফস্থানেষু বাতিষ্ঠন্ দোষদ্বিত্রি চতুর্ষু চ। বিপর্য্যয়াখ্যান্ কুরুতে বিষমান্ কৃচ্ছ্র সাধনান্ ॥ ৫৫ ॥ বাত-বলাসক জ্বরমাহ নিত্যং মন্দজ্বরো রুক্ষঃ শূনকস্তেন সীদতি। স্তব্ধাঙ্গ শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠো নরোবাত বলাসকী ॥ ৫৬ ॥ প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেণ বা। মন্দজ্বর বিলেপীচ সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ ॥ ৫৭ ॥ সমৌ বাত কফৌযস্য ক্ষীণ পিত্তস্য দেহিনঃ। রাত্রৌপ্রায়ো জ্বরস্তস্য দিবাহীন কফস্য চ ॥ ৫৮ ॥ বিদগ্ধেঽন্নেরসে দেহে শ্লেষ্ম পিত্ত ব্যবস্থিতে। তেনার্দ্ধং শীতলং দেহে চার্দ্ধং চোষ্ণং প্রজায়তে ॥ ৫৯ ॥ কায়েদুষ্টং যদাপিত্তং

তাহার পর এক দিন হয় না। ৫৪। তৃতীয়ক বিপর্য্যয় দ্বিকাল জ্বর হয় না, সকল অহোরাত্রে জ্বর হয়, সতত বিপর্য্যয় এককাল জ্বর হয়, কিন্তু অহোরাত্র ব্যাপিয়া থাকে, অন্যেদ্যুষ্ক বিপর্য্যয় কখন প্রাতে কখন বৈকালে হয়, বিকৃতি দোষজ্বরের নানাবিধ হেতু জানিবে। ৫৪। কফ স্থান দোষ দুই তিন চতুর্থ দিবসে কৃচ্ছ্রসাধ্য বিপর্য্যয় নামক বিষমজ্বর করে। ৫৫। নিত্য মৃদুজ্বর যুক্ত এবং রুক্ষ শরীর শোথবিশিষ্ট, অবসন্ন স্তব্ধ শরীর অধিক কফ, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত বাতশ্লেষ্মজ্বর হয়। ৫৬। ঘর্ম্মেতে এবং শরীরের গৌর-বেতে গাত্র লেপার ন্যায় হয় অর্থাৎ শরীরে ঘর্ম্ম এবং গৌরব যেন লেপে থাকে এবং মৃদু জ্বর ও লিপ্তবৎ থাকে, সর্ব্বদা শীতও থাকে; এই সকল প্রলেপক জ্বরের লক্ষণ জ্ঞাতব্য হইয়াছে। ৫৭। যে জ্বরির সমান বায়ু কফ হয়, পিত্ত যদি ক্ষীণ থাকে, তবে তাহাতে প্রায়ই রাত্রিতে তাহার জ্বর প্রকোপ হয়, হীন কফ হইলে দিবাতে জ্বর কোপিত হইয়া থাকে। ৫৮। অম্লরস দুষ্ট হইলেও পিত্তশ্লেষ্মা দুষ্ট হইলে, অর্দ্ধেক শরীর শীতল অর্দ্ধেক তপ্ত হয়, কফেতে শীতল পিত্তেতে উষ্ণ হয়; অর্দ্ধ নারীশ্বরাকারে কিম্বা নৃসিংহা-

শ্লেষ্মাচান্তে ব্যবস্থিতঃ। তেনোষ্ণত্বং শরীরস্য শীতত্বং হস্ত পাদয়োঃ ॥ ৬০ ॥ কায়েশ্লেষ্মাযদাদুষ্টঃ পিত্তঞ্চান্তে ব্যবস্থিতং। শীতলং তেন গাত্রাণাং মুষ্ণত্বং হস্তপাদয়োঃ ॥ ৬১ ॥ ত্বকস্থৌ শ্লেষ্মানিলো শীতমাদৌ জনয়ত জ্বরে। তয়োঃ প্রশান্তয়োঃ পিত্তমন্তেদাহং করোতি চ ॥ ৬২ ॥ করোত্যাদৌতথাপিত্তং ত্বকস্থং দাহমতীবচ। তস্মিন্ প্রশান্তে ত্বিতয়ৌ কুরুতঃ শীত-মন্ততঃ ॥ ৬৩ ॥ দ্বাবেতৌ দাহশীতাদি জ্বরৌসংসর্গজৌস্মৃতৌ। দাহপূর্ব্ব স্তয়োঃকষ্টঃ কৃচ্ছ্রসাধ্য তমশ্চসঃ ॥ ৬৪ ॥ অথ বিষম জ্বরাণাং সামান্য চিকিৎসা মাহ ॥ জ্বরাশ্চ বিষমাঃ সর্ব্বে সন্নি-পাত সমুদ্ভবাঃ। যথোল্বণস্য দোষস্য তেষু কার্য্যং চিকিৎ-সিতং ॥ ৬৫ ॥ বিষমেষ্বথ কর্ত্তব্য মূর্দ্ধাধশ্চ বিশোধনং। স্নিগ্ধোষ্ণৈ রন্নপানৈশ্চ শাময়ে দ্বিষমজ্বরং ॥ ৬৬ ॥ কালিঙ্গকঃ

ক্ষারেতে শীতল ও তপ্ত হয়। ৫৯। দেহেতে যে কালে পিত্ত দুষ্ট থাকে, অন্তে অর্থাৎ হস্ত পাদে শ্লেষ্মা দুষ্ট থাকে তাহাতে শরীর উষ্ণ হয়, হস্ত কেবল পাদ শীতল থাকে। ৬০। শরীরে কফ দুষ্ট থাকিলে শরীর শীতল হয়, দুষ্ট পিত্ত হস্ত পাদে থাকিলে হস্ত পাদ উষ্ণ হয়। ৬১। ত্বকস্থিত যদি বায়ুকফ থাকে তবে প্রথমে শীত হয়, বাতশ্লেষ্মার কোপ শান্তি হইলে শেষে দাহ জন্মে, সংসর্গ জ্বরের এই লক্ষণ। ৬২। অগ্রে ত্বকস্থ পিত্ত দাহ করে, তাহার শান্তি হইলে বায়ু কফেতে শেষে শীত হয়। ৬৩। এই দুইটি জ্বর সংসর্গজ জানিহ, শীতাদি আর দাহাদি অর্থাৎ শীত পূর্ব্ব জ্বর সুখসাধ্য দাহ-পূর্ব্ব কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। ৬৪। সকল বিষম জ্বর ত্রৈদোষিক হয়, যে প্রকার উল্বণ দোষ হইবে অর্থাৎ এক দোষ কি দ্বিদোষ প্রধান হয়, তাহাতে সাধারণ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ৬৫। বিষম জ্বরেতে ঊর্দ্ধাধঃ শোধন কর্ত্তব্য অর্থাৎ বমন বিরেচনাদি, স্নিগ্ধ এবং উষ্ণ আহারা-

পটোলস্থ পত্রং কটুকরোহিণী। পটোলং সারিবা মুস্তং পাঠাকটুক রোহিণী॥ ৬৭॥ নিম্বং পটোলং ত্রিফলা মৃদ্বীকা মুস্তবৎ সকৌ। কিরাত তিক্ত মমৃতা চন্দনং বিশ্বভেষজং ॥৬৮॥ গুড়ূচ্যা মলকং মুস্তমর্দ্ধশ্লোক সমাপনা। কষায়াঃ সময়ন্ত্যাশু পঞ্চপঞ্চ বিধঃ জ্বরঃ ॥ ৬৯ ॥ মহাবলা মূলমহৌষধাভ্যাং ক্বাথো-নিহন্ত্যা দ্বিষমজ্বরংহি। শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং বিনাশয়েৎ দ্বিত্রি দিন প্রয়োগাৎ ॥ ৭০ ॥ মুস্তামলক গুড়ূচী বিশ্বৌষধ কণ্ট-কারিকা ক্বাথঃ। পীতঃ সকলাচূর্ণঃ সমধু বিষমজ্বরংহন্তি ॥ ৭১ ॥

দিতে বিষম জ্বরকে শান্ত করিবে। ৬৬। পঞ্চ প্রকার বিষম জ্বরকে, এই পঞ্চবিধ কষায়ে শমতা করে, যথা—ইন্দ্রযব ৫৩ রতি, পলতা ৫৩ রতি, কটকী ৫৩ রতি, পাকার্থ জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা, এই কষায় সন্তত জ্বর নাশক হয়। পলতা, অনন্তমূল, মুথা, আকনাদি, কটকী এই পাঁচ খানি দ্রব্যের কষায় সততক জ্বর নাশক হয়, মাত্রা পূর্ব্ববৎ ৩২ রতি প্রত্যেক দ্রব্য ক্বাথের জল মান পূর্ব্ববৎ, নিমমূলের ছাল, পলতা, হরীতকী, বয়ড়া, আমলা, কিচমিচ, মুথা, কুরচিছাল ২০ রতি প্রত্যেক মান পাক জল পূর্ব্ববৎ। অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরনাশক হয়; চিরাতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, শুণ্ঠী ৪০ রতি প্রত্যেক জল মান পূর্ব্ববৎ, তৃতীয়ক জ্বরনাশক। আমলকী, মুথা প্রত্যেক দ্রব্য ৫৩রতি, পাকের জল পূর্ব্ববৎ এই কষায় চাতুর্থক জ্বরকে নাশ করে। ৬৭-৬৯ পাকড়মূল ৮০ রতি, শুণ্ঠী ৮০ রতি, পাক জল ৩২ তোলা, ৮ তোলা থাকিবেক, এই ক্বাথ বিষম জ্বর, শীত ও কম্প এবং দাহ বিনাশ করে, দুই দিনে কি তিন দিনে জ্বর মুক্ত হয়। ৭০। মুস্ত, আমলকী, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, কণ্টকারি, প্রত্যেকে ৩২ রতি, পূর্ব্ববৎ জলমানে ক্বাথ করিয়া এই ক্বাথের সহিত পিপুলের চূর্ণ ২০ রতি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর নাশ হয়। ৭১। রসুন

তিলতৈল লবণযুক্তঃ কঙ্কোলস্যুনস্ত সেবিতঃ প্রাতঃ। বিষমজ্বর মপহরতে বাতব্যাধীনশেষাংশ্চ ॥ ৭২ ॥ কালাজাজীড় সগুড়া বিষমজ্বর নাশিনী। মধুনাবাভয়ালীঢ্যহন্ত্যাশু বিষম জ্বরং ॥ ৭৩ ॥ পীতো মরিচ চূর্ণেন তুলসীপত্রজোরসঃ। দ্রোণপুষ্পী ভবোবাপি নিহন্তি বিষমজ্বরং ॥ ৭৪ ॥ অথ সন্ততাদীনাং বিশিষ্টা চিকিৎসা। অমৃতায়াং শতং ক্ষুণ্ণং বাসসা পরিশোধিতং। পৃথক ষোড়শ ভাগাঃ স্যুর্য্যুতং মাক্ষিক সর্পিষা। যথাগ্নি ভক্ষয়ে দেতন্নরোহিত মিতাশনঃ ॥ নাস্যকশ্চিদ্ভবেদ্ব্যাধি র্ন্ন জ্বরাপলিতং নচ। ন জরা বিষমানৈব মেহনানি নরক্তকং। নচ নেত্র গতারোগাঃ পরমে তদ্রসায়নং।

বাটা ১ তোলা, তিল তৈল ।॰ তোলা, সৈন্ধব ।॰ তোলা, একত্রে প্রাতে সেবন করিলে বিষম জ্বর নাশ হয়, এবং নানা প্রকার বাতরোগ নাশ হয়। ৭২। কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ।॰ তোলা, পুরাতন গুড় ।॰ তোলা, মিশ্রিত করত ভক্ষণ করিলে বিষম জ্বর নাশ হয়, এবং হরীতকী চূর্ণ ।॰ তোলা, মধু ।॰ তোলা ভক্ষণে শীঘ্র বিষমজ্বর নাশ হয়, অর্দ্ধ তোলা কিম্বা ১ তোলা করিয়া সেবন করিবেক। ৭৩। মরিচ ।॰ তোলা কি ১ তোলা, তুলসী পত্ররস সমান দিয়া ভক্ষণে বিষম জ্বর নাশ হয়, ঘোষা পুষ্প রস অথবা দ্রোণবৃক্ষ সমূল পত্র রস ১ তোলা, মধু ১ তোলা ভক্ষণেও ঐ জ্বর নাশ হয়। ৭৪। গুলঞ্চ চূর্ণ বস্ত্রদ্বারা ছানিত ১৬ তোলা, ঘৃত ১৬ তোলা, মধু ১৬ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক, ইহার ২ তোলা করিয়া প্রাতে ভোজন করিবেক, মিত এবং পরিমিত আহার করিবেক, এতৎ সেবনে কোন ব্যাধি জন্মে না, এবং জরা ও পলিত হয় না। বিষম জ্বর নাশ হয়, মোহনাশ হয়, বাতরক্ত নাশ হয়, নেত্র রোগ জন্মে না এবং বুদ্ধিকর হয়, সন্নিপাত নাশ করে, পরম রসায়ন এই

মেধা করন্তি দোষঘ্নং প্রয়োগাদস্য বুদ্ধিমান্। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং যথৈবাদিতিজাস্তথা ॥ ৭৫—৭৯ ॥ তক্রং মাংসং পয়োমাংসং দধিমাংস মথা পিবা। মাষমাংসান্নভুঞ্জানো মুচ্যতে বিষম জ্বরাৎ ॥ ৮০ ॥ সুরামণ্ডঞ্চ পানার্থে ভক্ষ্যার্থে চরণায়ুধান্। তিত্তিরীংশ্চ ময়ূরাংশ্চ প্রযুজ্যাদ্বিষমজ্বরে ॥ ৮১ ॥ মধুকং চন্দনং মুস্তং ধাত্রী ধান্যমুষীরকং। ছিন্নোদ্ভবা পটোলঞ্চ ক্বাথং মধুসশর্করং ॥ সর্ব্বজ্বরং নিহন্ত্যাশু বাতপিত্ত কফোদ্ভবং। আমং বিপাচয়েদাশু নিরামংশময়েত্তথা ॥ ৮৪ ॥ ইতি মধুকাদি ক্বাথ। পিবেৎ পর্পটকং ক্বাথং গুড়ুচ্যা বাসকস্যবা। ত্রিফলায়া রসংবাপি শ্লৈষ্মিকে বিষমজ্বরে। মধুনা সর্ব্বজ্বরনুৎ শেফালীদলজো রসঃ। অজাজী গুড়সংযুক্তা বিষম জ্বর-

ঔষধ, ইহার নিত্য সেবনে শতবৎসর জীবিত থাকে, এবং দেবত তুল্য হয়। ৭৫—৭৯। তক্র অর্থাৎ ঘোল এবং মাংস, দুগ্ধ মাংস দধি মাংস, মাসকলাই যূষ, মাংসযূষ সহ অন্নভোজী ব্যক্তি বিষম জ্বর হইতে মুক্ত হয়, বিষমজ্বর ও ভৌতিকাদি নানাবিধ হয়, যে স্থানে যেরূপ কর্ত্তব্য হইবে তাহাই করিবেক। ৮০। বিষম জ্বরে পানার্থে, সুরামণ্ড দিবেক, ভোজ্যার্থে বাঁটুলা ও কুকুড়া এই সকল মাংস এবং তিত্তিরি পক্ষিমাংস ময়ূর মাংসও দিবেক। ৮১। যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুথা, আমলা, ধনে, বেনামূল, গুলঞ্চ, পলতা প্রত্যেক ২০ রতি, পাকজল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। এই কষায়ের সহ মধু ২০ রতি চিনি ২০ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার বিষম জ্বর নাশ হয়। রসযুক্ত বাতিক, পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক জ্বর এবং নিরাম জ্বর নাশ হয়। ৮৪। খেতপাপড়ারস মধুর সহিত, গুলঞ্চের রস মধু, ত্রিফলা ক্বাথ মধু, শ্লৈষ্মিক জ্বরনাশক সিউলি ফুলের পাতার রস মধু এবং কৃষ্ণজীরা পুরাতন গুড় যুক্ত

নাশিনী। অগ্নিসাদং জয়ত্যাশু বাতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥ ৮৫—৮৭ ॥ দার্ব্বীদারু কলিঙ্গ লোহিতলতা শ্যামাক পাঠা-শঠী। শুণ্ঠ্যুশীর কিরাত কুঞ্জরকণা ত্রায়ন্তিকা পদ্মকৈঃ। বক্রাধান্যক যাসশরণাশিগ্রু সুসিংহীশিবা। ব্র্যাঘ্রী পর্প্পট দর্ভমূল কটুকা নন্তামৃতা পুষ্করং। ধাতুস্থং বিষমংত্রিদোষ জনকং চৈকাহিকং দ্ব্যাহিকং। কামঃ শোক ভয়োদ্ভবঞ্চ সততং যচ্ছদিযক্তং নৃণাং। পীতোহন্তি ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ বিষমং চাতুর্থকং ভৌতিকং। যোগোহয়ং মুনিভিঃ পুরানিগদিতোজীর্ণজ্বরে দুস্তরে॥ ইতি দার্ব্ব্যাদিপাচনং ॥ ৮৮ ॥—॥ ৯১ ॥ জীরকং গুড়সংযুক্তং কিঞ্চিন্মরিচসংযুতং। জয়েদৈকাহিকং সদ্যোরণেবীরো রিপুমিব ॥ ৯২ ॥

এই সকল যোগ,বিষম জ্বরনাশক, অগ্নিমান্দ্যনাশক, এবং বাতরোগ নাশক হয়। ৮৫—৮৭। দারুহরিদ্রা, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, বিচতাড়ক, আকনাদি, শঠী, শুণ্ঠী, বেণারমূল, চিরাতা, গজপিপুল, বলাডুম্বুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাটভাঙ্গা, ধনে, তুরালতা, গন্ধভাদালে, শজিনামূল, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টিকারী, খেতপাপড়া, কুশমূল, কটকী অনন্তমূল, গুলঞ্চ, কুড়, এই আটাইস খানি দ্রব্য পাচনবৎ পাক করিয়া সেবন করিলে ধাতুস্থ বিষমজ্বর ত্রিদোষ জন্য জ্বর, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক কাম শোক ভয়োদ্ভব, সততক এবং নিযুক্ত ভৌতিকজ্বর মনুষ্যদিগের বিনাশ হয়। এই পাচনের মাত্রা প্রত্যেক ৫ রত্তি সমস্তে ১৪০ রত্তি অশীতি রত্তি প্রমাণ ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ গুণ ৩২ তোলা। শেষ ক্বাথ ৮ তোলা থাকিবেক, অনুপ্রক্ষেপ মধু ॥০ অর্দ্ধতোলা সর্ব্বত্র পাচন কষায় পানে এই ধারা। ইতি দার্ব্ব্যাদি-পাচনং। ৮৮—৯১। জীরাচূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা, পুরাতন গুড় ॥০ তোলা ও মরিচ চূর্ণ ১০ রত্তি একত্রে মিলিত করিয়া সেবন করিলে সদ্য ঐকাহিক জ্বর নাশ হয়, যেমন যুদ্ধে বীরপুরুষ শত্রুকে জয়

ত্রিকণ্টক বল্যাবাম্রী গুড়নাগরসাধিতং। বর্চ্চোমূত্রবিবন্ধঘ্নং শোথ জ্বরহরং পরং॥ ৯৩॥ ইতি ত্রিকণ্টাদি পাচনং। অপামার্গ জটাকট্যাং লোহিতৈঃ সপ্তভস্তুভিঃ। বধ্বাবারে রবেস্তূর্ণং জ্বরমৈকাহিকং জয়েৎ॥ ৯৪॥ গুড়ূচ্যা মলকং মুস্তং হন্তিচাতুর্থকং জ্বরং॥ ৯৫॥ অগস্ত্যপত্রস্য রসেনস্যং নিহন্তিচাতুর্থক মুগ্রবীর্য্যং॥ ৯৬॥ শিরীষ পুষ্পস্যরসো রজনীদ্বয় সংযুতঃ। নস্যং সর্পিঃ সমাযোগাজ্জয়েচ্চাতুর্থকং জ্বরং॥ ৯৭॥ তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ নিশ্যুৎপাট্য শুভেদিনে। কর্ণে বদ্ধং নিহন্ত্যাশু ঘোরঃ চাতুর্থকং জ্বরং॥ কৃষ্ণাম্বরদৃঢ়বদ্ধ গুগ্‌গুলু লুকপুচ্ছজঃ। ধূপশ্চাতুর্থকং জ্বরং হন্তি সন্তত কাসকং॥ ৯৮—১০০॥ পলঙ্কশা

করে। ৯২। গোখুরি, বেড়ালা, কণ্টকারি, শুণ্ঠী, প্রত্যেক ৪০ রতি পাচনবৎ ক্বাথ, প্রক্ষেপ পুরাতন গুড় অর্দ্ধ তোলা। ইহা বদ্ধমূত্রমল শুদ্ধিকারক ও শোথ জ্বরনাশকারক হয়। ৯৩। রবিবারেতে আপাঙ্গের মূল সাত গাছি লাল সূতা দ্বারা কটিতে বান্ধিলে, তাহাতে ঐকাহিক জ্বর জয় হইবেক। ৯৪। গুলঞ্চ, আমলকী, মুথা এই তিন দ্রব্যের চূর্ণ ১ তোলা, মধু ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে চাতুর্থক জ্বর নাশ হয়। ৯৫। বকপুষ্প পত্রের রস নস্য করিলে প্রবল চাতুর্থক জ্বর নাশ হয়। ৯৬। শিরীষ পুষ্পের রস, দারুহরিদ্রা এবং হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত যোগ করিয়া নস্য করিলে, ইহাতে চাতুর্থকজ্বর নাশ হইবে।৯৭ শুভ দিবসে রাত্রিতে কাঁটানটের মূল উৎপাটন করিয়া কর্ণেতে বদ্ধ করিবেক, তাহাতে ভয়ানক, চাতুর্থক জ্বর নাশ হইবেক। ভীমরাজের রসে বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তাহাতে গুগ্‌গুল আর পেঁচার লেজের লোম বাঁধিয়া ধোয়া দিবেক, তাহাতে সন্তত জ্বরনাশ হইবেক। ৯৮—১০০। গুগ্‌গুল, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেত-

যব্যাপত্রং বচাকুষ্ঠং হরীতকীং। সর্ষপাঃ সযবাঃ সর্পি ধূপনং জ্বরনাশনং ॥ ১০১ ॥ অষ্টাঙ্গধূপঃ। বৈড়ালং বা শকৃদ্দেয়াজ্যং বেপমানস্য ধূপনং ॥ ১০২ ॥ পুরধ্যাম বচাসর্জ্জ নিম্বার্ক গুরুদারুভিঃ। সর্ব্বজ্বরহরো ধূপঃ কার্য্যোয়মপরাজিতঃ ॥ ১০৩ ॥ সুদর্শনচূর্ণং এবং জ্বরভৈরবচূর্ণং পূর্ব্বখণ্ডে লিখিতং অত্রাপি দেয়মিতি ॥ কাকজঙ্ঘাবলাশ্যামা ব্রহ্মযষ্টী কৃতাঞ্জলিঃ। পৃশ্নিপর্ণ্যপ্যপামার্গ স্তথাভৃঙ্গরজোঽষ্টমঃ ॥ এষামন্যতমং মূলং পুষ্যেণোদ্ধৃত্য যত্নতঃ। রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য বদ্ধমৈকাহিকং জয়েৎ। মূলং জয়ন্ত্যাঃ শিরসাভৃতং সর্ব্বজ্বরাপহং ॥ ১০৪ । ১০৫ ॥ কর্ম্ম সাধারণং জহ্যাৎ তৃতীয়ক চতুর্থকৌ। আগন্তুরনুবন্ধো হি

সর্ষপ, যব, ঘৃত এই কয়েক দ্রব্য এক পাত্রে রাখিয়া অগ্নি দিবেক, তাহাতে যে ধূম হইবেক, কম্বল কিম্বা ভারি বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীর করিয়া সেই ধূম গাত্রে দিবেক, ইহাতে বিষম জ্বর নাশ হইবেক। ১০১। কম্পযুক্ত জ্বরির ধূপ যথা—বিড়ালের বিষ্ঠা যোগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্লোক কথিত অষ্টাঙ্গ ধূপের সহিত যোগ করিয়া ধূপ দিবেক। ১০২। গুগ্‌গুল, গন্ধতৃণ, বচ, ধুনা, নিমপাতা, অগোর, দেবদারু এই কয়েক দ্রব্যের ধূপ সর্ব্ব জ্বরহর হয়। ১০৩। কাকজঙ্ঘা, বেড়ালা, বিচতাড়ক, ব্রাহ্মণহাটি, লাজালু, চাকুলে, আপাঙ্গ, ভীমরাজ এই অষ্ট দ্রব্য ইহাদিগের মধ্যে যে কোন দ্রব্য হউক এক দ্রব্যের মূল, পুষ্যানক্ষত্রে উৎপাটন করতঃ রাঙ্গা সুতা বেষ্টন করিয়া মস্তকে ধারণ করিবেক, ইহাতে সকল বিষমজ্বর নাশ হইবেক এবং মস্তকে জয়ন্তীমূল ধারণ করিলে সর্ব্ব জ্বরনাশ হয়।১০৪।১০৫। তৃতীয়ক চতুর্থকজ্বরের সাধারণ কর্ম্ম অর্থাৎ দৈবাশ্রয় কর্ম্ম বলিহোম স্বস্ত্যয়নাদি যুক্ত্যাশ্রয় কর্ম্ম ও কষায়াদি এই দুই কার্য্য ত্যাগ করিবেক না, যেহেতুক বিষমজ্বর প্রায়ই

প্রায়শো বিষমজ্বরঃ ॥ ১০৬ ॥ গঙ্গায়া উত্তরেকূলে অপুত্রস্তু সোমৃতঃ। তস্মৈ তিলোদকং দদ্যাৎ মুঞ্চত্বৈকাহিকোজ্বরঃ। এতন্মন্ত্রেণ বাশ্বত্থপত্রহস্তঃ প্রতর্পয়েৎ ॥ ১০৭ ॥ সোমং সানুচরং দেবং সমাতৃগণমীশ্বরং। পূজয়ন্ প্রয়তঃ শীঘ্রং মুচ্যতে বিষমজ্বরাৎ ॥ ১০৮ ॥ বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচর পতিং বিভুং। স্তবন্নামসহস্রেণ জ্বরান্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি ॥ ১০৯ ॥ জ্বরাঃ কষায়ৈর্ব্বমনৈ লঙ্ঘনৈর্লঘুভোজনৈঃ। রুক্ষস্য যেন শাম্যন্তি সর্পিস্তেষাং ভিষগ্জিতং ॥ ১১০ ॥ নির্দশাহমপিজ্ঞাত্বা কফোত্তরসলঙ্ঘিতং। ন সর্পিঃ পায়য়েৎ প্রাজ্ঞঃ শমনৈস্তমুপাচরেৎ ॥ ১১১ ॥ যাবল্লঘুত্বা দশনং দদ্যান্মাংস রসেন তু। মাংসার্থমেণলাবাদীন যুক্ত্যা দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১১২ ॥ কুক্কুটাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ তিত্তিরিক্রৌঞ্চ বর্ত্তকান্। গুরুষ্ণত্বান-

আগন্তু ও অনুবন্ধ হয়। ১০৬। অশ্বত্থপত্র হস্ত হইয়া এই মন্ত্রেতে ঋষির তর্পণ করিলে ঐকাহিক জ্বর মুক্ত হইবেক। ১০৭। প্রকৃত যত্নবান্ হইয়া উমাদেবীর সহিত এবং অনুচরের সহিত ও মাতৃগণের সহিত শিবকে পূজা করিলে বিষম জ্বর হইতে মুক্ত হয়। সহস্রমস্তক বিষ্ণু, যিনি চরাচর বিশ্বপতি বিভু তাঁহাকে সহস্র নাম দ্বারা স্তব করিলে সকল বিষম জ্বর নাশ হয়। ১০৮।১০৯। কষায় এবং বমন ও লঙ্ঘন বা লঘু ভোজন দ্বারা রুক্ষ ব্যক্তির যে সকল জ্বর শমতা না পায়, সে জ্বরকে বৈদ্যেরা ঘৃত পান দ্বারা জয় করেন। ১১০। কফপ্রধান জ্বরে যদি লঙ্ঘন এবং দশাহ কাল না হয়, ইহা জ্ঞাত হইয়া ঘৃত পান করাইবেক না, শমন ঔষধ দ্বারাই চিকিৎসা করিবেক। ১১১। যে কাল পর্য্যন্ত লঘু হেতুক মাংস রসেতে আহার দিবেক, সেই সময়ে বিচক্ষণ বৈদ্য সুযুক্তিতে হরিণ মাংস, লাবপক্ষী, তিত্তির পক্ষীর মাংস যূষ দিবেক। ১১২। কোন

শংসন্তি জ্বরেকেচিচ্চিকিৎসকাঃ ॥ ১১৩ ॥ লঙ্ঘনেনানিলবলং জ্বরেযদ্যধিকং ভবেৎ। ভিষক্ মাত্রা বিকল্পজ্ঞো দদ্যাত্তানপি কালবিৎ ॥ ১১৪ ॥ পিপ্পল্যশ্চন্দনং মুস্তমুশীরং কটুরোহিণী। কলিঙ্গকাস্তামালকী শারিবাতিবিষাস্থিরা ॥ দ্রাক্ষামলীকবিল্বানি-ত্রায়মাণা নিদিগ্ধিকা। সিদ্ধমেতৎ ঘৃতংসদ্যো জীর্ণজ্বরমপো-হতি ॥ ক্ষয়ং কাসং শিরঃশূলং পার্শ্বশূল মরোচকং। অঙ্গাভি-তাপ মগ্নিঞ্চ বিষমং সনিমচ্ছ্তি ॥ পিপ্পল্যাদ্যমিদঞ্চাপি তন্ত্রে-ক্ষীরেণ পচ্যতে। যত্রাধিকরণেনোক্তি র্গণে স্যাৎ স্নেহসন্নিধৌ ॥ তত্রৈব কল্কনির্য্যূহা বিষ্যেতে স্নেহবেদিনা। এতদ্বাক্য বলেনৈতৎ কল্কসাধ্যং ঘৃতং পরং ॥ ইতি পিপ্পল্যাদি ঘৃতং ॥ ১১৫—১১৯॥ পঞ্চকোলৈঃ সসিন্ধুত্থৈঃ পলকৈঃ পয়সা সমং। সর্পিপ্রস্থং

কোন চিকিৎসকেরা কুক্কুট মাংস, ময়ূর তিত্তিরি বক এবং বাঁটুলা পাক্ষীর মাংস, ভার এবং উষ্ণপ্রযুক্ত জ্বরেতে প্রশংসিত নহে বলেন। ১১৩। জ্বরির লঙ্ঘনে যদি বায়ুর অধিক বল হয়, তবে মাত্রাবিকল্পজ্ঞাতা এবং দোষের বলাবল কালবেত্তা বৈদ্য মাত্রায় করিয়া সেই সকল মাংসাদি দিবেন। ১১৪। গব্যঘৃত ৪ চারিসের কল্ক দ্রব্য যথা—পিপুল রক্তচন্দন মুথা বেণারমুল কটুকী ইন্দ্রযব প্রিয়ঙ্গু আমলকী অনন্তমুল আতইচ শালপাণি দ্রাক্ষা ভূমিআমলকী বেলশুঁঠা বলাডুমুর কন্টকারী, ইহাদিগের প্রত্যেকে ৫ তোলা পাকার্থে জল ।৬ সের দুগ্ধ ।৬ সের, কল্কদ্রব্য সকল বাটিয়া ঘৃতে প্রক্ষেপ করিয়া জল দিয়া ঘৃত পাক করিবেক, নির্জ্জল করিয়া ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া পুনরায় ঘৃতে দুগ্ধ দিয়া পাক করিবেক, ক্ষীর করিয়া অর্থাৎ কঠিন ক্ষীরকরতঃ ঘৃত ছাকিয়া লইবেক; প্রস্তুত হইলে স্থাপিত করিবেক। ভক্ষণের মাত্রা ১ তোলা ২ তোলা ৪ তোলা পর্য্যন্ত বয়োবল অগ্নি দৃষ্টি করিয়া মাত্রা দিবেক ইতি।১১৫—১১৯।

শৃতং প্লীহবিষম জ্বরগুল্মনুৎ॥ অত্রদ্রবান্তরানুক্তে ক্ষীরমেব-চতুর্গুণং। দ্রবান্তরেণ যোগেহি ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ॥ ইতি ষট্পলকং ঘৃতং॥ ১২০—১২১॥ দশমূলীরসে সর্পিঃ সক্ষীরে পঞ্চ কোলকৈঃ। সক্ষারৈর্হন্তি তৎসিদ্ধং জ্বরাদাহাগ্নি মান্দ্যতাং॥ বাতপিত্তকফ ব্যাধীন্ প্লীহানঞ্চাপি পাণ্ডুতাং॥ ইতি দশমূল-ষট্পলকং ঘৃতং॥ ১২২—১২৪॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে চিকিৎসাপ্রকরণে বিষমজ্বর চিকিৎসায়াং ষোড়শোল্লাসঃ।

ঘৃত ৪ সের, কল্ক যথা—পিপুল পিপুলমুল চৈ চিতামূল শুণ্ঠী সৈন্ধব এই ছয় খানি দ্রব্যে ৬ পল অর্থাৎ ৪৮ তোলা ইহার পাকার্থ জল ৪ সের, দুগ্ধ ৬ সের, এই ষট পল দ্রব্য পাক করিয়া ছাকিয়া দুগ্ধ খাওয়াইয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবেক, এই মাত্রা ঘৃতের ১ তোলা কুত্রাপি ২ তোলা কোন স্থানে ৪ তোলাও দিবেক; এই ঘৃত পানে প্লীহাযুক্ত বিষম জ্বর ও গুল্মনাশ করে। ১২০।১২১। ঘৃত ৪ সের দশমূলীকাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, কল্কদ্রব্য যথা—পিপুল ৮ তোলা পিপুলমূল ৮ তোলা চৈ ৮ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, শুণ্ঠী ৮ তোলা ও যবক্ষার ৮ তোলা এই কয় খানি কল্ক বাটিয়া ঘৃতে দিবেক। সোনা, শ্রীফল, পাকল, গাম্ভারি, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, কন্টকারী, গোখুরি এবং ব্যাকুড়, এই ১০ খানি দশমূল ইহার ৪ সের পাকার্থ জল ১৬ সের শেষ থাকিবেক ৪ সের, এই কাথে কল্ক সহিত ঘৃত পাক করিয়া পশ্চাৎ ছাকিয়া দুগ্ধের সহিত পাক করিবেক, এই দশমূল ষট্ পলক ঘৃত, ভক্ষণ মাত্রা পূর্ব্ববৎ। জ্বর দাহ অগ্নিমান্দ্য এবং বায়ুপিত্তকফজনিত রোগ ও প্লীহা এবং পাণ্ডুরোগ নষ্ট করে। ১২২—১২৪।

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্ সাবগাহনান্। বিভজ্য শীতোষ্ণকৃতান্ দদ্যাজ্জীর্ণজ্বরে ভিষক্॥ তৈরাশুপ্রশমং যাতি বহির্মার্গ গতোজ্বরঃ। লভন্তে সুখমঙ্গানি বলং বর্ণঞ্চ বর্দ্ধতে ॥ ১ ॥ ২ ॥ মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রেদ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্রবারুণী। বৃহতীং সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্নামাংসী শতাবরী॥ আরনালাঢ়কেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। তৈলমঙ্গারকং নাম সর্ব্বজ্বর বিমোক্ষণং ॥ ৫ ॥ ইতি অঙ্গারকং তৈলং। প্রসঙ্গাৎ তৈল মূর্চ্ছনামাহ। কৃত্বাতৈলং কটাহে দৃঢ়তর বিমলে মন্দমন্দানলৈস্তত্তৈলং নিষ্ফেনভাবং গতমিহ যদাশৈত্য যুক্তং তদেব।

জীর্ণ জ্বরে কি বিষম জ্বরেতে চিকিৎসক অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈল ম্রক্ষণ ও প্রদেহ অর্থাৎ গাত্রে লেপাদি এবং অবগাহন অর্থাৎ স্নানাদি শীতল উষ্ণ বিবেচনা করিয়া দিবেন, তাহাতে শীঘ্র বাহ্যপথস্থিত জ্বর বিনাশ পায়, শরীরের সুখ লাভ হয়, এবং বল বর্ণ বৃদ্ধি হয়।১ ২। তিলতৈল ৪ সের, অগ্রে মূর্চ্ছনা করিয়া এই কল্কদ্রব্য বাটিয়া সম্পন্ন তৈলে দিয়া কাঞ্জি ১৬ ষোল সের দিয়া তৈল পাক করিবেক, পাক হইলে ছাকিয়া লইবেক, কর্পূর ২ তোলা, শিলারস ২ তোলা, নখী ২ তোলা তৈলে মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক, এই তৈল মর্দ্দনে সকল জ্বর মুক্ত হয়। ৩—৫। লৌহময় কটাহেতে কি মৃত্তিকার খুলিতে কিম্বা তাম্রময় ডেকেতে তৈল রাখিয়া মন্দ মন্দ অগ্নি জ্বালেতে পক্ক করিবেক; সেই তৈল যখন ফেণা রহিত হইবেক, তৎকালে চুলা হইতে, কড়া নামাইয়া শীতল করিয়া মঞ্জিষ্ঠা হরিদ্রা লোধকাষ্ঠ মুথা নালুকা হরীতকী বয়ড়া আমলা কেয়া রাস্না বালা এই ১১ খানি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জলে বাটিয়া জল মিশ্রিত করিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে দিবেক। ৬—৭। তৈল ৪ সের, মঞ্জিষ্ঠা ২০ তোলা, হরিদ্রা ৫ তোলা, লোধ ৫ তোলা, মুথা

মঞ্জিষ্ঠারাত্রিলোধ্রৈ র্জলধর নলুকৈঃ সামলৈঃ সাক্ষপথ্যৈঃ সূচীপত্রাজ্ঝিনীরৈ রুপহিত মথিতৈ র্গন্ধযোগং জহাতি॥ ৭।৮॥ তৈলস্য ষোড়শাংশবিকসা ইত্যাদি সম্বাদাৎ বর্ণানুরোধাচ্চ তৈলপ্রস্থে মঞ্জিষ্ঠায়াঃ পলদ্বয়মাহুঃ হরিদ্রাদিভি সহচতুর্থাংশতা॥ ৯॥ কেচিৎমতং কেতকীমূলস্য রসং তক্রঞ্চ তৈল তুল্যং দত্ত্বা প্রথমঃ পাকঃ। তদন্তর মুক্তক্কাথাদিভি র্বিতিরুদ্ধা॥ ১০॥ অথবাতহরাদি তৈলে সাধ্যে প্রপঞ্চো যথা। কোমলাম্রজম্বু কপিত্থ বিল্বমাতুলুঙ্গ পত্রাণি পঞ্চপল্লবসংজ্ঞিতানি ঈষৎ কুট্টয়িত্বা অষ্টগুণ জলং দত্ত্বার্দ্ধাবশেষঃ কার্য্যস্তেন তৈলসমেন পাকঃ॥ ১১॥ ১২॥ ইতি তৈলমূর্চ্ছনা। লাক্ষারসাঢ়কে প্রস্থং তৈলস্য বিপচেদ্ভিষক্। মস্তাঢ়ক সমাযুক্তং পিষ্ট্বাচাত্র সমাচরেৎ॥ শতপুষ্পা হরিদ্রাঞ্চ মূর্ব্বাং কুষ্ঠং হরেণুকং। কটুকাং মধুকং

৫ তোলা, নালুকা ৫ তোলা ত্রিফলা ১৫ তোলা কেয়ার মূল ৫ তোলা, বটের ঝুরি ৫তোলা বালা ৫তোলা পাকের জল ৪সের।৮। ইহার অর্থ ৭ সাতের শ্লোকের শেষে লিখিত আছে। কোন পণ্ডিতের মত এই যে, কেয়ার মূলের রস এবং তক্র তৈল সমান দিয়া প্রথম পাক করা বিধেয়,তাহার পরউক্ত ক্কাথাদির সহিত পাক করিবেক। ১০। বাতনাশক তৈলাদিতে প্রভেদ কোমলাম্র পল্লব, জামের পত্র কৎবেলের পত্র, বিল্বপত্র ও টাবানেবুর পত্র এই পঞ্চ পত্র অল্প কুটিয়া অষ্ট গুণ জল দিয়া পাক করিবেক, অর্দ্ধাবশেষ করিয়া তাহাতে সমান তৈল দিয়া পাক করিবেক। অর্থাৎ পঞ্চপত্রে ১ এক সের, পাকের জল ৮ সের, ৪ সের থাকিবেক, তাহাতে তৈল ৪ সের সমান দিয়া পাক হইবেক। ১১। ১২। তৈল ৪ সের পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছিত, পশ্চাৎ ৮ সের করিয়া ক্কাথ জল ৬৪ সের ১৬ সের দধির মাত ১৬ সের কল্ক দ্রব্য শুল্ফা হরিদ্রা

রাস্নাং অশ্বগন্ধাচ দারু চ মুস্তকংচন্দনঞ্চৈব পৃথগক্ষ সমানকৈঃ। দ্রব্যৈরেতৈস্ত তৎসিদ্ধ মভ্যঙ্গান্মরুতাপহং॥ বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বানাশ্বেব শমনং নয়েৎ। কাসং শ্বাসং প্রতিশ্যায়ং কণ্ডু-দৌর্গন্ধ্যমেব চ॥ ত্রিকপৃষ্ঠ কটীশূলং গাত্রাণাং স্ফুটনং তথা। পাপালক্ষ্মা প্রশমনং সর্ব্বগ্রহ নিবারণং। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং সম্যক্তৈলং লাক্ষাদিকং মহৎ॥ ইতি বৃহল্লাক্ষাদি তৈলং ॥ ১৩—১৮॥ তৈল প্রস্থদ্বয়ং লাক্ষারস প্রস্থত্রয়ং পচেৎ। আরনালাঢ়কশ্চৈব দধিমস্ত চতুর্গুণং॥ নিশাশ্বগন্ধা মূর্ব্বাচ রাস্নাচ মধুযষ্টিকা। প্রিয়ঙ্গুঘন কুষ্ঠঞ্চ চন্দনং দেবদারুকং॥ মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকঞ্চৈক শতাহ্বা বৎসকং সমং। এষাং পলোন্মি-

মুরগামূল কুড় রেণুক কটকী যষ্টিমধু রাস্না অশ্বগন্ধা দেবদারু মুথা রক্তচন্দন, প্রত্যেক ২৷৷০ তোলা এইসকল কল্ক বাটিয়া তৈলে দিবেক, দধির মাতের সহিত লাক্ষাকাথে পাক করিবে। গন্ধদ্রব্য কিঞ্চিৎ দিবেক যথা—কর্পূর নখী শিলারস প্রত্যেকে ২ দুই তোলা করিয়া তৈলে মিশ্রিত করিবেক। এই তৈল মর্দ্দনে বায়ু নাশ হয় এবং সকল প্রকার বিষম জ্বর শমতা পায়, কাস শ্বাস প্রতিশ্যায় অর্থাৎ মুখ নাসিকাতে জল স্রাব চুলকনা, ও শরীরের দুর্গন্ধ, ত্রিক অর্থাৎ কটির অধোদেশের বেদনা, এবং গাত্র স্ফুটন, পাপ এবং অলক্ষ্মী প্রশমন হয় ও সকল গ্রহদুষ্ট দমন হয়, এই তৈলের নাম মহালাক্ষাদি, ইহার স্রষ্টা অশ্বিনীকুমার। ১৩—১৮। তিলতৈল ৮ সের পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছনা দিয়া লাক্ষার ক্বাথ ১২ সের পূর্ব্ববৎ দিবেক, কাঞ্জি ১৬ সের, দধিরমাত ৩২ সের, কল্ক দ্রব্য যথা হরিদ্রা অশ্বগন্ধা মুরগামূল রাস্না যষ্টিমধু প্রিয়ঙ্গু মুথা কুড় রক্তচন্দন দেবদারু মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকাষ্ঠ শুলফা ও কুরচিছাল ইহা-দিগের প্রত্যেক ১০ তোলা বাটিয়া তৈলে দিয়া ঐ রসাদি সহিত

তৈর্ভাগৈঃ কল্কৈ স্তৈলং বিপাচয়েৎ। বাসয়েৎ কর্পূরৈশ্চৈব সর্ব্বজ্বর বিনাশনং॥ বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব বিষমাখ্যং জ্বরং জয়েৎ। ধাতুস্থং কর্ম্মদোষোত্থং সন্ততং সততাখ্যকং॥ ভূতোত্থং বিষমঞ্চৈব নানা দোষ সমুদ্ভবং। অন্যেদ্যুষ্কং কাস-কৃতং তৃতীয়ক চতুর্থকৌ॥ নাশয়েন্নাত্র সন্দেহস্তৈলং লাক্ষা-দিকং মহৎ। মহালাক্ষাদিতৈলং॥ ১৯॥২৪॥ সৌবর্চ্চিকা নাগরকুষ্ঠমূর্ব্বালাক্ষা নিশালোহিত যষ্টিকাভিঃ। তৈলং জ্বরে-ষড়্গুণতক্রসিদ্ধ মভ্যঞ্জনাচ্ছীত বিদাহনুৎস্যাৎ। দধ্নঃ সসার-কস্যাত্রতক্রং কট্টুরমিষ্যতে। ষট্‌কট্টুরতৈলং॥২৫॥২৬॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকং হস্তিপিপ্পলী। বিড়ঙ্গং সৈন্ধব-ঞ্চৈব জীরকং অম্লবেতসং॥ যবক্ষারং সকুষ্ঠঞ্চ গ্রান্থকঞ্চ শঠীং-তথা। তালীশঞ্চ শতাহ্বাচ যষ্টিমধুকমেবচ॥ অমৃতা নাগর-ঞ্চৈব পৃশ্নিপর্ণী বলাতথা। নিম্বং বাসকমূলঞ্চ বর্ষাভূশ্চ ত্রিক-

পাক করিবেক, শেষে গন্ধার্থে কর্পূর শিলারস নখী মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক। এই তৈল মর্দ্দনে বাত পৈত্তিক বিষম জ্বর, ধাতুস্থ বিষম জ্বর, কর্ম্মজ এবং দোষজ জ্বর, সন্তত ও সততক বিষম জ্বর ও ভৌতিক জ্বর, নানা দোষভব জ্বর ও অন্যেদ্যুষ্কজ্বর, কাস কৃত জ্বর, তৃতীয়ক এবং চাতুর্থক জ্বরনাশ করে ইহাতে সন্দেহ নাই। ইতি মহালাক্ষাদি তৈল। ১৯—২৪। সচললবণ শুঁঠ কুড় মুরগামুল হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা এই দ্রব্য সকলে এক সের, তক্র ২৪ সের, তৈল ৪ সের পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছিত করিয়া তৈল পাক করিবেক। এই তৈল মর্দ্দনে শীত দাহযুক্ত জ্বর বিনাশ হয়। ইতি ষট্‌কট্টর তৈল।২৫।২৬। মূর্চ্ছিত তিল তৈল ৪ সের পিপুল পিপুলমুল চিতামুল গজপিপুল বিড়ঙ্গ সৈন্ধব জীরা অম্লবেতস যবক্ষার কুড় গাঁঠালা শঠি তালীশ-পত্র শুলফা যষ্টিমধু গুলঞ্চ শুঁঠ চাকুলে বেড়ালা নিমছাল বাসক

ণ্টকং ॥ রাস্না চারগ্বধঞ্চৈব দেবদারুঘনং বচা। এতেষাং কার্ষিকৈ র্ভাগৈ স্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ মাতুলুঙ্গরসঞ্চৈব তক্র নির্গুণ্ডিকারসং। তৈলতুল্যং ততোদত্বা পাচয়ে ন্মতিমান্ ভিষক্ ॥ একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব দোষত্রয় সমুদ্ভবং। সন্ততং সততাখ্যঞ্চ তৃতীয়ক চতুর্থকান্ ॥ মাসজং পক্ষজঞ্চৈব চিরকালানুবন্ধিনং। তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু পিপ্পল্যাদি মহত্ত্বিদং। তৈল মেতৎ প্রশংসন্তি জীর্ণে চ বিষমাখ্যকে ॥ ইতি পিপ্পল্যাদি তৈলং ॥ ২৭—৩৪ ॥ যমানীচাজমোদাচ চন্দনং পুষ্করাহ্বয়ং। শঠীদ্রাক্ষা গবাক্ষীচ শালপর্ণী ত্রিকণ্টকং ॥ গুড়ূচী পৃশ্নিপর্ণী চ বৃহতী দন্তিচিত্রকৌ। ভূনিম্বারিষ্ট পত্রাণি মহানিম্বা নিদিগ্ধিকা ॥ পিপ্পলী মুস্তধন্যাকং রেণুকং ত্রিফলাবচা। দার্ব্বীহরিদ্রা বৃক্ষাম্লং পর্পটং গজপিপ্পলী ॥ এতেষাং বার্ষিকৈঃ কর্ষৈ স্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। দধি কাঞ্জিক তক্রৈশ্চ মাতুলুঙ্গরসৈস্তথা।

মূল পুনর্ণবা গোখুরি রাস্না সোঁদালুফল দেবদারু মুথা বচ প্রত্যেকে ২৷৹ তোলা, এই সকল কল্ক বাটিয়া তৈলে দিয়া টাবানেবুররস /৪ সের তক্র /৪ সের নিসিন্দাপত্ররস /৪ সের দিয়া একত্রে পাক করিবেক, ছাঁকিয়া তৈলেতে কিঞ্চিৎ গন্ধদ্রব্য যথা কর্পূর ২ তোলা নখী ২ তোলা, শিলারস ২ তোলা দিবেক, এই তৈলে এক দোষজ দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ বিষমজ্বর ভাল হয়, সততক সন্তত এবং তৃতীয়ক চতুর্থক ও মাসজ পক্ষজ এবং চিরকালস্থায় জ্বরসকলকে শীঘ্র নাশ করে। ইতি পিপ্পল্যাদি তৈল। ৩৪। পিপুল, মুথা, ধনে, রেণুক, ত্রিফলা, বচ, যমানী, রক্তচন্দন, কুড়, শঠী, দ্রাক্ষা, রাখালসশা, শালপাণি, গোখুরি, চিরতা, নিমপাতা, মহানিম অর্থাৎ বারকোছাল, কন্টকারি, গুলঞ্চ, চাকুলে, ব্যাকুড়, দন্তিমূল, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, তিন্তিড়ী, খেতপাপড়া, গজপিপুল, প্রত্যেক

স্নেহমাত্রা সমৈরেভিঃশনৈ মৃর্দ্বগ্নিনা পচেৎ॥ সিদ্ধমেতৎ প্রয়োক্তব্যং জ্বরংজীর্ণমপোহতি। একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব দোষত্রয় সমুদ্ভবং॥ সন্ততং সততান্যেদ্যু স্তৃতীয়ক চতুর্থকং। মাসজং পক্ষজঞ্চৈব চিরকালানুবন্ধিনং॥ সর্ব্বাং স্তান্নাশয়ত্যাশু পিপ্পল্যাদ্যমিদং মহৎ। ইতি বৃহৎ পিপ্পল্যাদি তৈলং॥ ৩৫—৪১॥ অথ মহাপ্রয়োগঃ। বিষমজ্বরে জীর্ণজ্বরেচ। রক্তচন্দন হ্রীবের পঠোশীরকণাশিবা। নাগরোৎপল ধাত্রীভিস্ত্রিমদেন সমন্বিতঃ॥ লোহে নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥ ইতি চন্দনাদি লোহঃ॥ ৪২। ৪৩। চিত্রকং ত্রিফলাব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা। শ্রেয়সী পিপ্পলীমূল মুশীরং দেবদারুকং। কিরাততিক্তকং বালং কটুকী কন্টকারিকা। শোভাঞ্জনস্য বীজানি

২৷৷০ তোলা, তৈল ৪ সের মূর্চ্ছিত করিবেক। কাঞ্জি ৪ সের তক্র ৪ সের টাবানেবুর রস ৪ সের এই সকল রসে কল্ক বাটিয়া তৈলে দিয়া পাক করিবেক, পাকান্তে কিঞ্চিৎ গন্ধদ্রব্য দিবেক এই তৈলে নানাবিধ বিষমজ্বর নাশ হয়। ইতি বৃহৎপিপ্পল্যাদি তৈল। ৩৫—৪১। তৈলে কল্কদ্রব্য ২৷৷০ তোলা লেখা যায়, কর্ষমাণে তাহাতে ২ তোলা হয় কিন্তু এক্ষণে ৮০ তোলায় সের হইলে ২৷৷০ তোলা, ৬৪ তোলায় সের হইলে ২ তোলা করিয়া দিতে হইবেক॥ রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ কুমুদমূল আমলকী, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুথা প্রত্যেতচূর্ণ সমভাগ, সকল দ্রব্য, সমান লৌহভস্ম জলে বাটিয়া ৬ রতি প্রমাণে বটী করিবেক। এক২ বটিকা মধু এবং গুলঞ্চ খেতপাপড়ারস ১ তোলার সহিত প্রত্যেক প্রাতে সেবন করিলে সকল প্রকার বিষমজ্বর নাশ হয়। ৪২। ৪৩। চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুথা, গজপিপুল, পিপুলমূল, বেণারমূল, দেবদারু, চিরতা, কটকী, কন্টিকারি, শজিনেবীজ,

মধুকং বৎসকং সমং ॥ লৌহতুল্যং গৃহীত্বাচ বটিকাং কারয়েন্তিষক্। সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং সর্ব্বজ্বরবিনাশনং। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সন্নিপাতিকং। দ্বৈন্দ্বজং বিষমাখ্যঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ। শীতং কম্পং বিবং দাহং ঘর্ম্মঞ্চৈব স্তথাবমিং। হৃল্লাসমরুচিং তন্দ্রাং কাস শ্বাস জ্বরং জয়েৎ ॥ ইতি সর্ব্বজ্বরহরলৌহং ॥ ৪৪—৪৬ ॥ দ্বিপলং জারিতং লৌহং দ্বিতোলং রসগন্ধকং। তোলকং ত্রিফলাব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা ॥ শ্রেয়সী পিপ্পলী মূলং হরিদ্রেদ্বেচ চিত্রকং। আর্দ্রকস্তরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্ ॥ গুঞ্জাদ্বয়ং বটীং কুর্য্যাদ্ভক্ষয়ে দাদ্র্ক দ্রবৈঃ। সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং সর্ব্বজ্বরবিনাশনং ॥ বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং। বিষমজ্বর ভুতোত্থং জ্বরং প্লীহান মেবচ ॥ মাসজং পক্ষজঞ্চৈবং তথা সম্বৎসরোত্থিতং। সর্ব্ব জ্বরং নিহন্ত্যাশু ভাস্কর স্তিমির যথা। ইতি বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং ॥ ৪৭—৫১ ॥

যষ্টিমধু, কুরচিছাল, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ সমভাগ সকলের সমান লৌহভস্ম জলে বাটিয়া ৬ গুঞ্জা প্রমাণ বটি করিবেক। প্রাতে ১ বটিকা মধু আর জ্বরঘ্ন দ্রব্যের রসাদির সহিত সেবন করিলে, উক্ত নানাবিধ জ্বর এবং শীত কম্প দাহ ঘর্ম্ম বিষদোষ ছর্দ্দি সর্ব্বদা উপস্থিত বমন ভাব, অরুচি কাস শ্বাসযুক্ত জ্বর বিনাশ হয়। ১ রত্তি অবধি ১০ রত্তি পর্য্যন্ত ঔষধ দিবেক ইতি। ৪৪—৪৬। দ্বিপল লৌহ ভস্ম অর্থাৎ ১৬ তোলা, রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুথা, গজপিপুল, পিপুলমুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামুল, প্রত্যেকে ১ তোলা। আদার রসে বাটিয়া দ্বিগুঞ্জা পরিমাণ বটী করিবেক, এই সর্ব্বজ্বরহর লৌহ মধু আদার রসে সেবন করিলে, সকলজ্বর বিনাশ হয়, যথা লিখিত তদর্থ সুগম।৪৭—৫১।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং তাম্র মভ্রঞ্চ মাক্ষিকং। হিরণ্যং হরিতালঞ্চ কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্॥ মৃতকান্তং পলং দেয়ং সর্ব্বমেকীকৃতং শুভং। বক্ষমাণৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং দিন সপ্তকং॥ কারবেল্ল রসেনাপি দশমূলরসেন চ। পর্পটস্য কষায়েণ ক্বাথেন ত্রৈফলেন চ॥ গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি নাগবল্লী রসেন চ। কাকমাচীরসেনৈব নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ॥ পুনর্ণবার্দ্রকাম্ভোভির্ভাবনাং পরিকল্প্য চ। রক্তিকাদি ক্রমেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥ পিপ্পলী গুড়সংযুক্তা বটিকা বীর্য্যবর্দ্ধিনী। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি চিরকালসমুদ্ভবং॥ বিবিধং বারিদোষোত্থং নানাদোষোদ্ভবস্তথা। সততাদি জ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্য মথাপিবা॥ ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোকভবং তথা। ভূতাবেগজ্বরঞ্চৈব স্বক্ষদোষ ভবস্তথা॥ অভিঘাত জ্বরঞ্চৈব অভিচার সমুদ্ভবং। অভিন্যাসং মহাঘোরং বিষমঞ্চ ত্রিদোষজং॥ শীতপূর্ব্বং দাহপূর্ব্বং বিষমং শীতলজ্বরং। প্রলেপকজ্বরং ঘোরং অর্দ্ধনারীশ্বরস্তথা॥ প্লীহজ্বরং তথাকাসং চাতুর্থক বিপর্য্যয়ং। পাণ্ডুরোগ গণান্ সর্ব্বান্ অগ্নিমান্দ্যং মহাগদং॥ এতান্ সর্ব্বান্

শুদ্ধ পারা ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্রভস্ম ২ তোলা, অভ্রভস্ম ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম ২ তোলা, হরিতাল ভস্ম ২ তোলা, লৌহভস্ম ৮ তোলা, সকল একত্রে খলে বিলক্ষণ চূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত সকল দ্রব্যের রসদ্বারা সপ্তাহ ভাবনা দিবেক, দিবাতে শুষ্ক করিবেক, রাত্রে শিশিরে রাখিবেক। উচ্ছেপাত্রের রসে, দশমূল ক্বাথে, খেতপাপড়া ক্বাথে, ত্রিফলার ক্বাথে, গুলঞ্চরসে, পানেররসে, গুড়কামাই রসে, নিসিন্দা পুনর্নবা এবং আদার রসে ভাবনা দিবেক, পশ্চাৎ ১ রতি ক্রমে বটী করিবেক, ১০ রতি পর্য্যন্ত দিবেক। পিপুল এবং পুরাতন গুড় সংযোগে ঔষধ

নিহন্ত্যাশু পক্ষার্দ্ধেনাত্র সংশয়ঃ। শাল্যন্নং তক্র সহিতং ভোজয়েদ্দ্বিজ সংযুতং॥ ককারপূর্ব্বকং সর্ব্বং বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ। মৈথুনং বর্জ্জয়েত্তাবদ্যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ॥ সর্ব্বজ্বরহরং শ্রেষ্ঠ মনুপানং প্রকল্পয়েৎ॥ ইতি বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহং॥ ৫২—৬৫॥ সূতং গন্ধং তপন গগণং কান্তলৌহস্য চূর্ণং, কৃত্বৈ কস্মিন্ দৃশদি পিশিতং শৃঙ্গবেরস্য নীরৈঃ। যুঞ্জ্যাদ্রোগে যকৃতি গুদজে প্লীহ সর্ব্বজ্বরেষু, শোথে পাণ্ডৌ ক্রিমি কৃতগদে সর্ব্বতঃ কামলায়াং। শ্বাসেকাসে চ মোহে জঠরগুরুগদে সর্ব্বদোষপ্রভূতে, খ্যাতোযোগঃ সুরমুনি কৃতঃ সর্ব্বরোগোপহর্ত্তা॥ ইতি সর্ব্বতোভদ্র লৌহং॥ ৬৬—৬৮॥ রসকং গন্ধকঞ্চৈব দ্বাভ্যাঞ্চ কজ্জলীকৃতং। তেন পর্পটিকাং যত্নানমৃদুপাকেন সাধয়েৎ॥ দ্বয়োস্তুল্যং কান্তলৌহং চাভ্রং

সেবন করিলে উক্ত বচন প্রমাণে জ্বরাদি সকল বিনাশ হইবেক। পথ্য তক্রান্ন দিবেক, জ্বরে বিহিত যে সকল পক্ষীমাংস তাহা ভোজন করাইবেক, যে দ্রব্যের প্রথমে ককার আছে তাহা ত্যাগ করিবেক, যাবৎ সম্যক্ বলবান না হইবে, তাবৎকাল স্ত্রীসংসর্গ করিবেক না। ৫২—৬৫। পারা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, কান্তলৌহ ভস্ম এক এক তোলা করিয়া একত্রে খলে আদার রসে পেষণ করতঃ ৪ রত্তি প্রমাণ বটী করিবেক, অনুপান যোগে যকৃৎরোগে অর্শরোগে এবং প্লীহযুক্ত সকল জ্বরে দিবেক। কাসেতে ও শ্বাসেতে শোথে পাণ্ডুতে ক্রিমিরোগে ও কামলা, প্রমেহে, উদররোগে এই যোগ প্রশস্ত, দেবতা ও মুনি কৃত সর্ব্বব্যাধি নাশক। ৬৬—৬৮। শুদ্ধরস ১ ভাগ গন্ধক ১ ভাগ একত্রে কজ্জলী করিয়া পর্পটী পাক করিবেক, এই পর্পটী পাক প্রকরণ, দ্বিতীয় খণ্ডে নিরূপিত আছে। তদ্দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যাইবেক। ঐ রস গন্ধককৃত পর্পটির

তাম্রঞ্চ পিপ্পলী। ত্রিফলাচরসস্যাংশং সর্ব্বেষাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥ শিলায়াং মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং দ্রবেণৈবার্দ্রকস্য চ। কেশরাজ ভৃঙ্গরাজ নির্গুণ্ডীভেকপর্ণিকা॥ এষাঞ্চ স্বরসৈর্ভাব্যং বটিকাং মাষসম্মিতাং। হন্তি শোথজ্বরং পাণ্ডু হলীমক মথারুচিং॥ কামলামগ্নিসাদঞ্চ জীর্ণজ্বর প্রমেহকং। প্রার্থিনাং হিতকামায় নির্ম্মিতং শূলপাণিনা॥ লৌহঞ্চ সর্ব্বতোভদ্রং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনং। ইতি বৃহৎ সর্ব্বতোভদ্র লৌহং॥ ৬৯—৭৪॥ রসং দরদ সম্ভূতং শুদ্ধগন্ধকমেবচ। দ্বাভ্যাং সুকজ্জলীং কৃত্বা পর্প টীং কারয়েস্তিষক্॥ তত্তুল্যং লৌহমাদায় তদর্দ্ধং গগণং শুভং। তথা তাম্রং কণাচৈব ত্রিফলা সমভাগিকং॥ রসার্দ্ধং দাপয়েদ্বঙ্গং তদর্দ্ধঃ কাণকং রজঃ। রসৈরেতৈশ্চ সংমর্দ্দ্য ভাবয়েদতি যত্নতঃ॥ জয়ন্তি বহ্নি বিজয়া কেশরাজ সমুদ্ভবৈঃ॥

তুল্য লৌহ ভস্ম তাহার তুল্য অভ্রভস্ম এবং তাম্রভস্ম, রসের তুল্য পিপুল এবং ত্রিফলা সমস্ত দ্রব্য একত্রে খলে বিলক্ষণ মাড়িয়া আদার রস এব কেশুত্তের রস, ভীমরাজ নিসিন্দা পত্রের রস এবং থালকুড়িরস এই কয়েক দ্রব্য রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবেক, পশ্চাৎ দুই রত্তি প্রমাণ বটী করিবেক, এক এক বটী প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিবেক, মধু আর ভাব্য দ্রব্যের কোন রস অনুপান দিবেক। ইহাতে শোথ, জ্বর, পাণ্ডু, হলীমক এবং অরুচি কামলারোগ অগ্নিমান্দ্য জীর্ণজ্বর প্রমেহ এই সমস্ত রোগ বিনাশ হয়। রোগযুক্ত প্রাণিদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত শূলপাণি কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভদ্রলৌহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ৬৯—৭৪। হিঙ্গুলোত্থ পারা ১ তোলা শুদ্ধগন্ধক ১ তোলা কজ্জলি করিয়া পর্পটী করিবেক, পর্পটী তুল্য লৌহ ২তোলা, অভ্র ১তোলা তাম্র ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, ত্রিফলা ৩তোলা, বঙ্গভস্ম ॥০ তোলা, স্বর্ণভস্ম।০ তোলা এই সকল দ্রব্য

ভৃঙ্গরাজেন্দ্র স্থরিষ ভেককর্ণ্যস্তবৈ স্তথা॥ তুলসীজৈর্বিমর্দ্যাথ বটীগুঞ্জোম্মিতা কৃতা। হন্তি পাণ্ডুজ্বরং জীর্ণং বিষমজ্বর মেবচ॥ প্রলেপকং তথাবাত বলাসাখ্যং তথা জয়েৎ। কামলা মগ্নি-মান্দ্যঞ্চ প্রমেহং মধুমেহকং॥ বাতিকং পৈত্তিকং শ্লেষ্মং সম্ভবং সহলীমকং। সর্ব্বতোভদ্র মাখ্যেয়ং মুনিমাং পূজিতং মহৎ॥ ইতি মহা সর্ব্বতোভদ্র লৌহং॥ ৭৫—৮১॥ ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গ জীরকদ্বয়ং। যমানীদ্বয় ভুনিম্বং ত্রিবৃদ্দন্তী সচিত্রকং॥ সৈন্ধবং সচলং বিটকং কর্ষং কর্ষং পৃথক্ পৃথক্। সিতাং ষোড়শকর্ষঞ্চ প্রস্থঞ্চ ত্রৈফলং জলং॥ জম্বীরাণাং দ্রবং প্রস্থং লৌহং তাম্রং পলং পলং। পাচ্যং সর্ব্বং দিনৈকন্তু ঘৃতং পল-চতুষ্টয়ং॥ লৌহামৃত মিদং নাম সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ। তোলৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং মধুনা সহরোহিণী। মাসৈকং দেহ-শুদ্ধ্যর্থং যকৃৎ প্লীহোদরং জয়েৎ॥ শোথঞ্চ শ্লীপদং হন্তি অর্শঃ সর্ব্বং চিরোত্থিতং। ক্রূরকোষ্ঠেচামবাতে অগ্নিমান্দ্যেহুদা-

জয়ন্তী চিতামূল কেশুত্বে ভীমরাজ নিসিন্দা থালকুড়ি এবং তুলসী পত্রের রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবেক,২গুঞ্জা প্রমাণ বটি করিবেক। স্বরঘ্ন দ্রব্যের রসের সহিত এবং মধু মিশ্রিত করিয়া একটী বটি প্রাতে সেবন করিবে। উক্ত বচনানুসারে ব্যাধিতে মুক্ত হইবেক। ইতি মহাসর্ব্বতোভদ্র লৌহ। ৭৫—৮১। ত্রিকটু অর্থাৎ শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচ ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, বয়ড়া, আমলা; মুথা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযামানী, চিরাতা, তেউড়ী, দন্তি, চিতা, সৈন্ধব, সচললবণ, বিটলবণ, এই সকলের প্রত্যেক ২তোলা চিনি ৩২তোলা ত্রিফলা কাথ ৪সের গোঁড়ানেবুর রস ৪ সের লৌহভস্ম ৮ তোলা তাম্রভস্ম ৮ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্রে পাক করিবেক, পাক সম্পন্নে কর্দ্দম ন্যায় হইলে গব্য ঘৃত

ময়ে॥ যকৃৎ প্লীহোদরে চৈব গুল্মরোগে হলীমকে। সর্ব্ব-জ্বরে গৃহিণ্যাঞ্চ বাতরোগে প্যনাহকে॥ কামলা পাণ্ডুরোগেচ শ্লীপদে পারিগর্ব্রিকে। সর্ব্বাজীর্ণেষু শূলেষু অম্লপিত্তে তথো-দ্ধগে॥ রোগানেতান্নিহন্ত্যাশু বাতপিত্ত কফোদ্ভবান্॥ জ্বর-মষ্টবিধং হন্যাৎ সাধ্যাসাধ্য মথাপিবা॥ জীর্ণজ্বরঞ্চ সততং বিযমজ্বরমেববা॥ ইতি লৌহামৃত লৌহং॥ ৮২—৯১॥ অভ্রং তাম্রং বিষং গন্ধং রসঞ্চৈব সমং সমং। দ্বিগুণং ধূর্ত্তবীজং চ ব্যোষং পঞ্চগুণং মতং॥ জলেন বটিকা কার্য্যা যথাদোষানু-পানতঃ। নাম্নাজ্বরারি অভ্রঞ্চ সর্ব্বজ্বরবিনাশনং॥ বাতিকান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব শ্লৈষ্মিকান্ সান্নিপাতিকান্। নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ প্লীহানং চ যকৃৎ গুল্ম মগ্র-মাংসং সশোথকং। রক্তপিত্তঞ্চ হিক্কাঞ্চ মন্দানল মরোচকং॥ তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনং। শুক্রসন্দীপনং শ্রেষ্ঠং গ্রহদোষবিনাশনং॥ ইতি জ্বরারি অভ্রং॥ ৯২—৯৫॥ রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং গন্ধতুল্যন্তু টঙ্গণং। রসতুল্যং বিষং যোজ্যং

৩২ তোলা দিয়া মিশ্রিত করিয়া উত্তম পাত্রে স্থাপিত করিবেক, এই লৌহামৃত লৌহ ঔষধ উক্ত অষ্ট প্রকার জ্বর রোগে প্রয়োগ করিবেক। ভক্ষণের মাত্রা ।০ তোলা ১তোলা মধু অনুপান আর কটকীর কাথ, এই ঔষধে লোক উক্ত সকল ব্যাধিতে মুক্ত হইবে।৮২—৯১। অভ্রভস্ম ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, বিষ ১ভাগ, রস ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, ধুতুরাবীচি ২ ভাগ, ত্রিকটু ৫ ভাগ, সকলকে একত্রে মর্দ্দন করিয়া জলদ্বারা বটী করিবেক, ২ গুঞ্জা প্রমাণ বটী করিয়া জ্বরের দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপান দিবেক, ইহাতে সকল জ্বর বিনাশ করে, এবং উপর উক্ত সকল রোগ বিনাশ করে, তাহার সন্দেহ নাই, যেমন বজ্রাগ্নিতে বৃক্ষ নষ্ট করে, তাদৃশ রোগকে বিনাশ

মরিচং পঞ্চধাবিষাৎ ॥ কট্‌ফলং দন্তিবীজঞ্চ প্রত্যেকং মরিচান্বিতং। জীর্ণজ্বরাঙ্কুশোনাম্না মুহূর্ত্তং যামমাত্রকং ॥ মাসমাত্রং নিহন্ত্যাশু জ্বরংজীর্ণং ত্রিদোষজং। ক্ষণমুষ্ণং ক্ষণং শীতং ক্ষণং বিজ্বরমুৎকটং ॥ ক্বচিদ্রাত্রৌ দিবাচাপি অবিসর্গিকতং জ্বরং। চাতুর্থকং বা সকলং দ্বিতীয় স্বা তৃতীয়কং ॥ ঐকাহিকং জ্বরংহন্তি কাস শ্বাসমরোচকং। ইতি জীর্ণজ্বরাঙ্কুশোরসঃ ॥ ৯৭—১০২ ॥ রসং গন্ধং সৈন্ধবঞ্চ বিষংতাম্রং সমাংসিকং। সর্ব্বতুল্যং লৌহভস্ম তৎসমং শুদ্ধমভ্রকং ॥ লৌহেচ লৌহদণ্ডেন নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ। মর্দ্দয়েদ্‌যত্নতঃ পশ্চাৎ মরিচং সূততুল্যকং ॥ পর্ণেন সহদাতব্যং রসমৃত্তি প্রমাণকং। সর্ব্বজ্বরহরঃ শ্রেষ্ঠো জ্বরাশনি রুদাহৃতঃ ॥ কাসং শ্বাসং মহাঘোরং বিষমাখ্যং জ্বরং বমিং। ধাতুস্থং মজ্জগং মেদোগতং ত্বস্থিগতং জ্বরং ॥ রক্তগং রসগং হন্তি দাহং সর্ব্বাঙ্গ সংশ্রয়ং। ইতি জরাশনিরস ॥ ১০৩—১০৭ ॥

করে। ৯২—৯৫। পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, সোহাগা ২ তোলা বিষ ২ তোলা মরিচ ৫ তোলা, কটফল ৫ তোলা, দন্তিবীজ ৫ তোলা, এই সকল একত্রে জলে বাটিয়া ১ মাসা পরিমাণ বটী করিবেক, বিবেচনাপূর্ব্বক অনুপান দিবেক, এই জীর্ণ জ্বরাঙ্কুশ রস পূর্ব্ব উক্ত সকলজ্বর বিনাশক এবং জীর্ণ ত্রিদোষজ জ্বর, ক্ষণে উষ্ণজ্বর, ক্ষণে শীতজ্বর, ক্ষণে বিজ্বর, ক্ষণেকে উৎকট জ্বর, কখন রাত্রিতে হয়, কখন দিনমানে প্রকোপ হয়, এই সকল জ্বরকে নাশ করে। ৯৭—১০২। পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, সোহাগা ২ তোলা, বিষ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, সৈন্ধব ১ তোলা, লৌহ ৫ তোলা, অভ্র ৫ তোলা, মরিচ ৫ তোলা, এই সকল একত্রে নিশিন্দা পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ গুঞ্জা মাত্র বটী করিবেক, পানের রসের সহিত ঔষধ ভক্ষণ করিবেক, এই জ্বরাশনিরস নামক

আরং কাংস্যং মৃতং তাম্রং ত্রিভিস্তুল্যঞ্চ গন্ধকং । রসেন মেঘ-নাদস্য পিষ্টারুদ্ধাপুটে পচেৎ ॥ সংচুর্ণং পর্ণখণ্ডেন দাতব্যো বিষমাপহা । অস্য মাত্রাদ্বিগুঞ্জাস্যাৎ পথ্যং দুগ্ধৌদনং হিতং । পঞ্চামৃতং পলং চানু পানমত্র প্রযোজয়েৎ । আরস্যাষ্টাংশকং-হেম প্রমাণ মুপলক্ষণং ॥ ইতি মেঘনাদরস মেঘনাদাখ্য স্তোয়ং স্বল্পং বৃহদুদাহৃতং ॥ ১১০ ॥ ভাগেতং রসরাজস্য ভাগস্যার্দ্ধেন মাক্ষিকং । ভাগদ্বয়ং শিলায়াশ্চ গন্ধকস্য ত্রয়োমতাঃ ॥ তাল-মষ্টগুণং ভাগং শুল্বস্য ভাগপঞ্চকং । ভল্লাতকত্রয়োভাগাঃ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ । বজ্রীক্ষীরপ্লুতং কৃত্বাদৃঢ়ে মৃণ্ময় ভাজনে ।

ঔষধ পূর্ব্বোক্ত সকল জ্বর নাশ করে।১০৩—১০৭। রূপাভস্ম ১ভাগ কাঁসাভস্ম ১ ভাগ তাম্র ভস্ম ১ ভাগ গন্ধক ৩ ভাগ অমুক্তে পারা ৩ ভাগ এ সকল একত্রে মর্দ্দন করিয়া কালমেঘের রসেতে বাটিয়া এক খানি চাক্তি করিবেক, শুষ্ক হইলে একটা মৃত্তিকা কৌটার ভিতরে রাখিয়া বিলক্ষণ প্রলেপ দিয়া বদ্ধ করিবেক, ঐ যন্ত্র রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া এক হস্ত প্রমাণ গর্ত্ত করিয়া ঘুটেতে পোড় দিবেক, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া দ্বিগুঞ্জামান ঔষধ পানের মধ্যে রাখিয়া চর্ব্বণ করিয়া সেবম করিবেক, পরে কিঞ্চিৎ জলপান করিবেক, ঔষধ সেবনানন্তর কিঞ্চিৎ পথ্য দুগ্ধান্ন ভক্ষণ করিবেক, পঞ্চামৃত দুগ্ধ ॥০ তোলা ঘৃত ।॰ তোলা চিনি ।॰ তোলা মধু ॥০ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবেক। রূপার অষ্টাংশ স্বর্ণভস্ম দিতেও পারিবেক, এই স্বর্ণ দিলে বৃহৎ মেঘনাদরস; না দিলে স্বল্প মেঘনাদ-রস হইবেক, ইহা সকল বিষম জ্বরনাশক হয়। ১১০। উত্তম সুশুদ্ধ পারা ২তোলা,শুদ্ধ গন্ধক ৬ তোলা উত্তম রূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া মনছাল ৪ তোলা স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা শুদ্ধ হরিতাল ১৬ তোলা তাম্র ১০ তোলা ভেলার আটা ৬ তোলা সকল একত্র

বিধায় সুদৃঢ়াং মুদ্রাং পচেদ্যাম চতুষ্টয়ং॥ স্বাঙ্গং শীতলমুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েৎ সুদৃঢ়ং নরঃ॥ গুঞ্জাচতুষ্টয়ং চাস্য পর্ণখণ্ডেন দাপয়েৎ॥ জ্বররাজঃ প্রসিদ্ধোয়ং জ্বরাষ্টক নিকৃন্তনঃ। ইতি জ্বররাজরসঃ॥ ১১১—১১৫॥ রসকং তালকং তুত্থং পারদং গন্ধটঙ্ককং। সর্ব্বমেতৎ সমং শুদ্ধং কারবেল্লী দ্রবৈর্দিনং॥ মর্দ্দয়েৎ তেন কল্কেন তাম্রপাত্রোদরেক্ষিপেৎ। অঙ্গুল্যর্দ্ধার্দ্ধ মানেন তৎপচেৎ সিকতাশয়ে। যন্ত্রে যাবৎস্ফুটন্ত্যেবব্রীহয়স্তস্য পৃষ্ঠতঃ॥

করিয়া মর্দ্দন করিবেক। মনসার আটা দিয়া মাড়িয়া এক খানি চক্রাকার চাক্তি করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবেক, মৃত্তিকার হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া অপর হাঁড়ি তাহার মুখে উপুড় করিয়া দিয়া লেপাদিদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধ করিবেক হাঁড়ির উভয় মুখ একত্রে প্রলেপ দিয়া নেকড়া দিয়া লেপ দিবেক, শুষ্ক করিয়া পুনঃ প্রলেপ দিবেক এবং এইরূপে বারত্রয় প্রলেপ সমাপ্ত হইলে চারি প্রহর জ্বাল দিবেক, স্বভাবে শীতল হইলে ঊর্দ্ধ হণ্ডিকা লগ্ন ঔষধ গ্রহণ করিয়া উত্তম চূর্ণ করিবেক, ৪ চারি রতি মাত্রা, ঔষধ পানের ভিতরে রাখিয়া চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিবেক, এই জ্বররাজ নাম প্রসিদ্ধ ঔষধ, অষ্টবিধ জ্বর নাশ করে। ঔষধের যে মাত্রা তাহার চতুর্থাংশভাগে করিবেক, লিখিত ভাগে যন্ত্ররক্ষা করিতে পারিবেন না। ১১১—১১৫। সীসা, হরিতাল, তুথ, পারা ও গন্ধক এই সকল শুদ্ধদ্রব্য উচ্ছেপত্র রসে একদিন মর্দ্দন করিবেক, এই বাটা ঔষধ তামার পাত্রের মধ্যে লেপ দিবেক, ঐ তাম্রপাত্র কৌটার মত করিয়া বালুকা যন্ত্র মধ্যে ঐ তাম্রকৌটা রাখিবেক, অঙ্গুলী প্রমাণের চতুর্থাংশ বালুকা উপরি তাম্রকৌটা রাখিয়া অপর বালি তাহার উপর দিয়া হাঁড়ি পূর্ণকরিয়া জ্বাল দিবেক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাঁড়ির গায়ে ধান দিলে খই না হয়। ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বাল দিবেক, এই রূপ হাঁড়ি

ততস্তু শীতলং গ্রাহ্যং তাম্রপাত্রোদরাদ্বিসক্॥ শীতভঞ্জীরসো-নাম চূর্ণয়েন্মরিচৈঃ সহ। মাষৈকং পর্ণখণ্ডেন ভক্ষণান্নাশয়েৎ জ্বরং। ত্রিদিনে বিষমং তীব্র মেক দ্বিত্রিচতুর্থকং। ইতি শীত-ভঞ্জীরসঃ॥ ১১৬—১২০॥ হিঙ্গুল সম্ভবং সূতং গন্ধকেন সুক-জ্জলীঃ। পর্পটীরসবৎ পাচ্যং সূতাজ্ঘ্রি হেমভস্মকং॥ লৌহং তাম্র মভ্রকঞ্চ রসস্য দ্বিগুণং তথা। বঙ্গকং গৈরিকঞ্চৈব প্রবা-লঞ্চ রসার্দ্ধকং॥ মুদ্রশঙ্খং শুক্তিভস্ম প্রদেয়ং রস পাদিকং। মুক্তাগৃহেচ সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ॥ ভক্ষয়েৎ প্রাত-

উত্তপ্ত হইলে নীচে নামাইবেক, পশ্চাৎ শীতল হইলে তাম্র কৌটার মধ্যে যে ঔষধ থাকিবেক তাহাই গ্রহণ করিবেক, এই শীতভঞ্জীরস নামক ঔষধ চূর্ণ করিয়া এক মাষ কলাই প্রমাণ মরিচের গুঁড়া কিঞ্চিৎ পর্ণখণ্ডের মধ্যে রাখিয়া চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিবেক, তিন দিন ভক্ষণেতে তীব্র বিষমজ্বর নাশ হইবে, কি ঐকাহিক কি দ্ব্যাহিক কি ত্র্যাহিক ও চতুরাহিক সকল প্রকার বিষম জ্বর নাশ হয়। ১১৬—১২০। হিঙ্গুলোত্থরস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা কজ্জলী করিয়া পর্প্পটী পাক করিবেক, পারার, পদাংশ স্বর্ণভস্ম, লৌহভস্ম, তাম্রভস্ম এবং অভ্রভস্ম, পারার দ্বিগুণ ২ তোলা বঙ্গ গেরিমাটি প্রবাল ভস্ম পারার অর্দ্ধেক ॥০ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ এবং মুক্তাভস্ম প্রত্যেকে পারার চতুর্থাংশ ।০ চারি আনা, এই সকল দ্রব্য জলে বাটিয়া একটি গোলাকৃতি করিয়া মুক্তা গৃহে অর্থাৎ ঝিনুকে রাখিবেক, পরে ঐ ঝিনুকে প্রলেপ দিয়া বন্ধ করিবেক, লঘু পুট দিবেক ২০ খানি কি ২৫ খানি ঘুঁটেতে পুট জ্বলিতে থাকিবেক, কিঞ্চিৎ জাল বাকী থাকিতে নামাইবেক পরে যন্ত্র খুলিয়া ঔষধ লইয়া চূর্ণ করিবেক, দ্বিগুঞ্জা মাত্র পিপুল বীজ চূর্ণ ২ রতি সৈন্ধব ২ রতি হিং ২ রতি আর মধু দিয়া মাড়িয়া ভক্ষণ

কল্পায় দ্বিগুঞ্জাফল মানতঃ। অনুপানং প্রয়োক্তব্যং কণাহিঙ্গু সসৈন্ধবং॥ জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বাতপিত্তককোদ্ভবং। প্লীহানং চ যকৃৎ গুল্মং সাধ্যাসাধ্যমথাপিবা॥ সন্ততং সততাখ্যঞ্চ বিষমজ্বরনাশনং। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মেহমরোচকং॥ গৃহিণী মামদোষঞ্চ কাসং শ্বাসঞ্চ তত্র তৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রাতিসারঞ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥ অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তির্বল বর্ণপ্রসাদনঃ। বিষমজ্বরান্তকো নাম্না ধম্বন্তরি প্রকাশিতঃ। ইতি বিষমজ্বরান্তক লৌহং। ১২১—১২৮॥ ভাস্করো গন্ধকং সর্ব্বোদেবী বিহঙ্গ তীক্ষ্ণকং। শোণিতং গগণঞ্চৈব পুষ্করঞ্চ মহেশ্বরং। ভূনিম্বাদিগণৈ র্ভাব্যং মধুনা গুড়িকা কৃতা। চাতুর্থকং তৃতীয়ঞ্চ জ্বরমৈকাহিকং তথা। আমজ্বরং ভূতকৃতং সর্ব্বজ্বর মপোহতি॥ ইতি জ্বরান্তকরসঃ॥ ১২৬—১৩১॥ পারদং

করিবেক, এই বিষম জ্বরান্তক লৌহ, ইহা সেবন করিলে অষ্ট প্রকার জ্বর নাশ হয়, বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক দ্বন্দ্বজ সান্নিপাতিক জ্বর নাশ হয়, প্লীহা যকৃৎ গুল্ম রোগাদি সাধ্য এবং অসাধ্যও ভাল হয়, সন্ততাদি নানা বিষম জ্বর নাশ হয়, পাণ্ডুরোগ এবং কামলা শোথ প্রমেহ রোগ গৃহিণীরোগ আমদোষ কাস শ্বাস মূত্রকৃচ্ছ্র অতিসার নাশ হয়, অগ্নি দীপ্তি হয়, বল এবং বর্ণকারক, ইহার নাম বিষমজ্বরান্তক লৌহ। ১২১—১২৮। তাম্র ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারা ১ তোলা, গেরিমাটি ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা ও লৌহ ১তোলা হিঙ্গুল ১তোলা অভ্র ১তোলা রসাঞ্জন ১ তোলা স্বর্ণ ১ তোলা এই সকল একত্রে মর্দ্দন করিয়া চিরাতার কাথ ১০ তোলা, শুণ্ঠীকাথ ১০ তোলা ও মুথারস ১০ তোলা ভাবনা দিবেক, চারি রসে চারিদিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া ২ দ্বিগুঞ্জা প্রমাণ বটি করিবেক, এই জ্বরান্তক রস বটি ১ একটি করিয়া মধু ও জ্বরঘ্ন

গন্ধকং তাম্রং হিঙ্গুলং তালমেবচ। বঙ্গং লৌহং মাক্ষিকঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা। মৃতাভ্রকং গৈরিকঞ্চ টঙ্কনং দন্তিবীজকং। সর্ব্বাণ্যেতানি দ্রব্যানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ। জম্বীর বিজয়া চিত্র তুলসী তিন্তিড়ীরসৈঃ। এভির্দিনত্রয়ং ভাব্যং নির্জ্জনে রৌদ্র সংকুলে। চণমাত্রং বটীং কৃত্বাচ্ছায়া শুষ্কঞ্চ কারয়েৎ। মন্দাগ্নি দীপনীচৈব সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী। দ্বন্দ্বজং সর্ব্বজঞ্চৈব চিরকালানুসম্ভবং। ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ জ্বরং তথা। চাতুর্থকং তথাত্যুগ্রং জলদোষ সমুদ্ভবং। মহাজ্বরাঙ্কুশোনাম রসোহয়ং মুনিভাষিতঃ। ইতি মহাজ্বরাঙ্কুশঃ॥১৩২—১৩৮॥ বিড়ঙ্গ মুস্ত ত্রিফলা গুড়ূচী দন্তী ত্রিবৃদ্বহ্নি কটুত্রিকঞ্চ। প্রত্যেক মেষাং পিচুভাগচূর্ণং পলঞ্চ দত্বাহ্যয়সোরজশ্চ। জীর্ণস্য দত্বাপলমেক মভ্রতোলদ্বয়ং গন্ধকসূতয়োশ্চ। ভৃঙ্গাম্বুছিন্না শিখিপপর্পটীচ ফলত্রয়েণাপি বিভাব্য

দ্রব্যের রস দিয়া সেবন করিলে সকল বিষমজ্বর নাশ হয়। ১২৯—১৩১। পারা গন্ধক তাম্র হিঙ্গু হরিতাল বঙ্গ লৌহ স্বর্ণমাক্ষিক খপর মনছাল অভ্র গেরিমাটি সোহাগা দন্তিবীজ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া গোড়ানেবুর রসে, সিদ্ধির ক্বাথে, চিতার মূল রসে, তেতুল পত্র রসে ভাবনা দিবেক, এক এক দ্রব্যে তিনবার অর্থাৎ বিলক্ষণ রৌদ্রেতে নির্জ্জনে ভাবনা দিবেক, শুষ্ক করিয়া ছোলার সদৃশ বটি করিয়া ছায়াতে বটি শুষ্ক করিবেক, এই মহাজ্বরাঙ্কুশ মধু তুলসীপত্র রসে একটি একটি প্রাতে সেবন করিলে উক্ত সকল জ্বর নাশ হইবেক ও অগ্নি দীপন করিবেক।১৩২—১৩৮। বিড়ঙ্গ মুথা ত্রিফলা গুলঞ্চ দন্তীমূল তেউড়ীমূল চিতামূল ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা লৌহ ৮ তোলা অভ্রভস্ম ৮ তোলা পারা ১ তোলা গন্ধক ১ তোলা একত্র করিয়া, ভীমরাজ রসে গুলঞ্চ

সম্যক্। প্রত্যেকশশ্চূর্ণমিদং বিভাব্য সংমর্দ্দ্যযত্নাৎ মধুনা ঘৃতেন। কোলাস্থিমানা বটিকা ভিষগ্‌ভির্ভক্ষেদিমাং কোষ্ণ-জলানুপানং। জীর্ণজ্বরং হন্তিতথাগ্নিমান্দ্যং গুল্মঞ্চ শূলং পরিণাম সংজ্ঞং। যক্ষ্মাণমুগ্রং গ্রহিণীমসাধ্যাং বিশেষতঃ শীত-জলানুপানং। জ্বরং পৃথক্‌দ্বন্দ্ব সমূহজাতং ত্বগ্রক্তমাংসাশ্রিত মষ্টরূপং। মেদোগতং চাস্থিগতং সশুক্রং মজ্জাগতং দেহগতং তথৈব। দেশান্তর দেশবিশেষজাতং নিহন্তি সর্ব্বংভূবিভুল্ল ভো-হয়ং॥ ইতি ভুবিভুল্ল ভরসঃ॥ ১৩৯—১৪৪॥ দরদঘনরসানাং শূল্লনাগাভ্রকানাং শুভগবিট শিলানাং সর্ব্বমেকত্র যোজ্যং। বিপিন মৃপদলোত্থৈঃ শোষয়েদ্ভাবয়েত্তং দিবস দশসমাপ্তৌ রক্তিকৈকাপিকার্য্যা। বটীং রক্তি প্রমাণাংতাং ভক্ষয়ে দার্দ্রক-দ্রবৈঃ। দত্তমাত্রং নিহন্ত্যাশু জ্বরারিরসকো জ্বরানা সর্ব্বশূল-বিনাশীচ কফপিত্ত বিনাশনঃ। ইতি জ্বরারিরসঃ॥ ১৪৩—১৪৬॥

রসে আপঙ্গ রসে শ্বেতপাপড়া রসে ত্রিফলা ক্বাথে ভাবনা দিবেক শুষ্ক করিয়া কুলের আঠির মত বটি করিবেক, ঘৃত এবং মধু অনুপানে সেবন করিবেক, উষ্ণ জল পশ্চাৎ পান করিবেক, জীর্ণ জ্বর অগ্নিমান্দ্য গুল্মশূল এবং পরিণাম শূল যক্ষ্মা গ্রহিণীরোগ নাশ হইবে, বিশেষতঃ শীতল জলানুপানেতে এই সকল রোগ এবং নানা বিষম জ্বর নাশ করিবেক। ১৩৯—১৪৪। হিঙ্গুল অভ্র পারা তাম্র সীসা কর্পূর সোহাগা বিটলবণ মনছাল সর্ব্ব সম ভাগ একত্রে কুচিলার ক্বাথেতে মর্দ্দন করিয়া ১০ দিবস ভাবনা দিবেক, বটি একরতি প্রমাণ করিবেক একটি বটি আদার রস অনুপানে কিঞ্চিৎ মধু দিবেক। বটিকা প্রয়োগ মাত্রে শীঘ্র সকল জ্বর বিনাশ এবং সকল বেদনা নাশ হয়। এবং পিত্তশ্লেষ্ম নাশ হয়। ইহার নাম জ্বরারিরস। ১৪৫।১৪৬। পারা ১ তোলা গন্ধক ১ তোলা

রসকেন সমং গন্ধং শিখিগ্রীবঞ্চ পাদিকং। গোজিহ্বয়া জয়ন্ত্যাশু তণ্ডুলীয়েন ভাবয়েৎ। প্রত্যেকং সপ্ত সপ্তাথবটিং গুঞ্জাচতুষ্টয়াং। জ্বরণেন ঘৃতেনাস্য ত্র্যাহিক জ্বর শান্তয়ে। ইতি ত্র্যাহিকারিরসঃ॥ ১৪৭। ১৪৮॥ জীরকং ত্রিফলা মুস্তং গুড়ূচীসত্বমভ্রকং। নাগকেশর পত্রঞ্চ ত্বগেলাফলবঙ্গকং। তথাপর্পট ধন্যাম্বুকণা শুণ্ঠী সচিত্রকং। সর্ব্বং কর্ষসমং চূর্ণং শর্করা দ্বিগুণা ভবেৎ। ঘৃতেন মধুনাসিদ্ধং মোদকং পরিকল্পয়েৎ। এৈকৈকং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ শীতঞ্চাম্বুজলং পিবেৎ। জীর্ণজ্বরং নিহন্ত্যাশু বিষমজ্বর মেবচ। প্লীহানং চাগ্নিমান্দ্যঞ্চ কামলা পাণ্ডুরোগনুৎ। জীরকাদ্য মোকোহয়ং মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ। ইতি জীরকাদি মোদকঃ॥ ১৪৯—১৫৩॥ হরিতালং শিলাতুত্থং শঙ্খচূর্ণঞ্চ গন্ধকং। সমাংসংমর্দ্দয়েৎ প্রাজ্ঞঃ কুমারীরস ভাবিতং। শরাব সংপুটে কৃত্বা পুটেদ্গাজ পুটৈর্ভিষক্। কুমারী স্বরসে-

তুতে ।০ আনা গোয়ালিয়ারসে এবং জয়ন্তীপত্র রসে কাঁটানটে রসে প্রত্যেক রসে সাতটি ভাবনা দিবেক। ৪ রত্তি প্রমাণ বটী করিবেক, ঘৃত এবং হিঙ্গুর সহিত ঔষধ ভক্ষণে ত্র্যাহিক জ্বর শান্তি হইবেক। ১৪৭।১৪৮। জিরা মুথা ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দন্তীমূল, স্বত্ব, অভ্র, নাগেশ্বরপত্র, দারচিনি, এলাইচ, বঙ্গ, খেতপাপড়া, ধন্যা, পিপুল, শুঁঠ, চিতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া দ্বিগুণ চিনি মিলাইয়া ঘৃত মধু দিয়া সিদ্ধ করতঃ ২তোলা বটি করিবেক, প্রাতঃকালে খাইয়া শীতল জল খাইবেক। ইতি জীরকাদিমোদকঃ।১৪৯—১৫৩। শুদ্ধহরিতাল, মনছাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, গন্ধক, এ সকল সমভাগে ঘৃতকুমারী রসে ভাবনা দিবেক, দিবাতে রৌদ্রে শুষ্ক রাত্রিতে শিশিরে স্থাপন করিবে, পরে শুষ্ক করিয়া বড় খুরির মধ্যে ঔষধ রাখিয়া আর এক-

নৈব বল্লমাত্রা বটীকৃতা। দত্বাশীতজ্বরং হন্তিচাতুর্থকমশেষতঃ। মরিচ ঘৃতযোগেন তক্রং পীত্বাচরেদ্বটীং। এতয়া বমনং ভূত্বা জ্বরস্তস্মাদ্বিনশ্যতি। চাতুর্থকারিরেবায়ং গোপ্যঃ পরমদুর্ল্লভঃ। ইতি চাতুর্থকারিঃ॥ ১৫৪—১৫৭॥ হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং টঙ্গণং তথা। তাম্রং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ সৈন্ধবং মরিচং তথা। সমং সর্ব্বং সমাহৃত্য দ্বিগুণং স্বর্ণভস্মকং। তদর্দ্ধং কান্তলৌহঞ্চ রূপ্যভস্মাপিতৎ সমং। এতৎ সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ ভাবয়েৎ কণক-দ্রবৈঃ। শেফালিদলজৈশ্চাপি দশমূলরসেনচ। কিরাততিক্ত-কল্কার্থে ত্রিবারং ভাবয়েৎ সুধী। অনুপানং প্রয়োক্তব্যং জীরকং মধুসংযুতং। জীর্ণজ্বরং মহাঘোরং চিরকাল সমুদ্ভবং। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্য মথাপিবা। পৃগক্ দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্। মেদোগতং মাংসগতং অস্থি-মজ্জগতং তথা। অন্তর্গতং মহাঘোরং বহিঃস্থঞ্চ বিশেষতঃ। নানাদোষোদ্ভবঞ্চৈব জ্বরং শুক্রগতং তথা। নিখিলং জ্বর-নামানং হন্তি শ্রীশিবশাসনাৎ। জয়মঙ্গল নামায়ং রসঃ শ্রীশিব

খানি খুরি ঢাকা দিয়া বন্ধ করিবেক, তাহাকে, গজপুটে জ্বাল দিবেক। এই চাতুর্থকারি ঔষধ, ৩ গুঞ্জা মাত্রাতে ঘৃত মরিচযোগে ভক্ষণ করিবেক। ঔষধ ভক্ষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ তক্র ভক্ষণ করিবে, এই ঔষধে বমন হইলে বিজ্বর হইবেক। ইহা ত্রিদিন কি সপ্তাহ সেবন করিবেক। ১৫৭। হিঙ্গুলোত্থরস ১ ভাগ গন্ধক ১ ভাগ, সৈন্ধব ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ স্বর্ণভস্ম ২ ভাগ, লৌহ ১ ভাগ রূপাভস্ম ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ধুস্তুরপত্র রসে তিনবার ভাবনা দিবেক এবং শেফালি পত্ররসে ও দশমূলক্বাথে চিরাতাক্বাথে প্রত্যেকে বারত্রয় ভাবনা দিয়া দ্বিগুঞ্জা বটী করিবেক; অনুপানমধু

নির্ম্মিতঃ। বলবৃদ্ধিকরশ্চৈব সর্ব্বরোগ নিবর্হণঃ। ইতি জয়মঙ্গল রসঃ॥ ১৫৮—১৬৬॥ মূর্চ্ছিতং রসকর্ষৈকং তদর্দ্ধং জারিতাভ্রকং। আরং তাপ্যঞ্চরসজং রসকং তাম্রকং তথা। মৌক্তিকং বিদ্রুমং লৌহং গিরিজং গৈরিকং শিলা। গন্ধকং হেমসারঞ্চ পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। ক্ষীরাবী সুরবল্লীচ শোথঘ্নী গণিকারিকা। ঝাটামলা জ্যোৎস্নিকাচ সতিক্তাচ সুদর্শনা। অগ্নিজিহ্বা পূতিতৈলা সূর্পপর্ণী প্রসারণী। প্রত্যেকং স্বরসং দত্ত্বা মর্দ্দয়েত্ত্রিদিনাবধি। ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন চতুর্গুঞ্জা প্রমাণতঃ। মহাগ্নিকারকো রোগ সঙ্করঘ্নঃ প্রয়োগরাট্। সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়ক চতুর্থকৌ। জ্বরান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করং স্তিমিরং যথা। কাসং শ্বাসং প্রমেহঞ্চ সশোথাং পাণ্ডুকামলাং। গৃহিণী

এবং কিঞ্চিৎ জীরা গুড়া দিবে, শ্রীমহাদেব নির্ম্মিত এই জয়মঙ্গলরস ঔষধ নানাবিধ জ্বর নষ্ট করে, চতুর্গুঞ্জাও দোষ বল বিবেচনা করিয়া দিবেক। ১৫৮—১৬৬। ষড়্গুণ মূর্চ্ছিত রস ২ তোলা, অভ্রভস্ম ১ তোলা, রূপাভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, সীসা, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু গেরিমাটি, মনছাল, গন্ধক, এবং স্বর্ণভস্ম, প্রত্যেক ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিয়া, ক্ষীরাই, পান, পুনর্নবা, গণিয়ারি, ভূমি আমলকী, ঘোষালতা, কটকী, পুরতী অর্থাৎ দয়েখয়ে গাছ, ঈশলাঙ্গল্যা, লতাকটকী, মুগানী, এবং গন্ধভাদুলে, ইহাদিগের রস অভাবে কাথ দিয়া ত্রিবার ত্রিবার ভাবনা দিবেক অথবা প্রত্যেকরস দিয়া দিবসত্রয় মর্দ্দন করিবেক। চতুর্গুঞ্জা প্রমাণ বটি করিবেক, খণ্ড পর্ণ মধ্যে ঔষধের বটী রাখিয়া চর্ব্বণে ভক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল পান করিবেক। এই জ্বরকুঞ্জর পারীন্দ্ররস সেবনে নানাবিধ বিষমজ্বর নাশ হয়, এবং কাস শ্বাস প্রমেহ শোথের সহিত পাণ্ডু কামলা গৃহিণী ক্ষয়রোগ ও সকল উপদ্রবযুক্ত

ক্ষয়রোগঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবসংযুতং। জ্বরকুঞ্জর পারীন্দ্রঃ প্রথিতঃ পৃথিবীতলে। ইতি জ্বরকুঞ্জর পারীন্দ্ররসঃ ॥ ১৬৭—১৭৪ ॥ স্বর্ণং রূপ্যং তাম্র নাগং সূতগন্ধক মাক্ষিকং। বিমলা কুনটীচৈব জম্বীররস মর্দ্দিতং। পাচয়েৎ ভূধরে যন্ত্রে স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। অষ্টমূর্ত্তিরসোহ্যেষ সর্ব্বজ্বর বিনাশনঃ। ইতি অষ্টমূর্ত্তিরস ॥১৭৫॥ ১৭৬ ॥ শুদ্ধ সূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্রস্বর্ণকং। প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাৎ সূতার্দ্ধং মৃতলৌহকং। লৌহার্দ্ধং মৃত বৈক্রান্তং মর্দয়েদ্ভৃঙ্গজদ্রবৈঃ। পর্পটী রসবৎ পাচ্যং চূর্ণিতং ভাবয়েৎ পৃথক্। শিগ্রু বাসকনির্গুণ্ডী বচাগ্ন্যমৃত ভৃঙ্গজৈঃ। ক্ষুদ্রাশুণ্ঠী জয়ন্তীনাং মুনিব্রাহ্ম্যাঃ সতিক্তকৈঃ। কন্যায়াশ্চ দ্রবৈর্ভাব্যং প্রতিদ্রাবৈস্ত্রিধা ত্রিধা। রুদ্ধা লঘুপুটে চর্য্যাৎ ভূধরেতু সমুদ্ধরেৎ। চূর্ণং নবজ্বরে দদ্যাদ্যথা মাত্রং রসস্থৎ। তৃষ্ণা দাহ সমাযুক্তং মুহূর্ত্তাদ্বিজ্বরং নয়েৎ। অয়ং রত্নগিরির্নাম

পীড়া ভাল হয়; মহাগ্নিকারক এই জ্বরাকুঞ্জর পারীন্দ্ররসঃ। ১৬৭—১৭৪। স্বর্ণ ১ ভাগ রৌপ্য ১ ভাগ তাম্র ১ ভাগ সীসা ১ ভাগ রস ১ ভাগ গন্ধক ১ ভাগ তবকি গোদন্তা ১ ভাগ, মনছাল ১ ভাগ এই সকল একত্রে জাম্বীর রসে মাড়িয়া মৃত্তিকার কৌটাতে বন্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ ভূমি খনন করিয়া পুট পাক করিবেক, দ্বিগুঞ্জা ঔষধ মধু এবং জ্বরঘ্ন দ্রব্যের রস অনুপান দিয়া ভক্ষণ করিলে সকল জ্বর ভাল হইবেক। ১৭৫। ১৭৬। শুদ্ধ পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, তাম্রভস্ম ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, পারার অর্দ্ধেক ॥০ অর্দ্ধ তোলা, লৌহ, লৌহার্দ্ধ বৈক্রান্তভস্ম অর্থাৎ পোকরাজহীরাভস্ম ।০ চারিআনা এই সকল দ্রব্য ভীমরাজের রসে মর্দ্দন করিবেক, শুষ্ক করিয়া পর্পটি পাক করিবেক। পরে চূর্ণ করিয়া কন্টিকারি রসে, শুণ্ঠীকাথে, জয়ন্তীপত্র রসে,

রসযোগস্তুবাহকঃ। সর্ব্বজ্বরে দৃষ্টফলতয়া মহৎপ্রয়োগতয়া চাত্রপঠিতঃ। ইতি রত্নগিরিরসঃ। ১৭৭—১৮২। শম্ভোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং দেবেন্দ্ররক্তংরবিঃ। পক্ষৌসাগরলোচনং শশিযুতং ভাগার্দ্ধ সংখ্যান্বিতঃ। খাদেৎ খল্লুবিমর্দ্দিতং রবিজলৈ গুঞ্জৈকমাত্রং দদেৎ। সিদ্ধোহয়ং জ্বরদন্তি দর্পদলনঃ পঞ্চাননাখ্যোরসঃ। ইতি পঞ্চাননরসঃ॥ ১৮৩—১৮৫ ॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে চিকিৎসাপ্রকরণে বিষমজ্বর নাশক নানাবিধ রসায়ণকথনে সপ্তদশোল্লাসঃ॥

বাসক পুষ্পমূলের রসে, কিম্বা ক্বাথে ব্রাহ্মীশাকের রসে, কটকী ক্বাথে এবং ঘৃতকুমারিররসে প্রত্যেকে তিন বার তিন বার ভাবনা দিবেক। শুষ্ক করিয়া কৌটাতে রুদ্ধ করিয়া লঘু পুট অর্থাৎ ভূমির উপর ত্রিশ চল্লিশ খান ঘুটেতে পোড়া দিবেক, পশ্চাৎ চূর্ণ করিবেক, তাহার এক রতি চূর্ণ বিষমজ্বর নূতনভাবে প্রাপ্ত হইলে পানের রস মধু অনুপানে খাইলে, ইহাতে তৃষ্ণা এবং দাহযুক্ত জ্বর একমুহূর্ত্তে বিজ্বর হয়। এই রত্নগিরি নামক ঔষধ যোগবাহ অর্থাৎ নানাবিধ যোগ হইতে হয় ইহা সকল জ্বরে দৃষ্ট ফলপ্রযুক্ত মহাপ্রয়োগ বলিয়া এস্থানে পাঠ হইল। ১৭৭—১৮২। সর্পবিষ ২ ভাগ মরিচ ২ ভাগ গন্ধক ৪ ভাগ হিঙ্গুল ৩ ভাগ, তাম্র ৩ ভাগ এই দ্বাদশ ভাগ মিলিত হইলে জলে বাঁটিয়া মাষকলায়ের মত বটি করিবেক, অথবা এক রতি প্রমাণ বটি করিবেক, জ্বরঘ্ন দ্রব্যের রস অনুপান দিবেক। এই পঞ্চানন রস, জ্বররূপ হস্তিদর্প নাশে সিংহরূপ, সান্নিপাতিক বিষম জ্বরমর্দ্দক রসায়ণ, তজ্জন্য এস্থানে পঞ্চানন বলিয়া পঠিত হইল। ১৮৩—১৮৫।

উক্ত বাতাদিজ্বরাণাং ধাতু বিশেষতুষ্যতয়াধিক লক্ষণানি ভবন্তি ॥ ১ ॥ যদুক্তং বাতপিত্ত কফোত্থানাং জ্বরাণাং লক্ষণং যথা। তথাতেষাং ভিষগ্‌ক্রিয়াৎ রসাদিষ্বপি বুদ্ধিমান্ ॥২॥ উক্ত বাতাদি জ্বরাস্তত্র এতদভিধানঞ্চ রসাদি ধাত্ব বিরোধেন বাতাদি চিকিৎসা করণার্থং অতস্তানাহ॥ ৩ ॥ গুরুতত্ত্যোদি। গুরুতাহৃদয়োৎক্লেশঃ সদনং ছর্দ্দ্যরোচকৈঃ। রসস্থেতু জ্বরেলিঙ্গং দৈন্যঞ্চাস্যোপ জায়তে ॥ ৪ ॥ রক্তনিষ্ঠীবনং দাহো মোহছর্দ্দন বিভ্রমৌ। প্রলাপঃ পীড়কা তৃষ্ণা রক্ত প্রাপ্তে জ্বরে নৃণাং ॥ ৫ ॥ পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং তৃষ্ণা স্থষ্ট মুত্র পুরীষতা। উষ্মান্তর্দ্দাহ বিক্ষে-

কথিত বাতাদি জ্বর সকলের ধাতু বিশেষ দোষ প্রযুক্ত অধিক লক্ষণ হয়। ১। এই উক্ত আছে যে, বায়ুপিত্ত কফ সম্ভব জ্বরদিগের লক্ষণ যে প্রকার আছে, বুদ্ধিমান বৈদ্য তাদৃশ রসাদিতে জ্বরের লক্ষণ বলিবেন।২। এস্থানে উক্ত হইয়াছে। যে বাতাদি জ্বর সকল এই কথন ও রসাদি ধাতুর অবিরোধে বাতাদি জ্বর চিকিৎসার নিমিত্ত রসাদি লক্ষণাক্রান্ত জ্বর লক্ষণ কথিত হইতেছে। ৩। বিষমজ্বর যদি রস ধাতু প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাতে শরীরে গৌরব এবং হৃদয়ে উপস্থিত বমনবৎ বোধ হয়, অবসাদ, ছর্দ্দি এবং অরুচি দীনতা ও ক্লান্তচিত্ততা ভাবাপন্ন হয়। এই জ্বরের চিকিৎসা পূর্ব্বকথিত কষায় রসায়নাদি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক দিবেন, যাহাতে রসধাতু পরিশুষ্ক ও পাক হয় তাহা করিবেন। ৪। রক্তধাতু প্রাপ্ত বিষম জ্বরে রক্তষ্ঠীবন অর্থাৎ মুখ হইতে রক্তাগমন দাহ, মোহ, ছর্দ্দি, বিভ্রম, প্রলাপ, ব্রণ এবং তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণ হয়। ৫। মাংস ধাতুপ্রাপ্ত বিষমজ্বর জঙ্ঘাপর উদ্বেষ্টন অর্থাৎ দণ্ডাদি দ্বারা পীড়নের ন্যায় বেদনা বোধ হয়, তৃষ্ণা ত্যক্ত মুত্র বিষ্ঠা হয় শরীরের বিশেষ সন্তাপ, দাহ, হস্ত পাদাদির চালনা এবং গ্লানি এই সকল

পৌগ্লানিঃ স্থান্নাং স্নগেজ্বরে ॥ ৬ ॥ ভৃশং স্বেদ স্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা প্রলাপ শ্ছর্দ্দিরেব চ। দৌর্গন্ধ্যা রোচকৌ গ্লানির্মেদঃস্থেচাসহিষ্ণুতা ॥ ৭ ॥ ভোদোহস্থ্নাং কূজনং শ্বাসো বিবেকশ্ছর্দ্দিরেবচ। বিপেক্ষণঞ্চ গাত্রাণামেতদস্থিগতে জ্বরে ॥ ৮ ॥ তমঃ প্রবেশনং হিক্কা কাসঃ শৈত্যং বামস্তথা। অন্তর্দ্দাহো মহাশ্বাসো মর্ম্মছেদশ্চ মজ্জগে ॥৯॥ মরণং প্রাপ্নুয়াৎ তত্র শুক্রস্থানগতে জ্বরে। সেফসঃ স্তব্ধতামোক্ষঃ শুক্রস্থতু বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা। শরীরেষু তথানৃণাং শুক্রং বিদ্যাৎ ভিষগ্বরঃ ॥ ১১ ॥ বর্ষাশরদ্বসন্তেষু বাতাদ্যৈঃ প্রাকৃতঃ ক্রমাৎ। প্রাকৃতঃ

লক্ষণ হয়। ৬। মেদঃপ্রাপ্ত জ্বরে অতিশয় ঘর্ম্ম তৃষ্ণা মূর্চ্ছা প্রলাপ, বমি, শরীরের দুর্গন্ধি, অরুচি এবং গ্লানি এই সকল লক্ষণ হয় এবং যাতনাদি অসহিষ্ণু হয়। ৭। অস্থি সকলের ভঙ্গবৎ জ্ঞান আটু ইত্যাদি শব্দবান শ্বাস, বিরেক, বমি ও শরীরের বিক্ষেপ অস্থিগত জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়। ৮। অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ হয়, হিক্কা কাস ও শরীরে শীত জ্ঞান, ছর্দ্দি অন্তর্দ্দাহ মহাশ্বাস এবং মর্ম্ম ছেদ মজ্জাপ্রাপ্ত জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়। ৯। শুক্র প্রাপ্ত জ্বরে লিঙ্গের স্তব্ধতা হয় এবং শুক্রের অধিক ক্ষরণ হয়, শুক্র স্থানগত জ্বরেরে মৃত্যু হয়, শুক্রের বিশেষ স্থান অসম্ভব যে হেতু শুক্র সকল দেহে সংস্থিত হয়। ১০। যাদৃশ দুগ্ধতে ঘৃত এবং ইক্ষুর রসে গুড় তাদৃশ মনুষ্যের তাবৎ শরীরে শুক্র আছে। ১১। এই সকল জ্বরের কষায় ঔষধাদি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। বর্ষা শরৎ বসন্ত, বাতাদি ক্রমেতে প্রাকৃত কাল হয়। যথা—বর্ষাতে বায়ুর প্রাকৃত কাল, শরত পিত্তের প্রাকৃতকাল, বসন্ত কফের প্রাকৃতকাল, অতএব প্রাকৃতকালজাতরোগ সুখসাধ্য হয়। যথা—শরৎকালেতে পিত্তসংভব ব্যাধি, এবং বসন্তকালে কফজনিত রোগ, বর্ষাতে বায়ু-

সুখ সাধ্যস্তু শরৎসুরভি সংভবঃ ॥ ১২ ॥ বৈকৃতোঽন্যঃ সদুঃসাধ্যঃ প্রাকৃতশ্চানিলোদ্ভবঃ ॥ ১৩॥ বর্ষাসুমারুতোদুষ্টঃ পিত্তশ্লেষ্মান্বিতং জ্বরং। কুর্য্যাৎ পিত্তঞ্চ শরদি তস্য চানুবলঃ কফঃ। কফোবসন্তে তমপি বাতপিত্তে ভবেদনু ॥ ১৪ ॥ তৎপ্রকৃত্যা বিসর্গাচ্চ তত্রনানশনাদ্ভয়ং। কফ পিত্তে দ্রবে ধাতু তত্রনানশনাদ্ভয়ং ॥ ১৫ ॥ বর্ষাশরদ্ধেমন্তা বিসর্গাঃ কালাস্তত্রোপচিতবলাঃ। প্রাণিনোভবন্তি সোমবলত্বাৎ ॥ ১৬ ॥ কিন্তু বসন্তস্যাদান কালত্বাত্তন্নিঃশঙ্কং নকর্ত্তব্যং। যত উক্তং। শিশির বসন্ত গ্রীষ্মা স্বাদানাঃ

জনিত রোগ সুখসাধ্য জানিবে। ১২। অন্য বৈকৃত অর্থাৎ বর্ষাতে পিত্তজনিত জ্বর, শরতকালে কফজনিত জ্বর, বসন্তে পিত্তসংভব জ্বর, দুঃসাধ্য হয়। বিশেষ বর্ষাতে বাতিকজ্বর প্রাকৃত হইলেও দুঃসাধ্য, কিন্তু অন্য ঋতুতে বাতপ্রকুপিত রোগ বৈকৃত হইলে ও সুখসাধ্য হয়। ১৩। বর্ষাকালে বায়ু দুষ্ট হইয়া জ্বর করে, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা তাহার অনুগত থাকে, শরৎকালে কুপিত পিত্ত জ্বর করে, তাহাতে বায়ু এবং কফ অনুবল থাকে, বসন্তে শ্লেষ্মা জ্বর করে তাহাতেও বায়ু পিত্ত অনুগত থাকে। ১৪। কফ পিত্ত দ্রবপ্রকৃতি, এহেতু তাহাতে লঙ্ঘনের ভয় নাই, যে হেতু কফপিত্ত দ্রবধাতু তাহাতে লঙ্ঘনের ভয় নাই এবং বিসর্গ কালেতেও লঙ্ঘনের ভয় নাই। ১৫। বষাকালে শরৎ ও বসন্ত এই ঋতুত্রয় বিসর্গকাল, এই কালে চন্দ্রের বল প্রযুক্ত প্রাণি সকলের বল সঞ্চয় হয়। ১৬। কিন্তু গ্রীষ্মশিশির বসন্ত আদানকাল এই হেতুক নিঃশঙ্ক লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে, বসন্তকালে অতি লঙ্ঘন নিষিদ্ধ যেহেতু শিশিরকাল বসন্ত এবং গ্রীষ্ম আদানকাল, তাহাতে সূর্য্যের বলাধিক্য প্রযুক্ত প্রাণী সকলের বল হানি হয়, বিসর্গকালে চন্দ্র বলবান রস ত্যাগ করেন, সুতরাং আদানকালে সূর্য্য বলবান হেতু রস গ্রহণ করিয়া

কালাঃ। তত্রাপচিত বলাঃ প্রাণিনোভবন্তি সূর্য্যস্য বলত্বাৎ॥১৭
বিসর্গাদান বিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলাযথা। ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফ পিত্তানিলা স্তথা॥১৮॥ এতেনৈবমুক্তং। বর্ষাসুবায়ুঃ প্রধানঃ পিত্তশ্লেষ্মাণৌ অপ্রধানৌ। শরদিপিত্তং প্রাধানং বসন্তে কফঃ প্রধানঃ তত্র প্রধানস্য প্রাধান্যেন চিকিৎসা কর্ত্তব্যা অপ্রধানস্যাবিরোধেন॥১৯॥২০॥ এবং বৈকৃতেষ্বপি প্রধানস্য চিকিৎসা কর্ত্তব্যা। তথাচোক্তং। সংসর্গেযো গরীয়ানস্যা ছুপক্রম্য স বৈ ভবেৎ। শেষদোষাবিরোধেন সন্নিপাতে তথৈব চ॥২১॥ কালে যথা স্বং সর্ব্বেষাং প্রবৃত্তি বৃর্দ্ধিরেব বা। নিদানোক্তানুপশয়ো বিপরীতোপশায়িতা॥২২॥ অন্তর্ব্বেগস্য লক্ষণমাহ। অন্তর্দ্দাহো হধিক স্তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ। সন্ধ্যস্থিশূলমস্বেদো দোষবর্চ্চোবিনিগ্রহঃ। অন্তর্ব্বেগস্য লিঙ্গানি সুখ সাধ্যত্বমেব চ॥২৩॥২৪॥ সন্তাপোহ্যধিকোবাহ্যে তৃষ্ণা-

থাকেন। ১৭। যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বিসর্গ, আদানও বিক্ষেপ দ্বারা জগৎকে ধারণ করিতেছেন, তাদৃশ কফ পিত্ত বায়ু বিসর্গ আদান বিক্ষেপ দ্বারা দেহকে ধারণ করিয়া থাকেন। ১৮। তাহাতে এই উক্ত হইয়াছে যে, অপ্রধানের অবিরোধে প্রধানের বিশেষ চিকিৎসা করিবেক। ১৯। ২০। বৈকৃত দোষেতে এতাদৃশ প্রধানেরই চিকিৎসা করিবেক, উক্ত সংসর্গেতে যে প্রধান হয়, তাহারি চিকিৎসা অর্থাৎ দ্বয়ের মিলন কি ত্রয়ের মিলন হইলে ইহাতে সংসর্গ বলা যায়, অপর দোষের অবিরোধেতে বলবানের চিকিৎসা করিবেক। ২১। বায়ুপিত্ত কফের স্বীয়কালে প্রবৃত্তি অর্থাৎ আরম্ভ এবং বৃদ্ধি হয় কিন্তু অনুপশয় নিদান সমান উপশয়ের বিপরীত হয়। ২২। অন্তর্দ্দাহ অতিশয়, অধিক তৃষ্ণা প্রলাপ শ্বাস ভ্রম সন্ধি ও অস্থিবেদনা ঘর্ম্মাভাব দোষ এবং বিষ্ঠাবদ্ধতা,অন্তর্ব্বেগ

দীনাঞ্চ মার্দ্দবং। বহির্ব্বেগস্য লিঙ্গানি জ্বরশ্চৈতানি লক্ষয়েৎ॥ ২৫॥ লালাপ্রসেকো হৃল্লাস হৃদয়াশুদ্ধ রোচকাঃ। তন্দ্রালস্যা বিপাকাস্য বৈরস্যং গুরুগাত্রতা। ক্ষুন্নাশোবহু মূত্রত্বং স্তব্ধতা বলবান্ জ্বরঃ। আমজ্বরস্য লিঙ্গানি ন দদ্যাত্তত্র ভেষজং। ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়োজ্বলয়তি জ্বরঃ॥ ২৬—২৮॥ জ্বরবেগোহধিক স্তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ। মল প্রবৃত্তি রুৎক্লেশঃ পচ্যমানস্য লক্ষণং॥ ২৯॥ ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবং। দোষ প্রবৃত্তি অষ্টাহো নিরামজ্বর লক্ষণং॥ ৩০॥ মৃদৌজ্বরে লঘৌদেহে প্রচলেষু মলেষু চ। পক্কং দোষং বিজানীয়াৎ জ্বরেদেয়ং তদৌষধং॥ ৩১॥ শ্বাসো মূর্চ্ছা রুচিশ্ছর্দ্দি

জ্বরের এই লক্ষণ হয়, ইহাকেই গম্ভীর জ্বর বলেন, ইহা সুখ সাধ্য। ২৪। বাহ্যেতে অধিক তাপ তৃষ্ণাদির অল্পতা বহির্বেগ জ্বরের এই সকল লক্ষণ হয়, ইহা সুখসাধ্য। ২৫। মুখে সর্ব্বদা লাল উঠে, উপস্থিত বমনত্ব, হৃদয়ের অশুদ্ধি, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপাক, মুখের বিরসতা, শরীরের গৌরব ক্ষুধানাশ প্রস্রাব বাহুল্য, শরীর স্তব্ধ এবং বলবান জ্বর, রসযুক্ত জ্বরের এই সকল লক্ষণ জানিহ। এই রসস্থ জ্বরে ঔষধ দিবেক না আম জ্বরের যদি ঔষধ দেয় তবে পুনর্ব্বার জ্বর উজ্জ্বল হয়। ২৮। জ্বরের বেগ অধিক, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম অর্থাৎ চক্রবৎ বস্তু দৃষ্ট হয় অথবা আত্ম দেহ ঘূর্ণায়মান বোধ হয়, কোষ্ঠশুদ্ধি, উপস্থিত জ্বর দোষের ক্লেদ পাক হইতেছে, এই লক্ষণ দ্বারা বোধ করিবেক। ২৯। ক্ষুধা ক্ষীণতা, শরীর লঘুতা, মৃদুজ্বর, দোষ প্রবৃত্তি এবং অষ্টাহ কাল গত হইলে নীরস জ্বরের এই লক্ষণ জানিহ। ৩০। মৃদু জ্বর, দেহ লঘু হইলে এবং মলাদির শুদ্ধি হইলে পরিপক্ক দোষ জ্ঞান করিয়া ঔষধ দিবেক। ৩১। শ্বাস, মূর্চ্ছা অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতীসার, মলবদ্ধ, হিক্কা,

স্তৃষ্ণাতীসার বিড়্গ্রহাঃ। হিক্কা কাসাঙ্গ ভেদাশ্চ জ্বরস্যো-পদ্রবাদশ ॥ ৩২ ॥ বলবৎ স্বল্পদোষেষু জ্বরঃ সাধ্যোঽনুপ-দ্রবঃ। হেতুভির্ব্বহুভির্জ্জাতো বলিভির্বহুলক্ষণং। জ্বর প্রাণান্ত কৃদ্যশ্চ শীঘ্রমিন্দ্রিয় নাশনঃ। জ্বরঃ ক্ষীণস্য শূন্যস্য গম্ভীরা দৈর্ঘ্যরাত্রিকঃ ॥ ৩৪॥ অথবা দীর্ঘাৎ মরণরূপাৎ রাত্রিমনবর্ত্ততে। অসাধ্যো বলবান্ যশ্চকেশসীমন্তকৃৎ জ্বরঃ ॥ ৩৫ ॥ উক্তঞ্চ তন্ত্রান্তরে। কেশাঃ সীমন্তিনো যস্য সংক্ষিপ্তৌ বিনতে ভ্রূবৌ। লুলন্তিচাক্ষি পক্ষ্মাণৌ সোঽচিরাৎ বিজহাত্যসূন্ ॥ ৩৬ ॥ গম্ভীরস্তু জ্বরোজ্ঞেয়োহ্যন্তর্দ্দাহেন তৃষ্ণয়া। আনদ্ধত্বেন চাত্যর্থং কাস শ্বাসোদ্গমেন চ ॥ ৩৭ ॥ আরম্ভাদ্বিষমোযস্তু যশ্চবাদৈর্ঘ্যরা-

কাস এবং অঙ্গগ্রহ এই দশটী জ্বরের উপদ্রব জানিহ। ৩২। বল-বান পুরুষেতে বায়ু পিত্ত কফ উপদ্রব রহিত ও অল্প বলেতে যে জ্বর করে, সেই জ্বর সাধ্য হয়। বহুকারণেতে অনেক দোষেতে বহু লক্ষণান্বিত যে জ্বর বলিষ্ঠ জন্মে, সে অসাধ্য, তাহাতে শীঘ্র ইন্দ্রিয় সকলকে নাশ করে, এমন জ্বর অসাধ্য, এবং ক্ষীণ যে ব্যক্তি তাহার শোথ বিশিষ্ট জ্বর অসাধ্য, আর গম্ভীর জ্বর রাত্রিতে দীর্ঘ যে জ্বর ভোগ করে, সেও অসাধ্য। ৩৪। বলবান যে জ্বর, সে কেশ সীমন্তকৃৎ জ্বর, অকস্মাৎ কেশেতে পেটেপড়ার মত করে, এজ্বরের এই স্বভাব। ৩৫। যে ব্যক্তির জ্বরেতে কেশে সীমন্তানয়ন হয়, ভ্রূদ্বয় সংক্ষিপ্ত ন্যায় বিনত হয় অর্থাৎ নুয়েপড়ে, চক্ষুর পক্ষ্ম সকল ছিঁড়ে পড়ে, সেই ব্যক্তি শীঘ্র প্রাণ ত্যাগ করে। ৩৬। অন্তর্দ্দা-হেতে ও তৃষ্ণাতে, অত্যন্ত বিবদ্ধ মলেতে এবং কাস শ্বাস হও-য়াতে গম্ভীর জ্বর জ্ঞাতব্য হইবে, ইহাকে গম্ভীর জ্বর শ্রুত কহেন। কিন্তু চরকে অন্তর্বেগ জ্বর বলিয়া পাঠ করেন, ফলে তুল্য লক্ষণ হেতুক নাম ভেদ মাত্র পৃথক জ্বর কহেন না। ৩৭। যে জ্বর

ত্রিকঃ। ক্ষীণশ্চাতিরুক্ষশ্চ গম্ভীরো যস্য হন্তিতং ॥৩৮॥ বিসংজ্ঞস্তাম্যতেযস্তু শেতেনিপতিতোঽপিবা। শীতার্দ্দিতোঽন্তরুষ্টশ্চ জ্বরেণ ম্রিয়তে নরঃ ॥ ৩৯ ॥ যোহৃষ্টরোমা রক্তাক্ষো হৃদি সংহতি শূলবান। বক্রেণ চৈবোচ্ছ্বসিতি তংজ্বরো হন্তি-মানবং ॥ ৪০ ॥ হিক্কা শ্বাস তৃষা যুক্তং মূঢ়ং বিভ্রান্ত লোচনং। সন্ততোচ্ছ্বাসিনংক্ষীণং নরং ক্ষপয়তি জ্বরঃ ॥৪১॥ হতপ্রভেন্দ্রিয়ং ক্ষামমরোচক নিপীড়িতং। গম্ভীর স্তীক্ষ্ণবেগার্ত্তং জ্বরিতং পরি-বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪২ ॥ দাহঃ স্বেদো ভ্রমস্তৃষ্ণা কম্পোবিড়্ভেদ সংজ্ঞিতা। কূজনং চাতিবৈগন্ধ্য মাকৃতি জ্বর মোক্ষণে ॥৪৩॥

আরম্ভাবধি বিষম জ্বর হয়, সে অসাধ্য, এবং দৈর্ঘ্য রাত্রিক জ্বরও অসাধ্য, ক্ষীণ অথচ রুক্ষ যে ব্যক্তি তাহার গম্ভীর জ্বর অসাধ্য। নিত্য জ্বরির সহসা ত্যক্ত জ্বরে অপচারাদি দ্বারা যে বিষম জ্বর হয় সে সাধ্য, যেহেতু সে আরম্ভ বিষম জ্বর নহে। ৩৮। যে ব্যক্তি জ্বরেতে, সংজ্ঞাশূন্য হয় এবং মোহগ্রস্ত শয্যাতলে নিপতিতবৎ শুয়ে থাকে এবং বাহ্যে শীতেতে পীড়িত অন্তরে উত্তপ্ত দাহ এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত জ্বরী মনুষ্য মরণ প্রাপ্ত হয়। ৩৯। যে জ্বরী লোমাঞ্চ-শরীরী হয়, রক্তবর্ণ চক্ষু এবং হৃদয়েতে সশূল অর্থাৎ সংহারকারি বেদনাযুক্ত হয় এবং মুখেতে নিশ্বাস ত্যাগ করে, এতাদৃশ লক্ষণা-ক্রান্ত মানবকে ঐ জ্বর নাশ করে। ৪০। হিক্কা শ্বাস তৃষ্ণাযুক্ত এবং মোহযুক্ত কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অজ্ঞবিশেষ ভ্রান্তদৃষ্টি, সর্ব্বদা ঊর্দ্ধশ্বাস-যুক্ত এবং ক্ষীণ, এতাদৃশ নরকে জ্বর নাশ করে। ৪১। শরীরের কান্তি অথচ ইন্দ্রিয় সকল নাশ হইয়াছে, ক্ষীণ, অরুচি পীড়িত এবং তীক্ষ্ণবেগেতে গম্ভীর জ্বরপীড়িত করে, এতাদৃশ জ্বরিকে বৈদ্যে পরি-ত্যাগ করিবে। ৪২। দাহ, ঘর্ম্ম, ভ্রম, তৃষ্ণা, কম্প, মলভেদ, সংজ্ঞাশূন্য, কূজন, অতিশয় দুর্গন্ধ, জ্বর মুক্ত হইবার পূর্ব্বে এই লক্ষণ হয়। ৪৩।

এষামসাধ্য লক্ষণানামুপলক্ষণত্বাৎ। অন্যান্যপি তন্ত্রান্তরেষু দ্রষ্টব্যানি তদ্যথা॥ ৪৪ ॥ প্রেতৈঃ সহপিবেন্মদ্যং স্বপ্নে যঃ কৃষ্যতে শুনা। সঘোরং জ্বরমাসাদ্য জীবিতেন ন গৃহ্যতে॥ ৪৫ ॥ জ্বরঃ পৌর্ব্বাহ্নিকোযস্য শুষ্ককাসশ্চ দারুণঃ। বলমাংস বিহীনস্য যথা প্রেতস্তথৈবসঃ॥ ৪৬ ॥ জ্বরোযস্যাপরাহ্লেতু শ্লেষ্মকাসশ্চ দারুণঃ। বলমাংস বিহীনস্য যথাপ্রেতস্তথৈবসঃ॥ ৪৭ ॥ সহসাজ্বর সন্তাপ স্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা বলক্ষয়ঃ। বিশ্লেষণঞ্চ সন্ধীনাং মুমূর্ষোরুপজায়তে॥ ৪৮ ॥ গোসর্পে বদনাদ্যস্য স্বেদঃ প্রচ্যবতে মৃগং। লেপজ্বরোপসৃষ্টস্য দুর্ল্লভং তস্য জীবিতং॥ ৪৯ ॥ শীতস্যজন্তোঃ পরিতঃ সরত্বাৎস্বেদোললাটে হিমবন্নরস্য। শীতার্দ্দিতস্যেতিসুপিচ্ছিলশ্চ কণ্ঠেস্থিতো

এই সকল অসাধ্য লক্ষণের উপলক্ষণে অন্যান্য অসাধ্য লক্ষণও তন্ত্রান্তরে দ্রষ্টব্য হইয়াছে। ৪৪। যে জন স্বপ্নেতে প্রেতের সহিত মদ্য পান করে এবং কুকুর কর্ত্তৃক আকর্ষিত হয়, সে ব্যক্তি ভয়ানক জ্বরকে পাইয়া জীবন ত্যাগ করে। ৪৫। যে ব্যক্তির জ্বর পূর্ব্বাহ্লে হয়, দারুণ শুষ্ককাস এবং বল ও মাংস বিহীন হয়, তাদৃশ ব্যক্তিকে অসংশয় মৃত জানিবে। ৪৬। যাহার জ্বর অপরাহ্নে হয়, অতিশয় শ্লেষ্মা, কাস,এবং বল মাংস বিহীন হয়, সে ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়।৪৭। হঠাৎ জ্বর সন্তাপ হয়, তাহাতে তৃষ্ণা এবং মূর্চ্ছা বলক্ষয় হয়, সন্ধি সকলের বিশ্লেষ অর্থাৎ আগ্লা হয়। এই লক্ষণ মুমূর্ষুর রূপ জানিবে। ৪৮। প্রত্যূষেতে যাহার মুখ হইতে অতিশয় ঘর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ জ্বর লিপ্ত ছিল, জ্বর ত্যাগ হইয়া প্রাতে মুখ হইতে অতিশয় ঘর্ম্ম প্রবৃত্তি হইলে নিশ্চয় তাহার মৃত্যু হয়। ৪৯। যে ব্যক্তির শরীর শীতল অথচ সকল শরীর হইতে ঘর্ম্ম সরে এবং ললাটে ঘর্ম্ম হয়, ইহাতে হিমবৎ শরীর তথাপি শীত পীড়িত

যস্য নযাতিবক্ষো নূনং যমস্যেতি গৃহং স মর্ত্ত্যঃ ॥ ৫০ ॥ শ্রুতস্বেদোললাটাদ্যঃ শ্লথসন্ধান বন্ধনঃ। মুহেদুত্থাপ্য মানশ্চ সস্থূলোপি ন জীবতি ॥ ৫১॥ যস্য স্বেদোঽত্তি বহুলঃ পিচ্ছিলো-যাতি সর্ব্বতঃ। রোগিণঃ শীতগাত্রস্য তদামরণ মাদিশেৎ ॥৫২॥ আধান জন্মনিধন প্রত্যর্য্যাখ্যে বিপৎকরে। নক্ষত্রে ব্যাধি রুৎপন্নঃ ক্লেশায় মরণায় বা ॥ ৫৩ ॥ দাহঃ স্বেদো ভ্রম স্তৃষ্ণা কম্পো বিড়্ভেদ্ সংজ্ঞিতা। কূজনং চাতিবৈগন্ধ্যমাকৃতি জ্বর মোক্ষণে ॥ ৫৪ ॥ স্বেদো লঘুত্বং শিরসঃ কণ্ডূঃপাকো মুখস্যচ। ক্ষবথুশ্চান্নলিপ্সাচ জ্বরমুক্তস্যলক্ষণং ॥ ৫৫ ॥ বিগতক্লম সন্তাপ মব্যর্থং বিমলেন্দ্রিয়ং। যুক্তং প্রকৃতি সত্বেনবিদ্যাৎ পুরুষ মজ্বরং ॥ ৫৬॥ দেহোলঘু ব্যপগত ক্লম মোহ তাপঃ পাকোমুখে

হয়, যে মানবের কণ্ঠেতে স্থিতপিচ্ছিল ঘর্ম্ম, কিন্তু বক্ষঃস্থলে যায় না, সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই যমের গৃহেতে গমন করে। ৫০। যে ব্যক্তির ললাট হইতে শ্রুতস্বেদ হয়, সন্ধিবন্ধন সকল শ্লথ হয়, উত্থান করিতে মোহ হয়, এব্যক্তি যদি স্থূল দেহ হয়, তবে জীবিত থাকে না অর্থাৎ অবশ্য সে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। ৫১। রোগীর শীতলশরীর যে অতি বহুল ঘর্ম্মবিশিষ্ট এবং সকল শরীর যখন পেছলা মত হয়, তখন তাহার মরণ নিশ্চয় জানিবে। ৫২। বধ জন্ম নিধন প্রত্যরি বিপৎ তারাতে যে রোগ উৎপন্ন হয়, সে ক্লেশ নিমিত্ত এবং মরণ নিমিত্ত বটে। ৫৩। দাহ ঘর্ম্ম ভ্রম তৃষ্ণা কম্প মলভেদ সংজ্ঞা-শূন্য এবং কূজন, শরীরের দুর্গন্ধ ভবিষ্যৎ জ্বর ত্যাগে এই লক্ষণ হয়। ৫৪। ঘর্ম্ম, শরীরে লঘুতা, মস্তকে কণ্ডু, মুখে ক্ষত, হাচি এবং অন্নাকাঙ্ক্ষা জ্বর ত্যাগের এই সকল লক্ষণ। ৫৫। ক্লান্ত চিত্ততা ও শরীরের সন্তাপ রহিত, ব্যথারহিত, ইন্দ্রিয় সকল নির্ম্মল এবং প্রকৃতিস্থ চিত্ত বিজ্বর পুরুষেতে এই সকল লক্ষণ জানিহ। ৫৬।

করণ সৌষ্ঠবমব্যথত্বং। স্বেদঃক্ষবঃ প্রকৃতয়ো পিমনোন্নলিপ্সা কণ্ডুশ্চ মূৰ্দ্ধি বিগতজ্বর লক্ষণানি॥ ৫৭॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে চিকিৎসাপ্রকরণে জ্বরাধিকার নিদানং সমাপ্তং অষ্টাদশোল্লাসঃ॥ ১৮॥

অথ দুর্জ্জল জনিত জ্বরস্য চিকিৎসামাহ। হরীতকী নিম্বপত্রং নাগরং সৈন্ধবোঽনলঃ। এতৎ চূর্ণং সদাখাদেৎ দুর্জ্জল জ্বর-শান্তয়ে। হরীতক্যাদি চূর্ণং॥ ১॥ বিষং ভাগদ্বয়ং দগ্ধকপর্দ্দঃ পঞ্চভাগকঃ। মরিচং নবভাগঞ্চ চূর্ণং বস্ত্রেণ শোধয়েৎ॥ আর্দ্র-কস্য রসেনাস্য কুর্য্যান্মুদ্গানিভাং বটীং। বারিণা বটিকাযুগ্মং প্রাতঃসায়ঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥ অয়ং রসজ্বরে যোজ্য স্তস্মিন্ দুর্জ্জ-লজেপিচ। অজীর্ণাধ্মান বিষ্টম্ভ শূলেষু শ্বাস কাসয়োঃ॥২—৪॥ ইতি দুর্জ্জলজেতারসঃ। পটোল মুস্তাঽমৃত বল্লিবানকং সনা-

শরীর লঘু, আক্রান্ত চিত্ত, মুর্চ্ছা, সংতাপ রহিত, মুখে ক্ষত, ইন্দ্রিয় প্রসন্ন, ঘর্ম্মাগমন, হাঁচি, প্রকৃতিস্থমন, ও অন্নাকাংক্ষা এবং মস্তকে কণ্ডু জ্বর ত্যাগের এই সকল লক্ষণ হয়। ৫৭।

অনন্তর দুষ্টজল দোষ জন্য জ্বরের চিকিৎসাকথিত হইতেছে। হরীতকী, নিমপাতা, শুট, সৈন্ধব ও চিতামূল চূর্ণ সমভাগ মিলিত ১ তোলামাত্রা উষ্ণজলের সহিত খাইলে দুষ্ট জল জনিত জ্বর শান্তি হয়। ১। শোধিত বিষ ২ ভাগ, কড়িভস্ম ৫ পঞ্চ ভাগ, মরিচ ৯ ভাগ চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাকিয়া লইবেক, আদার রসে বাটিয়া মুগের মত বটী করিবেক। রসজ্বরে এবং দুর্জ্জল জাতজ্বরে প্রাতে ২ দুইটী এবং সায়ংকালে ২ বটী জলের সহিত ভক্ষণ করিতে দিবেক, তাহাতে অজীর্ণ, আধ্মান, বিষ্টম্ভ শূল কাসাদি অবশ্য নাশ হই-বেক। ২—৪। পলতা, মুথা, গুলঞ্চ, বাসকমূল, শুষ্ঠী, ধনে ও

গরং ধান্য কিরাত তিক্তং। কষায় মেষাং মধুনাপিবেন্নরো নিবারয়েদ্দুর্জ্জল দোষমুল্বণং॥ ইতি পটোলাদি ক্বাথঃ॥ ৫॥ কিরাততিক্ত স্ত্রিবৃতাচ পিপ্পলী বিড়ঙ্গ বিশ্বাকুট রোহিণী চ। নিহন্তিলীঢ়ং মধুনাতিসত্বরং সুদুস্তরং দুর্জ্জল দোষজং জ্বরং॥ ইতি কিরাততিক্তকাদিচূর্ণঃ॥ ৬॥ ভোজনাদৌনরৈর্ভুক্তং শুণ্ঠীচাজ্যমথোচিতং। কল্কস্তু সহতে নিত্যং নানাদেশোদ্ভবং জলং॥ ৭॥ মহার্দ্রক যবক্ষারো পীত্বা চোষ্ণেণ বারিণা। নানাদেশ সমুদ্ভূতবারিদোষ মপোহতি॥ ৮॥ প্রসঙ্গাদুপ-দ্রবাণাং চিকিৎসায়াং বিশেষ মাহ সঞ্জাতোপদ্রবাব্যাধিঃ-সাধ্যোনস্যাৎ চিকিৎসকৈঃ। ব্যাধেশান্তে প্রযান্তি সদ্যঃসর্ব্বেপ্যুপদ্রবাঃ॥ ৯॥ অতোব্যাধিং জয়েদ্যত্নাৎপূর্ব্বং

চিরতা প্রত্যেকে ২৩ রতি পাচনবৎ ক্বাথ, মধু ।৹ অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ করিয়া ভক্ষণ করিলে দুর্জ্জল দোষ প্রবলজ্বর নিবারণ হই-বেক। ৫। চিরতা, তেউড়ীমূল, পিপুল, বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী ও কটকী চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ মিলিত ।৹ তোলা মধুর সহিত অবলেহ করিয়া ভক্ষণ করিলে সুদুস্তর জল দেশোদ্ভব জ্বর শীঘ্র বিনাশ হয়। ৬। শুণ্ঠী ।৹ তোলা, গব্যঘৃত ।৹ তোলা একত্রে মিলিত কল্ক করিয়া ভোজনাগ্রে ভক্ষণ করিলে নানা দেশোদ্ভব জল দোষ নিবা-রণ হয় এবং সকল জল সহ্যও হয়। ৭। মহাদ্রক অর্থাৎ শুণ্ঠী, যবক্ষার তপ্তজলের সহিত ভক্ষণ করিলে নানাদেশ সংভব জল-দোষ বিনাশ হয়। ৮। রোগ যদি উপদ্রব বিশিষ্ট হয়, আর সেই সকল উপদ্রব নিবারণে চিকিৎসকের সাধ্য না থাকে, তবে প্রথম প্রধান রোগের চিকিৎসা করিবেন, অর্থাৎ রোগের শান্তি হইলেই উপদ্রব সকল সদ্য প্রশান্তি হয়। ৯। অতএব প্রথমে যত্নবান হইয়া ব্যাধিকে জয় করিয়া পশ্চাৎ উপদ্রব জয় করিবে, কিন্তু যে

পশ্চাদুপদ্রবং। ভিষগ্‌বঃ কুশলঃ সোত্রজয়েৎ পূর্ব্বমুপদ্রবং ॥১০ তেষু প্রবরেষু প্রাজ্ঞঃ সময়েদাশুকারিণাং ॥ ১১ ॥ মূলব্যাধিং জয়েৎ পূর্ব্বং যোযোবাপি ভবেদ্বলী। অবিরোধেন বা কুর্য্যাৎ উভয়োরপিচ ক্রিয়াং ॥ ১২ ॥ ভার্গীচিত্র ঘনাভয়া মৃতলতা ভূনিম্ববাসাবিষা ত্রায়ন্তীকটুকা বরাত্রিকটুকশ্যোনাক শক্রদ্রুমৈঃ। রাস্নায়াস পটোল পাটলি শঠী দার্ব্বী বিশালা ত্রিবৃদ্‌ব্রাহ্মী পুষ্কর সিংহিকা দ্বয়নিশা ধাত্র্যক্ষ দেবদ্রুমৈঃ। ক্বাথোহয়ং খলুসন্নিপাত নিবহান্ দ্বাত্রিংশতাংপানতো হন্ত্যাশুল্বণ তেজসাবিজয়তে সর্পান্ গরুত্মানিব ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ অথ জ্বরে মূর্চ্ছায়াশ্চিকিৎসা। আর্দ্রকস্য রসৈর্নস্যং মূর্চ্ছায়া মাচরেন্নরঃ। অঞ্জনঞ্চ প্রযুঞ্জীত মধুসিন্ধু শিলোষণৈঃ ॥ ১৫ ॥ শীতাম্বুসাক্তি-

বৈদ্য প্রথমে উপদ্রব জয় করে, সেই বৈদ্যই তৎকর্ম্মে কুশল অর্থাৎ সেই সকল উপদ্রব প্রবল হইলে শীঘ্রকারিদিগের মধ্যে যিনি বিজ্ঞ, সেই বৈদ্য তাহার শমতা করিবেন। ১০। ১১। প্রথমে মূলরোগকে জয় করিবেক, কিন্তু যে যে ব্যাধি এবং যে যে উপদ্রব বলবান হয়। পরস্পর উভয়ের অবিরোধে অর্থাৎ উপদ্রবের ও রোগের অবিরোধে চিকিৎসা করিবেন। ১২। বামনহাটি, চিতামূল মুথা, হরীতকী, চিরতা, বাসক, আতইচ বলাডুমুর, কটকী, বরাক্রান্তা, ত্রিকটু, শোনাছাল, অর্জ্জুনছাল, দুরালভা, পলতা পারুলছাল, শঠী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাখালশসা, ভেউড়ি, ব্রহ্মীশাক, কুড় কণ্টিকারি, ব্যাকুড়, আমলা, বয়ড়া ও দেবদারু প্রত্যেক ৫ রতি পাচনবৎ কাথ করিয়া ভক্ষণ করিবেক; এই কাথ পানেতে নিশ্চয় সন্নিপাত সমূহ জয় করে, যাদৃশ গরুড় আত্ম তেজে সর্পসকলকে জয় করেন। ইতি দ্বাত্রিংশদঙ্গঃ কাথঃ। ১৪। মূর্চ্ছাতে আদার রসের নস্য ব্যবহার করিবেক; মধু সৈন্ধব মনছাল এবং মরিচ

সেকঃ সুরভিধূপঃ সুগন্ধি পুষ্পঞ্চ। মৃদুতালবৃন্তবাতঃ কোমল কদলীদলস্পর্শঃ॥ ১৬॥ অথ জ্বরারুচে শ্চিকিৎসা। অরুচৌ শৃঙ্গবের রসকৈঃ সাম্লৈঃ সসিন্ধুজৈঃ কবলঃ। সিন্ধুত্থমাতুলুঙ্গ ফলকেশরং বক্ত্রে॥ ১৭॥ অন্যচ্চ। অরুচৌ মাতুলুঙ্গস্য কেশরং সাজ্যসৈন্ধবং। ধাত্রী দ্রাক্ষাসিতানাং বা কল্কমাস্যেতু ধারয়েৎ॥ ১৮॥ অথ জ্বরে ছর্দ্দে শ্চিকিৎসা। ক্বাথোগুড়ূচ্যাঃ সমধুঃ সুশীতঃ শীতঃ প্রশান্তিং বমনস্য কুর্য্যাৎ॥ ১৯॥ তৃষ্ণায়াং চিকিৎসা। দন্তশঠবীজপূরক দাড়িমবদরৈঃ। সচুক্রকৈর্ব্বদনে লেপোজয়তি পিপাসাং॥ ২০॥ জ্বরে অতিসারস্য চিকিৎসা। লঙ্ঘনমেকং যুক্তং নান্যদস্তীহ ভেষজং বলিনঃ। সমুদীর্ণদোষ নিচয়ং শময়তি পাচয়ত্যপি॥ ২১॥ বৎসাদনী-বৎসক বারিবাহ বিশ্বম্ভরা নিম্ববিষাঃ সবিশ্বাঃ। জ্বরাতীসারং

এই কএক দ্রব্য দ্বারাও অঞ্জন দিবেক। ১৫। শীতল জলদ্বারা চক্ষুসেক করিবেক, অর্থাৎ চক্ষুতে শীতল জল ছাট, সুগন্ধ ধূপ এবং সুগন্ধ পুষ্পের ঘ্রাণ দিবেক, তালপত্র পাখার বাতাস অল্প অল্প করিবেক, কোমল কদলীপত্র গাত্রে স্পর্শ করাইবেক। ১৬। আদার রস, তিন্তিড়ী রস অথবা আমরুল শাকের রস কিম্বা নেবুর রস এবং সৈন্ধব চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া কুল্লী করিলে, অরুচি নাশ হয়। সৈন্ধব টাবানেবুর কেশর মুখে ধারণ করিয়া চর্ব্বণ করিলেও অরুচি থাকে না। ১৭। টাবানেবুর কেশর, ঘৃত, সৈন্ধব, আমলা, দ্রাক্ষা এবং চিনি একত্রে বাটিয়া মুখে ধারণ করিলে অরুচি নাশ হয়। ১৮। গুলঞ্চ ক্বাথ শীতল করিয়া মধুর সহিত পান করিলে বমির শান্তি হয়। ১৯। গোঁড়ানেবু, ছোলঙ্গানেবু, দাড়িম, কুল এবং চুকাপালঙ্গ এই কএক দ্রব্য মিলিত করিয়া মুখে লেপ ন্যায় ধারণ করিলে, পিপাসা শমতা পায়। ২০। কেবল

ত্বরিতং জয়ন্তি বিশ্বামৃতাবৎসক বারিবাহাঃ। ২২ ॥ পাঠামৃতা পর্প্পট মুস্ত বিশ্বা কিরাততিক্তৈরপরান্ বিপাচ্য। পিবন্ হরত্যেব হঠেন সর্ব্ব জ্বরাতিসারানপি দুর্নিবারান্ ॥ ২৩ ॥ অথ জ্বরে বিড়্গ্রহস্য চিকিৎসা। বিড়্গ্রহেবাতজিৎ কর্ম্ম কুর্য্যাদত্রানুলেপনং। মল প্রবর্ত্তয়েদাশুতীক্ষ্ণাভিঃ ফল-বর্ত্তিভিঃ ॥ ২৪ ॥ পথ্যারগ্বধতিক্তা ত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং তোয়ং জীর্ণে জ্বরে বিবন্ধে দদ্যাদাশ্বেব বিড়্গ্রহঃ শাম্যেৎ ॥ ২৫ ॥ অথ জ্বরে হিক্কায়াঃ চিকিৎসা। নীরেণ সিন্ধূত্থরজোতিসূক্ষ্মং নস্যেনন্নূনং বিনিহন্তিহিক্কাং। শুণ্ঠীহঠাদ্বাসিতয়া সমেতা

এক লঙ্ঘনমাত্র অতিসারের চিকিৎসা হয়, বলবানের আর অন্য ঔষধ নাই। সম্যক উদিত যে সকল দোষ সমূহ, তাহাকে শমতা করে, এবং পাকও করে। ২১। গুলঞ্চ, কুরুচিছাল, মুথা, নিমছাল চিরাতা, আতইচ ও শুণ্ঠী প্রত্যেক ২৩ রতি পাচনবৎ পাক করি-বেক। এই ক্বাথে শীঘ্র জ্বরাতীসার জয় করে, এবং কেবল শুণ্ঠী গুলঞ্চ কুরুচিছাল মুথা ইহার ক্বাথেও ঐ রোগ জয় হয়। ২২। আকনাদি, গুলঞ্চ, খেতপাপড়া, মুথা, শুণ্ঠী ও চিরতা প্রত্যেক ২৬ রতি পাচনবৎ ক্বাথ পানেতে দুর্নিবার যে জ্বরাতিসার, তাহা নাশ হয়। ২৩। বিবন্ধ মলেতে বায়ুজিৎ কর্ম্ম করিবেক, এবং উদরে সারক দ্রব্যাদি লেপ দিবেক, মল প্রবৃত্তি নিমিত্ত তীক্ষ্ণবর্ত্তি দিবেক, অর্থাৎ গুহ্যদ্বারে বকুলবীচ ঘষিয়া পুরাতন ঘৃত মিশ্রিত করতঃ বাতি দিবেক অথবা বকুলবীজ ঘষিয়া জলে মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দিবেক। ২৪। জীর্ণজ্বরে মলবদ্ধ হইলে হরীতকী, সোদালু, কটকী, তেউড়ী মূল, আমলকী প্রত্যেক ৩২ রতি পাচন-বৎ ক্বাথ দিবেক, ইহাতে শীঘ্র মলবদ্ধ শাম্য হয় ইতি। ২৫। সৈন্ধব অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া জলের সহিত নস্যেতে হিক্কা নাশ হয়,

ধূপোথবা হিঙ্গু সমুদ্ভবশ্চ ॥ ২৬ ॥ জ্বরে কাসস্য চিকিৎসা। কাসেকণা কণামূলং কলিদ্রুমফলং রসঃ। সবিশ্ব ভেষজং লিহ্যাৎ মধুনাবাকসাদ্রসৈঃ ॥ ২৭ ॥ অথ দাহস্য চিকিৎসা। দাহাধিকারলিখিতং দাহেকুর্য্যাৎ চিকিৎসিতং। পরং জ্বরে বিরুদ্ধং যৎপথ্যো নাশ্যোজ্বরো যতঃ ॥ ২৮ ॥ অথাহব জ্বর চিকিৎসা মাহ। তত্র রাহুরোগঃ। যথৈব সময়েরাহু শ্চন্দ্র-সূর্য্যৌজিঘাংসতে। তথৈবচ নৃণাং চন্দ্রসূর্য্যনাড়ীং রুণদ্ধি সঃ ॥ ২৯ ॥ এবঞ্চ রাহুরোগাখ্যো মূলদেবেন ভাষিতঃ। নিদানমৌষধং তস্মান্মুনি প্রোক্তং বিলিখ্যতে ॥ ৩০ ॥ নিদানং যথা। আদৌচ ব্যথতে ঘাটা ললাট কটি পৃষ্ঠকং। শ্লেষ্মণা বা ভবেন্নাসা তদারাহুরুগুদ্ভবঃ ॥ ৩১ ॥ কার্য্যজাতং বিহায়ৈষা

এবং শুণ্ঠী চূর্ণ চিনির সহিত মিলিত করিয়া নস্যেতেও শীঘ্র হিক্কা শমতা পায়। অথবা হিঙ্গের ধোঁয়াতেও হিক্কা নাশ হয়।২৬ পিপুল ও পিপুলমূল চূর্ণ, বয়ড়াফলের রস এবং শুণ্ঠী চূর্ণ সহিত অবলেহ করিয়া ভক্ষণ করিলে কাস নাশ হয়, অথবা বাকস মূলের রস মধুর সহিত ভক্ষণেও কাস নাশ হয়। ২৭। দাহাধিকারে যে চিকিৎসা উক্ত আছে, জ্বরদাহে তাহাই করিবেক, কিন্তু জ্বরেতে যাহা বিরুদ্ধ হয় তাহা করিবে না, অর্থাৎ জ্বরনাশ অথচ দাহ নাশ হয় ইহাই করিবেক। ২৮। যেরূপ রাহু চন্দ্র এবং সূর্য্যকে গ্রাস করে। সেইরূপ মনুষ্যদিগের চন্দ্র সূর্য্য নাড়ীকেও সেই রাহু রোগ রোধ করে। ২৯। বিষ্ণু কর্ত্তৃক এই রাহু রোগ কথিত হইয়াছে; সেই হেতুক মুনি কর্ত্তৃক উক্ত নিদান এবং ঔষধ লিখিত হই-তেছে। ৩০। অগ্রে ঘাটা অর্থাৎ ঘাড় বেদনা করে এবং ললাট কটি পৃষ্ঠে বেদনা হয় অর্থাৎ যখন নাসিকা হইতে শ্লেষ্ম নির্গত হয়, তখন রাহু রোগ উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৩১। অন্য সকল

ভঞ্জনীয়া প্রযত্নতঃ। রক্তমোক্ষণনস্যাদি প্রকারৈঃ স হিতৈষিণা ॥ ৩২ ॥ তৈলাভ্যক্তো রুজামুক্তঃ স্নাত্বাতিবিমলে জলে। পিবেৎ পূর্ব্বং সিতাযুক্তং পুরাণং তিন্তিড়ীয়কং ॥ ৩৩ ॥ ততো-হৈমন্তিকং ভক্তং ক্ষালিতং বহুলে জলে। কাঞ্জিকা রঞ্জিতং কৃত্বা ভক্ষেদ্রাহুরুগর্দ্দিতঃ ॥ ৩৪ ॥ করঞ্জকাঞ্জিকা জীর্ণতিন্তিড়ী সকলম্বিকাঃ। চণ্ডাল রাহুরিষ্টানি প্রাশিতাঘ্নন্তি সত্বরং ॥ ৩৫ ॥ যদিকালবশাদ্রাহোঃ পূর্ণকালো ভবেত্তদা। নৃণাং ভবতি দুঃখায় যথাচ চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ ॥ ৩৬ ॥ পূজ্যং নারায়ণং নামধ্যেয়ং রূপঞ্চ বৈষ্ণবং। গঙ্গাম্ভঃ স্নানমিত্যাদি রাহুদোষোপশান্তয়ে ॥ ৩৭ ॥ অথ কেচিত্তং আহবং বদন্তি তচ্চিকিৎসামাহ।

কার্য্য ত্যাগ করিয়াও যত্নেতে ঐ রোগকে ভাঙ্গিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবেক এবং নস্যাদিও দিবেক। ৩২। রক্ত মোক্ষণাদি দ্বারা বেদনা মুক্ত হইয়া গাত্রে তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া অতি নির্ম্মল জলে স্নান করতঃ পুরাতন তেতুল চিনির সহিত পানা করিয়া পান করিবেক। ৩৩। তাহার পর হৈমন্তিক ধান্যের তণ্ডুলান্ন অনেক জলে ধৌত করিয়া কাঞ্জিযুক্ত করত ভক্ষণ করিবেক। ৩৪। করঞ্জ ফল, কাঞ্জি, পুরাতন তেতুল, কলমিশাক এই সকল দ্রব্য ভোজনে চণ্ডাল রাহু রিষ্ট শীঘ্র নাশ হয়। ৩৫। যদি কালবশ হেতুক রাহুর পূর্ণকাল হয়; তবে মনুষ্যদিগের দুঃখ নিমিত্ত জানিবে। যেমন চন্দ্র এবং সূর্য্যের দুঃখ দর্শন হইয়া থাকে, অর্থাৎ গ্রহণে যেমন চন্দ্র সূর্য্যের তেজোহ্রাস হয়। সেইরূপ মনুষ্যেরও তেজোবল নাশ হয়। ৩৬। নারায়ণ নাম জপ করা, বিষ্ণুর রূপ ধ্যান করা, এবং বিষ্ণুপূজা ও গঙ্গাজলে স্নান ইত্যাদি কার্য্য রাহু দোষ শান্তির নিমিত্ত করিবেক। ৩৭। কোন কোন পণ্ডিতগণ তাহাকে আহবাখ্যা বলেন। তদ্‌যথা নাসামধ্যে রক্ত-

শোথঃ সরক্তো নাসান্তর্ব্যথা স্রাবোজ্বর স্তথা। বাতশ্লেষ্মা সৃগুত্থং ত মাহবাখ্যং গদং বদেৎ॥ ৩৮॥ দুর্ব্বাভব্যফলং মাষঃ কুলত্থোবংশপত্রিকা। জলস্থল ভবৌকর্ণ মোরটৌ খর-মঞ্জরি॥ দণ্ডোৎপলস্য মূলঞ্চ নিক্কাথাষ্টগুণেম্ভসি। তৎপাদ শেষিতং তৈলভুল্যং কৃত্বাবিপাচয়েৎ॥ তত্তৈলং প্রতিবযেণ আহবাখ্যং গদং জয়েৎ। ইতি দূর্ব্বাদ্যং তৈলং॥ ৩৯—৪১॥ মতান্তরং। তনুবারক্ত শোথেন মুক্তো নাসাপুটান্তরে। গাত্র-সাদজ্বরকরঃ শ্লেষ্মগাহ্বাহবো গদঃ॥ ৪২॥ শীঘ্রং হি প্রতি কর্ত্তব্যমামাবস্থাং গতোপিচ। বিকুর্ব্বাণং ক্রমেণাসৌ সন্নি-পাতায় কল্পতে॥ ৪৩॥ দূর্ব্বাভয়া দাড়িম পুষ্করাণাং দ্রাক্ষা-মলকোঃ স্বরসেননস্যং। দিনত্রয়ং যঃ কুরুতে প্রভাতে স

বর্ণ শোথ হয় এবং বেদনা ও নাসাস্রাবযুক্ত হয়, অপর বায়ু শ্লেষ্মা জ্বর রক্তেতে উদ্ভব হয়, ইহাকে আহব নাম রোগ বলেন। ৩৮। দূর্ব্বা, চালিতাফল, মাষকলাই, কুপথ, বংশলোচন, জলজ এবং স্থলজকানছিড়া, আপাঙ্গ, দাড়িপলার মূল এ সমস্ত /২ সের পা-কার্থ।৬ সের পাদশেষ থাকিবে, মূচ্ছিত তিলতৈল /৪ সের ক্বাথে পাক হইলে নির্জ্জল করিয়া তৈল রক্ষা করিবেক, এই তৈল নস্য করিলে আবহ রোগ নাশ হয়। ৩৯—৪১। ইতি দূর্ব্বাদি তৈল। নাসাপুট মধ্যে রক্ত শোথেতে অল্প ত্যাগ হয়, তাহাতে শরীরের অবসাদ এবং জ্বর করিয়া কফযুক্ত আহব রোগ হয়। এতাদৃশ আমাবস্থাতে শীঘ্র প্রতিকার করা কর্ত্তব্য, যদি শীঘ্র প্রতিকার না করা হয়, তবে ক্রমেতে সেই নাসা নিমিত্ত হইয়া সন্নিপাত কল্পনা করে। ৪২—৪৩। দূর্ব্বা, হরীতকী, দাড়িমপুষ্প, কুড়, কিচমিচ ও আমলকী ইহাদিগের রস তিন দিবস প্রাতে যে ব্যক্তি নস্য করে, তাহার আহবাখ্য নাম রোগ জয় হয়। বৃদ্ধপরম্পরা

আহবং নামরুজং জয়েচ্চ ॥ ৪৪ ॥ নবজ্বরোপি সহসা ভবেৎ সর্ব্বান্ন ভুক্তথা । নিবৃত্তোহিজ্বরঃ শীঘ্রং ব্যাপাদয়তি দুর্ব্বলং ॥ ৪৫ ॥ ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চংক্রমণানিচ । জ্বরমুক্তো ন সেবেচ্চ যাবন্নোবলবান্ ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥ অথ জ্বর বলিদানং । জ্বরাময় গৃহীতস্য মুষ্টিভির্নবভিঃ কৃতঃ । তণ্ডুলৈ রোদনং তেন কুর্য্যাৎ পুত্তুলকং গুড়ং ॥ ৪৭ ॥ তং হরিদ্রা বলিপ্তাঙ্গং চতুঃপীতধ্বজান্বিতং । হরিদ্রারসপূর্ণাভি পুটকাভিশ্চতস্থভিঃ । মণ্ডিতং গন্ধপুষ্পাদ্যৈ রবতার্য্য বিসর্জ্জয়েৎ । এবং দিনত্রয়ং কুর্য্যাৎ জ্বরবেগস্থ শান্তয়ে ॥ ৪৮ ॥ অথ সংকল্পঃ । শ্রীবিষ্ণু-র্নমোহদ্যামুকেমাসি অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্থ অমুকস্থ জ্বর ব্যাধি ঝটিতি প্রশমনকামো জ্বরবলিদান কর্ম্মাহং করবাণি ॥ ইতি সঙ্কল্প্য গণপত্যাদি পঞ্চদেবতাং সংপূজ্য

উপদেশ হেতুক নাসাপুটান্তরে শোথ ভঙ্গদ্বারা রক্ত মোক্ষণাদিও করিবেক। ৪৪। সহসা নবজ্বর হইলে, সকল আহার নিবৃত্তি করিবেক, কিন্তু নিরাহার করিবেক না, অর্থাৎ আহারের নিবৃত্তি হইলে শীঘ্র জ্বর দুর্ব্বল হয় এবং নিরাহারে ক্ষীণ হইলে ঐ জ্বর দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বিনাশ করে। ৪৫। শরীর চালনা, মৈথুন, স্নান এবং পুনঃ পুনঃ গমনাগমন জ্বর মুক্ত হইয়াই করিবেক না, যে পর্য্যন্ত বলবান না হয়। ৪৬। জ্বররোগ গ্রস্ত মনুষ্যের নয় মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া পিঠালি করিবেক, সেই পিঠালিতে গুড়যুক্ত পুতুল গঠিবেক। ৪৭। সেই পিঠালির পুতুল ৪ চারিটি করিবেক, তাহাতে হরিদ্রা লেপ দিবেক, পীতবর্ণ ধ্বজা ৪ টী তাহার সঙ্গে দিবেক, হরিদ্রা রসেতে পরিপূর্ণ এতাদৃশ চারিটী কৌটার ন্যায় করিবেক, গন্ধ পুষ্প দ্বারা শোভিত করত তৎপরে নামাইয়া বিসর্জ্জন করিবেক, এমত তিন দিন করিলে জ্বরবেগ শান্তি

পূজামারভেৎ ॥ ৪৯ ॥ অস্যার্থঃ সুগমঃ ব্রাহ্মণেন কর্ত্তব্য ইতি ॥ ৫০ ॥ অথ জ্বরধ্যানং। রুদ্রনিঃশ্বাসসম্ভূতং জ্বরং মৃত্যুপদং নৃণাং। ত্রিপদং ত্রিশিরোঘোরং নবভির্লোচনৈর্যুতং। কেশাগ্র স্বর্ণ সদৃশং কালান্তক যমোপমং॥ সদৈব ভস্মনিঃক্ষেপং রৌদ্রং সংহার রূপিণং। সুরাসুর পিশাচানাং ভয়দং ক্রূর-রূপিণং। এবং ধ্যায়েন্মহারূপং স্বরূপং রক্তশ্মশ্রুনং। এবং ধ্যাত্বাপাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ৫১—৫৪ ॥ জ্বরস্ত্রিপাদ স্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজোনবলোচনঃ। ভস্ম প্রহরণোরৌদ্রঃ কালান্তকযমো-পমঃ। ইতি স্তত্বা জ্বরিণো হস্তঃপ্রবিষ্ট নখ নব মুষ্টি তণ্ডুলৈ র্নরাকার পুত্তলকং কৃত্বা বীরণরচিত চতুর্হস্তৈক পাত্রে কৃত্বা একৈক কপর্দ্দকক্রীত গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ পতাকাদিভিরুক্ত বিধিনা ভূষয়িত্বা বাস্তুদক্ষিণস্যাংদিশি সন্ধ্যায়াংজ্বরায়বলিংদদ্যাৎ বলিমন্ত্রং যথা। প্রণবেশ্বরী বীজং ঠদ্বয়ং ভোদ্বয়ং ততঃ। জ্বরাৎ-পরং শৃণুদ্বন্দ্বং হনযুগ্মং ততঃ পরং। গর্জ্জগর্জ্জেতি তৎপশ্চাৎ ঐকাহিকং বদেত্ততঃ। দ্ব্যাহিকত্র্যাহিকঞ্চৈব চাতুরাহিকমেব চ॥ সপ্তাহকংমাসিকঞ্চ অর্দ্ধমাসিক মেবচ। মুহূর্ত্তকং নৈমিত্তিকং

হইবেক। ৪৮। অস্যার্থ সুগম ব্রাহ্মণদ্বারা কর্ত্তব্য ইতি। ৪৯।৫০। রুদ্র নিঃশ্বাসজনিত জ্বর মনুষ্যদিগের মৃত্যুপদ, সংহার রূপ ত্রিপাদ এবং ত্রিমস্তক ভয়ানক নবনেত্রযুক্ত, কেশের অগ্রভাগ স্বর্ণতুল্য, কালান্তক যম সদৃশ সর্ব্বদা ভস্মনিক্ষেপকারী, উগ্র, সংহাররূপী, বজ্রের অধিক স্পর্শ নখ, দেবতা কর্ত্তৃক স্তূয়মান, দেবতা অসুর এবং পিশাচ প্রভৃতি সকলের ভয়দাতা ক্রূররূপী, এই রূপ ধ্যান করিবেক, মহাকাল স্বরূপ এবং রক্তবর্ণ শ্মশ্রু অর্থাৎ দাড়ি গোঁপ-যুক্ত এতাদৃশ ধ্যান করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া স্তুতি পাঠ করিবেক। ৫১—৫৪। এই সকল বচনের অর্থ লিখিত হইল না।

অট অট ভট ভট তৎপরং। জ্বরিণো নামষষ্ঠ্যন্ত পরং জ্বরমিতি ন্যসেৎ। হরযুগ্মং মুঞ্চযুগ্মং ভূম্যাং গচ্ছ ততঃ পরং। গচ্ছে-ত্যন্তো বহ্নিভার্য্যা ইমং মন্ত্রং প্রযোজয়েৎ। জ্বরিণোর্বলিদানেন সদ্যোজ্বর বিমুক্তয়ে॥ ৫৫—৬২॥ তদ্‌যথা ওঁ হ্রীঁ ঠঁঠ ভো ভো জ্বর শৃণু শৃণু হন হন গর্জ্জং ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুরাহিকং সাপ্তাহিকং অর্দ্ধমাসিকং মাসিকং মৌহূর্ত্তিকং নৈমিষিকং অট অট ভট ভট অমুকস্য জ্বরং হর হর মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ গচ্ছ স্বাহা। ওঁ নমশ্চণ্ড বজ্রপাণয়ে মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে ওঁ জ্বর শৃণু বজ্রপাণি রাজ্ঞাপয়তি ছর্দ্দ ছর্দ্দ মুঞ্চ মুঞ্চ শিরো মুঞ্চমুঞ্চ ললাটং মুঞ্চমুঞ্চ চক্ষুষী মুঞ্চমুঞ্চ কর্ণৌ মুঞ্চ মুঞ্চ নাসাং মুঞ্চমুঞ্চ মুখং মুঞ্চমুঞ্চ গ্রীবাং মুঞ্চমুঞ্চ হৃদয়ং মুঞ্চমুঞ্চ উদরং মুঞ্চ মুঞ্চ পৃষ্ঠং মুঞ্চমুঞ্চ কটিং মুঞ্চমুঞ্চ উরু মুঞ্চমুঞ্চ হস্তৌ মুঞ্চ-মুঞ্চ পাদৌ মুঞ্চ মুঞ্চ সর্ব্বগাত্রং মুঞ্চমুঞ্চ ওঁ হ্রীং হুঁ হ্রুঁং ফট্ ফট্ অমুকস্য সর্ব্বজ্বরং নাশয় নাশয় স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ বলিং দত্ত্বা পশ্চাদনেন মন্ত্রেণ জ্বরিণং নির্মঞ্জ্য গ্রামস্য দক্ষিণস্যাং দিশি চতুষ্পথাদৌ বলিং স্থাপয়েৎ। এতন্মন্ত্র মলক্তকেন লিখিত্বা শিরসি কুমারী কর্ত্তৃক সূত্রেণ জ্বরিণো বর্দ্ধয়েৎ। সামান্য জ্বরবলিদানং॥ ৬২—৭০॥ বারজ্বরহরং বক্ষ্যে বলিং সিদ্ধফলং পুনঃ। রক্তপুষ্পার্ক পুষ্পাভ্যাং প্রাচ্যামর্কদলে পয়ঃ। ঘৃতার্কপুষ্পধূপশ্চ বলির্ভানু দিনে জ্বরে॥ ৭১॥ পত্রেষ্বশ্বত্থস্য সগুড়ং শুভান্নং বহ্নিকোণতঃ। সর্পিঃ পলাশ পত্রাভ্যাং ধূপং সোমদিনে জ্বরে॥ ৭২॥ পিপ্পলস্য দলে ভক্ত মুদ্গং দক্ষিণত-

মন্ত্র সকল ও বীজ সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য হইবেক। ৬২। এই সকল মন্ত্রার্থ লেখা নিষ্প্রয়োজন ব্রাহ্মণদ্বারা কর্ত্তব্য। ৭০। রবিবারে জ্বর হইলে এই বলি

স্তথা। সর্পি খদির ধূপশ্চ ভৌমবারে জ্বরে বলিঃ॥ ৭৩॥ পিপ্পলস্য দলে রম্যমন্নং নৈঋত কোণতঃ। ঘৃতাপামার্গ ধূপশ্চ বুধবার জ্বরে বলিঃ॥ ৭৪॥ পশ্চিমে পয়সাজ্যেন দত্বাশ্বত্থ দলে বলিং। ধূপং পিপ্পল পত্রাদৌ গুরুবার জ্বরং জয়েৎ॥৭৫॥ সসর্পিঃ পায়সং পাত্রে পিপ্পলস্য মরুদ্দিশি। ঘৃতডুম্বুর ধূপশ্চ শুক্রবার জ্বরে বলিং॥ ৭৬॥ তিলতণ্ডুল মাষাণাং কৃষরা পিপ্পল ছদে। জয়াজ্য ধূপেনোদীচ্যং শনিবার জ্বরে বলিং॥৭৭॥ আদি মধ্যাবসানেষু জ্বরস্যৈব যথা ক্রমং। বালতরুণ বৃদ্ধানাং বারজ্বর প্রশান্তয়ে॥ ৭৮॥ স্বয়ং লম্বোদরেণৈব ভাষিতো বলিরুত্তমঃ। তদেব শ্রদ্ধয়াদেয়ো জ্বরধ্বান্ত দিবাকরঃ॥ ৭৯॥ ইতি বারজ্বর বলিদানং। অথ নক্ষত্র বলিদানং। অশ্বিন্যাং দশরাত্রেণ শুভং তত্র তুরঙ্গমং। পূর্ব্বোক্ত বিধানেন তণ্ডুলং গৃহীত্বা পিষ্টক রচিতং ঘোটকং বিধায় পূর্ব্ববদ্গন্ধাদিনা ভূষয়িত্বা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রেণ বলিং দদ্যাৎ। পিষ্টকং পিঠালীতি॥৮১॥ ভরণ্যাং সংশয়ঃ প্রোক্তো বানরং তত্রদাপয়েৎ। কৃত্তিকায়াং দশাহেন শুভং ছাগোঽত্র দীয়তে॥৮২॥ রোহিণ্যাং পঞ্চদিবসৈঃ

দিবেক। ৭১। সোমবারের এই বলি দিবেক। ৭২। মঙ্গলবারের এই বলি। ৭৩। বুধবারের বলি। ৭৪। অশ্বিনীনক্ষত্রে জ্বর হইলে দশরাত্র ভোগ হয় তাহাতে ঘোটক বলিদান দিবেক। পূর্ব্বোক্ত বিধানেতে তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া পিঠালীতে ঘোটক নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বেরমত গন্ধ পুষ্পাদি ভূষিত করতঃ পূর্ব্ব লিখিত মন্ত্রেতে বলি প্রদান করিবেক, বলি অর্থাৎ পূজার দ্রব্য। ৭৫—৮১। ভরণীতে জ্বর হইলে রোগীর সংশয় জীবন হয়, তাহাতে বানর বলি দিলে শুভ হইবেক, কৃত্তিকাতে দশদিন তাহাতে ছাগল বলি দিলে মঙ্গল হয়। ৮২। রোহিণী

শুভং তস্যতুগণ্ডকঃ। মৃগশীর্ষে সপ্তদিনৈঃ কুক্কুটশ্চাত্রদীয়তে॥ ৮৩। আর্দ্রায়াং সংশয় স্তস্যৈ হরিণস্তু প্রদীয়তে। পুনর্ব্বসৌ পঞ্চদিনৈঃ স্বাস্থ্যং দেয়োঽত্র শূকরঃ॥ ৮৪। পুষ্যায়াস্তু দশাহেন সুখং তস্যৈতুপেচকং। অশ্লেষায়াং ধ্রুবং মৃত্যুঃ ব্যাঘ্রং তত্র প্রদাপয়েৎ॥ ৮৫। মঘায়াং সপ্তদিবসৈ র্বালকং তত্রদাপয়েৎ। একাহাৎ পূর্ব্বফল্গুণ্যাং শুভং দেয়োঽত্রবানরঃ॥ ৮৬। স্বাস্থ্যমুত্তরফল্গুণ্যাং সপ্তাহাদ্গবয়োঽত্রতু। শুভং হস্তেতু পঞ্চাহান্মহিষোঽত্র প্রদায়তে॥ ৮৭। চিত্রায়াং মরণং তস্যৈ ব্যাঘ্রোদেয় স্তথাপিচ। স্বাত্যান্তু সংশয় স্তস্মৈমহিষঃ খলু দীয়তে॥ ৮৮। বিশাখায়াস্তু সপ্তাহাৎ স্বাস্থ্যং ব্যাঘ্রেঽত্র দীয়তে। দশাহাদণুরাধায়াং সুখং তত্রমৃগোমতঃ॥ ৮৯॥ জ্যেঠায়াং নিয়তোমৃত্যুঃ সিংহো দেয় স্তথা-

নক্ষত্রে জ্বর হইলে পঞ্চ দিন ভোগ তন্নিমিত্ত গণ্ডার বলি দিলে শুভ হয়। মৃগশিরাতে পঞ্চ দিবসে জ্বর ত্যাগ হয়, তাহাতে কুঁকুড়া বলি দিবেক। ৮৩। আর্দ্রা নক্ষত্রে সংশয় জীবন তাহাতে হরিণ বলি। পুনর্ব্বসুতে পঞ্চ দিন সুস্থ হয়, তাহাতে শূকর বলি দিবেক। ৮৪। পুষ্যানক্ষত্রেতে দশাহ ভোগ তাহাতে পেচা বলি দিলে সুস্থ হয়। অশ্লেষাতে নিশ্চয় মৃত্যু হয় তাহাতে ব্যাঘ্র বলি বিধি। ৮৫। মঘানক্ষত্রে সপ্তদিন ভোগ তাহাতে বানর বলি, পূর্ব্বফল্গুনীনে একদিন তাহাতে বানর বলি দিবেক। ৮৬। উত্তরফল্গুণীতে সপ্তাহ ভোগ তাহাতে গবয় বলি। হস্তাতে পঞ্চাহ ভোগ তাহাতে মহিষ বলি দিবেক। ৮৭। চিত্রানক্ষত্রে মরণ হয় তাহাতে ব্যাঘ্র। স্বাতীতে সংশয় জীবন তাহাতে মহিষ বলি দিবেক। ৮৮। বিশাখানক্ষত্রে সপ্তাহে জ্বর মুক্ত হয় তাহাতে ব্যাঘ্র বলি, অনুরাধাতে দশ দিন ভোগ তাহাতে হরিণ বলি,

পিচ চতুর্দ্দিনৈস্তু মূলায়াং স্বাস্থ্যং তন্যৈপিশাচকঃ ॥ ৯০ । পূর্ব্বাষাঢ়েচ বিংশত্যা দিনৈঃ স্বাস্থ্যং ভবেদিহ। তত্র নক্রোবিধাতব্যো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ৯১ ॥ উত্তরাষাঢ়কে পঞ্চ দিনৈ স্তত্রবৃষোমতঃ। শ্রবণে পঞ্চরাত্রেণ নক্রং তত্র প্রদাপয়েৎ ॥ ৯২ ॥ সংশয়স্তু ধনিষ্ঠায়াং মানুষং তত্রদাপয়েৎ। প্রোক্তঃ শতভিষেন্মৃত্যু স্তথাপ্যশ্বঃ প্রদীয়তে ॥ ৯৩ । মৃত্যুঃ কিম্বা চিরোরোগং পূর্ব্বভাদ্রেতু মানুষঃ। তত্রোত্তরে তু সন্দেহো দাতব্য স্তত্র কুক্কুটঃ ॥ ৯৪ ॥ রেবত্যাং পঞ্চরাত্রেণ বানর স্তত্র দীয়তে। শ্রীবিষ্ণুঃ নমোঽদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্যামুকদাসস্য জ্বরোৎপত্ত্যামুক নক্ষত্রায় এষভক্ত রচিতামুক পুত্তুলক বলির্নম ইত্যুৎসৃজ্য বারত্রয়ং নির্মঞ্ছ্য উত্তরস্যাং দিশি পত্তুলকাদিকং এক বৃক্ষ শ্মশানে এপথে চতুষ্পথে বা বিসর্জ্জয়েৎ। ৯৫। ৯৬। ইতি জ্বরবলিদানং। ওঁ নমো ভগবতে চণ্ডমহারোষায় দেবাসুর মনুষ্যাণাং তাপনাশায় অতসীকুসুম

দিবেক। ৮৯। জ্যেষ্ঠাতে নিতান্তই মৃত্যু হয়, তাহাতে সিংহ বলি, মূলাতে চতুর্থ দিনে সুস্থ হয় তাহাতে পিশাচ বলি দিবেক। ৯০। পূর্ব্বাষাঢ়াতে বিংশতি দিন ভোগ হইয়া সুস্থ হয়, তাহাতে কুম্ভীর বলি বিধান শাস্ত্রবিশারদের জ্ঞাতব্য হইয়াছে। ৯১। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে পঞ্চ দিনে জ্বর মুক্ত হয়, তাহাতে বৃষ বলি দিবেক, শ্রবণাতে পঞ্চ রাত্রে মুক্ত হয় তাহাতে কুম্ভীর বলি। ৯২। ধনিষ্ঠাতে জীবন সংশয় হয়, তাহাতে মানুষ বলি, শতভিষাতে মৃত্যু হয়, তথাপি তাহাতে ঘোটক বলি দিবেক। ৯৩। উত্তরভাদ্রপদে জীবনের সন্দেহ তাহাতে কুঁকুড়া বলি দিবেক। ৯৪। রেবতীতে পঞ্চরাত্রি ভোগ তাহাতে বানর বলি দিবেক। ৯৫। ৯৬। অশ্লেষা, শতভিষা, আর্দ্রা, স্বাতি, জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া,

বপুষে ইমং বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন মমবিঘ্নং হরহর চতুর্ম্মুর্ত্তীন্ দুষ্টসত্ত্বান্ মমবিরুদ্ধ চিন্তান্ উগ্রস্তান্ কুরু কুরু ওঁদ্রুঁ ফট্ স্বাহা অনেন মন্ত্রেণ দিনত্রয়ং বলিং দদ্যাৎ ইতি সপ্তবার বলিমন্ত্রঃ পূর্ব্বং লিখিতঃ ॥ ৯৭ । উরগশতভিষার্দ্রা স্বাতিজ্যেষ্ঠা ত্রিপূর্ব্বা ভরণি রবিজ ভৌমে চার্কবারে নবম্যাং। অপিচ তিথি চতুর্থী দ্বাদশী-ভূতষষ্ঠী হরিগুরুশিবযোগেরোগিণাং কাল এষঃ। সপ্তাহঞ্চ বারদোষে দ্বিগুণং তিথিবারতঃ। তিথিনক্ষত্রতোমাসং ত্রিভিঃ-কালো ন সংশয়ঃ ॥ ১০০ ॥ আধানে জন্মনিধন প্রত্যর্য্যাখ্যে বিপৎকরে। নক্ষত্রে ব্যাধিরুৎপন্নঃ ক্লেশায় মরণায় বা ॥১০১॥ জন্মস্থথ বা কর্ম্মণি ষষ্ঠাষ্টম রাশিকো যদাচন্দ্রঃ। সন্ধ্যাগতোথ বাস্তমে বাপিরোগী তদাম্রিয়তে ॥ ১০২ ॥ এবমেষাং যোগাৎ দোষতারতম্যেন স্বস্ত্যয়নং বিধেয়ং আয়ুষ্কামঃ পুরুষঃ স্বর্ণ-

উত্তরাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপদ এবং ভরণীনক্ষত্রে জ্বরোৎ-পত্তি হইলে এবং রবি, শনি, মঙ্গলবারে এবং নবমী, চতুর্থী, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী, ষষ্ঠী, তিথিতে যদি শ্রবণা পুষ্যা এবং আর্দ্রানক্ষত্র যোগে ব্যাধির জন্ম হয়, তবে সেই রোগীর মৃত্যু হয়। ১০০। জন্ম তারাতে নিধন তারাতে প্রত্যর্য্যাখ্যে বিপত্তারাতে ব্যাধি উৎপন্ন হইলে ক্লেশ নিমিত্ত এবং মরণ হয়, এই বচন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, পুনরায় পরবচন ইহার পর প্রয়োজন জন্য এস্থলে লিখিত হইতেছে ইহাতে পৌনরুক্তি হইবে না। ১০১। জন্ম অথবা কর্ম্ম এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম রাশিস্থ চন্দ্র হন, তাহাতে ব্যাধি উৎপন্ন হইলে রোগীর মৃত্যু হয় এবং সূর্য্যের যে নক্ষত্রে গতি থাকে, তন্নিকটবর্ত্তি নক্ষত্রে গতি সন্ধ্যাতে চন্দ্র অস্তগত সময়ে হইলেও মৃত্যু হয়। ১০২। এই প্রকার ইহাদিগের যোগ হেতুক এবং দোষের তারতম্যেতে স্বস্ত্যয়ন কর্ত্তব্য, আয়ুকামনাবিশিষ্ট পুরুষ যথা শক্তিমতে সুবর্ণদান

দানং চ শক্তিতঃ। কুর্য্যাৎ ধর্ম্মোহি সর্ব্বথা শ্রেয়স্করঃ অতোনান যুক্তঃ স্যাৎ দৈবব্যপাশ্রয়ং কর্ম্ম সর্ব্বথৈব দৈবদোষান্ বারয়তি বর্দ্ধতেপ্যায়ুরিতি ॥ ১০৩। ১০৪ ॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে জ্বরকর্ত্তব্যঃ ঊনবিংশত্যুল্লাসঃ সমাপ্তঃ।

অথ প্লীহাজ্বরাধিকারমাহ।

যত আহ। ত্রিসপ্তাহ ব্যতীতস্তু জ্বরোযস্তনুতাং গতঃ। প্লীহাগ্নিসাদং কুরুতে সজীর্ণ জ্বর উচ্যতে ॥ ১ ॥ তদ্বাম পার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি বিশেষতঃ সীদন্তি চাতুরোহত্র। মন্দজ্বরাগ্নি কফ-পিত্তলিঙ্গৈরূপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোহি পাণ্ডুঃ ॥ ২ ॥ স্নেহ স্বেদ-

করিবেন, ধর্ম্মই নিশ্চিত সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলকর হইয়াছেন, এই কারণে দৈবব্যপাশ্রয় কর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারে অযুক্ত হয় না, দৈবেই দোষ সকল নিবারণ ও আয়ুবৃদ্ধি হয়। ১০৩। ১০৪।

ত্রিসপ্তাহ গত হইলে জ্বর ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহাতে কুপথ্যানু-সারে প্লীহা জন্মিয়া অগ্নিমান্দ্য করে, ঐ প্লীহা জ্বরের নাম জীর্ণজ্বর, প্লীহারোগ শরীরের বামপার্শ্বেতে অর্থাৎ কুক্ষির বামদিগেতে হয় এবং বৃদ্ধি পায়, বিশেষতঃ রোগী এই রোগেতে অবসন্ন হয়, এবং মন্দাগ্নিবিশিষ্ট হয়, পিত্তশ্লেষ্মা চিহ্ন দ্বারা উপদ্রুত হয় অর্থাৎ পিত্তশ্লেষ্ম লক্ষণাক্রান্ত জ্বর, এবং বলহীন ও পাণ্ডুবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ১। স্নেহস্বেদ প্লীহাতে দিবেক অর্থাৎ তৈল লবণাক্ত স্বেদ দিবেক, বিরেচন দিবেক এবং প্লীহাকে অতিশয় মর্দ্দন করি-বেক; ইহাতে দুষ্টরক্ত প্রবর্ত্তন হয় অর্থাৎ দুষ্ট রক্ত সরণ হয়। ২।

বিরেকাদি বিধেয়ং প্লীহরোগিণে। প্লীহানং মর্দ্দয়েৎ গাঢ়ং দুষ্টরক্ত প্রবর্ত্তয়ে ॥ ৩॥ দধ্নাভুক্তবতোবামে বাহুমধ্যে শিরাং ভিষক। বিধ্যেত প্লীহনাশায় যকৃন্নাশায় দক্ষিণে ॥ ৪ ॥ জলোকা পাতনং ক্ষারপাট্টিভিঃ ক্ষতং কুর্য্যাৎ অগ্নিকর্ম্মণা দগ্ধমপি কর্ত্তব্যং যেন দুষ্টরস শোণিতং নিঃসরেৎ তদপিকার্য্যমিতি ॥ ৫ ॥ ভার্গী পথ্যাকটুঃ কুষ্ঠং পর্প টং মুস্তকং কণা। অমৃতাদশমূলঞ্চ নাগরং ক্কাথয়েদ্ভিষক্। হন্তিধাতুগতং সর্ব্বং বহিঃস্থং শীতসংযুতং। সততাদ্যং জ্বরং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকং। প্লীহানং যকৃতং গুল্মং শোথঞ্চ বিনাশয়েৎ। এষভার্গ্যাদিকোনাম সর্ব্বজ্বরহরঃ পরঃ। বৃহদ্ভার্গ্যাদি পাচনং ॥ ৬—৮ ॥ তালপুষ্পোদ্ভবঃ ক্ষারঃ সন্তভঃ প্লীহনাশনঃ। পলাশক্ষার

দধ্যন্নভুক্তবান ব্যক্তির বাম বাহুর মধ্যে শিরাকে বৈদ্য প্লীহা নাশ নিমিত্ত বিদ্ধ করিবেক, যকৃৎ নাশ জন্য দক্ষিণ বাহু মধ্যেতে শিরাকে বিদ্ধ করিবেক। ৩। ৪। প্রথমে জলোকা পাতন কার্য্য অর্থাৎ জোক বসান, তাহার পরে ক্ষারপাটি অর্থাৎ বেলেস্তারা দ্বারা ক্ষত করিবেক, অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা দগ্ধ করিবেক, বাণমন্ত্র দ্বারা দগ্ধ করিয়া থাকে, তাহা কর্ত্তব্য অর্থাৎ যে কোন কার্য্যদ্বারা ক্ষত হইয়া রস রক্ত নির্গত হয় তাহাই কর্ত্তব্য। ৫। বামনহাটী, হরীতকী, কটকী, কুড়, খেতপাপড়া, মুথা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঁঠ এই উনিশ খানি দ্রব্য প্রত্যেকে ৮॥০ রতি, পাকজল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা পাচন, তাহার সহ পান হিং ৫ রতি, পিপুলের বিচির গুঁড়া ২০ রতি মধু ২০ রতি মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে ধাতুস্থ বিষম জ্বর বা শীতযুক্ত জ্বর সততাদি জ্বর মন্দাগ্নি এবং অরুচি প্লীহা যকৃৎ গুল্ম ও শোথ বিনাশ হয়। ৬—৮। তালের জটা ভস্ম।০ আনা, পুরাতন গুড়।০ আনা একত্র ভক্ষণে

তোয়েন যবক্ষারস্তু নাশনং ॥ ৯ ॥ পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ। সূতাভ্রং রসতুল্যঞ্চ পুনস্তত্রৈবদাপয়েৎ। রসাৎ দ্বিগুণলৌহঞ্চ লৌহতুল্যঞ্চ তাম্রকং। বরাটিকায়া ভস্মার্থ-রসতস্ত্রিগুণং কুরু। নাগবল্লীরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ যত্নতোভিষক্। পুটেদ্গজপুটে বিদ্বান্ স্বাঙ্গশৈত্যং সমুদ্ধরেৎ। গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ প্লীহগুল্ম বিনাশনং। যকৃৎ শূলং জ্বরংহন্তি কান্তি পুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ। অগ্নিমান্দ্যঞ্চ শময়েৎ লোকনাথোরসো-ত্তমঃ। খাদেদ্রত্তিদ্বয়ং চূর্ণং মূত্রঞ্চানুপিবেদথ। মধুনা পিপ্পলী

প্লীহা নাশ হয় এবং পলাশপুষ্প ক্ষারজলে যবক্ষার মিশ্রিত ভক্ষণ করিলে প্লীহা নাশ হয়। তালের জটা চাকা করিয়া কাটিয়া হাড়ির ভিতর রাখিয়া এক খানি সরা মুখে ঢাকা দিয়া প্রলেপ দিয়া জাল দিবেক, অন্তর্ধূমে কয়লা হইবেক, তাহাকে চূর্ণ করিয়া লইবেক। পলাশ পুষ্প ডাল পাতা ছাল মুল, ছোট ছোট করিয়া ঐরূপ হাড়ির ভিতরে জালে ক্ষার করিবে, ঐ ক্ষার /১ সের পাকের জল /৮ সের শেষ থাকিবেক /২ সের, পুনরায় /২ সের জল ঐ ক্ষারে গুলিয়া ২১ একুইযবার বোলছাঁকার মত জল ঝরিয়া লইয়া রাখিবেক। ঐ ক্ষারজল ২ তোলা যবক্ষার ।৹ তোলা নিত্য ভক্ষণ করিলে প্লীহা নাশ শীঘ্র হইবেক। ৯। শুদ্ধ পারা ১ তোলা গন্ধক ১ তোলা মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবেক, অভ্রভস্ম ১ তোলা, লোহভস্ম ২ তোলা, তাম্রভস্ম ২ তোলা কড়ি ভস্ম ৩ তোলা একত্রে মিলিত পানের রসে যত্নেতে মাড়িবেক, শুষ্ক গোলাকৃতি করিয়া মৃত্তিকা কৌটার মধ্যে দৃঢ় প্রলেপ দিবেক, গজপুটে ঘুঁটায় পোড়া দিবেক, স্বভাবে শীতল হইলে উঠাইয়া চূর্ণ করিবেক, দ্বিগুঞ্জামাত্র ঔষধ মধুর সহিত ভক্ষণ করিবেক প্লীহা গুল্ম যকৃৎ বেদনা বিনাশ হইবেক এবং কান্তি পুষ্টিবর্দ্ধক হইবেক, অগ্নিমান্দ্যও বিনাশ

চূর্ণং সগুড়াং বা হরীতকীং। অজাজীং বা গুড়েনৈব ॥ ১০।১২ ॥ গন্ধকেন মৃতং তাম্রং শুদ্ধগন্ধক তুল্যকং। দ্বয়োঃ পাদঃ শুদ্ধ-রসং মর্দ্দয়েৎ শূরণ দ্রবৈঃ। পুটেৎ গজপুটে বিদ্বান্ সাঙ্গ-শৈত্যং সমুদ্ধরেৎ। গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎক্ষৌদ্রেঃ প্লীহাগুল্ম-বিনাশনং। যকৃৎশূলং জ্বরংহন্তি কান্তিপুষ্টি বিবর্দ্ধনঃ। রস-রাজঃ সমাখ্যাতো রোগবারণ কেশরী। ইতি রসরাজ রসঃ ॥ ১৩—১৫। বিড়ঙ্গং ত্র্যূষণং কুষ্ঠং হিঙ্গু লবণপঞ্চকং। দ্বিক্ষারং ফেণকং বহ্নিশ্রেয়সী ত্যপিকুঞ্চিকা। তালপুষ্পোদ্ভবং ক্ষার নাড্যাঃ কুষ্মাণ্ডকস্য চ। অপামার্গস্যচিঞ্চায়া শ্চূর্ণানিশাণ মাত্রতঃ। যাবদেতানি দ্রব্যানিকণা চূর্ণস্তু তৎসমং। সর্ব্বস্য দ্বিগুণোদেয়ঃ পুরাতন গুড়স্তথা। যকৃৎ গুল্মোদরাধ্মানং নাশয়ে

হইবেক। ইহার নাম লোকনাথ রস। এই ঔষধ ভক্ষণান্তর গোমূত্র পান করিবেক এবং পিপুল মধু অনুপানে জীরাগুড় অনুপানে সেবন করিবে। ১০—১২। গন্ধকের সহিত তাম্রভস্ম ১ তোলা শুদ্ধ গন্ধক ১ তোলা শুদ্ধ পারা ॥০ অর্দ্ধ তোলা বুনোওলের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবেক; যন্ত্রের আকার পূর্ব্ববৎ। স্বভাবশীতলে উদ্ধার করিবেক, দ্বিগুঞ্জাপ্রমাণ ঔষধ মধুর সহিত অবলেহ করিয়া ভক্ষণ করিলে পূর্ব্ববৎ গুণকারি হইবে; ইহার নাম রসরাজরস। ১৩—১৫। বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিং, পঞ্চলবণ অর্থাৎ সৈন্ধব, সচল, বিট, সাস্তরি, করকচ এই পাঁচ আর যবক্ষার সাজিমাটি; দুইক্ষার, সমুদ্রফেণা, চিতামূল, গজপিপুল কৃষ্ণজীরা, তালপুষ্প ক্ষার, কুষ্মাণ্ড ডাঁটার ক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার, তিন্তিড়ীর কাঁচলির ক্ষার, এতৎ চূর্ণ প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধতোলা একত্রে সকল চূর্ণ যত হইবেক, তাহার সমান পিপুলের চূর্ণ তাবৎ চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া রাখিবেক। ভক্ষণ মাত্রা প্রথম

ন্নাত্রসংশয়ঃ। জীর্ণজ্বরং তথাশোথং কাসং পঞ্চবিধং তথা। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ বাহুসাদং চিরোদ্ভবং। ভূতাভিভূতবালানাং দোষাংশ্চৈব নির্হন্তি চ। ইতি বৃহদ্‌গুড়পিপ্পলী॥১৬—২০ রসং বিষং গন্ধকঞ্চ চিত্রকং ধূর্ত্তবীজকং। তাম্রঞ্চাপি সমং দদ্যাদ্দ্বিগুণং জীরকং পুনঃ। শৃঙ্গবেররসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। প্লীহজ্বরাঙ্কুশো নাম সর্ব্বজ্বরনিসূদনঃ। অগ্নিবৃদ্ধিকরোহ্যেষ পুষ্ট্যায়ুর্বলবর্দ্ধনঃ। ইতি প্লীহাজ্বরাঙ্কুশো রসঃ॥ ২১—২৩। শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃতাভ্রঞ্চ সমং তথা। গন্ধকাদ্দ্বিগুণং লৌহং রবিচূর্ণং চতুর্গুণং। দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং বীটং বরাটীমথতুত্থকং। চিত্রকং কুনটীতালং রামঠং কটুকং তথা। রোহিতং ত্রিবৃতাচিঞ্চা বিশালা ধলমর্কটং। অপামার্গ তালরগু মল্লিকাচ নিশাযুগং। কাণকং শঙ্খকঞ্চৈব যব্রুমর্দ্দং

।০ আনা জলে গুলিয়া ভক্ষণ করিবেক, পরে ॥০ অর্দ্ধ তোলা খাইবেক, ইহাতে প্লীহা যকৃৎ শূল, উদরাধ্যান জীর্ণজ্বর এবং শোথ, পঞ্চ প্রকার কাসরোগ, কামলা পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, চিরকালে ভূতাভিষঙ্গ যে বালক তাহার সকল দোষ বিনাশ করে। ইতি বৃহৎ গুড়পিপ্পলী। ১৬—২০। পারা ১।০ গন্ধক ১।০ বিষ ১।০ চিতামূল ১।০ ধুতুরাবীজ ১।০ তাম্র ১।০ জীরা ২॥০ সকল দ্রব্য আদার রসেতে মাড়িয়া ২ দ্বিগুঞ্জা প্রমাণ বটিকা করিবেক, মধু আদার রসে সেবন করিলে সকল প্রকার প্লীহা জ্বর নাশ হয়। ইতি জীর্ণজ্বরাঙ্কুশ রস। ২১—২৩। শুদ্ধ পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্রভস্ম ১ তোলা লৌহ ২ তোলা তাম্রভস্ম ৪ তোলা, যবক্ষার সাজিমাটী সৈন্ধব, বিটলবণ, কড়ি ভস্ম, তুঁতে, ও চিতামূল, মনছাল, হরিতাল, হিং; কটকী, রোহাড়া, তেউড়ি, তিন্তিড়ীর কাঁচলিক্ষার, রাখালসশা, শ্বেতধলাকুড়ো, আপাঙ্গ, তাল পুষ্প-

রসাঞ্জনং। এতানি সমভাগানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ। আর্দ্র-কস্য রসেনৈব গুড়ুচ্যাঃ স্বরসৈ স্তথা। মধুনঃ কুড়বং ভাব্যং বটিকাং মাষমাত্রকাং। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বরোগকুলা-ন্তকং। প্লীহানং জ্বরমুগ্রঞ্চ কাসঞ্চ বিষমজ্বরং। গুল্মশোথো-দরাষ্ঠীলা যকৃৎশূলং সবেদনং। অগ্রমাংসং ক্ষয়ং শ্বাসং অগ্নি-মান্দ্যেপ্যনাহকে। কামলা পাণ্ডুরোগেষু আমবাতং সুদারুণং। চিরজং কুলজঞ্চৈব জীর্ণজ্বরবিনাশনং। বাতপিত্তকফঞ্চৈব প্লীহানং হন্তি দুস্তরং। রোগানীক বিনাশায় কেশরী করিণো যথা। তথৈব রোগনাশায় মৃত্যুঞ্জয় সুভাষিতং। ইতি মৃত্যুঞ্জয় রসঃ॥ ২৪—৩১। ভল্লাতকা ভয়াজাজী গুড়েন সহ-মোদকঃ। সপ্তরাত্রান্নিহন্ত্যাশু প্লীহানমপিদারুণং॥ ৩২॥

ক্ষার, আমরুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধুস্তূর জয়পাল, শঙ্খভস্ম, যকৃৎমর্দ্দ গাছ, এবং রসাঞ্জন প্রত্যেক ১ তোলা সকল একত্রে চূর্ণ করিয়া আদার রসে গুলঞ্চ রসে মধু /॥০ অর্দ্ধ সের ইহার প্রত্যেকে ভাবনা দিবেক, শুষ্ক করিয়া মাষকলায়ের মত বটী করি-বেক, প্রাতঃকালে মধুর সহিত একটী বটী ভক্ষণ করিবেক, ইহাতে প্লীহা সহিত উগ্র বিষমজ্বর নাশ হয়, কাস গুল্ম শোথ উদর অষ্ঠীলা রোগ, যকৃৎ শূল, অগ্রমাংস ক্ষয়কাস, অগ্নিমান্দ্য এবং আনাহ কামলা, পাণ্ডুরোগ, সুদারুণ আমবাত, চিরসম্ভূত জ্বর, কুলজ জীর্ণ জ্বরও বিনাশ হয়; আর বাতিক পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক জ্বর ও প্লীহা মাত্রকে নাশ করে, যেমন হস্তিদমন সিংহ, তাদৃশ সমূহ রোগ নাশক হয়। ইহা মৃত্যুঞ্জয় কহিয়াছেন। ২৪—৩১। ভেলার আটা হরীতকী জীরা প্রত্যেকে ২ তোলা পুরাতন গুড় ১২ তোলা, গুড় পাক করিয়া মোদক করিবেক। ১ তোলা প্রমাণ ভক্ষণে সপ্ত রাত্রে দারুণ প্লীহা নাশ হয়। ৩২। ইতি ভল্লাদি মোদক। বিশেষ

পয়সাবাত্র যোক্তব্যাঃ পিপ্পল্যঃ প্লীহশান্তয়ে। সপ্তাহং ভাবিতা কৃত্বা পলাশক্ষারবারিণা। বর্দ্ধমানাপি সাভ্যস্তা প্লীহা-গুল্মাগ্নিসাদজিৎ॥ ৩৩। পারিভদ্র পলাশার্ক স্নুহ্যপামার্গ চিত্রকং। কর্ণাগ্নিমন্থবস্নুকং শ্বদংষ্ট্রাবৃহতীদ্বয়ং। পূতিকার্কোত কুটজ কোষাতক্যঃ পুনর্নবা। সমূল পত্রশাখাশ্চ ছেদয়িত্বা উদূখলে। তিলনালেন দীপ্তাগ্নি সুদগ্ধং ভস্ম শীতলং। ক্ষারং প্রস্থং গৃহীত্বাচ ন্যসেৎ পাত্রে নবেদৃঢ়ে। জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতং। পূর্ব্ববৎ ক্ষারকল্কেন সাধয়েচ্চ বিচক্ষণঃ। প্রস্থমেকঞ্চ লবণং তদর্দ্ধাঞ্চ হরীতকীং। গোমূত্র-স্তাড়কং দত্ত্বা ক্ষারবৎ সাধয়েৎ শনৈঃ। কিঞ্চিদ্বারিণি সান্দ্রেচ

জলের সহিত কিম্বা দুগ্ধের সহিত পিপুল প্রয়োগ করিলে প্লীহা শান্তি হইবেক। পলাশক্ষার জলেতে সপ্তাহ পিপুল ভাবনা দিয়া ক্রমেতে বৃদ্ধি করিয়া পিপুল ভক্ষণ করিবেক, প্লীহা গুল্ম অগ্নিমান্দ্য জয় হইবেক; প্রথম ১ রতি পরে ক্রমে বৃদ্ধি ২ রতি ৩ রতি ১ তোলা পর্য্যন্ত ইহাতে প্লীহোদর নাশ হইবেক। ৩৩। পালিতামাদার, পলাশ, আকন্দ, মনসা আপাঙ্গ, চিত, পিপুল, বরুণা, গণিয়ারি, বাসক, গোক্ষুরি, ব্যাকুড়, নাটাকরঞ্জা, হাপরমালি, কুরচি, ঘোষা, পুনর্ণবা এই সকল বৃক্ষের মূল পাতা ডাটা ছাল ছোট ছোট কুচি করিয়া হাড়ির ভিতরে রাখিয়া সরামুখে ঢাকা ও লেপ দিয়া বন্ধ করতঃ জাল দিবেক, অন্তর্ধূমে ভস্ম হইবেক, তিল কাষ্ঠেতে জাল দিবেক। স্বভাবশীতল হইলে ভস্ম হইবেক, পশ্চাৎ ক্ষার /৪ সের পাকার্থ জল ৬৪ সের পাদাবশেষ থাকিবেক, ষোল সের এই ক্ষার জল ঐ ক্ষারের সহিত গুলিয়া ২১ একুশবার ছাঁকিয়া লইবেক, এই ক্ষার ।৬ সের গ্রহণ করিয়া নূতন মৃতপাত্রেতে পাক করিবেক। সৈন্ধবলবণ /২ সের হরীতকী /১ সের

সর্ব্বং সিদ্ধেঽবতারিতে। অজাজীত্র্যূষণ হিঙ্গুর্যমানী পুস্করং শঠী। এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈ শ্চূর্ণীকৃত্য প্রদাপয়েৎ। লবণং চাভয়ানাম ভক্ষয়েচ্চ যথাবলং। ব্যাধীন বেক্ষ্য মতিমানন্নু-পানং যথা বলং। যকৃৎ প্লীহোদরানাহ গুল্মাষ্ঠীলাগ্নিমান্দ্য-জিৎ। যাবৎ কোষ্ঠগতান্রোগান্নিহন্ত্যাশু ন সংশয়ঃ। প্রতিতুন্যর্ত্তি হৃদ্রোগঃ শর্করাশ্ম বিনাশনং। ইতি অভয়া-লবণং॥ ৩৪—৪২॥ রোহিতকাৎ পলশতং ক্ষোদয়েচ্চ উদূখলে। সাধয়িত্বা জলদ্রোণে চতুর্ভাগাবশেষিতং। ঘৃতপ্রস্থং সমারোপ্য ছাগক্ষীরং চতুর্গুণং। সিদ্ধে দদ্যাদিমান্ কল্কান্ সর্ব্বাং স্তানক্ষমানতঃ॥ ব্যোষং ফলত্রিকং হিঙ্গুর্যমানী তুম্বুরু বিড়ং। অজাজী লৌহ লবণ দাড়িমং দেবদারুচ। পুনর্ণবা বিশালার্দ্র যবক্ষারঃ সপৌষ্করং। বিড়ঙ্গং চিত্রকঞ্চৈব হবুষাগ্ন-বিকাং বচাং। এতৈর্ঘৃতং বিপক্কন্তু স্থাপয়ে দ্ভাজনে শুভে।

গোমূত্র ।৬ ষোল সের একত্রে পাক করিবেক, প্রলেপের মত ঘন হইলে নামাইয়া জীরা, ত্রিকটু, হিং, যমানী, কুড়, শঠি প্রত্যেকে ৪ তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিবেক, বিলক্ষণ আলোড়ন করিয়া রাখিবেক, অভয়া লবণ নাম এই ঔষধ ১ তোলা কি ২ তোলা জলে গুলিয়া ভক্ষণ করিতে দিবেক, যকৃৎ প্লীহা উদরি আনাহ অর্থাৎ বদ্ধ মূত্র মল, গুল্ম অষ্ঠীলা অগ্নিমান্দ্য যাবৎ কোষ্ঠগত রোগ এবং প্রতি তূণীর, হৃদ্রোগ অশ্মরিরোগ এই সকল বিনাশ হয়। ৩৪—৪২। রোহাড়ার ছাল ।২৷৷০ সাড়ে বার সের উদূখলে কুটিয়া জল ৬০ সের চতুর্ভাগাবশেষ ১৫ সের থাকিবেক। ঘৃত ৪ সের ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, কল্ক ত্রিকটু, ত্রিফলা, হিঙ্গ, যমানী, ধনে, বিটলবণ, জীরা লৌহভস্ম, সৈন্ধবলবণ, দাড়িমফল, দেবদারু, পুনর্ণবা, রাখালশশা, অভ্রভস্ম, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুষ,

পায়য়েৎ ত্রিপলাং মাত্রাং বলং ব্যাধিমবেক্ষ্যচ। রসকেনাথ যূষেণ পয়সাবাথ ভোজয়েৎ। উপযুক্ত ঘৃতে তস্মিন্ ব্যাধিন্ হন্যাদিমান্ বহূন্। যকৃৎ প্লীহোদরঞ্চৈব প্লীহাশূলং যকৃৎ তথা। কুক্ষিশূলং যকৃৎশূলং পার্শ্বশূলমরোচকং। বিবদ্ধ শূলং শময়েৎ পাণ্ডুরোগং সকামলং। মহারোহিতকং নাম প্লীহঘ্নন্ত বিশেষতঃ॥ ইতি মহারোহিতকং ঘৃতং॥ ৪৩—৫০॥ রোহিতকশ্চায়ুযুক্তং ত্রিকত্রয়যুক্তং দেয়ঃ। প্লীহান মগ্রমাংসঞ্চ নিহন্যাদ্দারুণং যকৃৎ। ইতি রোহিতক লৌহং॥ ৫১॥ ক্রম বৃদ্ধ্যা দশাহানি দশ পিপ্পলিকং দিনং। বর্দ্ধয়েৎ পয়সাসার্দ্ধং

চত্রিও, বচ, প্রত্যেক ২॥০ তোলা। এই সকল কল্ক বাটিয়া ঘৃতে দিয়া ক্কাথের সহিত পাক করিবে। নির্জ্জল হইলে ঘৃত ছাকিয়া লইয়া ছাগদুগ্ধের সহিত ঘৃত পাকে দুগ্ধের ডেলার মত ক্ষীর হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া উত্তম পাত্রে রাখিবেক; প্রতিদিন প্রাতে ব্যাধির বল ও রোগীর বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা দিবেক; প্রথম ২ তোলা পরে বৃদ্ধি করিয়া ১২ তোলা পর্য্যন্ত দিবেক। প্লীহানাশক দ্রব্যের রসে কিম্বা প্লীহানাশক পক্ষি কি অন্য মাংস যূষাদি দ্বারা কিম্বা জলের সহিত এবং দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিবেক। এই উপযুক্ত ঘৃতেতে বহুবিধ ব্যাধিকে নাশ করা যায়। যথা যকৃৎ প্লীহা, উদর প্লীহা, শূল এবং যকৃৎশূল ও কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল, অরুচি, বেদনাযুক্ত বিবদ্ধশূল, পাণ্ডুরোগ, কামলা প্রভৃতি বিশেষে অবশ্য প্লীহানাশক হয়। ৪৩—৫০। রোহাড়া প্লীহা শত্রু। রোহাড়া মূল চূর্ণ এক তোলা, ত্রিকটু ৩ তোলা, ত্রিফলা ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ১ তোলা, চিতামুল ১ তোলা, মুথা ১ তোলা, লৌহ-ভস্ম ১ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিবেক। ঘৃত মধুর সহিত ১ রত্তি আরম্ভ ক্রমে বৃদ্ধি ১০ রত্তি পর্য্যন্ত সেবন করিবেক। ৫১। ক্রমে

তথৈবাপনয়েৎ পুনঃ। জীর্ণে জীর্ণে চ ভুঞ্জীত যষ্টিকং ক্ষীর সর্পিষা। পিপ্পলীনাং সহস্রস্য প্রয়োগোয়ং রসায়নঃ। দশ পিপ্পলীকশ্রেষ্ঠো মধ্যমঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতঃ। যস্ত্রিপিপ্পলি পর্য্যন্তও প্রয়োগঃ সোঽবরঃস্মৃতঃ। বৃংহণংশ্মর্য্যমায়ুষ্যং প্লীহোদর বিনাশনং। বয়ঃসংস্থাপনং মেধ্যং পিপ্পলীনাং রসায়নং। পঞ্চ পিপ্পলিকশ্চাপি দৃশ্যতে বর্দ্ধমানকং। পিষ্টাস্তাবলিভিঃ পেয়াঃ শৃতামধ্য বলৈর্ন রৈঃ। চূর্ণীকৃতা হ্রস্ববলৈ র্দেহদোষাময়ান্ প্রতি। ইতি পিপ্পলী বর্দ্ধমানানি॥ ৫২—৫৭॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে চিকিৎসা প্রকরণে প্লীহাজ্বরাধিকারে বিংশত্যুল্লাসঃ॥ ২০।

বৃদ্ধি করিয়া দশদিবস পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, একাদশাহে হ্রাস করিবেক; বিংশতি দিন পর্য্যন্ত ক্রমে হ্রাস, ক্রমে বৃদ্ধি, রোগ সম্যক্ সমতা না হইলে পুনরায় একবিংশতি দিনাবধি ত্রিংশদ্দিবস পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, তাহার পর চত্বারিংশৎ দিন পর্য্যন্ত হ্রাস, প্রথম দশটী আরম্ভ শ্রেষ্ঠকল্প, ছয়টী আরম্ভ মধ্যম কল্প, তিনটী আরম্ভ জঘন্য কল্প হয়, কিন্তু সামঞ্জস্যে পাঁচটী করিয়া আরম্ভ করিয়া থাকে। বলবান পুরুষ বেটে খাইবেক, মধ্যম-বলী ব্যক্তি ক্বাথ করিয়া খাইবেক, হীনবলী চূর্ণ করিয়া সেবন করিবেক, একটী দুইটী করিয়া দিন বাড়াইবেক, এই বর্দ্ধমানা পিপ্পলীর গুণ অতি তেজস্কর, স্মৃতিবর্দ্ধক, আয়ুর হিতকারী, প্লীহোদরনাশক, বয়সের স্থাপক, মেধার হিতকারিণী। ইতি পিপুলের রসায়ন। ৫২—৫৭। এই প্লীহা জ্বরাধিকারও এস্থলে সমাপন করিলাম, ভবিষ্যৎ উদরাধিকারে প্লীহা যকৃতের অধিক ঔষধাদি লিখিত হইবেক। সহস্রটী পর্য্যন্ত পিপুল বৃদ্ধি করিতে পারে।

অথ জ্বরব্যাধেঃ পথ্যাপথ্য মাহ।

আলোক্য বৈদ্যতন্ত্রাণি যত্নাদেব নিবধ্যতে। ব্যাধিতানাং চিকিৎসাসু পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়ঃ ॥ ১ ॥ ভিষক্ সর্ব্বেষু রোগেষু নির্দ্দিষ্টানি যথাযথং। নিদানাপথ্যপথ্যানি ত্রীণি যত্নাদ্বিচিন্তয়েৎ ॥ ২ । পূর্ব্বং সর্ব্বগদে কুর্য্যান্নিদান পরিবর্জ্জনং। তেনৈবরোগাঃ শীর্য্যন্তে শুষ্কনীরা ইবাঙ্কুরাঃ ॥ ৩। রুক্ষসর্ব্বাস্বপথ্যানি যথাস্বঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ। তাহ্যপথ্যৈর্বিবর্দ্ধন্তে দোহদৈরিব বীরুধঃ ॥ ৪। বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে। নতু পথ্যবিহীনস্থ ভেষজানাং শতৈরপি ॥ ৫ । দোষান্ দূষ্যান্ দেশকালৌ সাত্ম্যং সত্বং বলং বয়ঃ। প্রকৃতি ভেষজং

জ্বর রোগের পথ্যাপথ্য কথিত হইতেছে। তন্ত্র দৃষ্টি করিয়া বৈদ্যের রোগী সকলের চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ যত্নে পথ্য এবং কুপথ্য নিশ্চয় করিবেন। ১। বৈদ্যসকল যে রোগেতে যে প্রকার পথ্য এবং অপথ্য, নিদান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিশেষ যত্নে সেই তিনটির চিন্তা করিবেন।২। সকল রোগে প্রথমে নিদান পরিত্যাগ করিবেক, তাহাতে ব্যাধি শীর্ণ হয়, যাদৃশ জল শুষ্ক হইলে অঙ্কুর শীর্ণ হয় তাদৃশ রোগ শান্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, জলাভাব হইলে তৃণ শীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পুনরায় জল প্রাপ্ত হইলে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, তাদৃশ সুপথ্য দ্বারা রোগ শান্তি হইলে পুনরায় কুপথ্যে ব্যাধি বলবান হইতে পারে ; কেবল পথ্যেই রোগ নির্ম্মূল হয় না ঔষধ দ্বারা নির্ম্মূল হয়। ৩। সকল রোগেতেই কুপথ্য ত্যাগ করিবেক, কারণ সকল রোগই কুপথ্য দ্বারা বৃদ্ধি পায়, যাদৃশ গর্ত্ত লক্ষণেতে গর্ত্তস্থ বালক বৃদ্ধি পায়। ৪। ঔষধ ব্যতিরেকেও পথ্যেতে বরং ব্যাধি নিবৃত্ত হয়, কিন্তু পথ্যবিহীন ব্যক্তির শত ঔষধেও কিঞ্চিৎ রোগ শান্তি হয় না। ৫। বলবান

বাহ্ন মাহারাঞ্চ প্রযত্নতঃ। নিরীক্ষ্য মতিমান্ বৈদ্য শ্চিকিৎসাং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ৬ ॥ ৭। পথ্যানি যোজয়েন্নিত্যং যথাস্বং সর্ব্ব-রোগিষু ॥ ৮। পুরাতনঃ ষষ্টিকশালয়শ্চ বার্ত্তাকু শোভাঞ্জন কারবেল্লঃ। বেত্রাগ্রসাষাঢ়ফলং পটোলং কর্কোটকং মূলক পোতিকাচ ॥ মুদ্গৌম সূরৈশ্চণকৈঃ কুলত্থৈ র্ম্মকুষ্টকৈর্বা বিহিতঞ্চ যূষ। পাঠামৃতা বাস্তুক তণ্ডুলীয় জীবন্তিশাকানিচ দর্ব্বি-

বায়ু পিত্ত কফের এবং রসাদি সপ্তধাতুর ন্যূনাতিরেক দেশ অর্থাৎ আনূপ সাধারণ জাঙ্গল এই সকল দেশের উষ্ণ শীতলতা বিবেচনা, কাল অর্থাৎ ছয় ঋতু এবং আবস্থিক এবং সাত্ম্য অর্থাৎ অভ্যাস সাত্ম্য যথা—স্নিগ্ধ উষ্ণ অভ্যাস, মন অর্থাৎ সাত্বিক রাজসিক তামসিক বিবেচনা, বল অবলের বিবেচনা; বয়স অর্থাৎ বাল্য যুবা বৃদ্ধ, প্রকৃতি অর্থাৎ পিতৃ মাতৃ সহবাসে গর্ব্ভোৎপত্তিকালীন পিতা মাতার যে দোষ প্রাধান্য থাকে সেই প্রকৃতি হয়; যথা—বাতপ্রকৃতি পিত্তপ্রকৃতি কফপ্রকৃতি বাতপৈত্তিক বাতশ্লৈষ্মিক পিত্তশ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক এই সপ্ত প্রকৃতির বিবেচনা করিবেক, ঔষধের বলাবলে পথ্য দিবেক, যথা সান্নিপাতিক রোগে ভেষজ পথ্য নারিকেল দধি ইক্ষু প্রকৃতি শীতলক্রিয়া, গৃহিণীরোগে দুগ্ধ মিষ্টান্নাদি ঔষধানুযায়ী পথ্য, কিন্তু অগ্নির বলাবল বিবেচনায় পথ্য এবং আহার বিবেচনা করিবেক, যে আহার /৫ সের করে তাহাকে /৪ সের দিলে লঘু হইবেক। এই সকল যত্নেতে দৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিমান বৈদ্য চিকিৎসা করিতে উদ্যত হইবেন। ৬। ৭। সকল রোগেতে যথা দোষ বিবেচনা করিয়া নিত্য পথ্য যোজনা করিবেক। ৮। পুরাতন ষাটি ধান্যের তণ্ডুল, বেগুণ, শোভাঞ্জন, করেলা, বেতাক, কুলেকড়া পটোল, কাঁকুড়, কচিমুলা, মুগেরডাল, ছোলা, কুলথকলাই, মটর ইহাদিগের যুষ, আকনাদি শাক, গুলঞ্চ

কাচ। দ্রাক্ষাঃ কপিত্থানিচ দাড়িমানি বৈকঙ্কতান্যেব পটোলি-মানি। লঘূনি সাত্ম্যানিচ ভেষজঞ্চ পথ্যানিমধ্যজ্বরিণা মমুনি॥ ৯—১২। বিরেচনং ছর্দ্দনমঞ্জনঞ্চ নস্যঞ্চ ধূমোপ্যনু-বাসনঞ্চ। শিরাব্যথঃ সংশমনং প্রদেহো হ্যভ্যঙ্গোবগাহঃ শিশিরোপচারঃ। এণঃ কুলিঙ্গো হরিণো ময়ূরো লাবঃ শশস্তি-ত্তিরি কুক্কুটৌচ। ক্রৌঞ্চঃ কুরঙ্গঃ পৃষতশ্চকোরঃ কপিঞ্জলো-বর্ত্তক কালপুচ্ছৌ। গবামজায়াঞ্চ পয়োঘৃতঞ্চ হরীতকী পর্ব্বত নির্ঝরাম্ভঃ। এরণ্ডতৈলং শীতচন্দনঞ্চ দ্রব্যাণি সর্ব্বাণি পূরে-রিতানি॥ জ্যোৎস্না প্রিয়ালিঙ্গন মপ্যয়ংস্যাদগণঃ পুরাণাং

বেতোশাক, কাঁটানটে, জৈন্তিশাক, গুড়কামাইশাক, দ্রাক্ষা, কথ-বেল, দাড়িম, বৈঁচফল, লঘু এবং আত্মহিতজনক পথ্য ও ঔষধ এই সকল মধ্যজ্বরির জানিহ। ৯—১২। বিরেচন, বমন, অঞ্জন, নস্য, ধূমপান, অনুবাসন অর্থাৎ বিরেচন দিনের পূর্ব্বাহে উদরে ঔষধ দ্রব্য প্রলেপ দিবেক, তাহাতে উদরে মল দ্রব হইবেক অর্থাৎ মলাশয় শিথিল হইবেক, তাহার পর জোলাপ দিবেক, রক্তমো-ক্ষণ এবং সংশমন ঔষধ অর্থাৎ যে ঔষধদ্বারা শরীরের দোষ এবং ধাতু শমতা থাকে তাদৃশ ঔষধ দিবেক, প্রদেহ অর্থাৎ শরীরে লেপাদি তৈলাভ্যঙ্গ অবগাহন শিশির অর্থাৎ বরফ আচরণ করি-বেক, এই সকল ব্যবহার পুরাতন জ্বরে করিবেক এবং হরিণ-মাংস, চড়াইপাখি, কালসার হরিণ, ময়ূর, লাবপক্ষী, শজারু, তিত্তিরিপাখি, কুকুড়া, বক, হরিণবিশেষ, চকোরপক্ষী, বাঁটলাপাখি, কালপুচ্ছ এই সকল মাংস ভক্ষণ করিবেক, গোদুগ্ধ গোঘৃত এবং ছাগদুগ্ধ, হরীতকী, পর্ব্বত ঝর্ণার জল, এরণ্ড তৈল, শ্বেতচন্দন এই সকল হিত এবং জ্যোৎস্না সেবা, প্রিয়া আলিঙ্গন, পুরাতন জ্বরির সুখ নিমিত্ত এই সকল আহার বিহার বিবেচনাপূর্ব্বক করাই-

জ্বরিণাংসুখায়ঃ ॥ ১৩—১৭। অভিঘাত সমুত্থানে পানাভ্যঙ্গৌচ সর্পিষঃ। ক্ষতজে ব্রণজেচাপি ক্ষতব্রণ চিকিৎসিতং ॥ ১৮ ওষধীগন্ধ বিষজে বিষপিত্ত প্রসাধনং। অভিচারাভিশাপোত্থে জপহোমাদি ভেষজং ॥ ১৯। উৎপাত গ্রহপীড়োত্থে দান স্বস্ত্যয়নাদয়ঃ। ক্রোধোত্থিতেপিত্তহরং কামজে কামহৃৎ ক্রিয়াং ॥ ২০। কামশোক ভয়োদ্ভূতে গর্ব্ববাত হরাং ক্রিয়াঃ। অশ্বাসনঞ্চৈব চেতোহর্ষদায়িনী যানিচ ॥ ২১। বিশেষতঃ পুনশ্চায়ঃ ক্রোধকাম সমুত্থিতে। ভয়শোক সমুদ্ভূতে কাম-ক্রোধোক্ত মৌষধং ॥ ২২। ভূতাভিষঙ্গজে ভূত বন্ধবেসন তাড়নং। মনঃক্ষোভ সমুৎপন্নে মনসঃ সান্ত্বনানিচ ॥ ২৩। ইত্যাগন্তুজ্বরে পূর্ব্বেভিষগ্‌ভিঃ পথ্যমিষ্যতে। বিষ্ণোর্নাম

বেক। ১৩—১৭। অভিঘাত জন্য জ্বরে ঘৃতাভ্যঙ্গ করিবেক, ক্ষত জন্য ও ব্রণ জন্য জ্বরে ক্ষত ব্রণ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ১৮। ওষধী গন্ধ জন্য জ্বরে এবং বিষজন্য জ্বরে বিষহর ও পিত্তহরক্রিয়া করিবেক, অভিচারজনিতে আর অভিশাপ জনিত জ্বরে জপ ও হোম স্বস্ত্যয়নাদি করাইবেক। ১৯। কোন উৎপাতিক গ্রহ পীড়াজন্য জ্বরে দান এবং স্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়া, ক্রোধসম্ভব জ্বরে পিত্তহর কর্ম্ম, কাম জন্য জ্বরে কাম হরণ ক্রিয়া করিতে হইবেক। ২০। কাম শোক এবং ভয়জনিত রোগে বাতহর ক্রিয়া করিবেন, অপর আশ্বাস ও চিত্তের হর্ষদায়ক কার্য্য করা বিধেয়। ২২। বিশেষতঃ ক্রোধ কামজনিতে পুনরায় কাম ক্রোধ উক্ত ঔষধ দিবেক এবং ভয় শোক সম্ভবেও এই ক্রিয়া করিবেক। ২২। ভূতাভিষঙ্গজনিত জ্বরে ভূত বন্ধন তাড়নাদি, মনের ক্ষোভ জন্য জ্বরে মনের যাহাতে সান্ত্বনা হয় তাহা করিবেক। ২৩। এই সকল আগন্তু জ্বরে পথ্য ইচ্ছুক প্রাচীন বৈদ্য সকল, বিষ্ণুর নাম সহস্র পাঠ, শ্রবণ, ধর্ম্ম-

সহস্রস্য পঠনং শ্রবণং শ্রুতেঃ॥ ২৪ ॥ দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ গুরূণানপি পূজনং। ব্রহ্মচর্য্যং জপোহোমঃ প্রদানং নিয়মো- তপঃ॥ ২৫ ॥ সাধূনাং দর্শনং নিত্যং রত্নৌষধি বিধারণং। মঙ্গলাচরণঞ্চেতি বর্গঃ সর্ব্বান্ জ্বরান্ জয়েৎ॥ ২৬ ॥ অধিবাসন কর্ম্মাণি রক্তস্রগ্বস্ত্র ধারণং। বমিবেগং দন্তকাষ্ঠ মাসাত্ম্যমতি ভোজনং॥ ২৭ ॥ বিরুদ্ধান্যন্নপানানি বিদাহীনি গুরূণিচ। দুষ্টাম্বুক্ষারমম্লানি পত্রশাকং বিরূঢ়কং॥ ২৮ ॥ নলদম্বুচ তাম্বূলং কালিন্দং লৈকুচং ফলং। তোড়ী মৎস্যঞ্চ পিন্যাকং ছত্রকং পিষ্ট বৈকৃতং॥ ২৯॥ অভিষ্যন্দানি চৈতানি জ্বরিতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। ইতি জ্বররোগ পথ্যাপথ্যাধিকারঃ॥ ৩০ ॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে জ্বররোগস্য পথ্যাপথ্যধিকার কথনে একবিংশত্যুল্লাসঃ॥ ২১ ॥

শাস্ত্র শ্রবণ এবং দেবতা ব্রাহ্মণ গুরুজন সকলের পূজন, ব্রহ্মচর্য্যা- চরণ ও তপস্যা, হোম, দান, নিয়ম, জপ, নিত্য সাধু দর্শন, রত্ন এবং ঔষধি ধারণ, মঙ্গলাচরণ এই সাকল্য কর্ম্ম আগন্তু জ্বরকে জয় করে। ২৪—২৬। জ্বরি মানব অধিবাস করিবে না, রক্তমাল্য এবং রক্তবস্ত্র ধারণ করিবেক না, ছর্দ্দির বেগ ধারণ ও দন্তকাষ্ঠ ও অসাত্ম্য ভোজন, অতিশয় ভোজন করিবে না। বিরুদ্ধ ভোজন যথা দুগ্ধের সহিত মৎস্য, মাংস, ভাজা দ্রব্য, অতি গুরু দ্রব্য, দুষ্ট জল, অম্ল, শাক, অঙ্কুরিত দ্রব্য, তরমুজ, তাম্বুল এবং তেঁতুল ডেঁফল, মৎস্য মাত্র, তিলকল্ক, ছত্র অর্থাৎ ছাতার মত বর্ষাকালে জন্মে তাহার নাম ছত্রক, পিঠা এই সকল কফকৃৎ দ্রব্য জ্বরি ব্যক্তি ত্যাগ করিবেক। ২৭—৩০।

অথ জ্বরাতীসার চিকিৎসা।

পিত্তজ্বরে পিত্তভবোঽতিসার স্তথাতিসারে যদি বা জ্বরঃস্যাৎ। দোষস্য দূষ্যস্য সমানভাবো জ্বরাতিসারঃ কথিতোঽভিষগ্ভিঃ ॥ ১ ॥ জ্বরাতিসারিণামাদৌ কুর্য্যাল্লঙ্ঘন পাচনে। জ্বরাতিসারয়ো রক্তং ভেষজং যৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২ ॥ ন তৎ মিলিতয়োঃ কার্য্যমন্যোন্যং বর্দ্ধয়েদ্যতঃ। অতি প্রবর্ত্তমানস্তু পাচয়ন্ সংগ্রহং নয়েৎ ॥ ৩ ॥ জ্বরাতিসারী পেয়াম্বা পিবেৎ সাম্লাং শৃতাং নরঃ। পৃশ্নিপর্ণী বলাবিল্ব নাগরোৎপলধান্যকৈঃ ॥ ৪ ॥ বিল্বং মহৌষধং পাঠা ধান্যকং জীরকং বলা।

অনন্তর জ্বরাতীসার চিকিৎসা। পিত্তজ্বরেতে পিত্তজনিত অতিসার হয় এবং অতিসারেতে যদি জ্বর হয়, তবে দোষ ও দুষ্য সমান ভাব জন্য বৈদ্য কর্ত্তৃক জ্বরাতীসার রোগ তাহার নাম কথিত হইয়াছে। ১। জ্বরাতিসারিদিগের প্রথমে লঙ্ঘন, পাচন দিবেক, জ্বরাতিসার এবং শুদ্ধ অতিসারের পৃথক্ পৃথক্ যে ঔষধ উক্ত আছে তাহার মিলিত কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। যেহেতুক পরস্পর বর্দ্ধক হয়, জ্বরাতিসারে অসাধারণ করণীয় কার্য্য কর্ত্তব্য অর্থাৎ পরস্পারের যাহাতে শান্তি হয়, তাহাই যদি অতিশয় প্রবৃত্তি হয়, তবে তাহাতে পাচক কিম্বা সংগ্রাহক ঔষধ দিবেক। ২। ৩। জ্বরাতীসারীকে অম্লের সহিত পাক করিয়া পেয়া দিবেক অর্থাৎ খই সিদ্ধ করিয়া দিবেক। চাকুলে বেড়্যালা বেলশুঁঠা শুঠ সুঁদির মূল ধনে এই ছয়খানির ক্বাথ দিবেক, কিম্বা বেলশুঁঠা শুঠ আকনাদি ধনে জীরা বেড়্যালা এই ৬ খানি দ্রব্যের ক্বাথ দিবেক, অথবা লাজ পেয়া এই দ্রব্যের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া দিবেক। ক্বাথ মাত্রা প্রত্যেকে ২৭ রতি করিয়া ১৬০ রতি পাচনবৎ পাক। এই লাজমণ্ডকে পেয়া বলে, এবং মসুর যুষাদিতে /৪ সের জল হইলে ৬ খানিতে ১৬০ রতি

ষড়ঙ্গো হ্যস্তু যূষাদ্যে রতীসার হরঃপরঃ ॥ ৫ ॥ বিল্বাদিযূষ পাঠেন্দ্রযবভূনিম্ব মুস্তপর্পটকামৃতাঃ। জয়ত্যাম মতীসারং সজ্বরং সমহৌষধং। ইতি পাঠাদি পাচনং ॥ ৬ ॥ নাগরাতি বিষামুস্তং ভূনিম্বামৃত বৎসকৈঃ। সর্ব্বজ্বরহরঃক্কাথঃ সর্ব্বাতীসার-নাশনঃ ॥ ৭ ॥ ইতি নাগরাদি পাচনং। ধান্যকং বিশ্ব সংযুক্ত মামঘ্নং বহ্নিদীপনং। বাতশ্লেষ্মজ্বরহরং জ্বরাতীসারনাশনং। মৃদুত্বাদিহ ধান্যস্য ভাগাশ্চ সপ্তসম্মিতাঃ। তীক্ষ্ণত্বা দেব শুণ্ঠ্যাশ্চ ভাগএকোবিধীয়তে ॥ ৮ ॥ ইতি ধান্যশুণ্ঠী পাচনং। কলিঙ্গাতি-বিষাশুণ্ঠী বালা ভূনিম্ব বালকং। জ্বরাতীসার সন্তাপং নাশয়ে-দধি কল্পতঃ ॥ ৯ ॥ ইতি কালিঙ্গাদি পাচনং। হ্রীবেরাতিবিষা বিল্বমুস্তধন্যাকনাগরৈঃ। পিবেৎ পিচ্ছাবিবদ্ধঘ্নং শূলদোষাম-পাচনং ॥ ১০ ॥ সরক্তং হন্ত্যতীসারং সজ্বরং বাথবিজ্বরং।

দিবেক, ২ সেরজলে ৮০ রতি, ৬ খানিতে /১ সের জলে ৪০ রতি দিবেক। ৪। ৫। আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরাতা, মুথা, খেতপাপড়া, গুলঞ্চ এবং শুঠ, এই ৭ খানি দ্রব্যের পাচন জ্বরাতীসার জয় করে, মিলিত ১৬০ রতি প্রত্যেকে ২৩ রতি পাচনবৎ পাক হইবেক।৬। শুঠ, আতইচ, মুথা, চিরতা, গুলঞ্চ ও কুরচিছাল এই ৬ খানির ক্বাথ সকল জ্বরাতীসার নাশক হয়। ৭। ধনে ৮০ রতি শুঁঠ ৮০ রতি জ্বরাতীসার নাশক পাচন এবং আমপাচক ও অগ্নিদীপক হয়, বাতশ্লেষ্ম জ্বরনাশনে সমান ধনে শুঁঠ, পিত্তাধিক্য হইলে ৭ ভাগ ধনে একভাগ শুঁঠ দিবেক। ৮। ইন্দ্রযব, আতইচ, শুণ্ঠী, বাসক-মূল, চিরাতা ও বালা এই ৬ খানি দ্রব্যেতে ১৬০ রতি ওজন। এই পাচন জ্বরাতীসার নাশক হয়। ৯। বালা, আতইচ, বেলশুঁঠা, মুথা, ধনে ও শুঁঠ এই ৬ খানির পাচন আমবেদনা নাশক, আম-পাচক, সরক্ত জ্বরাতীসার কিম্বা বিজ্বর আমরক্তাতীসার নাশ

ইতি হ্রীবেরাদি পাচনং॥ ১১॥ হ্রীবেরাতিবিষাবিশ্বা মুস্ত ধন্যাক বৎসকং। সমাঙ্গাধাতকী লোধ্রং বিল্বংদীপন পাচনং। হন্ত্যরোচক পিচ্ছামং বিবদ্ধং সাতিবেদনং। সশোণিত মতী-সারং সজ্বরং বাথবিজ্বরং॥ ১২।১৩॥ বৃহৎ হ্রীবেরাদি পাচনং। উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্বভেষজং। সমঙ্গাধাতকী লোধ্রং বিল্বং দীপনপাচনং। হন্ত্যরোচক পিচ্ছামং বিবদ্ধং সাতি-বেদনং। সশোণিত মতীসারং সজ্বরং বার্তাবিজ্বর॥ ১৪। ১৫॥ ইতি উশীরাদি পাচনং। গুড়ূচ্যাতিবিষাবিল্বং শুণ্ঠী ধন্যাক বালকৈঃ। পাঠাভূনিম্ব কুটজ চন্দনোশীর পদ্মকৈঃ। কষায়ঃ শীতলঃ পীতো জ্বরাতীসার শান্তয়ে। হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি পিপাসা দাহনাশনঃ। ইতি বৃহদ্গুড়ূচ্যাদি পাচনং॥ ১৬।১৭॥ পঞ্চমূলীবলাবিল্বং গুড়ূচী মুস্তনাগরৈঃ। পাঠা ভূনিম্বহ্রীবের

করে। ১০। ১১। আতইচ শোধন গোময় জলে সিদ্ধ করতঃ জলে ধৌত করিতে হইবেক। বালা, আতইচ, শুঁঠ, মুথা, ধনে, কুরচিছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধকাষ্ঠ, বেলশুঁঠা এই দশখানি দ্রব্যের পাচন অগ্নিদীপ্তিকারক, অরুচিনাশক; পিচ্ছিলআম-পাচক এবং বদ্ধ আম বেদনা সহিত অতীসার, রক্তের সহিত সজ্বর কি বিজ্বর অতীসার নাশক হয়। ১২। ১৩। বেণার মূল, বালা, মুথা, ধনে, শুঠ, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধকাষ্ঠ, বেলশুঠা এই পাচন সরক্ত জ্বরাতীসার নাশক। ১৪। ১৫। গুলঞ্চ, আতইচ, বেলশুঠা, শুঠ, ধনে, মুথা, বালা, আকনাদি, চিরতা, কুরচি, রক্ত-চন্দন, বেণার মূল ও পদ্মকাষ্ঠ এই ১৩ খানি দ্রব্যের পাচন শীতল করিয়া পানেতে জ্বরাতীসার নাশ হয় এবং উপস্থিত বমনত্ব, অরুচি এবং বমি পিপাসা দাহ নাশক হয়। ১৬। ১৭। পঞ্চমূল অর্থাৎ সোণা, শ্রীফল, পারুল, গামার, গণিয়ারি এই পাঁচখানিদ্রব্য, আর

কূটজত্বক্‌ফলৈঃ শৃতং। হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ জ্বরদোষং বমিং তথা। সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসং হন্যাৎ সুদুস্তরং। ইতি পঞ্চমূল্যাদিপাচনং॥ ১৮। ১৯॥ পয়স্যাচন্দনং মুস্তং বিল্বং পাঠা সদাড়িমাঃ। ধাত্রিকাতিবিষা শুণ্ঠী ধাতকীন্দ্রযবৈঃ শৃতঃ। কষায়ো হন্ত্যতীসারং জ্বরং চানিল শূলনুৎ। গুদেশূলে ভ্রষ্ট-রক্তৌ পিপাসা ছর্দিনাশনঃ। ইতি পয়স্যাদি পাচনং॥ ২০। ২১॥ পঞ্চমূলী শৃঙ্গবেরং শৃঙ্গাটককটং ঘনং। জম্বুদাড়িম-পত্রঞ্চ বলা বালা গুড়ূচিকা। পাঠাবিল্বং সমঙ্গাচ কূটজত্বক্ ফলং তথা। ধান্যকং ধাতকী ক্বাথো হতিবিষা জীরকঃ যুতঃ। পিত্তেজ্বরাতীসারেচ সরক্তে বাপ্য রক্তকে। অপিযোগশতে প্যুক্তেহপ্যসাধ্যে সর্ব্বরূপিণে। ইতি মহাপঞ্চমূল্যাদি পাচনং॥ ২২—২৪॥ দশমূলী কষায়েন বিল্বনক্ষ সমং পিবেৎ।

বেড়্যালা বেলশুঠা গুলঞ্চ, মুথা শুঠ আকনাদি চিরতা বালা কুরচি-ছাল ও ইন্দ্রযব এই ১৫ খানি দ্রব্য পঞ্চমুল্যাদি পাচন ইহা সকল অতীসার এবং জ্বর বমি বেদনা, উপদ্রবযুক্ত কাস এবং শ্বাস নাশ করে। ১৮। ১৯। ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, মুথা, বেলশুঁঠা, আকনাদি, কচিদাড়িম ফল, আমলা, আতইচ, শুঁঠ, ধাইফুল ও ইন্দ্রযব এই ১১ দ্রব্য পাচন জ্বরাতিসার, বেদনা, মলদ্বারে বেদনা, রক্ত প্রবৃত্তি, পিপাসা এবং ছর্দ্দি নাশক হয়। ইতি পয়স্যাদি পাচন। ২০। ২১। পঞ্চমূল ৫ খানি শুণ্ঠী, পানিফলপত্র, কাঁচড়া-গাছ, মুথা, জামপাতা, দাড়িমপত্র, বেড়্যালা, বালা, গুলঞ্চ, আকনাদি, বেলশুঁঠা, বরাক্রান্তা, কুরচিছাল, ইন্দ্রযব, ধনে, ধাই-ফুল আতইচ ও জীরা এই ২৩ খানি, দ্রব্যে ১৬০ রতি পাচনবৎ ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে, পিত্তপ্রধান জ্বরাতীসার এবং রক্তের সহিত কিম্বা নীরক্ত অসাধ্যরূপ অতীসার হইলেও দিবেক।২২—২৪।

জ্বরেচৈবাতীসারেচ স শোথ গৃহিণী গদে। ইতি দশমূলশুণ্ঠী পাচনং ॥ ২৫ ॥ ব্যোষং বৎসক বীজঞ্চ নিম্ব ভূনিম্ব মার্করং। চিত্রকং রোহিণীং পাঠাং দার্ব্বীমতিবিষাং সমাং। শ্লক্ষ্ণ চূর্ণীকৃতান্ সর্ব্বান্ তত্তুল্যাং বৎসকত্বচং। সর্ব্বমেকত্র সংযোজ্য প্রপিবেৎ তণ্ডুলাম্বুনা। সক্ষৌদ্রং বা লিহেদেতৎ পাচনং গ্রাহিভৈষজং। তৃষ্ণারুচি প্রশমনং জ্বরাতীসার নাশনং। কামলা গৃহিণীদোষান্ গুল্ম প্লীহান মেবচ। প্রমেহং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ। ইতি ব্যোষাদি চূর্ণং ॥ ২৬—২৯ ॥ কালিঙ্গ বিল্ব জম্ব্বাস্থি কপিত্থ সরসাঞ্জনং। লাক্ষাহরিদ্রাহ্রীবেরং কটফলং শুকনাশিকাং। লোধ্রমোচরসং শঙ্খং ধাতকী বটশৃঙ্গকং ॥ ৩০ ॥ পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন বটকানক্ষ সম্মিতান্। ছায়াশুষ্কা পিবেৎ পিত্তজ্বরাতীসার নাশিনী ॥ ৩১ ॥ ইতি কালিঙ্গাদি গুড়িকা। বৎসকত্বক্ ফলব্যোষ গুড়ূচী

দশমূল পাচনের ক্বাথে শুঁঠের গুঁড়া ॥০ অর্দ্ধতোলা দিয়া সেবনে জ্বরাতীসার ও শোথের সহিত গৃহিণী ব্যাধি নাশ হয়। ২৫। ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, চিতামূল, কটকী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতইচ এই সকল সমানভাগ সকলের তুল্য কুরচি ছাল তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিবেক। ২৬—২৯। ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠা, জামের আঁটি, কথবেল, রসাঞ্জন, লাহা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কটফল, লোধ, মোচরস, শঙ্খভস্ম এবং ধাইফুল বটেরঝুরি এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া আলোচালুর চেলোনিতে বিলক্ষণ বাটিয়া বয়ড়াফলের তুল্য বটিকা করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবেক, পিত্তপ্রধান জ্বরাতীসারে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ শান্তি হইবেক। ৩০। ৩১। কুরচিছাল, ইন্দ্রযব, ত্রিকটু, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠা, চিতামুল, ধনে,

বিল্বচিত্রকৈঃ। ধান্যকাতিবিষামুস্তং সুশুষ্কং শ্লক্ষ্ণ চূর্ণিতং। কূটজস্যরসে ন্যস্তং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্। লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ সন্মিশ্রাং জ্বরাতীসার নাশিনীং। গৃহিণী দোষশূলঘ্নীং কাস শ্বাস রুজাপহাং॥ ৩২। ৩৩॥ হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং পিপ্পলী-টঙ্গণং বিষং। কণকস্যচ বীজানি সমাংশং বিজয়াদ্রবৈঃ॥ ৩৪॥ মর্দ্দয়েদ্যাম মাত্রন্তু চণমাত্রা বটীকৃতা। ভক্ষণাদ্গ্রহিণীং হন্তি রসঃ কণকসুন্দরঃ॥ ৩৫॥ অগ্নিমান্দ্যং রসংতীক্ষ্ণ মতীসারঞ্চ নাশয়েৎ। দধ্যন্নং পায়য়েৎ পথ্যং যদ্বাতক্রৌদনং হিতং॥৩৬॥ ইতি কণকসুন্দরোরসঃ। দরদং বৎসনাভঞ্চ মরিচং টঙ্গণং কণা॥ চূর্ণিতং সমভাগেন রসোহ্যানন্দভৈরবঃ॥ ৩৭॥ গুঞ্জৈকং বা ত্রিগুঞ্জং বা বলংজ্ঞাত্বা নিয়োজয়েৎ। মধুনা লেহয়েচ্চানু

আতইচ ও মুথা এই সকল দ্রব্য শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করতঃ কুরচি-ছালের রসেতে বাটিয়া বয়ড়া ফলের মত বটিকা করিবেক, মধুর সহিত মাড়িয়া একটী কি দুইটী বটী প্রাতে সেবন করিলে জ্বরাতী-সার নাশ হয়, আর গৃহিণী দোষ, শূলনাশক এবং কাস শ্বাস নাশক হয়। ৩২। ৩৩। হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগা, বিষ এবং ধুতুরাফল এই সকল দ্রব্য সমানাংশ লইবেক সিদ্ধির কাথে বাটিয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটী করিবেক, এই কণকসুন্দররস বটিকা সেবনে গৃহিণী নাশ করে, অগ্নিমান্দ্য এবং আমরস, অতিশয় জ্বরাতীসার নাশ করে, এ ঔষধে পথ্য দধি অন্ন কিম্বা তক্রান্ন দিবেক। ৩৪—৩৬। হিঙ্গুল, বিষ, মরিচ, সোহাগা, পিপুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগ জলে বাটিয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটী কিম্বা ২ রত্তি প্রমাণ করিবেক, ব্যাধির বল বিবেচনামতে মাত্রা দিবেক এবং ইন্দ্রযব, কুরচিছাল বাটা অনুপান দিবেক, এবং গব্য কিম্বা ছাগ দধি অন্ন পথ্য, ভেষজ বল বিবেচনামতে পথ্য দিবেক, পিপাসাতে

কুটজস্য ফলং ত্বচং॥ ৩৮॥ রসোহয়ং দত্তমাত্রেণ ত্রিদোষো-ত্থাতিসারজিৎ। দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং গব্যাজ্যং পথ্যমেববা॥ ৩৯॥ পিপাসায়াং জলং শীতং বিজয়াচ হিতানিশি। ইতি আনন্দভৈরবোরসঃ॥ ৪০॥ দরদঞ্চ বিষং ব্যোষং জীরকং টঙ্গণং তথা। গন্ধকঞ্চাভ্রকং চৈব ভাগৈকং শুদ্ধ সূতকং॥ ৪১॥ মস্তুরং সর্ব্ব তুল্যং স্যাৎ মর্দ্দয়েৎ জম্বিরাম্বুনা। একৈকং ভক্ষয়ে-চ্চানু জীরকং মধুনাসহ॥ ৪২॥ ত্রিদোষোত্থমতীসারং সজ্বরং বাথবিজ্বরং। জয়েৎ সর্ব্বমতীসারং সংগ্রহগ্রহিণী হরং॥ ৪৩॥ রসো হভয়োনৃসিংহাখ্যো জ্বরাতীসারনাশনঃ। ইতি অভয়-নৃসিংহোরসঃ॥ ৪৪॥ স্বর্ণবীজং মরিচং মরাল পাদং কণা-টঙ্গণকং বিষঞ্চ। গন্ধং জয়ন্তি দিবসং বিমর্দ্দ্য গুঞ্জাঃ প্রমাণং গুড়িকাং বিদধ্যাৎ॥ ৪৫॥ একাতিসারং গ্রহিণী জ্বরাগ্নিমান্দ্যং নিহন্যাৎ কণক প্রভেয়ং। দধ্যোদনং পথ্য মনুষ্কবারি রসে-ভজেত্তিত্তিরি লাবকানাং॥ ৪৬॥ ইতি কণকপ্রভাবটিকা।

শীতল জল এবং রাত্রিতে সিদ্ধি কিঞ্চিৎ দিবেক। ৩৭—৪০। হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, জীরা, সোহাগা, গন্ধক, অভ্রভস্ম ও শুদ্ধ পারা এই সকল দ্রব্য সমভাগ সকলের সমান আফিঙ্গ গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী, জীরার গুঁড়া ও মধুর সহিত সেবন করিবেক, ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বরাতীসার এবং সজ্বর কি বিজ্বর সকল অতীসার নাশ হইবেক, এবং সংগ্রহ গ্রহিণীও নাশ হয়। ৪১—৪৪। ধুতূরাবীজ, মরিচ, হংসপদী, পিপুল, সোহাগা, বিষ, পারা ও গন্ধক এ সমস্ত সমভাগ সিদ্ধির কাথে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া ভাবনা দিবেক, ১ রতি প্রমাণ বটী করিবেক, মধু এবং সিদ্ধির কাথে অনুপান দিয়া ভক্ষণে কেবল অতীসার কিম্বা সজ্বর এবং গ্রহিণী অগ্নিমান্দ্য নষ্ট করিবেক, দধ্যন্ন শীতল জল,

সূতং স্বর্ণং রসং গন্ধং ব্যোষং টঙ্কণমেবচ। শঠবীজং লৌহমভ্রং জম্বীররস সংপ্লুতং। গুঞ্জামাত্রা প্রদাতব্যা রসশ্চানন্দ ভৈরবী। মুস্তং সর্জ্জরসং খাদেৎ জ্বরাতীসারনাশিনী। চূর্ণিতং কর্ষমাত্রস্তু ত্রিদোষোত্থাতিসারজিৎ। শুণ্ঠী ধন্যাকতোয়েন আমাতিসার-নাশিনী। আনন্দভৈরবীরসঃ॥ ৪৭—৪৯॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে জ্বরাতীসারচিকিৎসা সমাপ্তি

দ্বাবিংশতুল্লাসঃ।

অথাতীসার নিদান পূর্ব্বকং চিকিৎসামাহ। পিত্তজ্বরাতী-সার পাঠাৎ জ্বরাতীসারয়োরন্যোহন্যোপদ্রবাচ্চ জ্বরাতীসার-মাহ॥ ১। তত্রাতিসারস্য বিপ্রকৃষ্টাতি নিদানান্যাহ। গুর্ব্বতি স্নিগ্ধরুক্ষোষ্ণ দ্রবস্থূলাতি শীতলৈঃ। বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণে

তিত্তিরি এবং লাবপক্ষীর মাংস যূষ পথ্য দিবেক। ৪৫। ৪৬। স্বর্ণভস্ম রস গন্ধক ত্রিকটু সোহাগা গোড়ানেবুর বীজ লৌহ অভ্র এরূপ সমভাগ গোঁড়ানেবুর রসে মাড়িয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবেক, মধুর সহিত একবটী দিবেক, পশ্চাৎ মুথাচূর্ণ ১ তোলা এবং ধুনাচূর্ণ ১ তোলা, ধনে আর শুঁঠের ক্বাথে গুলিয়া খাইবেক, ত্রিদোষিক জ্বরাতীসার এবং আমাতীসার নাশ হইবেক।৪৭—৪৯।

অনন্তর অতীসারের নিদান কথন পূর্ব্বক চিকিৎসা কথিত হইতেছে, পিত্তজ্বরে অতীসার কথন হেতুক এবং জ্বরাতীসারদ্বয়ের পরস্পর উপদ্রবহেতুক জ্বরানন্তর অতীসার কথিত হইবেক। ১। গুরুশব্দে এস্থানে মাত্রা গুরু, তথা স্বভাব গুরু, মাষাদি, কিম্বা গুণেতে গুরু, পাকেতে গুরু অর্থাৎ ভারি, অতি শব্দস্থূলান্ত পর্য্যন্ত সম্বন্ধ, অতি স্নিগ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ ঘৃত দুগ্ধ মাংস যূষ চিনি মিছরির পানাদি, অতি রুক্ষ ভর্জ্জিত দ্রব্যাদি, শিম্বাদি, অতি তপ্ত দ্রব্য,

বিষমৈশ্চাপি ভোজনৈ। স্নেহাদ্যৈরতিযুক্তৈশ্চ মিথ্যাযুক্তৈর্ব্বিষৈর্ভয়ৈঃ। শোকাদ্দুষ্টাম্বুমদ্যাতিপানৈঃ সাত্ম্যর্ত্তুপর্য্যয়ৈঃ। জলাভিরমণৈর্বেগ বিঘাতৈঃ ক্রিমিদোষতঃ। নৃণাং ভবত্যতীসারো লক্ষণং তস্যবক্ষ্যতে॥ ৫। সংপ্রাপ্তিমাহ। সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধঃ শকৃন্মিশ্রোবায়ুনাধঃপ্রনুন্নঃ। সরত্যতী-

অতিদ্রব অর্থাৎ অতিশয় তরল মাত্র, অতি স্থূল, যথা পিষ্টক লড্ডুকাদি, বিরুদ্ধাশন, যথা দুগ্ধ মৎস্য মাংস একত্রে ভক্ষণ, অধ্যশন, যথা পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইলে পুনরায় আহার, এবং অজীর্ণ দ্রব্য আহার, বিষমাশন, যথা অল্প কি অধিক অকালে আহার, অনুরোধে হউক বা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অসময়ে ভক্ষণ, স্নেহাদির অতিশয় সেবন, যথা সর্ব্বদা তৈলাদি ব্যবহার, ঘৃত, স্বেদ, বমন, বিরেচন, অনুবাস, পিচকিরি এ সকল অতি মাত্র ব্যবহার, বমনাদির অতিযোগ অতীসার কারণ, ইহাদিগের হীনযোগও কারণ হয়, বমনাদি কর্ম্মের মিথ্যা যোগ, অভাব বা অল্পযোগ হেতুক দোষকে উৎক্লেশ করে অর্থাৎ অতীসার নিমিত্ত হয়, বিষ অর্থাৎ স্থাবর বিষ অথবা দুষ্টবিষ ভক্ষণ, এবং ভয়েতে, শোকেতে, দুষ্টজল পানেতে দুষ্ট মদ্যপান ও দুষ্ট জল ও মদ্যের অতি পানেতে, সাত্ম্য বিপর্য্যয়ে, যথা স্নেহ সাত্ম্য ব্যক্তির রুক্ষ ক্রিয়াদিতে অতীসারের হেতু হয়, ঋতু বিপর্য্যয়ে, যথা বর্ষাতে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মে শীত, শীতে গ্রীষ্ম, শিশিরে গ্রীষ্মাদি, জল সন্তরণেতে, বায়ুমূত্র মলের বেগ ধারণে এবং ক্রিমিদোষাদিতে মনুষ্য সকলের অতীসার রোগ জন্মে, ইহার লক্ষণ কহিতেছি। ২—৫। জলীয় ধাতু যথা, জলরস মূত্র স্বেদঃ কফ পিত্ত রক্তাদি দুষ্ট হইয়া অগ্নিমান্দ্য করে, বিষ্ঠার সহিত ঐ ধাতু মিশ্রিত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক অধঃ সঞ্চালিত হয়, তাহাতে গুহ্যদেশ দিয়া মলমিশ্র ধাতু অতিশয় সরে, একারণ তাহাকে অতীসার

বাতীসারং তমাহুর্ব্যাধিং ঘোরং ষড়্বিধং তং বদন্তি॥ ৬।
একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চাপি দোষৈঃ শোকেনান্যঃ ষষ্ঠ আমেন
চোক্তঃ॥ ৭। হৃন্নাভিপায়ূদরকুক্ষিভেদে গাত্রাবসাদানিল সন্নি-
রোধাঃ। বিটসঙ্গ আধ্মান মথাবিপাকো ভবিষ্যত স্তস্য
পুরঃসরাণি॥ ৮। অরুণং ফেনিলং রুক্ষ মল্পমল্পং মুহুর্ম্মুহুঃ।
শকৃদামং সরুকশব্দং মারুতেনাতিসার্য্যতে॥ ৯। পিত্তাৎ
পীতং হরিতং লোহিতম্বা মূর্চ্ছাদাহ ক্ষত পাকোপপন্নং॥ ১০।
শুক্লং সান্দ্রং সকফং শ্লেষ্মণাতু বিস্রং শীতং হৃষ্টরোমা মনুষ্যঃ॥
১১॥ বরাহস্নেহমাংসাম্বু সদৃশং সর্ব্বরূপিণং। কৃচ্ছ্রসাধ্য-
মতীসারং বিদ্যাদোষ ত্রয়োদ্ভবং॥ ১২। তৈস্তৈর্ভাবৈশোচ-
তোহল্পশনস্য বাষ্পোষ্মাবৈবহ্নিমাবিষ্যজন্তোঃ। কোষ্ঠং গত্বা-

বলেন, এই ব্যাধি ঘোর ভয়ানক, ইহা ৬ প্রকার হয়। ৬। বাতিক,
পৈত্তিক ২ শ্লৈষ্মিক ৩। সান্নিপাতিক ৪। শোকে ৫। ও আমেতে ৬
জন্মে। এই ৬ ছয় প্রকার অতীসার কথিত হয়। ৭। হৃদয়, নাভি,
গুহ্যদ্বার ও কুক্ষি এই সকল স্থানে সূচীবিদ্ধন্যায় বেদনা, শরীরের
অবসাদ, বায়ু রোধ, কোষ্ঠের অশুদ্ধি এবং উদরাধ্মান, অপাক
অতিসারে পূর্ণরূপ এই সকল লক্ষণ হয়। ৮। অরুণ বর্ণ, ফেনা-
বিশিষ্ট, রুক্ষ, বারম্বার অল্প অল্প ভেদ হয়, বিষ্ঠা অপক্ক, এবং
বেদনা ও শব্দযুক্ত, বায়ুকৃত অতীসার লক্ষণ হয়। ৯। পীতবর্ণ,
শাকবর্ণ, রক্তবর্ণ, মিশ্রিত পুরীষ, মূর্চ্ছা, দাহ ক্ষতজযুক্ত পিত্তজ
অতীসার হয়। ১০। শুক্লবর্ণ অথচ ঘন কফের সহিত অপক্ক মল
সরে, গন্ধযুক্ত, শীতল মল এবং রোমাঞ্চিত শরীর হয় এ অতীসার
কফজ। ১১। শূকর তৈলের ন্যায়, মাংস ধোয়াজলের তুল্য, এবং
সকল দোষের চিহ্নবিশিষ্ট মল, ত্রৈদোষিক অতীসারে হয়, ইহা
অতিকৃচ্ছ্র সাধ্য জানিহ। ১২। ধন বন্ধুনাশাদি ভাবে, শোকপ্রাপ্ত

ক্ষোভয়েত্তস্য রক্তং তচ্চাধস্তাৎব্যাকিরন্তী প্রকাশং। নির্গচ্ছেদ্বৈ বিড়্বিমিশ্রংহ্যবিড়্বা নির্গন্ধং বা গন্ধবদ্বাতিসারং॥ শোকোৎপন্নো দুশ্চিকিৎস্যোহতিমাত্রং রোগোবৈদ্যৈঃ কষ্ট এষ প্রদিষ্ট॥১৩।১৪। জেজ্জড়াদিভিঃ সর্ব্বৈরেবাময়ং বাতপিত্তজ উক্তঃ। দুশ্চিকিৎস্যোতিমাত্রং শোকাপনোদং কেবলং ভেষজেনানুপশমমিতি। অতএবহি কষ্ট এষ প্রাদিষ্টোবৈদ্যব্রহ্মাদিভিঃ। গদাধরস্ত্বাহ এষ, ইত্যনেন এবং সর্ব্বসংপ্রাপ্তিক এব কষ্টোনত্বয়ং শোকজ ইতি॥১৫।১৬॥ অন্নাজীর্ণাৎ পদ্রুতাঃক্ষোভয়ন্তঃ কোষ্ঠং দোষাধাতু সংঘান্ মলাংশ্চ। নানাবর্ণং নৈকশঃ সারয়ন্তি শূলোপেতং ষষ্ঠমেনং বদন্তি॥১৭॥ ননু ষষ্ঠ আমেন চোক্ত ইতি বাতাদিষু পৃথক্করণ মসঙ্গতং যতঃ সর্ব্বেষামতীসারাণাং প্রাগবস্থা আমশব্দবাচ্যা জীর্ণাবস্থাতু

অথচ অল্পাহার জনিত বাষ্প জলের উষ্মা অগ্নিকে পাইয়া কোষ্ঠেতে গমন করিয়া তাহার রক্তকে ক্ষুব্ধ করে, সেই ক্ষুব্ধ রক্ত অধোদেশে গুঞ্জাফল তুল্য নির্গত হয়, কদাপি বিষ্ঠামিশ্র, কেবল রক্তও নির্গত হয়, গন্ধশূন্য হয় এবং গন্ধ রক্তও হয়, মানবের এই অতীসার শোকোৎপন্ন, দুঃখেতে ইহার চিকিৎসা করণীয়, যেহেতু এ রোগ অতিশয় কষ্টদায়ক, বৈদ্যগণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছে। ১৩। ১৪। আহার অজীর্ণ হইলে বায়ু পিত্ত কফের বিপথে গতি হয়, এবং সর্ব্বত্রে ধাবমান হয়, কোষ্ঠ, আমাশয়, পচ্যমানাশয় ও পক্বাশয়, এবং রক্তাদি ধাতু ও পুরীষাদিকে দূষিয়া নানাবর্ণ করতঃ বারম্বার সরায় ও বেদনাযুক্ত মল সরে, ষষ্ঠ অতীসারকে এই লক্ষণাক্রান্ত বলেন। ১৫—১৭। ষষ্ঠাতীসার আমজ, ইহাতে ব্যাবৃত্তি হইতেছে, যে, বাতাদিতে পৃথক্ করণ সঙ্গত হয় না, যেহেতুক সকল অতীসারের প্রথমাবস্থা আমশব্দে কথনীয়া, জীর্ণাবস্থা পক্বশব্দ বাচ্যা,

পক্কশব্দবাচ্যা অতএব সর্ব্বাতীসারগোচর মুদাহরতি॥ আম-পক্কক্রমংহিত্বা ন্নাতীসারে ক্রিয়াযতঃ তি। অতঃ সর্ব্বাতীসারেষু জ্ঞেয়ং পক্কামলক্ষণং॥ ১৮—২০॥ দোষৈরেকৈকশঃ সান্নিপাতৈশ্চ ত্বারঃ ভযশোকজোদ্বৌ এবং ষট্ অত্রদ্বন্দ্বথেতিকোভিপ্রাযঃ॥ ২১॥ উচ্যতে চরকে ভযশোকজো লক্ষণসংজ্ঞা কার্য্য ভেদাৎ ভিন্নৌ উক্তৌ আমজস্তু অন্নাজীর্ণ কুপিত ত্রিদোষজত্বেন সান্নিপাতেঽবরূদ্ধ ইতি ন সংখ্যাতিরেকঃ। সুশ্রুতে হেতুপ্রত্যনীক চিকিৎসার্থং শোকজামজৌ পঠিতৌ বাতজত্ব সন্নিপাতজত্বা ভেদেঽপি যথা বাতাদিজত্বা ভেদেঽপি মৃত্তিকাজঃ পাণ্ডুরোগ ইতি এবং ভয় শোকজাবিতি চরকে হেতু প্রত্যনীকচিকিৎসার্থং পৃথক্ পঠিতৌ। সুশ্রুতে ভযজঃ কেবল

অতএব সকল অতীসার গোচর উদাহরণ হইতেছে, আম এবং পাকের ক্রম ত্যাগ করে যে অতীসারে, তাহার চিকিৎসা হয় না, একারণ সকল অতীসারে পক্কাম চিহ্ন জ্ঞাতব্য হইয়াছে, আমাতীসার ষষ্ঠ গণনা কিরূপে হয় এই কটি। ১৮—২০। দোষেতে একে একে তিন প্রকার, সন্নিপাতে ১ এক, এই চারি প্রকার, ভয় এবং শোকজ ২ প্রকার লইয়া ছয় প্রকার হয়, এ স্থানে অন্যথার কি অভিপ্রায়। ২১। চরকেতে ভয়জ এবং শোকজ এই দুই লক্ষণ হেতুক কার্য্যভেদ হইতে ভিন্ন উক্ত হইয়াছে, আমজ অপক্কজীর্ণ কর্ত্তৃক কুপিত ত্রিদোষজনিত কারণ সন্নিপাতে অবরোধ সংখ্যাতিরেক নয়, সুশ্রুতে হেতু নাশ চিকিৎসা নিমিত্ত শোকজ এবং আমজপাঠ করিয়াছেন, বাতজ কি সন্নিপাতজ অভেদেতে সাদৃশ বাতাদিজত্ব অভেদেতে মৃত্তিকাজ পাণ্ডুরোগ, এই প্রকার ভয়জ শোকজ অতীসার। চরকে হেতু বিপরীত চিকিৎসা নিমিত্ত পৃথক পাঠ করেন, সুশ্রুতে ভয়জাতীসার কেবল বাতিকে অবরোধ,

বাতিকেঽবরুদ্ধঃ মানসত্বা বিশেষাদ্বা ভয়জঃ শোকজেঽবরুদ্ধ ইতি-জেজ্জড়ঃ ॥ ২২—২৭ ॥ নৈবং আমেনৈবারভ্যতইতি। আমজঃ। দোষাস্তু সংসর্গিনি প্রেরয়িতারো নত্বারম্ভকাঃ। আমশ্চ দুষ্টান্নকার্য্যঃ দোষধাতুমল ব্যতিরিক্তো বাতাদি সংসৃষ্টো বাতাদি প্রেরিতো বাতরক্তাদিবৎ ব্যাধ্যারম্ভ ইতি ॥ ২৮।২৯ ॥ সংসৃষ্টমেতি দোষৈস্তু ন্যস্তমপ্সুবসাদতি। পুরীষং ভৃশদুর্গন্ধি পিচ্ছিলং চামসংজ্ঞিতং ॥ ৩০ ॥ এতান্যেবতু লিঙ্গানি বিপরীতানি যস্যবৈ। লাঘবন্তং বিশেষেণ তস্য পক্বং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৩১ ॥ অথ অস্য চিকিৎসামাহ। যোতিদ্রবং প্রভূতশ্চ পুরীষ মতিসার্য্যতে। তস্যাদৌবমনং কার্য্যং পশ্চাল্লঙ্ঘন মাচরেৎ ॥ ৩২ ॥ বচালবণতোয়েণ বান্তিনাম প্রশস্যতে। পিপ্পলী লবণাভ্যাস্তু

মানসভাবের অবিশেষ হেতুক ভয়জ শোকজে অবরোধ হয়, এই অতীসারকে জেজ্জড় বলে। ২২—২৭। আমেতে আমাতীসার আরম্ভ হয় এই আমজ হইল, সংসর্গি দোষ সকল তৎপ্রেরিতাও আরম্ভক নহে, এ দুষ্টান্ন কার্য্য হয়, আমদোষ ধাতু মলব্যতীত বাতাদি সংমিলিত হইয়া বাতাদি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বাতরক্তাদির ন্যায় রোগারম্ভক হয়, ইতি। বাতরক্তে দুই বায়ুযুক্ত হইলে বাতরক্ত সংজ্ঞা হয়। ২৮। ২৯। এই সকল দোষ বাতপিত্ত কফেতে সংযুক্ত হয়, আমবিষ্ঠা জলেতে বিক্ষিপ্ত হইলে ডুবে যায়, অতিশয় দুর্গন্ধ এবং যে মল পেছাল। তাহার অপক্ক মল সংজ্ঞা হয়। ৩০। যে মানবের অনেক মাত্রায় অতিশয় দ্রব পুরীষ অর্থাৎ পাতলা বিষ্ঠা ত্যাগ হয়, তাহার অগ্রে বমন কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ লঙ্ঘনাচরণ করিবেক। ৩১। ৩২। বচ ১ তোলা লবণ ১ তোলা ৩২ তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবেক, ইহার নাম প্রশংসিত বান্তি। কিম্বা বচ ১ তোলা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা

সাধিতং সলিলেনবা ॥ ৩৩ ॥ সদ্যোতিসারে প্রভবেচ শূলে খল্যাঞ্চ মার্গদ্বয়সংপ্রবৃত্তৌ। উষ্ণাম্বুনা শক্রযবস্য চূর্ণপীতং নিহন্যাদচিরেণৈব ॥ ৩১ ॥ অয়ংক্রমঃ পূর্ব্বএব। আমপক্বক্রমংহিত্বা নাতীসারে ক্রিয়াযতঃ। অতঃ সর্ব্বাতীসারেষু জ্ঞেয়ং পক্বামলক্ষণং ॥ ৩৫ ॥ নতু সংগ্রহণং দদ্যাৎ পূর্ব্বমামাতীসারিণে। দোষাহ্যাদৌবধ্যমানা জনয়ন্ত্যাময়ান্ বহূন্ ॥ ৩৬ ॥ লঙ্ঘন মেকং যুক্তং নান্যদস্তীহ ভেষজং বলিনঃ। সমুদীর্ণং দোষচয়ং শময়তিচৈতৎ পাচয়ত্যপি ॥ ৩৭। আমে বিলঙ্ঘনং শস্তমাদৌ পাচনমেববা। কার্য্যাঞ্চানশনস্যান্তে প্রদ্রবং লঘুভোজনং ॥ ৩৮ ॥ ক্ষীণধাতু বলার্ত্তস্য বহুদোষোহতিনিঃসৃতে।

থাকিতে খাইবেক, এবং পিপুল ১ তোলা লবণ ১ তোলা ঐরূপ জলে পাক করিয়া খাইবেক, ইহাতে সদ্য জন্মিয়াছে যে অপক্বাম, দোষে সশূল অতীসার এবং খালিধরা উর্দ্ধাধ প্রবৃত্তি, সেই রোগ শীঘ্র বিনাশ হইবেক, অথবা ইন্দ্রযবের চূর্ণ ১ তোলা তপ্তজলের সহিত ভক্ষণ করিবেক, ইহাতেও শীঘ্র অতীসার নাশ হইবেক। ৩৩। ৩৪। যেহেতুক আমাতীসারে অপক্ব এবং পক্ব ক্রম ত্যাগ করিয়া অতীসারে কার্য্য করা হয় না, অতএব সকল অতীসারে পক্ব এবং আম লক্ষণ জ্ঞাতব্য হইয়াছে। এই শ্লোক পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে এ স্থানে প্রয়োজন জন্য পুনঃ পাঠ হইল। ৩৫। প্রথমে আমাতীসারে সংগ্রাহক কর্ম্ম করিবে না, কারণ দোষ আবদ্ধ হইয়া অনেক রোগ জন্মায়। ৩৬। বলবান ব্যক্তির অতীসার হইলে প্রথমে কেবল লঙ্ঘনযুক্ত, অন্য ঔষধ দিবেক না, দোষ সঞ্চয় প্রকোপ হইলে শমতা করিবেক এবং পাচক দিবেক। ৩৭। আমাতীসারে অগ্রে বিশেষ লঙ্ঘন প্রশস্ত এবং লঙ্ঘনের পরে পাচন কার্য্য, পরিমিত দ্রব্য আহার দিবেক, যেহেতুক দ্রবদ্রব্য

আমোপিত্তস্তম্ভনীয়ঃ স্যাৎ পাচনান্মরণং ভবেৎ॥ ৩৯ ॥ ধান্যব নাগরং মুস্তং বালকং বিল্বমেবচ। আমশূল বিবদ্ধঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনং॥ ৪০ ॥ ইদং ধান্যচতুষ্কং স্যাৎ পিত্তে শুণ্ঠীং বিনা-পুনঃ। ইতিধান্য চতুষ্কং॥ ৪১ ॥ হ্রীবের শৃঙ্গবেরাভ্যাং মুস্ত-পপটকেন বা। মুস্তোদীচ্যশৃতং তোযং দেযং বাপি পিপা-সবে॥ ৪২ ॥ যুক্তেঽন্নকালে ক্ষুৎক্ষামং লঘূন্যন্নানি ভোজযেৎ। ঔষধ সিদ্ধপেযানাং লাজানাং শক্তবোহিতাঃ॥ ৪৩ ॥ অথ পথ্যাপথ্যমাহ। বমনং লঙ্ঘনং নিদ্রা পুরাণাঃ শালিযষ্টিকাঃ। বিলেপী লাজমণ্ডশ্চ মসূর তুবরীরসঃ॥ শশৈণ লাবহরিণ

অতীসারের কারণ; অতএব অল্প দ্রবদ্রব্য দিবেক। ৩৮। অতী-সারেতে মনুষ্যের যদি ধাতুক্ষীণ হয, অনেক দোষ প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ অনবরত ভেদ হয়, এতাদৃশ স্থলে আমও স্তম্ভনীয় অর্থাৎ ধারক করিবেক, কেননা পাচন দিলে তাহাতে মৃত্যু হয। ৩৯। ধনে শুঁঠ মুথা বালা বেলশুঠা এই পাঁচখানি দ্রব্যের পাচন মধু ॥০ তোলা অনুপান দিবেক, ইহাতে আমবেদনা ও বদ্ধআম পরি-পাক হয, এবং অগ্নির দাপ্তি করে। ইতি ধান্যপঞ্চক। ৪০। পিত্ত-প্রধান হইলে শুণ্ঠী ত্যাগ করিয়া ৪ খানি পাচন দিবে, তাহার নাম ধান্যচতুষ্টয। ৪১। বালা শুঁঠের ক্বাথ, এবং মুথা খেতপাপড়ার ক্বাথ, কিম্বা মুথা বালার ক্বাথ পিপাসায় দিবেক। ৪২। আমাবস্থা পাক হইলেও আহার দানের যুক্তকাল বুঝিয়া অর্থাৎ ক্ষুধাতে ক্ষীণ হইলে লঘু অন্ন আহার দিবেক, ঔষধ দ্রব্য সহিত সিদ্ধ পেয়া দিবেক এবং খইর গুঁড়া দিবেক, বস্ত্র প্রশ্রুত মণ্ড দিবেক, লাজ-পেয়া এবং মসুর যূষ দিবেক। ৪৩। অতীসারের পথ্য কহিতেছি। লঙ্ঘন, বমন, দিবানিদ্রা এবং নিদ্রা প্রশস্তা, পুরাতন ষাটধানের তণ্ডুল, লাজপেয়া, মণ্ড, মসুর যূষ ও ছোট অড়হরকলাই যূষ,

কপিঞ্জল ভবারসাঃ। সর্ব্বেক্ষুদ্রমৎস্যাঃ শস্তা দধিতক্রং গবামপি॥ ছাগস্যসর্পিঃ ক্ষীরঞ্চ নবনীতং গবাজয়োঃ। নবং রম্ভাফলং পুষ্পং ক্ষৌদ্রং জম্বু ফলানিচ॥ কপিত্থং কদলং বিল্বং তিন্দুকং দাড়িম দ্বয়ং। জাতীফলং জীরকঞ্চ ধন্যাকং চাত্রশোভনং॥ ৪৪—৪৭॥ কুপথ্যমাহ; নশস্তমঞ্জনং স্বেদো নস্যং রক্তস্য মোক্ষণং। তথা জাগরণং ক্ষীরং দ্রাক্ষাতাম্বূলমেবচ॥ নারিকেলং তথা সর্ব্বং রসং স্নেহন মেবচ। কস্তূরীমদিরা ভেদানাতীসারেহিতো ভবেৎ॥ ৪৮। ৪৯॥ অথ বাতিকে। নাগরাতিবিষা মুস্তৈ-রথবা ধন্যানাগরৈ। তৃষ্ণাশূলাতীসারঘ্নং পাচনং দীপনং লঘুং॥ ৫০॥ অভয়ং নাগরং মুস্তং গুড়ৈনৈষা চতুঃসমা। গুড়িকাতু ত্রিদোষঘ্নী সাতীসারাং বিসূচিকাং॥ ক্রিমিং বিবদ্ধ-

শশারু মাংস যূষ, এবং হরিণ কপিঞ্জল পক্ষীর মাংস যূষ, আর ক্ষুদ্র মৎস্য সকল প্রশস্ত পথ্য, দধি তক্র গব্য ও ছাগ ঘৃত দুগ্ধ, ছাগ নবনীত গো নবনীতও দিবেক, নূতন কদলী পুষ্প অর্থাৎ মোচা, কচি কাটালিকলা মধু, জাম ফল, কথবেল, কচিবেল, গাবফল, মিষ্ট ও অম্ল, দুই প্রকার দাড়িম ফল, জায়ফল, জীরা, ধনে, এই সকল দ্রব্য অতীসারির পথ্য ও হিতকারক, বিবেচনাপূর্ব্বক দিবেক, ইহা লেখা স্থূল, কিন্তু চিকিৎসক সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দিবেন। ৪৪—৪৭। কুপথ্য। অঞ্জন, তাপ, নস্য, রক্তমোক্ষণ এবং জাগরণ, দুগ্ধ ভক্ষণ, দ্রাক্ষা ফল, তাম্বূল নারিকেল এবং সর্ব্ব স্নিগ্ধ রস, মৃগনাভি মদিরা অতীসারে কুপথ্য হয় অর্থাৎ অহিতজনক হয়। ৪৮। ৪৯। শুঁঠ আতইচ মুথা এই তিন খানির পাচন কিম্বা ধনে শুঁঠের পাচন, তৃষ্ণা ও বেদনাযুক্ত অতীসার নাশক এবং পাচক ও অগ্নিদীপ্তিকারক হয়। ৫০। হরীতকী, শুঁঠ মুথা এবং গুড় এই ৪ খানি সমান ভাগ লইয়া কুলের আকৃতি গুড়িকা করিবেক, এই

মানাহং হন্যাদগ্নিঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ। ইতি অভয় গুড়িকা ॥৫১।৫২॥ সলোধ্র ধাতকী বিল্ব মুস্তাম্রাস্থি কলিঙ্গকং। পিবেৎ মাহিষ-তক্রেণ পক্কাতীসারনাশনং॥ ৫৩॥ কঞ্চট দাড়িমজম্বু শৃঙ্গাটপত্র বিল্বহ্রীবেরং। জলধর নাগর সহিতং গঙ্গামপি বেগিনী রুন্ধ্যাৎ। ইতি কঞ্চটাদি পাচনং॥ ৫৪॥ মুস্তং কলিঙ্গবীজং মোচরসং বিল্বধাতকীলোধ্রঃ। গুড়েন মথিতং যুক্তমেতদ্গঙ্গা-মপি বেগিনী রুন্ধ্যাৎ॥ ৫৫॥ মধুকং কট্ফলং লোধ্রং দাড়ি-মস্য ফলংত্বচং। পিত্তাতীসারে সর্ব্বস্মিন্ পাচয়েৎ তণ্ডুলা-ম্বুনা। ইতি মধুকাদি॥ ৫৬॥ কিরাততিক্তকং মুস্তং বৎসকং সরসাঞ্জনং। পিবেৎ পিত্তাতীসারঘ্নং সক্ষৌদ্রং বেদনাপহং॥

গুড়িকা ত্রিদোষাতীসারনাশিনী এবং বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠা ও ক্রিমি বিবন্ধ আম, আনাহ অর্থাৎ মলমূত্র বন্ধ নাশ করে ও অগ্নি বৃদ্ধি করে। ৫১। ৫২। লোধকাষ্ঠ, ধাইফুল, বেলশুঠা, মুথা, আম্রের কোশি এবং ইন্দ্রযব এই কএক খানি সমভাগে চুর্ণ করিয়া মহিষ তক্রের সহিত ভক্ষণে পক্কাতীসার নাশ হয়। ৫৩। এই ঔষধ বাতিকে। কাঁচড়াদাম, কাঁচাদাড়িম ফল, জামপাতা, পানিফলপাতা, বেলশুঠা, বালা এবং মুথা শুঠ এই ৮ খানি প্রত্যেকে ২০ রতি পাচনে গঙ্গার জল বেগকেও রোধ করে। ৫৪। মুথা, ইন্দ্রযব, মোচরস, বেলশুঠা, ধাইফুল, লোধকাষ্ঠ ও সমভাগ পুরাতন গুড়ের সহিত মাখিয়া অর্দ্ধ তোলা খাইবেক ইহাতে গঙ্গাবেগ তুল্য অতী-সার নাশ করে। ৫৫। যষ্টিমধু, কটফল, লোধ, দাড়িম ফল এবং দাড়িম বৃক্ষের ছাল এই কএক দ্রব্য সমভাগে চুর্ণ করিয়া আতপ তণ্ডুলের ধৌত জলের সহিত ভক্ষণ করিবে, ইহাতে সকল প্রকার অতীসার নাশ হইবেক। ৫৬। চিরতা মুথা কুরচিছাল রসাঞ্জন সমভাগে চুর্ণ করিয়া মধুর সহিত খাইবেক, পিত্তপ্রধানাতীসার

কিরাতাদি ॥ ৫৭ ॥ পটোল যবধন্যাক ক্বাথঃ পেয়ঃ সুশীতলঃ। শর্করা মধুসংযুক্তং ছর্দ্দ্যতীসারনাশনঃ॥ যবত্রিকং॥ ৫৮ ॥ অথ কফাতীসারে। কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকী বিল্ববালকং। লোধ্রচন্দন পাঠাশ্চ কষায়ং মধুনাসহ॥ ৫৯ ॥ পিবেৎ সামে-সশূলেচ রক্তস্রাবেচ শস্যতে। কুটজাদিরিতিখ্যাতঃ সর্ব্বা-তীসার নাশনঃ॥ ৬০ ॥ ইতি কুটজাদি। সমঙ্গাতিবিষামুস্তং বিল্বং হ্রীবের ধাতকী। কুটজত্বক্‌ফলং বিল্বং ক্বাথঃ সর্ব্বাতী-সারনুৎ॥ ৬১ ॥ ইতি সমঙ্গাদি। পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী। সৌবর্চ্চলং রামঠঞ্চ ব্যোষঞ্চাতিবিষাং বচা। পিবেৎ শ্লেষ্মাতিসারঘ্নী চূর্ণিতং চোষ্ণবারিণা। ইতি পিপ্পল্যাদি চূর্ণং॥ ইতি কফে॥ ৬২ ॥ অথ রক্তাতীসারস্য সনিদান চিকি-সামাহ। পিত্তকৃত্তু যদাত্যর্থং দ্রব্যান্যশ্নাতি পৈত্তিকে। তদোপ-জায়তেঽভীক্ষ্ণং রক্তাতীসার মুল্বণং॥ ৬৩ ॥ সবৎসকঃ সাতি-

এবং বেদনা নাশ হইবেক। ৫৭। ইতি পিত্তে। পলতা যব ধনে এই ৩ খানি দ্রব্যের ক্বাথ চিনি মধুর সহিত ভক্ষণে ছর্দ্দি এবং অতীসার নাশ হয়। ৫৮। কুরচিছাল কচি দাড়িম মুথা ধাইফুল বেলশুঠা বালা লোধ রক্তচন্দন আকনাদি প্রত্যেক ১৮ রতি পাচন-বৎ পাক,এই কষায় মধু অনুপানে সেবন করিলে আম বেদনা নাশ করিবেক এবং রক্তস্রাবও নাশ হইবেক। ৫৯। ৬০। বরাক্রান্তা, আতইচ, বেলশুঠা, মুথা, বালা, ধাইফুল, কুরচিছাল, ইন্দ্রযব, শুট, প্রত্যেক ১৮ রতি পাচনবৎ ক্বাথে সকল অতীসার নাশ হয়। ৬১। পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপুল, সচললবণ, হিং, ত্রিকটু, আতইচ এবং বচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করতঃ অর্দ্ধ তোলা তপ্ত জলের সহিত ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মাতীসার নাশ হইবেক। ৬২। পিত্তপ্রধান অতীসার হইলে যদি পিত্তকারক দ্রব্য ভক্ষণ করে,

বিষং সবিল্বঃ সোদীচ্য মুশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ। সামে সশূলে সহশোণিতেচ চির প্রবৃত্তে বিহিতোহতীসারে। ইতি বৎসকাদি পাচনং ॥ ৬৪ ॥ কষাযো মধুনাপীতস্ত্বচো দাড়িম বৎসকাৎ। সদ্যোজয়েদতীসারং রক্তজং দুর্নিবারকং ॥ ৬৫ ॥ গুড়েনা খাদয়েদ্বিল্বং রক্তাতীসার নাশনং। বিল্বং ছাগপয়ঃসিদ্ধং সিতামোচরসান্বিতং। কলিঙ্গ চূর্ণসংযুক্তং রক্তাতীসার নাশনং। আজেন পয়সাপীতঃ কল্কঃ কৃষ্ণতিলোদ্ভবঃ। সিতামধু যুতোহন্তি রক্তাতীসার মুল্বণং ॥ ৬৬ । ৬৭ ॥ স্নিগ্ধং ঘনং কুটজবল্কমজন্তু জগ্ধচাদায় তৎক্ষণ মতীবচ প্রোর্থয়িত্বা জম্বুপলাশপূটতণ্ডুলতোয়সিক্তং বদ্ধং কুশেনচ বহির্ঘন পঙ্কলিপ্তং।

তবে নিরন্তর অত্যন্ত রক্তাতীসার জন্মে। ৬৩। কুরচিছাল, আতইচ, বেলশুঠা, বালা, মুথা এই ৫ খানি দ্রব্য প্রত্যেকে ৩২ রত্তি পাচনবৎ ক্বাথ করিয়া খাইবেক, এই ক্বাথ বেদনার সহিত আমেতে এবং রক্তাতীসারে বিশেষ হিতকারী হয়। ৬৪। কুরচিছাল ১ তোলা, কচি দাড়িমের ফল ১ তোলা, পাচনবৎ কষায় করিয়া খাইবেক, অনুপান মধু ॥০ তোলা, দুর্নিবার রক্তাতীসারে পান করিলে সদ্যই রোগ জয় হইবেক। ৬৫। বেলপোড়া গুড়ের সহিত খাইলে রক্তাতীসার নাশ হয়, ছাগদুগ্ধে বেল সিদ্ধ করিয়া চিনি এবং মোচরস চূর্ণ আর ইন্দ্রযব চূর্ণ যুক্ত করিয়া খাইলে রক্তাতীসার ভাল হয়, কচি বেল ২ তোলা ছাগ দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা একত্রে পাক হইয়া, দুগ্ধাবশেষ থাকিবেক, তাহাতে চিনি ২০ রত্তি মোচরস চূর্ণ ১০ রত্তি ইন্দ্রযব ১০ রত্তি কৃষ্ণতিল বাটা ১ তোলা দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া চিনি ৪ তোলা মধু ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া খাইলে রক্তাতীসার নাশ হইবেক। ৬৬। ৬৭। কীটাদি দ্বারা ভক্ষিত নহে এতাদৃশ কুরুচি ছাল গ্রহণ করতঃ কুট্টিত করিয়া

সুস্বিন্নমেতদবপীড্য রসংগৃহীত্বা ক্ষৌদ্রেণ যুক্তমতীসারবতি প্রদদ্যাৎ। কৃষ্ণাত্রিপুত্ৰমত পূজিত মেষযোগঃ সর্ব্বাতীসার হরণেম্বয়মেব রাজা॥ ৬৮—৭০॥ কুটজ পুটপাকঃ। তণ্ডুলীয়ক মূলঞ্চ পিষ্টং বারিণা। সিতামধুযুতং পীতং রক্তাতীসার নাশনং॥ ৭১॥ কুটজত্বক্‌ফলং মুস্তং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। অতীসারং জয়ত্যাশু শর্করা মধুযোজিতং॥ ৭২॥ কুটজ ত্বক্‌কৃতঃক্বাথো ঘনীভূতঃ সুশোভনঃ। লেহিতোতিবিষাযুক্তঃ সর্ব্বাতীসার নাশনঃ॥ ৭৩॥ কুটজস্য ত্বচং ক্ষুণ্ণং শুদ্ধ তোয়ামলে পচেৎ। ক্বাথে পাদাবশেষেহস্মি ল্লেহং পূতে পুনঃ পচেৎ। সৌবর্চ্চল যবক্ষার বিড়সৈন্ধব পিপ্পলী। ধাতকীন্দ্র-

লইবেক, জামপাতা পলাশ পাতার কৌটা করিয়া তাহার ভিতরে কোটা কুরচিছাল রাখিবেক, আতপতণ্ডুল জলেতে সিদ্ধ করিবেক, ঐ পাতার কৌটার বাহিরে কুশের দ্বারা জড়াইয়া ঘন পাঁকের লেপ দিবে, পোড়াতে সিদ্ধ হইলে লেপ ছাড়াইয়া পীড়ন করতঃ রস গ্রহণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার নাশ হইবেক, ঐ রস ৭ তোলা পর্য্যন্ত সেবন করিবেক, এই যোগ আত্রের মত পূজিত, সকল অতীসার নাশকের রাজা হয়।৬৮—৭০। কাঁটানটের মূল, আতপ চালের চেলোনিতে বাটিয়া মধু চিনির সহিত ভক্ষণে রক্তাতীসার নাশ হয়। ৭১। কুরচিছাল ইন্দ্রযব মুথা প্রত্যেক ৮৩ রতি ক্বাথ করিয়া মধুর এবং চিনির সহিত পানে রক্তাতীসার শীঘ্র জয় হয়। ৭২। কুরচি ছালের ক্বাথ ঘন করিবেক, ঐ ঘন ক্বাথে আতইচ চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ অবলেহ করিয়া ৩ তোলা পর্য্যন্ত খাইতে পারিবেক, ইহা সকল অতীসার নাশক। কুরচি ছাল /১ সের পাকের জল /৮ সের শেষ /২ সের ঘন পাক হইলে আতইচ চূর্ণ ২০ তোলা দিবেক। ইতি কুটজাবলেহঃ। ৭৩। কুরচি ছাল

যবাজাজী চূর্ণং দত্ত্বা পলদ্বয়ং। লিহ্যাদর মাত্রস্তু শীতং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতং। পক্বাপক্ব মতীসারং নানা বর্ণং সবেদনং। দুর্ব্বার গ্রহণীদোষং জয়েচ্চাপি প্রবাহিকং। ইতি বৃহৎ কুটজাবলেহ॥ ৭৪—৭৬॥ পলামভাদ্রং গিরিমল্লিকায়াঃ সংক্ষুদ্য পক্ত্বারসমাদদীতঃ। তস্মিন্ সুপূতে পলমস্মিতানি শ্লক্ষ্ণানি-পিষ্টা সহশাল্মলেন। পাঠাং সমঙ্গাতি বিষাং সমুস্তাং বিল্বঞ্চ পুষ্পাণিচ ধাতকীনাং। প্রক্ষিপ্য ভূয়ো বিপচেত্তু তাবৎ দর্ব্বী প্রলেপঃ স্বরসস্তু যাবৎ। পীতস্বসৌ কালবিদা জনেন মণ্ডেন বাজাপয়সাথবাপি। নিহন্তি সর্ব্বং ত্বতী সারমুগ্রং কৃষং সিতং বাপিচ লোহিতকং বা। দোষংগ্রহণ্যা বিবিধং চ রক্তং তথৈব চার্শাংসি সশোণিতানি। অসৃগ্দরং চৈব মসাধ্যারূপং নিহন্ত্য-

।২।০ সের কুটিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবেক, পাদাবশেষ ১৬ ষোল সের থাকিবেক; পুনরায় ক্বাথ পাক করিয়া লেহবৎ ঘন করিবেক। তাহাতে সচললবণ, যবক্ষার, বিটলবণ, সৈন্ধব, পিপুল, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, জীরা ইহাদিগের চূর্ণ ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া একত্রে আলোড়া করতঃ কুলের মত বটী করিবেক; মধু দিয়া ঐ বটী অবলেহ করিয়া খাইবেক। ইহাতে নানাবর্ণ অতীসার ও দুর্জ্জয় গ্রহণী দোষ নাশ করে। ৭৪—৭৬। আর্দ্রকুরচি ছাল ১২॥০ সাড়ে বারো সের কুটীয়া পাক জল ৬৪সের, ।৩।০ রা কবেক, পুনরায় ঐ ক্বাথ পাক করিয়া প্রলেপবৎ ঘন করতঃ তাহাতে নিম্নোক্ত দ্রব্য সকল চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া রাখিবেক। যথা—মোচরস, আকনাদি, আতইচ, মুথা, বেলশুঠা, ধাইফুল ইত্যাদির প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা এই ঔষধ ৵০ আনা ।০ আনা ।০ তোলা পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিবেক, এই ঔষধ আতব তণ্ডুল তোয়মণ্ডের সহিত কিম্বা ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবনে অতীসার কৃষ্ণ

বশ্যংকুটজাষ্টকোহরং॥ ৭৭—৮০॥ ইতি কুটজাষ্টকং। বৎসকত্বক্‌ফলং ব্যোষং গুড়ূচী বিল্বচিত্রকৈঃ। ধাতক্যাতিবিষা মুস্তং সুশুষ্কং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতং। কুটজস্য রসেন্যস্তং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্। লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ সংমিশ্রাং সর্ব্বাতিসার নাশিনীং। গ্রহণীদোষ শূলঘ্নীং কাসশ্বাস বিনাশিনীং। ইতি বৎসকগুড়িকা॥ ৮১—৮৩॥ পলার্দ্ধ মরুণায়শ্চ দ্বিপলং কুটজত্বচং। সংক্ষুদ্য সলিল দ্রোণে পক্ত্বা পাদস্থিতে রসে। দত্বাসুপুতে তস্মিংশ্চ ছাগক্ষীরং চতুষ্পলং। শাণং রসস্য তদ্দ্বয়ং পচেৎদর্ব্বী প্রলেপনং। বিল্বাতিবিষোশ্চূর্ণং মুস্তস্যেন্দ্রযবস্যচ। প্রত্যেক সহমাত্রস্তু ক্ষিপ্তাদ্যাদক্ষমাত্রকং। তদ্ভুক্ত্বা চান্তরঃ সদ্যঃ ছাগীক্ষীরং ততঃ পীবেৎ। গ্রহণ্যতীসার হরো লেহোয়-

সাদা রাঙ্গা সকল বর্ণ বা বিবিধ দোষের সহিত গৃহিণী এবং অর্শরোগ, প্রদররোগ অসাধ্য হইলেও অবশ্য নাশ করিবেক। ৭৭—৮০। কুরচিছাল, ইন্দ্রযব, ত্রিকটু, গুলঞ্চ, চিতামুল, বেলশুঠা, ধাইফুল, মুথা এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে চূর্ণ করতঃ কুরচি ছালের রসে মাড়িয়া বদরাকৃতি বটিকা করিয়া মধু দিয়া খাইতে দিবেক। ইহাতে সকল অতীসার এবং গৃহিনীদোষ কাস শ্বাস নাশ হইবেক। ৮১-৮৩। আতইচ ৪ তোলা, কুরচিছাল ১৬ তোলা, কেশুরেমুস ২ তোলা একত্রে কুটিয়া পাকার্থ জল ৬৪ সের দিয়া পাক করিবেক, পাদশেষ ১৬ সের থাকিতে ছাকিয়া দর্ব্বী প্রলেপবৎ পাক করিবেক, তাহাতে ছাগদুগ্ধ ৬৪ তোলা দিবেক। শুদ্ধ পারা ॥০ অর্দ্ধ তোলা, অনুক্তে গন্ধক ॥০ তোলা একত্রে কজ্জলী করতঃ তাহাতে দিয়া একত্রে পাক করিবেক, তৎপরে দর্ব্বী প্রলেপবৎ হইলে নামাইবেক, তৎপরে বেলশুঠা, আতইচ, মুথা, ইন্দ্রযব প্রত্যেকে ২ তোলা চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া রাখিবে,

মপরাজিতঃ। ইতি অপরাজিতো লেহঃ॥ ৮৪—৮৭॥ কৃত্বালবালং সুদৃঢ়ং পিষ্টৈরামলকৈর্ভিষক্। আর্দ্রক স্বরসেনাশু পূরয়েন্নাভিমণ্ডলং। নদীবেগোপমং ঘোরমতীসার নিবারয়েৎ॥৮৮॥ অথ ছর্দ্দ্যতীসারচিকিৎসা। পটোল যবধন্যাক ক্বাথং পীতঃ সুশীতল। শর্করা ক্ষৌদ্রসংযুক্ত শ্ছর্দ্দ্যতীসার নাশনঃ॥ ৮৯॥ বিল্বাম্রাস্থিকৃতঃ ক্বাথঃ পীতঃ সমধু শর্করঃ। নিহন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বীতহোত্রইবাহুতিঃ॥ ৯০॥ রগঃক্বাথোঽথবা চূর্ণ ক্ষৌদ্রেণ সহযোজিতং। ছর্দ্দিং জ্বরমতীসারং মূর্চ্ছাং তৃষ্ণাঞ্চ দুর্জ্জয়াং। নিযচ্ছত্যাচিরাদ্রক্ত গ্রহণীঞ্চ সুদুস্তরাং। ইতি জম্ব্বাদি॥৯১।৯২॥ কিরাতাব্দামৃতোদীচ্য বিল্বচন্দন বৎসকৈঃ। শোথাতীসার

ভক্ষণ প্রমাণ ছাগদুগ্ধের সহিত।৹ তোলা অবলেহ করিয়া খাইবেক, ইহাতে গৃহিণী এবং অতীসার নাশ করিবেক। ৮৪—৮৭। আমলকী বাটিয়া নাভির চতুষ্পার্শে আল দিবেক, সেই আলের মধ্যে আদার রসে পূরণ করিয়া এক মুহূর্ত্ত কাল রাখিবেক, ইহাতে নদীর বেগের সদৃশ অতীসারও নিবারণ হয়। ৮৮। পলতা যবের ছাল দুই দ্রব্যের ক্বাথ শীতল করতঃ চিনি মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ছর্দ্দ্যতীসার নাশ হইবেক। ৮৯। বেলশুঠা আম্রের কোশি দুই দ্রব্যে ২ তোলা, পাক জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা মধু।৹ আনা, চিনি।৹ আনা অনুপানে পান করিলে ছর্দ্দি এবং অতীসার নাশ হইবেক, যাদৃশ আহুতি প্রাপ্ত অগ্নি অত্যন্ত দীপন হয়, তাদৃশ এই ক্বাথ অগ্নিদীপ্তিকারক জানিহ। ৯০। জামপত্র, আম্রপত্র, বেণারমূল, বটের নাম্না, বাসকমূল প্রত্যেকে ৩২ রতি পাক জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা, মধু অনুপান ॥৹ তোলা পান করিলে ছর্দ্দি এবং জ্বরাতীসার মূর্চ্ছা তৃষ্ণা এবং রক্তগৃহিণী বিনষ্ট হয়। অথবা এই পাঁচ খানি চূর্ণ করিয়া খাইবেক। ৯২। চিরতা,

হৃল্লাস তৃড়্দাহ জ্বরনাশনঃ। ইতি কিরাতাদি॥ ৯৩ ॥ অথ প্রবাহিকামাহ। বায়ুঃ প্রবৃদ্ধোনিচিতং বলাস মুদত্যধস্তাদহিতাশনস্য। প্রবাহতোহল্পং বহুশোমলাক্তং প্রবাহিকাং তাং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। প্রবাহিকা বাতকৃতাসশূলা। পিত্তাৎ সদাহা সকফা কফাচ্চ সশোণিতা শোণিতসম্ভবা যা। তাঃ স্নেহরুক্ষ প্রভবামতাস্তু। তাসামতীসার বদাদিশেচ্চ লিঙ্গং ক্রমং চামবিপক্কতাঞ্চ। ইতি প্রবাহিকানিদানং॥ ৯৪—৯৬ ॥ বালং বিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলী বিশ্বভেষজং। লিহ্যাদ্বাতে প্রতিহতে সশূলা সাপ্রবাহিকা। পয়সা পিপ্পলীকল্কঃ

মুথা, গুলঞ্চ, বালা, বেলশুঠা, রক্তচন্দন, কুরচিছাল, প্রত্যেকে ২৩ রতি পাচনবৎ ক্বাথ মধু অনুপানে ভক্ষণ করিলে শোথাতীসার হৃল্লাস তৃষ্ণা দাহ জ্বর নাশ হয়। কিরাতাদি। ৯৩। ইতি সশোথে। প্রকুপিত বায়ু সঞ্চিত কফকে অর্থাৎ অহিতাচারির মলমিশ্রিত কফকে গুহ্যদ্বার-দেশেতে পাতন করান, কুন্থকারির অল্প অল্প বহুবার মলান্বিত কফ পড়ে, প্রবাহজ্ঞাতা বৈদ্যেরা ইহাকে প্রবাহিকা বলেন, সেই প্রবাহিকা বায়ু প্রধান হইলে বেদনাযুক্তা হয়, পিত্তাধিক্যে দাহযুক্তা, কফাধিক্যে কফযুক্তা হয়, রক্তাধিকে রক্তযুক্তা হয়, ঐ প্রবাহিকা স্নেহ রুক্ষপ্রভাবই হইয়া থাকে। যথা—স্নেহপ্রভাব কফাধিকা, রুক্ষপ্রভবা বাতপিত্তাধিক, তীক্ষ্ণপ্রভবা পিত্তরক্তাধিকা, প্রবাহিকদিগের অতীসার সদৃশ লক্ষণ, পক্কাপক্ক ক্রম আদেশ করিবেক। প্রবাহিক শব্দে আমাশাকে বলে, বারম্বার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মলাক্ত আম প্রবৃত্তি বেগ অত্যন্ত হয়। ৯৫—৯৬। কচিবেল, গুড়, তিলতৈল, পিপুল, শুঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগ লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবেক, মধুর সহিত অবলেহ করিয়া বিবদ্ধ বায়ু প্রবাহে এবং বেদনাতে খাইবেক, অথবা পিপুল বাটা জলের সহিত খাইবেক,

পীতোবা মরিচোদ্ভবঃ। ত্র্যহাৎ প্রবাহিকাং হন্তি চিরকালা-নুবন্ধিনীং। ইতি প্রবাহিকায়াং॥ ৯৭। ৯৮॥ ধাতকী বদরীপত্র কপিত্থ রসমাক্ষিকং। সলোধ্রমেকতো দধ্না পিবেন্নির্ব্বাহিকা হিত। ইতি ধাতক্যাদিঃ॥ ৯৯॥ পক্বজম্বুরসংকাশং যকৃৎ পিণ্ডনিভং তনুং। ঘৃত তৈলবসা মজ্জাবেশবার পয়োদধি। মাংসধাবনতোয়াভং কৃষ্ণং নীলারুণ প্রভং। মোচকং কবরং স্নিগ্ধং চন্দ্রকোপ গতং ঘনং। কুণপং মস্তুলুঙ্গাভং সুগন্ধি কথিতং বহু॥ ১০০। ১০১॥ তৃষ্ণাদাহ ভ্রমশ্বাস হিক্কা পার্শ্বাস্থি শূলিনং। সংমূর্চ্ছা রতি সম্মোহযুক্তং পক্কবলিগুদং। প্রলাপযুক্তঞ্চ ভিষগ্‌বর্জ্জয়েদতীসারিণং॥ ১০২॥ অসংবৃত গুদং ক্ষীণং দুরাধ্মাতমুপদ্রুতং। গুদে পক্কে গতোষ্মাণ মতীসার-

কিম্বা মরিচ চূর্ণ জলের সহিত খাইলে চিরকালস্থায়িনী প্রবাহিকা ত্রিরাত্র মাত্রে নাশ হইবেক। ৯৭। ৯৮। ধাইফুল, কুলপাতা, কথবেলপত্র, রস, মধু, লোধকাষ্ঠ সমভাগ দধির সহিত খাইলে প্রবাহিকাতে হিতকারী হয়। ৯৯। অসাধ্য লক্ষণমাহ। পাকা জামের মত বর্ণ, কৃষ্ণলোহিত মিশ্রিত বর্ণ অল্প এবং পাতলা ঘৃত তৈল বসা মজ্জা অস্থিরহিত মাংস, দুগ্ধ কিম্বা দধি, মাংসধৌত জলের মত জল, কৃষ্ণ এবং নীল ও অরুণবর্ণ সদৃশ অল্প কৃষ্ণ অথচ কক্ষ, নানাবর্ণ কিন্তু স্নিগ্ধ, ময়ুর পুচ্ছের ন্যায় বর্ণ এবং ঘন তৎধাতু অবয়বমিশ্র হেতু, শব গন্ধ, মস্তক মধ্যে ঘৃত তুল্য এবং সৎগন্ধ কাথের তুল্য গন্ধ এই সকল আকার যে অতীসারে পুরীষ প্রবৃত্তি হয়, সে অসাধ্য লক্ষণ জানিহ। ১০০। ১০১। পিপাসা দাহ ভ্রম শ্বাস হিক্কা পার্শ্ব এবং অস্থি বেদনা, মন ইন্দ্রিয় মোহ, গুহ্যদ্বারে ক্ষত এবং প্রলাপ এই সকল উপদ্রবযুক্ত অতীসারীকে বৈদ্যেরা ত্যাগ করিবেক, যেহেতু এ রোগ অসাধ্য। ১০২। গুহ্য-

ক্লিনং ত্যজেৎ॥ ১০৩॥ শ্বাসশূলং পিপাসার্ত্তং ক্ষীণং জ্বর নিপীড়িতং। বিশেষেণ নরং বৃদ্ধমতীসারে বিনাশয়েৎ॥ ১০৪॥ হস্তপাদাঙ্গুলি সন্ধি প্রপাকো মূত্রনিগ্রহঃ। পুরীষ্যোষ্মতাতীব মরণায়াতীসারিণাং॥ ১০৫॥ শোথ শূলং জ্বরংতৃষ্ণাং কাসং শ্বাস মরোচকং। ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাঞ্চ হিক্কাঞ্চ দৃষ্টাতীসারিণংং ত্যজেৎ॥ ১০৬॥ অতীসারী রাজরোগী গ্রহণী রোগবানপি। মাংসাগ্নি বলহীনোযো দুর্ল্লভং তস্য জীবনং॥ ১০৭॥ বালে বৃদ্ধেহ্নসাধ্যোহয়ং লিঙ্গৈরেতৈরুপদ্রুতঃ। অপি যুনামসাধ্যঃস্যা দতি দুষ্টেষু ধাতুষু॥ ১০৮॥ অতীসার মুক্তস্য লক্ষণমাহ। যস্যোচ্চারং বিনামূত্রং সম্যগ্বায়ুশ্চ গচ্ছতি। দীপ্তাগ্নের্লঘুকোষ্ঠস্য

দ্বারে সম্বরণ রহিত আর ক্ষীণ আত্যন্তিক, আধ্মানযুক্ত গুহ্যদ্বার ক্ষতবিশিষ্ট সন্তাপরহিত এতাদৃশ অতীসারকে বৈদ্য ত্যাগ করিবেক। শ্বাস এবং বেদনা পিপাসাপীড়িত দুর্ব্বল জ্বর তাপিত এবং বৃদ্ধ এমত ব্যক্তিকে অতীসার বিনাশ করে ১০৩। ১০৪। হস্ত এবং পাদ অঙ্গুলি সন্ধি ইহাতে ক্ষত হয়, প্রস্রাবরহিত পুরীষ তপ্ত অতিশয় এইরূপ লক্ষণ অতীসারীর মরণ নিমিত্ত হয়।১০৫। শোথ, বেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, অরুচি, ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা এবং হিক্কা এই সকল উপদ্রব দৃষ্টে অতীসারীকে ত্যাগ করিবেক।১০৬। অতীসার রোগবিশিষ্ট মানব এবং রাজযক্ষ্মাগ্রস্ত ও গ্রহণীরোগযুক্ত ইহারা যদি মাংস অগ্নি এবং বলরহিত হয়, আর ঐ সকল উপদ্রবযুক্ত হয়, তবে তাহাদিগের জীবিত থাকা দুর্ল্লভ। ১০৭। বালক কি বৃদ্ধ যদি অসাধ্য লক্ষণযুক্ত হয় এবং যুবাদিগের ধাতু যদি অতি দুষ্ট হয়, তবে তাহাতেও অসাধ্য জানিবে। ১০৮। যে ব্যক্তির পুরীষ ব্যতীত মূত্র প্রবর্ত্ত হয়, বায়ু সম্যক্ গতি করে এবং অগ্নি দীপ্ত হয়, কোষ্ঠ লাঘব হয়, তবে তাহার অতীসার

স্থিত স্তস্যোদরা ময়ং ॥১০৯॥ ইতি অতীসার নিদানং সমাপ্তং। জাতি ফলঃ টঙ্কণমভ্রকঞ্চ ধুস্তূরবীজং সমভাগ চূর্ণং ভাগদ্বয়ং স্যাৎ ফণিফেণ মিশ্রং গন্ধোলিকা পত্র রসেন মর্দ্দ্যং। কলায়-মাণা বটিকা বিধেয়া জাতীফলদ্যা কথিতা মুনীন্দ্রৈঃ। হন্ত্যা-দতীসার গদং সমগ্রং জ্বরং তথা কাস মতিপ্রবৃদ্ধং। অসাধ্য রূপং গ্রহণীং প্রবৃদ্ধাং শোথং তথা পাণ্ডুগদং নিহন্তি। ইতি জাতী ফল্যাদ্যা ॥ ১১০—১১২ ॥ গন্ধেশাভ্রং পৃথগ্বেদ ভাগ-মন্যচ্চ ভাগিকং। সর্জ্জটঙ্গ যবক্ষারাঃ পঞ্চৈবলবণানিচ। বরাব্যোষেন্দ্র বীজানিদ্বিজীরাগ্নি যমানিকা। সহিঙ্গুবীজং শালস্য শতপুষ্পাচ চূর্ণিতা। সিদ্ধঃ প্রাণেশ্বরঃ সূতঃ প্রাণিনাং প্রাণদায়কঃ। মাসৈকং ভক্ষয়েদগ্ধা নাগবল্লী দলৈর্যুতং। উষ্ণোদকানুপানঞ্চ দদ্যাত্তত্র পলদ্বয়ং। জ্বরাতীসারে বিহিতঃ কেবলেচ জ্বরেপিচ। জ্বরেত্রিদোষজে ঘোরে গ্রহণ্যামসৃগাময়ে।

নিবর্ত্ত হইয়া যায়। ১০৯। জায়ফল, সোহাগা, অভ্র, ধুতুরাবীজ ইহা সমভাগ অহিফেণ দুই ভাগ সকল একত্রে গন্ধভাদালে পত্র রসে মর্দ্দন করতঃ এক গুঞ্জা প্রমাণ বটী করিবেক, এই জাতী-ফল্যাদ্যা বটীকা সমস্তাতীসার এবং জ্বরাতীসার, প্রবৃদ্ধকাস, অসাধ্য-রূপা গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট করে; মধু অনুপানে কিম্বা কোন অতীসারঘ্ন রসাদি দ্বারা একটী একটী সেবন করি-বেক। ১১০—১১২। পারা গন্ধক দুইতে মিলিত ৮ ভাগ, ধুনা সোহাগা, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণ-জীরা, চিতামূল, যমানী, হিঙ্গুল, শালের বীজ, শুলফা এই সকল সমভাগে এক ভাগ করতঃ চূর্ণ করিবেক। এই সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস নামে ঔষধ প্রাণি সকলের প্রাণদাতা, এক মাসা প্রমাণ ঔষধ দধির সহিত সেবন কিম্বা পর্ণখণ্ডে করিয়া খাইবেক; পশ্চাৎ

বাতরোগে তথাশূলে চাতীসারে ত্রিদোষজে। ইতি সিদ্ধ প্রাণেশ্বরো রসঃ॥ ১১৩—১১৭॥ মনোরমং মারিত মভ্র মুত্তমং রসালজম্বুঘন নীরবীরণং। সবিল্ব পাঠেজ্বল দাড়িমীরসা রসৈরমীষাং পলসম্মিতং পলং বিমর্দ্দিতং জীরকজাতি কোষকং সুচূর্ণিতং তোলকসম্মিতং ক্ষিপেৎ। বটীকৃতং মুদ্গা মসূর-যূষয়ো নিষেবিতং হন্ত্যতীসারমুদ্ভূতং। বলাসপিত্তং সসমীরণং বমিংসশূলহৃল্লাস বিমর্দ্দিতং নর। সশোষহিক্কাদহনং হৃতপ্রভং করোতি কন্দর্প সমান বিগ্রহং। কুমার রূপং জরসা বিবর্জ্জিতং অতস্তু কন্দর্পকুমার সংজ্ঞিতং॥১১৮—১২১॥ কন্দর্পকুমারাভ্রং।

উষ্ণোদক ১৬ তোলা পান করিবেক, জ্বরাতীসারে বিশেষ হিত-কারী, কবলজ্বরে বা ত্রৈদোষিক জ্বরে গ্রহণীতে রক্তাময়ে এবং বাতরোগে শূলে ত্রৈদোষক অতীসারেতেও হিতকারী হয়। ১১৩—১১৭। উত্তম কৃষ্ণাভ্র অনেক পুটমারিত ৮ তোলা, আম্রপত্র, জামপত্র, মুথা, বালা, বেণার মুল, বেলছাল, আকনাদি, হিজোল-বীজ, দাড়িম ইহাদিগের রস প্রত্যেক ৮ তোলা করিয়া ভাবনা দিবেক, স্বরস যাহার পাওয়া যাইবে তাহার রস দিবেক, রসাভাব হইলে কাথ করিয়া দিবেক, শুষ্ক দ্রব্য ৮ তোলা পাক জল ৬৪তোলা শেষ ৮ তোলা থাকিবেক, এইরূপ সর্ব্বত্র ভাবনা দিয়া বিলক্ষণ মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবেক, তৎপশ্চাৎ জীরা চূর্ণ ১ তোলা, জৈত্রি চূর্ণ ১ তোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত দ্বিগুঞ্জামিত বটী করিবেক, সেবন করিয়া মসূর বা মুগের যূষ পশ্চাৎ সেবন করি-বেক; ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, উদ্ভূত অতীসার এবং ছর্দ্দি বেদনা হৃল্লাসাদি রোগে পীড়িত এবং ক্ষয়রোগ হিক্কা দাহ প্রাপ্ত প্রভাশূন্য মনুষ্যাদিগের কন্দর্প সমান শরীর হয়, জরাবর্জ্জিত হয়; সুকুমার তুল্যরূপ হয়, অতএব ইহার নাম সুকুমারাভ্র-

শুদ্ধসূতং সমংগন্ধং সূতপাদং বিষং ক্ষিপেৎ। সর্ব্বতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং মর্দ্দ্যং ধূর্ত্তদ্রবৈঃ পুনঃ। সর্পাক্ষীণাং দ্রবৈর্যামং কষায়েণাপি ভাবয়েৎ। ধাতক্যাতিবিষা মুস্তং শুণ্ঠী বিল্বাম্বু-জীরকং। যমানী ধান্যকঞ্চৈব পাঠাপথ্যা কণান্বিতা। কুটজস্য ত্বচং বীজং কপিত্থং দাড়িমং বলা। প্রত্যেক কর্ষংমাত্রংস্যাৎ কল্পিতং ক্বাথয়েৎ জলৈঃ। কল্কাচ্চতুর্গুণং তোয়ং কষায়ং পাদমাত্রকং। অনেন ত্রিদিনং ভাব্যঃ পূর্ব্বোক্তি সহিতোরসঃ। রুদ্ধাতং বালুকাযন্ত্রে ক্ষণংমৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। মৃতসঞ্জীবনো নামরসো গুঞ্জা চতুষ্টয়ং। দাতব্য মনুপানেন অসাধ্য সাধ-য়েৎ ধ্রুবং। নাগরাতিবিষামুস্তা দেবদারু কণাবচা। যমানী বালকং ধান্যং কুটজস্য ত্বচাভয়া। ধাতকীন্দ্র যবোবিল্বং পাঠা

রস। ১১৮—১২১। শুদ্ধ পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা শোধিত বিষ।০ আনা অভ্রভস্ম ২।০ তোলা, ধুতুতারপত্র রসে মর্দ্দন করি-বেক; পশ্চাৎ সর্পাক্ষীরসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবেক, ইহার পরে ধাইফুল আতইচ মুথা, শুঁঠ বেলশুঁঠা বালা জীরা যমানী ধনে আকনাদি হরীতকী পিপুল কুরচি ছাল ইন্দ্র যব কথবেল দাড়িম বেড়ালা প্রত্যেকে ২ তোলা প্রমাণে সকল দ্রব্য একত্রে কুটিয়া মাড়িয়া ১৩৬ তোলা জল দিয়া পাক করিবেক, পাদশেষ ৩৪ তোলা থাকিবেক, এই কষায় দ্বারা তিনদিন ভাবনা দিবেক, শুষ্ক করিয়া বালুকাযন্ত্রে তাহাকে রুদ্ধ করতঃ ক্ষণকাল মৃদু জ্বালে পাক করি-বেক, এক প্রহর জ্বাল দিয়া নামাইয়া এই মৃতসঞ্জীবন নামক রস ৪ রতি প্রমাণ অনুপানের সহিত অবলেহ করিয়া ভক্ষণ করিতে দিবেক, ইহাতে অসাধ্যরোগ শীঘ্র সাধন হইবে। শুঁঠ, আতইচ, মুথা, দেবদারু, পিপুল, বনযমানী, বালা, ধনে, কুরচিছাল, হরী-তকী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠা, আকনাদি, মোচরস সমভাগ

মোচরসং সমং। চূর্ণিতং মধুনালেহ্যমনুপানং সুখাবহং। ইতি মৃতসঞ্জীবনোরসঃ ॥ ১২২—১২৯ ॥ স্নানাভ্যঙ্গাবগাহাংশ্চ গুরু-স্নিগ্ধাতি ভোজনং। ব্যায়ামগ্নি সন্তাপ মতীসারী বিবর্জ্জয়েৎ। ইত্যতীসারাধিকারঃ ॥ ১৩০ ॥

অথ গ্রহণীরোগাধিকার মাহ।

অতীসারে নিবৃত্তেপি মন্দাগ্নে রহিতাশনঃ। ভূয়ঃ সংদূ-ষিতোবহ্নি গ্রহণী মভিদূষয়েৎ ॥ ১ ॥ দ্রবসরণ সাধর্ম্ম্যাৎ পরম্পরানুবন্ধিত্বাৎ। চাতীসারানন্তরং গ্রহণী তস্যা সংপ্রাপ্তি-মাহ। অপিশব্দা দজাতাতীসারস্যাপি স্বহেতো গ্রহণীরোগঃ স্যাৎ ইতি বোধয়তি অন্যে ত্বপি শব্দাদনি বৃত্তেপ্যতীসারে ইতি ব্যাচক্ষতে। মন্দাগ্নেরিত্যনেন দীপ্তাগ্নে রহিতাশনমপি ন

চূর্ণ করিবেক, এই চূর্ণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত একত্র অনুপান দিবেক। ১২২—১২৯। অবগাহন, স্নান অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈলা-ভ্যঙ্গ, গুরুস্নিগ্ধ দ্রব্য, অতিশয় ভোজন, ডনফেলা এবং শরীর চালনা করা ও অগ্নিতাপ গ্রহণ অতীসারী পরিত্যাগ করিবে।১৩০।

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে চতুর্থ খণ্ডে অতীসার চিকিৎসা
সমাপ্ত ত্রয়বিংশত্যুল্লাসঃ।

অতীসার নিবর্ত্ত হইলে মন্দাগ্নি ব্যক্তি অহিতাশন করিলে পুন-র্ব্বার তাহার অগ্নি সম্যক দূষিত হইয়া গ্রহণী নাড়িকে দোষযুক্ত করায়। ১। "অতিসারে নিবৃত্তেহপি" এই অপিশব্দ হইতে অজাত অতীসারেরও স্বকীয় হেতুদ্বারা গ্রহণীরোগ হয়, এই বোধ হইতেছে; অন্যে বলেন, অপিশব্দে এই বোধ হয় যে, অনিবৃত্ত অতীসারে ও অহিতাচারে গ্রহণীরোগ হয়, মন্দাগ্নি ব্যক্তির অহিত কিন্তু ইহাতে দীপ্তাগ্নির অহিতাচার বিকারকারী হয় না,

বিকার কারীতি বোধয়তি॥২।৩॥ উক্তং দীপ্তাগ্নে বিরুদ্ধং বিতথং ভবেৎ॥৪॥ ভূয়ইতি পুনরত্যর্থং বা দূষিতঃ পূর্ব্ব-মতীসারেঽপি দূষিতত্বাৎ অভিদূষয়েৎ সমস্তাৎ দূষয়েৎ। এতেন নিবৃত্তাতীসারেণা প্যহিতাহারো ন করণীয়ং। অবহ্নি বল লাভাদিত্যুক্তং ভবতি॥৫॥ অতএবাহ সুশ্রুতঃ। তস্মাৎ কার্য্যঃ পরীহারো হ্যতীসারে বিরিক্তবৎ। যাবন্ন প্রকৃতিস্থঃ-স্যাৎ দোষতঃ প্রাণত স্তথা। তস্যাশ্চ সংপ্রাপ্তি পূর্ব্বকং সামান্যলক্ষণমাহ॥৬।৭॥ একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈরত্যর্থ মূর্চ্ছিতৈঃ। সাদুষ্টা বহুশোভুক্ত মামমেব বিমুঞ্চতি॥৮॥ পক্বং বা সরুজং পূতি মুহুর্বদ্ধং মুহুদ্র্বং। গ্রহণীরোগ মাহুস্ত-মায়ুর্ব্বেদ বিদোজনাঃ॥৯॥ অগ্ন্যধিষ্ঠান নাড়ী যদাহ। চরক। অগ্ন্যধিষ্ঠান মন্নস্য গ্রহণাৎ গ্রহণীমতা। নাভেরুপরিসহ্যগ্নি

এই স্পষ্ট বোধ হইতেছে।২।৩। কথিত আছে দীপ্তাগ্নির বিরুদ্ধ মিথ্যা হয়।৪। পুনরায় অত্যর্থ দূষিত করতঃ প্রথম অতীসারে দূষিত থাকে, এই হেতু সকল দোষ করায়, ইহাতে অতীসার নিবর্ত্ত হইলেও অহিতাহার করা কর্ত্তব্য নহে, যে পর্য্যন্ত অগ্নির বল লাভ না হয়, উক্ত হইতেছে।৫। অতএব সুশ্রুত কহিয়া-ছেন। অতীসারেতে বিরিক্তের ন্যায় পরিহার করণীয়, যাবৎ দোষেতে এবং প্রাণেতে প্রকৃতিস্থ না হয়, তাবৎপর্য্যন্ত পরিহরণ কার্য্য কর্ত্তব্য। সেই গ্রহণীর সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বক সামান্য লক্ষণ কহি-তেছেন।৬।৭। গ্রহণী নাড়ী আহারকে অপক মল করিয়া ত্যাগ করে এবং পক মলও ত্যাগ করে, বেদনার সহিত এবং দুর্গন্ধ, বারম্বার বদ্ধ ও দ্রবমল প্রবৃত্তি হয়, আয়ুর্ব্বেদবেত্তা বৈদ্য সকলে ইহাকে গ্রহণীরোগ কহেন।৮।৯। অগ্নির আধার অন্নের গ্রহণ হেতুক গ্রহণীমতা হইয়াছে, নাভির উপরে সেই গ্রহণীনাড়ী অগ্নির

বলোষ্টম্ভশ্চ বৃংহিস্তা। অপক্কং ধারয়েত্যন্নং পক্কং সৃজতি-চাপ্যধঃ॥ ১০॥ ১১॥ সুশ্রুতেপি। ষষ্ঠীকলা পিত্তধরাঃ পূর্ব্বং সমুদাহৃতা। পক্বামাশয় মধ্যস্থা গ্রহণী সা প্রকীর্ত্তিতা॥ ১২॥ তৃষ্ণাপিপাসা বিদাহোঽন্নস্যাগ্নি মান্দ্যেনাহার বিদগ্ধত্বং অতএবচিরাৎ পাকশ্চান্নস্যৈব কায়স্য গৌরবং সামত্বা দিতি॥ ১৩॥ পূর্ব্বরূপ মাহ। পূর্ব্বরূপন্তু তস্যেদং তৃষ্ণালস্যং বলক্ষয়ঃ। বিদাহোঽন্নস্য পাকশ্চচিরাৎ কায়স্য গৌরবং॥ ১৪॥ বাতগ্রহণ্যানিদান পূর্ব্বকং রূপমাহ। কটুতিক্ত কষায়াতি রুক্ষসংদুষ্টভোজনৈঃ। প্রমিতানশনাত্যধ্ব বেগনিগ্রহ মৈথুনৈঃ। মরুতঃ কুপিতোবহ্নিং সচ্ছাদ্য কুরুতে গদান॥ ১৫॥ তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং শুক্তপাকং খরাঙ্গতা।

বল উপস্থিতে বলবতী অপক্কান্নকে ধারণ করে, পক্ক হইলে অধতে ত্যাগ করে। যাবৎ অন্নপাক না হয়, তাবৎ গ্রহণীতে থাকে, আহার পরিপাক হইলে মলশুদ্ধি হয়। ১০। ১১। ষষ্ঠীকলা পিত্ত-ধারিণী যাহা পূর্ব্বে কথিতা হইয়াছে, পক্কাশয় এবং আমশয় মধ্যে স্থিতি করে, সেই ষষ্ঠীকলা গ্রহণী শব্দে উক্ত হইয়াছে। কলাকথন প্রথম দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তার আছে, তাহাতে জ্ঞাতব্য হইবেক। ১২। অগ্নির মান্দ্যেতে আহারের বিদগ্ধ ভাব হয়, তাহাতে তৃষ্ণা জলা-কাঙ্ক্ষা পিপাসা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জলের আকাঙ্ক্ষা হয়, কিন্তু জলপানে তৃপ্তি হয় না, দাহ হয়, অতএব চিরকালেতে অন্ন পাক হয়, সাম হেতুক শরীরের গৌরব হয়। ১৩। ১৪। কটু তিক্ত কষায় দ্রব্য, রুক্ষ দ্রব্য, সন্দুষ্ট ভোজন অর্থাৎ সংযোগাদি বিরুদ্ধ আহার, অল্পভোজন এবং অতীতকালে ভোজন কিম্বা শক্তিরহিত ধাস্যাদির অন্ন অথবা উপবাস, অত্যন্ত পথশ্রম, বায়ু মূত্র পুরীষের বেগ ধারণ এবং অতি মৈথুন এই সকল কারণেতে বায়ু কুপিত

কণ্ঠাস্যশোষঃ ক্ষুত্তৃষ্ণা তিমিরং কর্ণয়োঃ স্বনঃ॥ ১৬॥ পার্শ্বো-রুক্ বংক্ষণ গ্রীবারুগভীক্ষ্ণং বিসূচিকা। হৃৎপীড়াকার্শ্য দৌর্বল্যং বৈরস্যং পরিকর্ত্তিকা॥ ১৭॥ গৃদ্ধিঃ সর্ব্বরসানাঞ্চ মনসঃ সদনন্তথা। জীর্ণে জীর্য্যতিচাধ্মানং ভুক্তেস্বাস্থ্যমু-পৈতিচ॥ ১৮॥ সবাত গুল্মহৃদ্রোগ প্লীহাশঙ্কাচ মানব। চিরাদ্দুঃখং দ্রবং শুষ্কং তন্নামং শব্দ ফেণবৎ॥ ১৯॥ পুনঃ পুনঃ সৃজেদ্বর্চ্চঃ কাসশ্বাসার্দ্দিতোঽনিলাৎ॥ ২০॥ পৈত্তিক গ্রহণ্যানিদানপূর্ব্বক রূপমাহ। কট্বজীর্ণ বিদাহ্যম্ল ক্ষারাদ্যৈঃ পিত্তমুল্বণং। আপ্লাবয়দ্ধন্ত্যনলং জলং তপ্তমিবা নলং॥

হইয়া অগ্নিকে আচ্ছাদন করতঃ নাড়ী দূষিয়া রোগ করেন। ১৫। অগ্নিমান্দ্যজনিত অম্লবিদ্ধজন্য তাহার আহার দুঃখেতে পাক হয়, অম্লপাক, কর্কশাঙ্গ বায়ু ত্বকৃস্থিত স্নেহ শুষ্ক হয়, এ হেতুক মন্দ-দৃষ্টি, কর্ণদ্বয়ে শব্দ, পার্শ্ব উরুদেশ বঙ্ক্ষণ অর্থাৎ কুচকি ঘাড় এই কয়েক দেশে বেদনা, বিসূচিকা, ঊর্দ্ধ অধঃ অপক্ক অন্নপ্রবৃত্তি অর্থাৎ ওলাউঠা এবং হৃদয়ের নানাবিধ পীড়া, শরীর কৃশতা, দুর্ব্ব-লতা, মুখ বিরস, গুহ্যদ্বারে কর্ত্তনবৎ পীড়া অর্থাৎ যেন কাটিতে থাকে, ছয় রসেরই আকাঙ্ক্ষা, মনের অবসাদ, আহার জীর্ণ হইলে কিম্বা পাক পাইতেছে, এমত সময়ে আধ্মান হয়, ভোজন করিলে স্বাস্থ্য হয়, বাতগুল্ম হৃদ্রোগ এবং প্লীহার আশঙ্কা হয়; আশঙ্কা কি? যেন এই সকল হইয়াছে বোধ হয়, বিলম্বে অতি দুঃখেতে দ্রব এবং শুষ্ক, অল্প শব্দবৎ ফেণাবিশিষ্ট পুনঃ পুনঃ পুরীষ ত্যাগ করে, আর কাস শ্বাসেতে পীড়িত হয়, বায়ু হইতে এই সকল লক্ষণ জন্মে। ১৬—২০। পৈত্তিক গ্রহণীর নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ কথিত হইতেছে। কটুদ্রব্য অজীর্ণ দ্রব্য বিদাহি ভর্জ্জিত দ্রব্যাদি এবং অম্ল ক্ষারাদি দ্রব্যভক্ষণ দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া অগ্নিকে

সোঽজীর্ণ্যং নীলপীতাভ সীতাভঃ সার্য্যতেদ্রবং। পূত্যম্লোদ্গার-হৃৎ কণ্ঠদাহারুচি তৃড়র্দ্দিতঃ॥ ২২ ॥ কফ গ্রহণীনিদান লক্ষণমাহ। গুর্ব্বতিস্নিগ্ধ শীতাদি ভোজনাদতি ভোজনাৎ। ভুক্তমাত্রস্যচ স্বপ্নাদ্ধন্ত্যাগ্নিং কুপিতঃ কফঃ॥ ২৩ ॥ তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং হৃল্লাস ছর্দ্দঃ রোচকাঃ। অস্যোপদেহ মাধুর্য্যং কাসষ্ঠীবন পীনসাঃ॥ ২৪ ॥ হৃদয়ং মন্যতে স্ত্যান মুদরং স্তিমিতং গুরু। দুষ্টেমেধূর উদ্গারঃ সদনং স্ত্রীষ্বহর্ষণং॥২৫॥ ভিন্নামশ্লেষ্ম সংসৃষ্ট গুরুবর্চ্চঃ প্রবর্ত্তনং। অকৃশস্যাপি দৌর্ব্বল্য মালস্যঞ্চ কফাত্মকে॥ ২৬ ॥ পৃথগ্বাতাদি নির্দ্দিষ্ট হেতু লিঙ্গ

প্লাবিত করে অর্থাৎ নষ্ট করে, যেমন তপ্তজল অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে, তাদৃশ দ্রবাংশ পরিবৃদ্ধ পিত্ত অগ্নিকে হনন করে, এই সকল কারণে পিত্তবৃদ্ধ হইয়া যাহার অগ্নিকে নষ্ট করে সেই মানব পীড়াভিভূত হয়, অজীর্ণমল ও নীলবর্ণ পীতবর্ণ এবং দ্রব মল ত্যাগ করে, দুর্গন্ধমল এবং অম্ল উদ্গার হৃদয় কণ্ঠাদাহ, অরুচি তৃষ্ণাতে পীড়িত হয়, পৈত্তিক গ্রহণীর এই সকল লক্ষণ কথিত হইল।২১।২২ ভারি দ্রব্য, অতিস্নিগ্ধ অতি শীতল দ্রব্য ভোজনে এবং অতিশয় প্রচুর ভোজন হইলে, পিচ্ছিল মধুরাদি ভোজন করিলে, দিবা নিদ্রাতে যাহার কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করে, তাহার আহার অতি দুঃখেতে পাক হয়, এবং হৃল্লাস ছর্দ্দি অরুচি ও শ্লেষ্মাতে মুখের লিপ্ততা সর্ব্বদা থাকে আর মুখের মিষ্টতা কাসে কফ উঠে ও পীনস প্রভৃতি নানারোগ হয়, হৃদয়দ্রবপরিপূর্ণ ন্যায় মান্দ্য, উদর বিবদ্ধ জ্ঞান অর্থাৎ ভারি, দুষ্ট অথচ মধুর উদ্গার, অবসাদ, স্ত্রীতে অনিচ্ছা, আম এবং শ্লেষ্মা মিলিত ও অতিশয় ভিন্নবিষ্ঠা প্রবর্ত্তন হয়, শরীর কৃশ নহে অথচ দুর্ব্বল, আলস্যযুক্ত হয়, কফপ্রধান গ্রহিণীর এই সকল চিহ্ন। ২৩—২৬। পৃথক্ বাতাদির কারণ

সমাগমে। ত্রিদোষং নির্দ্দিশেদেবং তেষাং বক্ষ্যামি ভেষজং ॥২৭॥ গ্রহণীদুষ্টা গ্রহণ্যাশ্রিত বহ্নের্রাগ্নি মান্দ্যদয়োঽপি গ্রহণীরোগা উচ্যতে। যদুক্তং চরকেন। যশ্চাগ্নিঃ পূর্ব্ব মুদ্দিষ্টো রোগানীকে চতুর্ব্বিধঃ। তথাপি গ্রহণী রোগং সমবক্তুং প্রচক্ষতে ॥ ২৯ ॥ ইতি গ্রহণীনিদানং সমাপ্তং। অথ গ্রহণ্যাঃ পথ্যাপথ্যমাহ। অতীসারোক্ত বিধিনা তস্যামঞ্চ বিপাচয়েৎ। অতীসারোক্ত বিধিনা পথ্যাপথ্যং বিচিন্তয়েৎ॥ ৩০ ॥ নিদ্রা ছর্দ্দন লঙ্ঘনং চিরভবা যে শালয়াঃ ষষ্ঠিকা। মণ্ডোলাজ কৃতো মসুরতুঁবরীমুদ্গাঃ প্রসূতাররসাঃ। নিঃশেষোদ্ধৃত সারমেব দধিযদ্গোক্ষীর জাতং গবাং ছাগ্যাবানবনীত মেবদধিজং তদ্বৎ পয়ঃ সম্ভবং। ছাগ্যাস্থাজ্য পয়োদধীনি তিলজং তৈলং সুরামাক্ষিকং শালুকং বকুলঞ্চ দাড়িম্বযুগং নব্যানি ভব্যানিচ। রম্ভায়াঃ

লক্ষণ মিলিতে ত্রৈদোষিক গ্রহণী জাত হইবে, তাহাদিগের ঔষধ শ্লোকের সংপূর্ণানুরোধে ঔষধ বলিব এই কথন। ২৭। গ্রহণী দুষ্টিতে গ্রহণী আশ্রিত অগ্নির দুষ্টি হইতে অগ্নিমান্দ্যাদিও গ্রহণীরোগ কথিত হইতেছে, যাহা চরককর্তৃক উক্ত হইয়াছে, রোগ সমূহে চতুষ্প্রকার যে অগ্নি প্রথম উদ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা বিষমাগ্নি তীক্ষ্ণাগ্নি মন্দাগ্নি কিন্তু গ্রহণীরোগকে সমাগ্নিত্যাগ করে। ২৮। ২৯। অতীসারের উক্ত বিধিতে গ্রহণীর আমকে পাক করাইবেক, এবং অতীসার বিধানেতে পথ্যাপথ্য দানের চিন্তা করিবেক। ৩০। অভুক্ত দিবানিদ্রা, বমন করান, লঙ্ঘন অর্থাৎ অতীসারবৎ গ্রহণীতে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য, দুই বৎসরের ষাটধানের তণ্ডুল, লাজমণ্ড মসুর মুগ টেঁড়র যূষ উদ্ধৃতনবনী এমনদধি, গো এবং ছাগেরদধি, নবনী, ছাগদুগ্ধ ও ছাগঘৃত তিলতৈল মদিরা মধু শালুক বকুলফল, অম্ল ও মধুর দাড়িম, কচিচালিতাফল, মোচা, কচি রম্ভাফল, কচি-

কুসুমং ফলঞ্চ তরুণং বিল্বঞ্চ শৃঙ্গাটকং। চাঙ্গেরীবিজয়া কপিত্থ কুটজা জাজীকশেরূণিচ। তক্রং কঞ্চট সুষিন্নতলকং জাতীফলং জাম্ববং ধন্যাকানিচ তিন্দুকানিচ মহন্নিম্বোরুণাফেণবৎ। ক্রব্যাল্লাবশশৈণ তিত্তিরিরসাঃ ক্ষুদ্রাঝসাঃ সর্ব্বশঃ। খুৎভীশো মধুরাণিকাচ খলিশঃ সর্ব্বঃ কষায়োরসঃ। নাভেদ্ব্যঙ্গুলকাদধোর্দ্ধ শশিবদ্ধবং শাস্থি মূলেতথা দাহঃ প্রজ্জ্বলিতায়সাচ কথিতং পথ্যং গ্রহণ্যাতুরে॥ ৩১—৩৭॥ অথ গ্রহণীরোগস্থ

বেল, পানিফল, আমরুলশাক, সিদ্ধি, কথবেল, কুরচিছাল, জীরা, কেশুর, তক্র অর্থাৎ নির্জ্জল দধিতে পাদাংশ জল দিয়া নবনীত উদ্ধার করে, সেই ঘোলের নাম তক্র, এবং কাঁচড়াদামশাক, সুষণিশাক, জায়ফল, জাঁম, গাবফল, ধনে, মহানিম, আতইচ, অহিফেণ, লাবপক্ষী, শশারু, হরিণ, তিত্তির, ক্ষুদ্র মৎস্য সকল যথা খলিশা, মৌরলা, মাগুর, ডানকোণা, উল্কা, পাপদা এবং রোহিত মৎস্যের ক্ষুদ্র।০ পোয়া পর্য্যন্ত, খরশলা এবং সকল কষায়রস, নাভিদেশের দুই অঙ্গুলির অধ ঊর্দ্ধ চন্দ্রন্যায় প্রজ্জ্বলিত লৌহদ্বারা দগ্ধ করিবেক, কুঁচকির মূল পর্য্যন্ত, এই সকল আহার বিহার গ্রহণী রোগযুক্ত মনুষ্যের পথ্য। রক্তমোক্ষণ, রাত্রি জাগরণ, জলপান, স্নান, স্ত্রীসংসর্গ, বায়ু মূত্র পুরীষ বেগ ধারণ, নস্য, অঞ্জন, অগ্নি সন্তাপ, ধূমপান, শ্রমকর্ম্ম, মৎস্য দুগ্ধ একত্রে ভোজন, রৌদ্রসেবা, গম, শিম, ভেওড়াকলাই, মাষকলাই, যব, আদা, বরবটীকলাই, বর্ষাকালে ভূমি হইতে ওঠে যে ছাতার মত তন্মধ্যে পুঁইশাক, বেত্তোশাক, গুড়কামাইশাক এবং কুষ্মাণ্ড, লাউ, রক্ত শোভাঞ্জন, ওল, তাম্বুল, ইক্ষু, কুল, আম্র, কাঁকুড়, গুবাক, রসুন, কাঞ্জিমাত্র দুগ্ধ গুড় দধিরমাত নারিকেল পুনর্ণবা বাঁশবীজ সকল শাক দুষ্ট জল গোমূত্র মৃগনাভি ক্ষারদ্রব্য দ্রাক্ষা অম্ল গরস গুরু দ্রব্য পিষ্টক এই সকল আহার বিহার গ্রহণীরোগের কুপথ্য

ঔষধং। গ্রহণী রোগিণাং তক্রং দীপনং গ্রাহিলাঘবং। শ্রীফল শলাটুকল্কো নাগর চূর্ণেন মিশ্রিতঃ সগুড়ঃ। গ্রহণী গদমত্যুগ্রং তক্রভুক্তা শীলিতঞ্চেত্যাদি॥ ৩৮। ৩৯॥ নাগরাতিবিষা মুস্ত ক্বাথঃ স্যাদামপাচনঃ। চূর্ণং মরিচ মহৌষধ কুটজত্বক্‌ভবং ক্রমাদ্বিগুণং॥ ৪০॥ গুড়সহিত মথিতং পীতং গ্রহণীদোষাপহং খ্যাতং॥ ৪১॥ গিরিমল্ল্যাঃ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ শর্করা পলবিংশতি। দত্বাপক্ত্বালেহ পাকং তচ্চূর্ণানি বিনিক্ষিপেৎ। পাঠা সমঙ্গাবিল্বঞ্চ ধাতকীং মুস্তকং তথা। দাড়িমাতিবিষাবিল্ব লোধ্র শাল্মলি বেষ্টকং। রসাঞ্জনং ধান্যকঞ্চ উশীরং বালকং তথা। প্রত্যেক মেকস্তুপলং নিক্ষিপেৎ পাকবিত্তিষক্। শীতেচ মধুনশ্চাত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ। সর্ব্বরূপমতীসারং গ্রহণী সর্ব্বপিণীং। রক্তশ্রুতিং জ্বরং

জানিহ, ইতি গ্রহণীরোগ পথ্যাধিকার। ৩১—৩৭। গ্রহণীরোগিদিগের তক্র অতি প্রশস্ত পথ্য, অগ্নিদীপ্তিকারক এবং গ্রাহি পাকে লঘু। বেলশুঁঠাবাটা এবং শুঁঠচূর্ণ গুড়মিশ্রিত তক্রসেবন দ্বারা উগ্র গ্রহণীরোগ জয় হয়। ৩৮। ৩৯। শুঁঠ, আতইচ, মুথা প্রত্যেকে ৫৩ রতি পাচনবৎ ক্বাথ আম পাচক। মরিচ শুঁঠ কুরচি-ছাল ইন্দ্রযব ক্রমেতে দ্বিগুণ ১ ভাগ ২ ভাগ ৪ ভাগ ৮ ভাগ গুড়ের সহিত একত্রে মর্দ্দন করিয়া ভক্ষণ করিলে গ্রহণীদোষ নাশ হয়। ৪০। ৪১। কুরচিরছাল ২১৷৷০ সের পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের চিনি ১৬০ তোলা দিয়া লেহ সদৃশ পাক করিবেক, তৎপরে আকনাদি বরাক্রান্তা বেলশুঁঠা ধাইফুল মুথা দাড়িম আতইচ বেলছাল লোধকাষ্ঠ মোচরস রসাঞ্জন ধনে বেণার মুল বালা প্রত্যেকে ৮ তোলা চুর্ণ করে প্রক্ষেপ দিবেক, পাক সম্পন্ন করিয়া নামাইয়া শীতল হইলে ৷৷০ অর্দ্ধ সের মধু দিবেক, একত্রে

শোথং বমিমর্শোগদং তথা। অম্লপিত্তং তথাশূলমগ্নিমান্দ্যং নিযচ্ছতি॥ ইতিকুটজাবলেহঃ॥ ৪২—৪৬ ॥ নিষ্কাথ্য মূলং গিরিমল্লিকায়াঃ পলদ্বয়ং বারিচতুঃ শরাবৈঃ। পাদাবশেষেণ পলদ্বয়ন্তু ক্ষীরং পচেচ্ছাগলকং যশোর্থী। অষ্টৌসুশীতে মধুকাশ্চ ভূয়ঃ প্রক্ষিপ্য পাচ্যারুধরাতীসারী। নিশ্চিত্য সর্ব্বে গ্রহণী বিকার কবাটকোঽয়ং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। ইতি গ্রহণীকবাটঃ॥ ৪৭। ৪৮॥ মুস্তমিন্দ্রযবোবিল্বং লোধ্রং মোচরসং তথা। ধাতকীচূর্ণয়েত্তত্র গুড়থ্যাং পায়য়েৎ সুধীঃ। সর্ব্বাতীসারমামঘ্নং বিরুণদ্ধি প্রবাহিকাং। গঙ্গাধরং নাম চূর্ণং গ্রহণীনাশনং পরং॥ ইতি স্বল্পগঙ্গাধর চূর্ণ॥ ৪৯।৫০ ॥ বিল্বং মোচরসং পাঠা ধাতকী ধান্যমেবচ। সমঙ্গনাগরং মুস্তং তথৈবাতিবিষাসমং। অহিফেনাং লোধ্রমভ্রং দাড়িম্বং কুটজং তথা। পারদং গন্ধকং লৌহং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ॥ তক্রেণ ভক্ষয়েৎ

আলোড়ন করিয়া রাখিবেক, প্রথম ।০ অর্দ্ধ তোলা পরে বৃদ্ধি করিয়া ২ তোলা পর্য্যন্ত ভক্ষণে উক্ত সকল রোগ নাশ হয়। ৪৬। কুরচিছাল মূলা ১৬ তোলা পাকার্থ জল /৮ সের পাদাবশেষ /২ সের ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা লেহবৎ পাক করিয়া শীতল হইলে মধু ৩৪ তোলা দিয়া পুনরায় পাক করিবেক, গাঢ়কর্দ্দমবৎ করিবেক, ইহার অর্দ্ধ তোলা ভক্ষণে গ্রহণী কবাট হইবেক। ৪৭। ৪৮। মুথা, ইন্দ্রযব, বেলশুঠ, লোধকাষ্ঠ, মোচরস, ধাইফুল চূর্ণ সমভাগ দ্বিভাগ গুড়েতে মিশ্রিত করিয়া ।০ অর্দ্ধতোলা পরিমিত সেবন করিলে সকল অতীসার নাশ হয়, এবং আমনাশ হয়, আর প্রবাহিকা রোধ করে। ৫০। বেলশুঠা, মোচরস, আকনাদি, ধাইফুল, ধনে, আতইচ, মুথা, অহিফেণ, লোধ, অভ্র, দাড়িম, কুরচিছাল, পারা, গন্ধক, লৌহ, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ সকল একত্রে মর্দ্দনদ্বারা

প্রাতশ্চূর্ণং গঙ্গাধরং মহৎ। জ্বরমষ্টবিধং হন্যাদতীসারং সুদুস্তরং॥ গ্রহণীং বিবিধাঞ্চৈব কোষ্ঠব্যাধি হরং পরং॥ ইতি বৃহদ্গাঙ্গাধর চূর্ণং॥ ৫১।৫৪॥ ত্র্যূষণং চিত্রকং মুস্তং ভৃঙ্গরাজং বিড়ঙ্গকং। দ্বিজীরকং যমানীচ সৈন্ধবং টঙ্গণারুণং। হরিদ্রে রোহিণীং পাঠাং জাতীফল লবঙ্গকং॥ দ্বিক্ষারং কট্ফলং শৃঙ্গী বিভীতং দারুবৎসকং। সমাংশং চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং তদর্দ্ধং কুটজত্বচং। জারিতং লৌহমভ্রঞ্চ ভাগমানং প্রয়োজয়েৎ। শোধিতং বিজয়া চূর্ণং সর্ব্বতুল্যং প্রদাপয়েৎ॥ যত্নাৎ সংমর্দ্দ্যমানৈকং সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা। দাতব্যং প্রাতরুত্থায় জ্বরাতীসারনাশনে। গ্রহণী শোথদুর্ণাম প্লীহ পাণ্ডুহলীমকং। জীর্ণজ্বরং শ্বাসকাস মামবাতং ব্যপোহতি॥ বিজয়াভৈরব চূর্ণ॥ ৫৫।৫৯॥ ঘনবলি ঘনহেম স্বাস্তভূদ্বেষিবীর্য্যং ত্রিকটুদরদ লৌহং বঙ্গসর্জ্জৌশিলাচ। রবিজল শিখিবীজং টঙ্গণং নাগকেশা মৃতলবণ বরাটীকাচ-

মিশ্রিত করিয়া স্থাপন করিবেক, ২০ রতি চূর্ণ তক্রের সহিত প্রাতে সেবন করিবে, এই বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ ভক্ষণে অষ্টবিধ জ্বর গ্রহণী এবং দুস্তর অতীসার,কোষ্ঠগত ব্যাধি সকল নাশ করে।৫১—৫৪। ত্রিকটু, চিতামূল, মুথা, ভৃঙ্গরাজ, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, সৈন্ধব, সোহাগা, আতইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটকী, আকনাদি, জায়ফল, লবঙ্গ, যবক্ষার, সাজিমাটী, কটফল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বয়ড়া, দেবদারু; কুরচিছাল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, কুরচিছাল চূর্ণ সকলের অর্দ্ধেক, লৌহভস্ম এবং অভ্রভস্ম পূর্ব্ব ভাগের সমান, সিদ্ধিচূর্ণ সকলের সমান একত্রে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবেক, অর্দ্ধ তোলা মাত্রা, মধু আতব তণ্ডুলের জল অনুপানে প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে, উপর উক্ত সকল রোগ নাশ হইবেক। ৫৫—৫৯। অভ্রভস্ম, গন্ধক, মুথা, পারা, ত্রিকটু, হিঙ্গুল, লৌহভস্ম, বঙ্গ-

কাস্তুল্যভাগাঃ॥ সকলমস্থণচূর্ণং শ্লক্ষবস্ত্রে প্রপূতমমরদশন পাঠা ধান্য পঞ্চোপ্থনীরৈঃ। পটুমতিভিষগেকেং বারুকং তদ্বিভাব্যং দিনমণি করজালৈঃ শোষিতং তদ্বিচুর্ণ্যাৎ। সকলিত মধুলেহ্যং রক্তিষটকং নিহন্তি হ্যরুচি মনলমান্দ্যং সামশূলাতীসারং। গ্রহণি গদবিকারং সজ্বরং বা জ্বরং বা প্রথিত কণকচুর্ণং ব্যাস নির্ম্মাণমেতৎ॥ ইতি কণকচুর্ণং॥ ৬০—৬৪॥ নাগরাতী-বিষামুস্তং ধাতকী সরসাঞ্জনং। কুটজত্বক্ফলং বিল্বং পাঠা কটুক রোহিণীং। পীতং কষায় মানেন তণ্ডুলোদক কল্পনা। ইতি নাগরঙ্গ চূর্ণং॥ ৬৫। ৬৬॥ গিরিজা হরবীজকজ্জলী পরি-মর্দ্দ্যাদ্ররসে বিশোষিত। কুটজস্যচ ভস্মনা পুনর্দ্বিগুণতায়েনাপি বিমর্দ্দ্য মিশ্রিতা। মর্দ্দয়িত্বা প্রদাতব্য ক্বাথেন কটুজস্যবা।

ভস্ম, ধুনা, মনছাল, তাম্রভস্ম, বালা, আপাংবীজ, সোহাগা, অহিফেণ, অমৃত, সৈন্ধব, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, প্রত্যেক সমভাগে সকল দ্রব্য চিক্কণ চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবেক, সিদ্ধি এবং আকনাদি, ধনে, মুথা, শুঁঠ, বালা, বেলশুঠা এই ৭ খানি দ্রব্যের ক্বাথে একবার একবার ভাবনা দিবেক, শুষ্ক করিয়া চূর্ণ রাখিবেক, ইহার ৬ রতি মাত্রা মধু অনুপানে সেবন করিবেক, এই কণকচূর্ণ ঔষধ অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, আমশূল এবং সজ্বর কি অজ্বর গ্রহণীরোগ বিনাশ করে। ৬০—৬৪। শুঁঠ, আতইচ, মুথা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুরচিছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠা, আকনাদি, কটকী প্রতি ১৬ রতি আতব তণ্ডুল জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা অনুপান মধু ৷৹ তোলা পানে গ্রহণী জয় হয়। ৬৫। ৬৬। পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, কজ্জলী করিবেক, আদার রসে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করি-বেক, কুরচিছালের ভস্ম ২ তোলা একত্রে মিশ্রিত করতঃ মর্দ্দন করিবেক, প্রাতে, কুরচি ক্বাথের সহিত ২ রতি ঔষধ সেবন করি-

ক্বাথোদেয়ো মসূরস্য বারিভক্ষঞ্চ শীতলং। দধ্নাসহ পুনর্দ্দেয়ং রক্তাদৌ রক্তিকাদ্বয়ং। বর্দ্ধয়েদ্দশপর্য্যন্তং হ্রাসয়েৎ ক্রমশস্তথা। নিহন্তি গ্রহণীং সর্ব্বাং বিশেষাদ্বহ্নিমার্দ্দবং॥ ইতি গ্রহণী কবাটঃ॥ ৬৮—৭০॥ রসগন্ধকয়োশ্চৈব জাতীফল বিড়ঙ্গকং। প্রত্যেকং শাণমাত্রন্তু শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥ সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব বিল্বপত্র রসেনচ। শৃঙ্গাটকস্য পত্রাণাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃপলৈঃ। চণ্ডাতপেন সংশোষ্য বটিকাং কুরুযত্নতঃ। বিল্বপত্র রসেনৈব ভক্ষয়েদ্রত্তিকা দ্বয়ং। দধ্না চ ভোজনীয়ঞ্চ গ্রহণী রোগনাশনং। গ্রহণীকবাট নামায়ং রসানাং পরমোত্তমঃ॥ ইতি গ্রহণীকবাট রসঃ॥ ৭১—৭৪॥ রস গন্ধক লৌহানি শঙ্খটঙ্গণ রামঠং। শঠীতালিশ মুস্তানি ধান্য জীরক সৈন্ধবং। ধাতক্যতিবিষাশুণ্ঠী গৃহধূমো হরীতকী। ভল্লাতকং তেজপত্রং জাতীফল লবঙ্গকঃ॥

বেক, মসূর ক্বাথ পথ্য দিবেক, শীতল জল পান করিবেক, পুনর্ব্বার রক্তদোষেতে দধির সহিত ২ রতি দিবেক, ক্রমে এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবেক, ১০ রতি পর্য্যন্ত, তাহার পর ১ রতি করিয়া ক্রমে হ্রাস করিবেক, ইহাতে সকল প্রকার গ্রহণী রোগ, অগ্নিমান্দ্য নাশ করে।৬৭—৭০। পারা ॥০ তোলা, গন্ধক ॥০ তোলা কজ্জলী করিয়া জায়ফল, বিড়ঙ্গ ॥০ তোলা চূর্ণ মিশ্রিত হুড়হুড়ে রস ৮ তোলা দিয়া এবং বিল্ব পত্রের রসে ভাবনা দিবেক, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাত্রে হিমে রাখিয়া পুনঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া দ্বিরতি প্রমাণ বটিকা করিবেক, বিল্বপত্রের রসের অনুপানে দধির সহিত ঔষধ ভোজন করিবে, ইহা গ্রহণী রোগ নাশক উত্তম রসায়ন, ইহার নাম গ্রহণী কবাট রস।৭১—৭৪। পারা, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খভস্ম, সোহাগা, হিং, শঠী, তালিশপত্র, মুথা, ধনে, জীরা, সৈন্ধব, ধাইফুল, আতইচ, শুঁঠ, ঝুল, হরীতকী, ভেলার আটা, তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ,

ত্বগেলা বালকং বিল্বং মেথী শক্রাশনং সমং। ছাগীদুগ্ধেন বটিকাংরসং বৈদ্যোপি কারয়েৎ॥ গহনানন্দ নাথেন ভাষিতোহয়ং রসায়নঃ। গ্রহণীং বিবিধাংহন্তি জ্বরাতীসার নাশনং॥ শূল-গুল্মাম্লপিত্তানি কামলাঞ্চ হলীমকং। বলবর্ণাগ্নি জননী সেবিতাচ-চিরায়ুষা। কণ্ডূকুষ্ঠং বীসর্পঞ্চ গুদভ্রংশং ক্রিমিং জয়েৎ। মাষদ্বয়াং বটীং খাদেৎ ছাগদুগ্ধানুপানতঃ॥ ইতি গ্রহণী গজেন্দ্রঃ॥ ৭৫—৮০॥ কৃষ্ণাভ্র লৌহমল বিশুদ্ধবিড়ঙ্গচূর্ণং প্রত্যেক মেকপলিকং বিধিবদ্বিধানাং। চব্যং চ ত্রিফলা কটু-ত্রয়কেশ রাজংদন্তী পয়োদ চপলা ননঘণ্টকর্ণাঃ মনোলুকন্দ-বৃহতী ত্রিবৃতা স সূর্য্যবর্ত্তা। পুনর্নবকয়া সহিতং ত্বমীষাং। মূলং প্রগৃহ্য শুভশোধিত মক্ষমেকং চূর্ণং তদঙ্গরসগন্ধক মেক-সংস্থং কৃত্বার্দ্রকীয় রস সংমিলিতঞ্চ ভূয়ঃ সংপিষ্য তস্য বটিকা

গুড়ত্বক, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠা, মেথি, সিদ্ধি, প্রত্যেকে সমভাগ, অগ্রে রসগন্ধক কজ্জলী করিয়া লইবেক, পশ্চাৎ এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত বিলক্ষণ মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটী করিবেক। এই গ্রহণী গজেন্দ্ররস, দুই মাষা প্রমাণ বটী ছাগ দুগ্ধানুপানেতে সেবন করিলে বিবিধ প্রকার গ্রহণী নাশ হইবেক, এবং জ্বরাতিসার নাশন, শূল, গুল্ম, অম্লপিত্ত, কামলা, হলীমক নাশ করে, বল ও বর্ণ এবং অগ্নি জন্মায়, আর চিরায়ু হয়, ইহাতে কণ্ডু কুষ্ঠ বিসর্প ও গুদভ্রংশ অর্থাৎ যে রোগে গুহ্যদ্বারে পদ্ম নির্গত হয়, তাহা ও ক্রিমি জয় করে। ৭৫—৮০। নিশ্চন্দ্র কৃষ্ণাভ্র, মণ্ডুর, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ৮ তোলা চৈ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কেশুরে, দন্তীমূল, মুথা, পিপুল, চিতামূল, ঘেট-কোমূল, মান, ওল, ব্যাকুড়, তেউড়ীমূল, হুড়হুড়েমূল, পুনর্নবা, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, কজ্জলী

বিধিবৎ কৃতাসা। হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং গ্রহণীমসাধ্যাং দুর্ণাম কামল ভগন্দর শোথগুল্মান্। শূলঞ্চ পাকজনিতং সতত্য-গ্নিমান্দ্যং সদ্যং করোত্যুপচিতং চিরমন্দবহ্নেঃ। কুষ্ঠাদিহন্তি পলিতঞ্চ বলি প্রবৃদ্ধাং শ্বাসঞ্চ কাসমপি পাণ্ডুগদং নিহন্তি। বার্য্যন্নমাংস দধিকাঞ্জিক তক্রমৎস্য বৃক্ষাম্ল তৈল পরিপক্বভুজো যথেষ্টংশৃঙ্গাট বিল্বগুড়কঞ্চট নারিকেল দগ্ধানি সর্ব্ববিদলানি বিবর্জ্জয়েচ্চ॥ ইতি পানীয়ভক্ত বটিকা॥ ৮১—৮৭॥ পারদং টঙ্গনং চাভ্রং লৌহঞ্চৈব বরাটকং। রূপ্যঞ্চাপি বিষং সর্ব্বং সমভাগং প্রকল্পয়েৎ॥ ধান্য শুণ্ঠীকৃত ক্বাথে ভাবয়েৎ সপ্ত-বাসরান্। মেঘনাদ রসেনৈব গুড়ূচ্যাঃ স্বরসে তথা॥ কণ্ট-কারিরসেনৈব শৃঙ্গাটক রসেনচ। ভৃঙ্গরাজ রসেনৈব কেশরাজ-

করিয়া মিশ্রিত করিবে, পরে আদার রসে মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ ৬রতি প্রমাণ বটী করিবেক,বৃদ্ধোপদেশে আমরুল রসে কিম্বা গোঁড়া নেবুর রসে বটী মাড়িয়া ভক্ষণ করিবেক। পথ্য জলধৌত অন্ন, মাংস যূষ, দধি, কাঞ্জি, তক্র, মৎস্য, তেতুল, তৈলপক্ব মৎস্যাদি যথা ইচ্ছা ভোজন করিবেক, এই পানীয়ভক্ত বটিকা শূল, অগ্নিমান্দ্য এক দিবসেই নাশ করে এবং কুষ্ঠ, অকালপলিত বৃদ্ধবলি অর্থাৎ অকালে জরাকেশাদির শুক্লতা শরীরে শ্লথীকৃতাবলি তাহা নাশ হয়, এবং কাস শ্বাস পাণ্ডু রোগও নাশ করে, এই ঔষধ সেবনে পানিফল, বেল, গুড় দ্রব্য, কাঁচড়াদাম শাক পথ্য, নারিকেল, দগ্ধ-দ্রব ও দাল মাত্র ত্যাগ করিবেক।৮১—৮৭। পারা,গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, লোহ, কড়িভস্ম, রূপাভস্ম, বিষ, প্রত্যেকে সমভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ধান ও শুঁঠের ক্বাথে সপ্তবার ভাবনা দিবেক, মেঘনাদের রস, গুলঞ্চ রস, কণ্টিকারি রস, পানিফল পত্রের রস,

রসেন চ। বিল্বপত্র রসেনৈব ভাবয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্। গুঞ্জা গুঞ্জাপ্রমাণং বটিকাং কারয়েৎ কুশলোভিষক। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গুরুদেব দ্বিজার্চ্চকঃ। দগ্ধবিল্ব গুড়েনৈব ভক্ষয়েদনুপানতঃ॥ অজাদুগ্ধেন বা পেয়ং জম্বুত্বক্ সম্ভবেন বা। অতীসারে জ্বরেঘোরে গ্রহণ্যামরুচৌ তথা॥ সামে সশূলে রক্তেচ পিচ্ছা স্রাবে ক্রিমৌতথা। শোথে রক্তাতীসারে চ সংগ্রহ গ্রহণী গুদে॥ অধোরোগে তথাদাহে রক্তপিত্তেঽগ্নিমান্দ্যকে। ছর্দ্দিরোগে তথাকাসে শ্বাসে সর্ব্বসমুদ্ভবে॥ তৃষ্ণায়াং সর্ব্বজায়াঞ্চ দুর্ণামে স হলীমকে। এতান্‌রোগান্নিহন্ত্যাশু সূতো গগণসুন্দরঃ॥ ইতি গগণসুন্দরোরসঃ। ৮৮—৯৬॥ রসং গন্ধং বিষং ব্যোষং টঙ্গণং লৌহভস্মকং। অজমেদাহিফেণঞ্চ সর্ব্বতুল্য মৃতাভ্রকং॥ চিত্রকত্বককষায়েণ মর্দ্দয়েদ্যামমাত্রকং।

ভীমরাজের রস, কেশুরের রস এবং বিল্বপত্রের রস পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবেক, দ্বিগুঞ্জা প্রমাণ বটিকা করিবেক, প্রাতঃকালে গুরুদ্বিজ পূজা পূর্ব্বক ঔষধ সেবন করিবেক, অনুপান বেলপোড়া গুড়ের সহিত কিম্বা ছাগ দুগ্ধের সহিত অথবা জামের ছালের সহিত সেবন করিবেক। অতীসার, জ্বর, গ্রহণী, অরুচি এবং শূলের সহিত আম রক্তাতীসার, পেছালা আমস্রাব, ক্রমি, শোথ, সংগ্রহ গ্রহণীরোগ, অবরোধ,দাহ,রক্তপিত্ত,অগ্নিমান্দ্য,বমি এবং কাস, শ্বাস, তৃষ্ণা,অর্শ,হলীমক এই সকল রোগকে নাশ করে, ইহার নাম গগণসুন্দর রস॥ ৮৮—৯৬॥ পারা, গন্ধক, বিষ, ত্রিকুট, সোহাগা, লৌহভস্ম, যমানী, অহিফেণ, প্রত্যেক সমভাগ করিবে, সর্ব্বতুল্য অভ্রভস্ম মিশ্রিত করিয়া চিতামূল রসে কিম্বা ক্বাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া মরিচ তুল্য বটী করিবেক, অজীর্ণযুক্ত গ্রহণী রোগে এই

মরিচাভাং বটীং খাদেৎ সাজীর্ণে গ্রহণী গদে। নাশয়েন্নাত্র-সন্দেহো গুহ্যমেতচ্চিকিৎসিতং॥ ইতি অগ্নিকুমাররসঃ॥৯৭—৯৯॥

অগ্নিকুমাররস সেবন করিবেক, ইহা অতি গুহ্য ঔষধ, অবশ্যই গ্রহণী নাশ করিবেক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৯৯॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদদর্পণে চিকিৎসাকাণ্ড চতুর্থখণ্ডে
চতুর্বিংশত্যুল্লাসঃ সমাপ্তঃ।

দ্রব্যগুণ নির্ণয়।



আয়ুর্ব্বেদদর্পণ গ্রন্থদ্রষ্টাদিগের দ্রব্যাদির গুণবোধ করার নিতান্ত আবশ্যক, যেহেতু পদার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে কোন ঔষধই প্রস্তুত হইতে পারে না, যেমন নিদানগ্রহ না থাকিলে রোগাদির চিকিৎসার বৈফল্য, তদ্রূপ দ্রব্যাদির গুণ পরিগ্রহণাভাবেও চিকিৎসা বিফলা হয়, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদদর্পণের সাহায্য জন্য এই গ্রন্থমধ্যে সংস্কৃত মূলকে ত্যাগ করিয়া তদর্থানুসারে ভাষা প্রবন্ধে দ্রব্যগুণ লিখিয়া আয়ুর্ব্বেদদর্পণের সহযোগে প্রকাশ করিলাম।

অন্নগুণ। ধাতুপোষক, তৃপ্তিজনক, মাংসবৃদ্ধিকারক,ইন্দ্রিয়পুষ্টিকারী,বুদ্ধিবৃদ্ধিকর, বলবৃদ্ধি, ক্ষুধাশ্রান্তি, শ্রমকৃশতানাশক।

অতিশয় সিদ্ধান্ন গুণ। অতিদ্রব অন্ন শরীরের গ্লানিকারক।

অসিদ্ধ অন্নের গুণ। গুরুপাক, প্রায়ই জীর্ণ হয় না।

অঞ্জনগুণ। চক্ষুতে কজ্জল সংযোগ করিলে তারা নির্ম্মল হয়,চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ অথচ নির্ম্মল দৃষ্টি হয় এবং অতিশয় প্রকাশমান হয়।

অগ্নিসেবন। অগ্নিসেবায়, স্তম্ভিতবায়ু, শীত, কম্প নাশ হয়, কিন্তু আম ও রক্ত পিত্তকে কোপিত করে।

অন্ধকারের গুণ। ভয়জনক, দর্শনাবরোধক, মুখতিক্তকারক, বুদ্ধি ব্যামোহকারী, বায়ুবৃদ্ধিকারক, মস্তক ঘূর্ণনকারী হয়।

অগুরুচন্দন। তিক্তরস, ব্রণনাশক, কটু, উষ্ণ, বায়ু এবং কফনাশকারক হয়।

অষ্টবর্গগুণ। জীবক, ঋষভ,ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, এই অষ্টদ্রব্য একত্র মিলিত হইলে, ব্রণনাশক, রক্তপিত্তনাশক এবং বায়ুপিত্তনাশক হয়।

অম্লগুণ। রুচিকারক, মুখপ্রিয়, প্রীতিদায়ক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক, পিত্তকর, জিহ্বা ও দন্তের উদ্বেগকারি, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ, রক্ত ও মাংস বৃদ্ধিকারি হয়।

অম্লবেতস গুণ। অত্যন্ত অম্লরস, মল মূত্রাদির অবরোধক, কফ ও বায়ুনাশক হয়।

অপাঙ্গ গুণ। অপামার্গ, অগ্নিতুল্য তীক্ষ্ণ, পাচক, সারক, কিন্তু গ্লানিকর হয়।

অপরাজিতাগুণ। গিরিকর্ণী অর্থাৎ অপরাজিতা বিষজন্য দোষকে নাশ করে।

অনন্তমূলের গুণ। ধারক, রক্তপিত্ত-নাশক, শীতল, দুষ্টরক্তশোধনকারক হয় এবং ব্রণপীড়া শান্তিকর।

অড়হর গুণ। কষায়রস, কফনাশক, অতিশয় পিত্ত কি অতিবায়ুবৃদ্ধিকারক নহে।

অর্জ্জুন বৃক্ষের গুণ। ভগ্নরোগে, রক্তস্তম্ভনে ও ক্ষতপীড়ায় এবং মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগে অবশ্য পথ্য।

অশ্বগন্ধার গুণ। বলকারি, ধাতুপোষক, শরীরের স্থূলতাকারক এবং বায়ুনাশক হয়।

আ

আম্রগুণ। কচি আম্র রক্তপিত্ত বৃদ্ধিকারক, কিছু বড় মধ্যম কাঁচা আম পিত্তকর, পাকা আম রুচিকর, কান্তি, পুষ্টি, মাংস, গুরু, বলবৃদ্ধিকারক, বর্ণপ্রসাদক, অপিত্তকারি, মুখপ্রিয়, মধুর গুরুপাক, সারক।

আমচুর গুণ। আমসী কষায়রস, উষ্ণ, ভেদক, কফ, বায়ুনাশক।

আমরুলশাক গুণ। কফ, বায়ুনাশক, অগ্নিকারক, গ্রহিণীরোগে হিতকারি হয়।

আমড়ার গুণ। তৃপ্তিজনক, মুখরোচক, বলকারক, গুরুপাক, অজীর্ণকারক, কচিআমড় বাতশ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক হয়।

আমলকী গুণ। ধাতুপোষক, শীতল, অম্লরস, বায়ুনাশক, মধুরত্ব হেতুক পিত্তনাশক, রুক্ষ এবং কষায় রসজন্য কফকারী হয়, ভোজনের আদি অন্তে কি মধ্যে ভক্ষণ করিলে বায়ু, পিত্ত, কফাদি ত্রিদোষ নষ্ট করে, আমলকী ফল নিরন্তর সর্ব্বদোষহারী হয়।

আনারস গুণ। অম্লমধুররস, ক্রিমিনাশক, সারক, ঈষৎ বাতশ্লেষ্মাকারক।

আকনাদি গুণ। পাঠা, লঘুপাক, অতীসার নাশক, ত্রিদোষ নষ্ট করে।

আকন্দবৃক্ষ গুণ। ক্রিমিনাশক, তীক্ষ্ণ-বীর্য্য, সারক, বদ্ধবাতনাশক, অর্শ, কাস, কুষ্ঠরোগহারী হয়।

আকন্দ আঠার গুণ। উদরীরোগ, কুষ্ঠ, ক্রিমিদোষ, অর্শ, বদ্ধবাতে হিতকারী হয়।

আতইচ গুণ। অতিবিষা, গ্রহণীনাশিনী, পাচক, তিক্তরস হয়।

আদার গুণ। কফ বায়ুনাশক, আমনাশক, মলবদ্ধাদি শূলবেদনা নাশক হয়।

ই

ইক্ষুর গুণ। সকল ইক্ষুই রক্তপিত্তনাশক, বলকারী, ধাতুপোষক, কফদায়ক, মধুররস, শীতল, গুরুপাক, মূত্রবৃদ্ধি কারক হয়।

ইক্ষুরস গুণ। শীতল, ধাতুপোষক, বলকারক, তৃপ্তিজনক, মাংস বৃদ্ধিকারক, স্বাদু, স্নিগ্ধ, প্রীতিকর, বাতরক্ত পিত্তরক্ত নাশক হয়। মাদ্যরস অর্থাৎ শিরকা।—মত্ততাকারক, পাচক, রক্ত-পরিষ্কারকারী হয়।

ইক্ষুমূলাদির গুণ। অতিশয় মিষ্টরস, অতি পুষ্টিকারক, মধ্য মিষ্টরস, তৃপ্তিকারক, মধুররস, অগ্রভাগ—অল্প মধুর লবণরস, কফকারক; গ্রন্থি—লবণরস, পিত্তকারক।

ইষলাঙ্গলীগুণ। কুষ্ঠনাশিনী এবং দুষ্টব্রণনাশিনী হয়।

ইন্দ্রযব গুণ। তিক্তরস, জ্বর, রক্তপিত্ত, অতীসারনাশক হয়।

উ

উত্থানকালের গুণ। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিলে শরীর সুস্থ হয়, তাহাতে অজীর্ণ নাশ হয়, জড়তা যায়, সর্ব্বরোগের মূলনাশক হয়। সূর্য্যোদয়ে উঠিলে শরীর অস্বাস্থ, জড়তা, মন্দাগ্নি

হয়, চিত্ত মলিন থাকে। সূর্য্যোদয় পূর্ব্বে মলত্যাগাদি দন্তধাবনে ও ভ্রমণে অগ্নিবৃদ্ধি, মনঃপ্রসন্ন, বক্ত-বাতাদি নাশ হয়।

উত্তরবায়ু গুণ। শীতল, মৃদু, মধুররস এবং কষায়রস, সর্ব্বদোষনাশক, ক্ষীণ,ক্ষত, বিষার্ত্ত ব্যক্তির হিতকারি, দাহ, তৃষ্ণা নাশক এবং শীত হয়, মেঘের উৎপাদক আর নানা দেশ হইতে আগত বায়ু, আয়ু ক্ষয় করে, তাহাতে ত্রিদোষ প্রকোপ হয়।

উচ্ছাফলের গুণ। শুক্রক্ষয়কারক, রুচিকারক, পিত্তশ্লেষ্মা নাশক হয়।

এ

এড়ঁগুণ। কুঁচা কাঁটাল ফল, কষায়-রস, স্বাদু, বায়ু বৃদ্ধিকারক, রক্তপিত্ত-নাশক। কাঁটালের বীজের গুণও—ঐ সমুদয় হয়।

এলাইচ গুণ। মূত্রকৃচ্ছ্র, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, কফবায়ুনাশক হয়।

এরণ্ডমূল গুণ। শূলনাশক, বেদনানা-শক,ধাতুপোষক,বাতশ্লেষ্মানাশকহয়।

এরণ্ডতৈল গুণ। বাতশ্লেষ্মানাশক, বদ্ধ-বাতনাশক, ভেদক হয়।

এলাইচ ক্ষুদ্রের গুণ। মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ, শ্বাসকাস, কফরোগে হিতকারী হয়।

ও

ওলের গুণ। শূরণ, আগ্নেয়, রুচিকা-রক, কফনাশক, লঘুপাক, বিষদ অ-র্থাৎ বিষবৎ মুখপীড়ক, অর্শরোগে হিতকারী, কিন্তু বনওল সর্ব্ব দোষা-ন্বিত হয়।

ক

কচুর গুণ। অতিসারক, কটুরস, গুরু-পাক, আমবাত ও পিত্তবৃদ্ধিকারক।

কমলানেবুর গুণ। মধুকর্কোটিকা, শী-তল, শ্লেষ্মাকারক, মুখজাড্য নাশক, রুচিকর, স্বাদু, গুরুপাক; বায়ুপিত্ত নাশক হয়।

করঞ্চ ও করমর্দ্দগুণ। করঞ্চা ও পানি আমলা তৃষ্ণানাশক, অম্লরস, রুচি-কর, পিত্তবৃদ্ধিকারক হয়।

কতবেলের গুণ। কচিকতবেল, গাত্র-কণ্ডূনাশক, কষায়াম্লরস। (পাকা কত-বেল)—ধারক, বায়ুবৃদ্ধিকর,মধুর, অম্ল কষায়রস ও সুগন্ধ হেতু মুখের রুচি-কারক হয়। তৎপত্র আমঘ্ন।

করকচলবণ গুণ। কটুপাক উষ্ণ, পাচক, ভেদক, মধুররস, স্নিগ্ধ, শূলনাশক, অধিক পিত্তকর নহে।

কন্টিকারার গুণ। উষ্ণগুণযুক্ত, বায়ু, কফ ও শ্বাস কাসনাশক হয়।

করঞ্জগুণ। ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্রমেহনাশক হয়।

কর্পূর গুণ। পাকে শীতল, চক্ষুর হিত-কারী, কফনাশক, ধারক, আঘ্রান শান্তিকর এবং সদ্যাক্ষ নিমিত্ত বায়ু নাশক, পক্বকর্পূর অপেক্ষা অপক্ব কর্পূর উপরোক্ত গুণবিশিষ্ট হয়।

কট্‌ফল গুণ। কফজন্য রোগনাশক, শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশ করে।

কদলীফল গুণ। গুরুপাক, বলকারী, বিশেষতঃ রক্তপিত্তনাশক। তন্মূল বায়ুপিত্তনাশক হয়।

কটকীগুণ। সারক,রুক্ষবীর্য্য, কফপিত্ত-নাশক হয়। কৃষ্ণকটকী। অত্যন্ত ভেদক।

কলমাশাক গুণ। স্তন্যদুগ্ধবৃদ্ধিকারী, ক-ষায় অথচ মধুররস, পাকে গুরু, কফ ও শুক্রবৃদ্ধিকারক হয়।

কাঁকড়াশৃঙ্গী গুণ। কফ, বায়ু, শ্বাস কাস; হিক্কা এবং জ্বরনাশক হয়।

কাকোলী গুণ। তিক্তরস, মুখপ্রিয়, সুগন্ধি, কফ এবং বায়ুনাশক হয়।

কাঁজির গুণ। ভেদক,তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, স্পর্শে শীতল, পিত্তকর, রুচিকারক, আগ্নেয়, শ্রম ও ক্লান্তিনাশক, মল ও মূত্রাশয় শুদ্ধিকারক হয়।

কাঁটাল গুণ। মধুর রস, মাংসবৃদ্ধিকর, স্নিগ্ধ, শীতল,গুরুপাক, বায়ু ও পিত্তনাশক, বলপ্রদ, শ্লেষ্মা শুক্রবৃদ্ধিকারক হয়।

কাঁকুড় গুণ। এর্বারুক। মুখপ্রিয়, গুরুপাক, অজীর্ণজনক,শীতল, সারক, মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, বাতশ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারী হয়।

কাঁটানটীয়ার গুণ। বিষদোষনাশক, পাকে স্বাদু ও রক্তপিত্তনাশক হয়।

কাকমাচাশাক গুণ। গুড়কামাইশাক, ধাতুপোষক,ত্রিদোষনাশক জ্বরাব্যাধি নাশক, অতি উষ্ণ, কি অতি শীতল নহে, মুখপ্রিয়, সারক, কুষ্ঠরোগ নাশক হয়।

কালকাসুন্দাশাক গুণ। কাসমর্দ্দশাক, অগ্নিদীপক, স্বাদু, তিক্তরস, স্বরভঙ্গরোগেহিতকারী, ত্রিদোষনাশক হয়।

কাঁচড়াশাকগুণ। শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক, শীতল; পিত্তনাশক, পাকে লঘু, রক্তদোষ নাশক হয়।

কুযাশার গুণ। শীতগুণ বহুল, কফ ও পিত্তবৃদ্ধিকারিণী হয়।

কুস্তী গুণ: স্নিগ্ধদ্রব্যভোজী বলবানের নিত্য কুস্তী অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বসন্তকালে ও শীতকালে অবশ্য করণীয়, অন্য সকল ঋতুতে শক্তির অর্দ্ধেক কুস্তী করিলে শরীর স্বচ্ছন্দ থাকে, যে পর্য্যন্ত কুক্ষি, ললাট গ্রীবায় ঘর্ম্ম না হয় ও শ্রম ও শ্বাস না জন্মে, তাবৎ কুস্তী করিবে, তদতিরিক্ত কর্ত্তব্য নহে, প্রত্যহ কুস্তী করিলে শরীরের লাঘব, সকল কর্ম্মে সমর্থ, ক্লেশসহিষ্ণু হয়, বাত পিত্ত কফের শমতা হয়, অগ্নিবৃদ্ধি হয়, বিরুদ্ধ অজীর্ণাদি ভোজন করিলেও অনায়াসে পরিপাক পায়। শরীরের স্থূলতানাশক, যেমন গরুড়ের নিকট সর্প যায় না, সেই রূপে ব্যায়ামী পুরুষের নিকট জ্বরা ব্যাধি গমন করিতে পারে না। কেবল রক্তপিত্তরোগী, ক্ষয়কাস, যক্ষ্মারোগী, শ্বাস কাসযুক্ত ব্যক্তি, ভুক্ত পুরুষ, স্ত্রীসংসর্গকারী ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের কুস্তী কর্ত্তব্য নহে।

আর সহজ পুরুষদিগের অত্যন্ত ব্যায়াম অকর্ত্তব্য, যেহেতু তাহাতে কাস শ্বাসরক্তপিত্ত,শ্রম ক্লম শরীরক্ষয়,তৃষ্ণা, জ্বর, বমী ইত্যাদির উৎপত্তি হয়।

কুলথকলাই গুণ। কফবায়ু নাশক, ধারক, উষ্ণবীর্য্য, মাংসবৃদ্ধিকারক, কটুপাক, গুল্ম ও শুক্র, অশ্মরী, মেদ, কাস, শ্বাস, প্রমেহ রোগনাশক হয়।

কুমড়ার গুণ। অপক্ক কুষ্মাণ্ড ঈষৎ পিত্তকর; তরুণ পিত্তনাশক; মধ্যম কফনাশক; পক্ক কুষ্মাণ্ড অমৃততুল্য, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারযুক্ত, আগ্নেয়, মলমূত্রাশয়শুদ্ধিকারক,ত্রিদোষনাশক, রক্তপিত্তহারক, উন্মাদরোগীর উত্তম পথ্য হয়।

কুমড়ার ডাঁটার গুণ। গুরুপাক, ক্ষারযুক্ত, মধুররস, রুক্ষবীর্য্য,রুচিকারক, পাণ্ডুরোগ এবং কফ বায়ু নাশকারী হয়।

কুলের গুণ। কাঁচাকুল অম্লরস, বায়ুকফনাশক, পক্ক হইলে স্নিগ্ধমধুররস, সারক, বায়ুপিত্তনাশক; শুষ্ক ও পুরাতন হইলে কফ, বায়ু, পিত্ত, তৃষ্ণা, শ্রমনাশক হয়, লঘুপাকান্ত, অতি আগ্নেয় হয়।

কুর্কন্ধু কোল। শেয়াকুলও কুলের সদৃশ গুণকারী।

কুলের আটির শস্যগুণ। মধুররস, পিত্ত, ছর্দ্দি, তৃষ্ণানাশক হয়।

কুম্কুমের গুণ। শরীরের বিবর্ণতানাশক, গাত্রকণ্ডু, বায়ুকফহারক হয়।

কুলেখাড়াশাক গুণ। আমবাত, বায়ু ও রক্তদোষনাশক হয়।

কুসাহ্কশাক গুণ। জিয়াতাপাতা, আমবাত, রক্তদোষনাশক হয়।

কুণ্ডজলের গুণ। অগ্নিকর, রুক্ষ, কফকারক হয়।

কুড় গুণ। শ্লেষ্মা, বায়ু, শ্বাস, হিক্কা, কাস, জ্বরনাশক হয়।

কূপজল গুণ। কফ বায়ুনাশক, পিত্ত-দায়ক, লঘুপাক, লবণরস, কাল-বিশেষে শীতল ও উষ্ণ হয়।

কুলথ যূষগুণ। বায়ু পাথরীরোগ, তূণী, প্রতূণীনামক বায়ুরোগ, কৃশতা, অর্শ, গুল্ম, মেদ ও কফনাশক হয়।

কেশুর গুণ। কফেরু, শুক্রদায়ক, স্বাদু, বাতপিত্তহারী, শীতল হয়।

কেয়াপুষ্প গুণ। তিক্তরস, কটু, বিষ-জন্য দোষনাশক হয়।

কেঁদুফল গুণ। কষায় রস, বায়ু বৃদ্ধি-কারক। গুরুপাক মধুরাম্ল, ধারক।

কেশুরিয়ার গুণ। কেশরাজ ও ভীম-রাজ, আগ্নেয়, ধাতুপোষক হয়।

করকা ও সমুদ্রজল গুণ। শীলের জল অমৃত তুল্য, কিন্তু সমুদ্র জলে সকল দোষ প্রকুপিত হয়।

খ

খইর গুণ। দাহ, তৃষ্ণা, বমী, অতী-সার, মেহ, মেদ কফ কাস ও পিত্ত এই সকল রোগের শান্তিকারী, লঘু-পাক, শীতল এবং আগ্নেয় হয়।

খইমণ্ড গুণ। অগ্নিদায়ক, দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর, অতীসার এবং শ্লেষ্মানাশক।

খদিরের গুণ। বীসর্পরোগ, মেহ,মেদ, ও কফ, ক্ষতরোগনাশক হয়।

খর্জ্জুর গুণ। মধুররস, ধাতুপোষক, মাংসবৃদ্ধিকারক, গুরুপাক, শীতল, ক্ষয়রোগনাশক, দাহ এবং বাতপিত্ত রোগে হিতাকারী হয়।

খেড়োকলস। গুরুপাক, অজীর্ণকারী, কফ ও বায়ুনাশক হয়।

গ

গাত্রমার্জ্জন গুণ। গাত্রমার্জ্জনে দুর্গন্ধ, গাত্রগৌরব, চুলকণা, ছলি, মলা, অ-রুচি, ঘর্ম্ম ও ঘৃণাদি নাশ হয়।

গাত্রঘর্ষণ গুণ। বায়ু কফ, মেদ রোগ নাশ হয়, অঙ্গের স্থৈর্য্য ও প্রসন্নতা করে।

গাত্রোদ্বর্ত্তন গুণ। হরিদ্রাদি লেপন। করিলে,গাত্র চুলকনা,বিবর্ণতা, রুক্ষতা নাশ হয়। (তিলোদ্বর্ত্তনে) চুলকণা, রুক্ষতা ও ত্বকদোষ নিবারণ করে।

গমের গুণ। মাংসবর্দ্ধক, মুখরোচক, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক হয়।

গোঁড়ানেবুর গুণ। কিঞ্চিৎ মিষ্ট, অতিশয় অম্লরস, গুরুপাক, সুগন্ধি, দুর্জ্জর, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, কফ বায়ু ও মলবদ্ধনাশক হয়।

গোমূত্র গুণ। তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণরস, পিত্তকর, কটু, দুর্গন্ধি,লঘুপাক, রুক্ষ, ক্রিমিনাশক, উদরীরোগ, মলবদ্ধ, শোথ, অর্শ, বিষজন্য দোষ, এবং কুষ্ঠরোগনাশক হয়।

গুড়ের গুণ। ধাতুপোষক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, মূত্রশুদ্ধিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তনাশক, মেদ, কফ, ক্রিমি এবং বলবৃদ্ধিকারক হয়। পুরাতন গুড়, বায়ুনাশক, পিত্ত ও রক্তদোষ-নাশক, শরীরপ্রসন্নতাকারক, মধুর, স্নিগ্ধ, বলদায়ক, প্লীহা, ও শ্বাসরোগে পথ্য। খণ্ডগুড়। ধাতুপোষক, বল-কারক, চক্ষুরোগে হিতকারী, বায়ু-পিত্তনাশক হয়। নবাত ও ফাণি মি-ছরি চিনি, ইহারা উত্তরোত্তর নির্ম্মল, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, ক্রমে গুণকারী হয়।

গুবাক গুণ। শুষ্কগুপারি, অগ্নিকর, কষায় এবং মধুররস, সারক; কাঁচা গুপারি গুরুপাক, কফদায়ক, মাদক এবং অগ্নিনাশক হয়।

গাম্ভারীমূল গুণ। উষ্ণবীর্য্য, মনো-বিকার রোগে হিতকারী হয়।

গণিয়ারীমূল গুণ। শোথনাশক, বায়ু বিকারে হিতকারী হয়।

গোক্ষুরী গুণ। মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, বল-কারী, ধাতুপোষক ও বায়ুনাশক হয়।

গোরক্ষচাকুল্যার গুণ। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে এবং ক্ষয়রোগে হিতকারী হয়। কিন্তু বেলেড়ার সমান গুণযুক্ত হয়।

গন্ধভাদালের গুণ। বায়ুপিত্তনাশক, উষ্ণবীর্য্য, বলদায়ক, ধাতুপোষক ও ধারক হয়।

গুলঞ্চ গুণ। ধারক, বলকর, ত্রিদোষনাশক, জ্বরাবস্থা শোধক হয়।

গুগ্গুলুর গুণ। অগ্নিকারক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, কষায়, কটুরস হয়, জ্বরাবস্থা মেদ, বায়ু, শ্লেষ্মা, কুষ্ঠ এবং আমবাত রোগনাশক হয়।

ঘ

ঘৃত গুণ। (গব্য) বুদ্ধি, শুক্র, তেজ, মেদ, স্মৃতি, শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক, পিত্ত, বিষযোগ, উন্মাদ, শোথ, অলক্ষ্মী, মন্দজ্বর, প্রভৃতিকে নষ্ট করে। (মহিষঘৃত) স্বাদু, শীতল, কফকর, রক্তপিত্তনাশক। (ছাগঘৃত) বলকারক, চক্ষুর হিতকারী, বলকর, কাসে ও ক্ষয়রোগে পথ্য। (মেষঘৃত) পিত্তকর, যোনিদোষে, যক্ষ্মারোগে, কফ, বায়ুরোগে প্রশস্ত পথ্য হয়। উষ্ট্র ঘৃত। কফ, বায়ু, ক্রিমি, শোথ, উদরীরোগ নাশক হয়। (গর্দ্দভঘৃত) তেজস্কর, অতি সারঘ্ন, প্রমেহনাশক, গুরুপাক, চাক্ষুষ্য হয়। (মনুষ্যঘৃত) চক্ষুর হিতকারী, লঘুপাক, প্রমেহ রোগ ও ক্ষীণতা নষ্টকারী হয়। (পুরাতনঘৃত) চক্ষুর অন্ধকার দর্শন, মুখ নাশিকার জলস্রাব, আগন্তুকাস, মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ বিষরোগ মৃগী, বাতশ্লেষ্মা বেদনাশক, সারক হয়। ঘৃত পুরাতন প্রমাণ। ১০ বৎসরের পরেই পুরাতন হয়, উগ্রগন্ধ হয়, তদধিক হইলে রক্তবর্ণ হয়, গুণে শীতল হয়, ইহার পর যত পুরাতন হয়, ততই গুণাধিক্য হয়।

ঘৃতপক্ক ভক্ষ্যদ্রব্য গুণ। ঘৃতপক্ক খাদ্যদ্রব্য লঘুপাক, মুখপ্রিয়, সুগন্ধযুক্ত, বায়ু পিত্তনাশক, তেজস্কর, বর্ণ ও চক্ষু প্রসন্নকারী। তৈলপক্ক গুরুপাক, কটুরস, অজীর্ণজনক, অহিতকারী হয়।

ঘোলের গুণ। ত্রিদোষনাশক, স্বাদু, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, কষায় ও অম্লরস, আগ্নেয়, শোথ, উদরী, অর্শ, গ্রহিণী, মূত্রাঘাত, অরুচি, যোনিব্যাপৎ, পাণ্ডু, এবং বিষরোগে পথ্য হয়। কিন্তু উষ্ণ শরীরা, দুর্ব্বল ও ক্ষয়, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ এবং রক্তপিত্ত জ্বররোগে, শীতকালে, অগ্নিমান্দ্যে, কফরোগে, পথ্য নহে। এতদ্ভিন্ন বদ্ধমলে, বায়ু কুপিতে, ঘোল অতি প্রশস্ত হয়।

ঘোষালতার গুণ। কফ, অর্শনাশক, পক্কাশয় ও আমাশয় শুদ্ধিকারক হয়।

ঘোড়ানিম্ব গুণ। অত্যন্ত ধারক, কষায় ও অম্লরস, শীতল, জ্বরঘ্ন হয়।

ঘলঘসিয়ার গুণ। কফ জন্য অর্শরোগ নাশক, ক্রিমি, শোথ ইত্যাদি নষ্ট করে, বিশেষতঃ সর্পবিষহারক হয়।

চ

চিরুণী গুণ। কেশ শোভা সম্বর্দ্ধনী, কেশের সৌন্দর্য্যকারিণী, শিরঃকণ্ডূনাশিনী, কেশকীট ও ধূলিমলাদি বারিণী হয়।

চই গুণ। গজপিপুলের সমান গুণযুক্ত হয়।

চম্পকপুষ্প গুণ। তিক্ত, কটুরস, শীতপিত্ত ও কফরোগনাশক হয়।

চামর আলু গুণ। বারাহিকন্দ আলু শ্লেষ্মানাশক, পিত্তকর, বলবৃদ্ধিকারক হয়।

চাকুন্দ্যাবীজ গুণ। সোমরাজীর সমান, গুল্ম, উদরী, অর্শ, কুষ্ঠরোগ নাশক, পাকে কটু এবং দদ্রুনাশক হয়।

চালিতার গুণ। স্বাদু, কষায়রস, এবং অম্লরস, মুখপ্রিয় ও মুখের জড়তানাশক, শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকারক হয়।

চালিভাজার গুণ। সুগন্ধি, কফনাশক, রুক্ষ, পিত্তকর হয়।

চিনির গুণ। জ্বর, পিত্ত, রক্তদোষ, মূর্চ্ছা, বমী, তৃষ্ণানাশক হয়।

চিঁড়ার গুণ। গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মাংস, ও কফ বৃদ্ধিকারক।

চিঁড়াভাজার গুণ। চালিভাজার তুল্য, অধিক কোষ্ঠ বদ্ধকর হয়।

চিঁড়ার পরমান্ন গুণ। বলকারক, বায়ুনাশক, ভেদক হয়।

চিতা গুণ। পাকে অগ্নির সমান,শোথ, অর্শ,ক্রিমি, কুষ্ঠরোগ নষ্টকারক হয়।

চুনের গুণ। বায়ু, শ্লেষ্মা ও মেদরোগ নাশক হয়।

চুকাপালঙ্ক গুণ। দুর্জ্জর, গুরুপাক, ভেদ, বায়ুনাশক, পিত্তকর হয়।

চোরহুলুইর গুণ। চোরকাঁটা, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মেধাকারক, ক্রিমি বিষজন্য দোষ নাশক হয়।

ছ

ছত্র গুণ। বৃষ্টি, রৌদ্র, ধূলি, বায়ু, হিম এই সমস্ত নিবারণ কারক এবং বর্ণ, দৃষ্টি ও শরীর আবরণকারী হয়।

ছায়ার গুণ। শরীরের দাহ, শ্রম, মূর্চ্ছা-নাশক এবং মনোরম শীতল গুণযুক্ত হয়।

ছানার গুণ। বায়ুনাশক, ধারক, রুক্ষ, গুরুপাক, দুর্জ্জর হয়।

ছোলার গুণ। বায়ুবৃদ্ধিকর, শীতল, কফ, রক্তপিত্ত ও পুরুষত্বনাশক হয়।

জ

জলের গুণ। ঈষৎকষায় রস, অব্যক্ত মধুর রস, ক্লেদযুক্ত, শীতল, তৃষ্ণানাশক, অব্যক্ত রস, ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তিসাধক, অথচ রুক্ষ, সামান্যত এই গুণবিশিষ্ট হয়। অজীর্ণে জলই ঔষধ, জীর্ণে জলপান বলপ্রদ, ভোজনকালে জলপান আয়ুবৃদ্ধি করে, ভোজনান্তে জলপানে ঈষৎ বায়ুবৃদ্ধি করে, কিন্তু দুই প্রহর রাত্রির পর জলপান নিষিদ্ধ।

জলের উষ্ণতা লক্ষণ এবং গুণ। যত জলপাক করিবে, তাহার অর্দ্ধ বা পাদাবশেষ, কিম্বা পাদহীন করিলেই উষ্ণজল বলা যায়, পাদহীনে বায়ু নষ্ট করে, অর্দ্ধাবশেষে পিত্তনাশ করে, পাদাবশিষ্টে কফনাশক হয়। উষ্ণজল লঘুপাক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক। শীতকালে ও শিশিরকালে পাদহীন জল প্রশস্ত, বসন্তকালে পাদাবশিষ্ট জল পথ্য। শরৎ ও গ্রীষ্মকালে অর্দ্ধাবশিষ্ট বর্ষাকালেও বটে। কিন্তু বর্ষাকালের জল বহুদোষে দুষ্ট হয়,অতএব অর্দ্ধাবশিষ্ট পান স্নানাদিতে প্রশস্ত হয়। কিন্তু দিবাপক্ক জল রাত্রে, রাত্রিপক্ক জল দিবাতে প্রশস্ত নহে। উষ্ণোদক পান সকল কালেই প্রশস্ত, ঐ জলে কাস, জ্বর, মলবদ্ধ, কফ, বায়ু, আমদোষ নষ্ট করে, আগ্নেয়, মলমূত্রাশয়শুদ্ধিকারক, শ্লেষ্মাসমূহনাশক, কুপিত বায়ুর শমতাকারী এবং রাত্রিতে পান করিলে অতি শীঘ্র অজীর্ণাদি রোগ নাশ করে।

জলের ঋতুভেদে গুণ। বর্ষাকালে জল গুরুপাক,শ্লেষ্মাকর,সারক হয়। শরৎকালে লঘুপাক হয়, শীতকালে বলদায়ক, স্নিগ্ধ, ধাতুপোষক গুরুপাক। শিশিরকালে গুরুপাক, কফ বায়ুনাশক। বসন্তকালে কষায় রস, মধুর, রুক্ষ, বলদায়ক, গ্রীষ্মকালে কফ নাশক লঘুপাক হয়। সুগন্ধ জলের গুণ, নির্ম্মল, তৃষ্ণানাশক, লঘুপাক, মনোহর হয়। মলিন জলের গুণ। পিচ্ছিল, কীট, ক্লেদযুক্ত, বিবর্ণ, বিরস-গাঢ়, শীতল, কফকারক, সমস্ত পীড়াদায়ক হয়।

বৃষ্টি জলের গুণ। ত্রিদোষনাশক, বলদায়ক, রসায়ন, জ্বরনাশক,বুদ্ধি স্থিরকারক, যেরূপ পাত্রে গ্রহণ করা যায়, সেই রূপ অধিক গুণকারক হয়।

সামান্য জল রৌদ্রতপ্ত করতঃ রাত্রে শিশিরে রাখিলে বৃষ্টিজলের সমান গুণকারী হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টিতে মেঘের সহিত আকাশে সর্প মাকড়সা প্রভৃতি কীট ভ্রমণ করে, অতএব বর্ষণ জল বিষযুক্ত হয়, একারণ শরৎ-কালের পূর্ব্বে ঐ জল পান করা অকর্ত্তব্য। কেবল বর্ষাভিন্ন সকল কালেই বৃষ্টিজল প্রশস্ত হয়। জন-সঙ্কুল অনুপদেশস্থ জল গাঢ়, ভারি, লালযুক্ত, মধুররস, শ্লেষ্মাজনক, স্নিগ্ধ, অগ্নিনাশক, প্রমেহ, গোদ, গলগণ্ড, বমী ইত্যাদি রোগদায়ক হয়।

জাঙ্গলদেশ অর্থাৎ নদী পর্ব্বত বৃক্ষাদিব্যাপ্তদেশের জল, যে দেশে ভূমিতে বর্ষা অল্প হয় এবং শাঁহ বাঁশ, বিল্ব, আকন্দ প্রভৃতি বৃক্ষাবৃত ও হরিণ, গাদা সর্পাদি যে দেশে অধিক আছে, তদ্দেশের জল উত্তম, ধাতুপোষক, অগ্নিকারক, মধুররস, লঘুপাক। যেদেশে বৃক্ষাদির অভাব সে দেশের জল অহিতকারী হয়।

তড়াগ অর্থাৎ পদ্মান্বিত জলাশয়ের জল, বায়ুদায়ক, স্বাদুকষায় রস, পাকে কটু হয়। দীর্ঘিকার জল।—লঘুপাক, ভারি, কটু, ক্ষারযুক্ত, পিত্তদায়ক এবং কফ বায়ুনাশক হয়। পর্ব্বতঝর্ণার জল —লঘুপাক, অগ্নিকারক, কফ-নাশক, সুপথ্য হয়। সরোবরজল।—লঘুপাক, তৃষ্ণানাশক, বলদায়ক, স্বাদু কষায় রস।—ধান্য ক্ষেত্রের জল। গুরুপাক, মধুর, ত্রিদোষদায়ক। (ডোবার জল) গুরুপাক, কফকা-রক, অজীর্ণজনক, ত্রিদোষকোপকারী হয়।—(নদীর জল) বায়ুবৃদ্ধিকর, রুক্ষ, গাঢ়, গুরুপাক, কফনাশক, হয়। যে সকল নদী খর বেগবতী, তাহাদিগের জল, অতিলঘু, নির্ম্মল। মৃদুবেগা নদীর জল, ভারি ও গাঢ় হয়। পূর্ব্ব সমুদ্রে যে নদী মিলিতা, তাহা-দের জলও অতি ভারি হয়। প্রস্তর কি বালি হইতে উৎপন্ন। নদীর জল নির্ম্মল, লঘু। মলয় পর্ব্বতোৎপন্ন। নদীর জল অমৃততুল্য অতিস্নিগ্ধ, ত্রিদোষহারী হয়। শরৎ ও বসন্ত-কালে নদনদীর জল পানীয় নহে। অন্য ঋতুর জল তুলিয়া শরৎ বসন্তে পান করিবে।

(শীতলজল) বমী, মূর্চ্ছা, মত্ততা, পিত্তজ্বর শ্রম জন্য গ্লানি, পিপাসা, দাহ, মদাত্যয় রোগ ও বিষরোগ নষ্ট করে। (নারিকেল জল) ডাবের জল। পিত্ত ও তৃষ্ণানাশক, সারক হয়, ঝুঁনানারিকেল জল। গুরুপাক, পিত্তবৃদ্ধিকর হয়। (কচিতালের জল) গুরুপাক, পিত্তনাশক, শুক্র এবং স্তন্য দুগ্ধদায়ক, হিক্কানাশক হয়।

জ্যোৎস্নার গুণ। কষায় ও মধুররস, দাহ, পিত্তনাশক হয়।

জয়ন্তীপত্র গুণ। বিষজন্য শোথনাশক, মধুর রস, শীতল, চক্ষুর হিতকারী হয়।

জামের গুণ। গুরুপাক, কষায় রস, স্বাদু, শীতল, অগ্নিমান্দ্যকর। কফ বায়ু বৃদ্ধিকারী, পিত্তনাশক, ইহা আরণ্যজম্বু। বড়জাম—পাচক, অগ্নি-কারক হয়।

জীরার গুণ। রুচিকর, স্বরবৃদ্ধিকারক, সুগন্ধি, পাকে কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, কফ বায়ুনাশক, অগ্নি এবং পিত্তবৃদ্ধিকারী হয়।

জায়ফল গুণ। তৃষ্ণা, বমী, শূল, কফ, বায়ু জন্য রোগ নষ্ট করে।

জয়ত্রী গুণ। লঘুপাক, তৃষ্ণা, দুর্গন্ধ, কফরোগনাশকারিণী হয়।

জীবন্তী গুণ। শ্বাসকাসনাশিনী, স্বর-বর্দ্ধিনী, ক্ষয়রোগক্ষয়কারিণী হয়।

জয়পাল গুণ। কণকফল, গ্লানিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবৎ অত্যন্ত বিরেচক হয়।

ঝ

ঝিঙ্গাফলের গুণ। তিক্তরস, অথচ মধুর, আমবাত, অগ্নিমান্দ্যকর হয়।

ঝালরসের গুণ। জিহ্বা মুখ, নাসিকা, চক্ষুর জলস্রাবী, অরুচি ও অগ্নিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, গাত্রকণ্ডু, ক্রিমি শুক্র কফনাশক হয়।

ট

টাবানেবুর গুণ। মুখপ্রিয়, অম্লরস, লঘুপাক, আগ্নেয়,শ্বাস, কাস, অরুচি তৃষ্ণানাশক, এবং কণ্ঠার জড়তা শুদ্ধিকর হয়।

ড

ডাটাশাক। পাটশাক দুই প্রকার, তিক্ত ও মধুর। তিক্তপাটশাক ক্রিমি, কুষ্ঠনাশক। মিষ্টশাক লালাযুক্ত, শীতল,অজীর্ণ কফ ও বায়ুবৃদ্ধিকারক হয়।

ডানিকোণা গুণ। দগ্ধোৎপল, সদাজ্বরনাশক, শ্বাস, কাসনাশক, আগ্নেয় হয়।

ত

তৈল মাত্র গুণ। কষায় রস, মধুর, উষ্ণবীর্য্য, ত্বকের চিক্কণতা সাধক, রতি কর্ম্মে নিপুণ করে, পিত্ত, মলবর্দ্ধক, শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর নহে, সকল প্রকার বায়ুবিকার নাশক, মেধা, অগ্নি, বল বৃদ্ধিকারক, তৈলাপেক্ষা বায়ুহারী কোন ঔষধ নাই। বিশেষতঃ পক্ক-তৈল অনেক প্রকার রোগহারক হয়।

তিলতৈল। বয়স স্থৈর্য্য কর, বায়ু নাশক, পিচকারিতে, মর্দ্দনে, পানে, নাশিকা ও চক্ষু পূরণে হিতকারী হয়।

সার্ষপতৈল। কটু উষ্ণবীর্য্য,কফ,শুক্র, ক্রিমি কণ্ডু, বায়ু নাশক এবং রক্তপিত্তে অহিতকারী হয়।

এরণ্ড তৈল। পাকে মধুর,গুরু, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, বাতরক্ত, গুল্ম, হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বরবিনাশক, ভেদক হয়, অর্থাৎ শুক্ত বিরেচক। মসিনাতৈল। স্বাদু, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, পাকে কটু,মসিনা ব্রণাদিতে লেপনে পক্ক করে, পক্কব্রণে পূজাদিকে স্রব করে।

করঞ্জতৈল গুণ। কান্তিযুক্ত, তিক্তরস, তীক্ষ্ণবীর্য্য, ক্রিমি কুষ্ঠ, গাত্রকণ্ডু-নাশক, রক্তপিত্তজনক হয়।

নিম্বতৈল গুণ। তিক্তরস, ক্রিমি, কুষ্ঠ নাশক হয়।

অন্য অন্য যে সকল ফলোদ্ভব তৈলের গুণ* লিখিত হইল, সেই সকল ফলের যে গুণ তত্তৈলেরও সেই গুণ জানিবে।

তৈলমর্দ্দন গুণ। তৈল মর্দ্দনে শরীরের কোমলতা হয়, বায়ুর শমতা হয়, ধাতুপুষ্টি হয়, কান্তি ও বর্ণ প্রসন্ন হয়। পায়ের তলায় তৈল মর্দ্দনে চক্ষুসত্তা বৃদ্ধি এবং নিদ্রাকর হয় ও পাদরোগ নাশ করে। কিন্তু কফরোগী, অজীর্ণরোগী, বমনাবিরেকাদি সংশুদ্ধদেহীর তৈলমর্দ্দন কর্ত্তব্য নহে। তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিলে বলবৃদ্ধি হয়, শিরামুখে ও নাড়ীমুখে তৈল প্রবিষ্ট হইলে শরীর তৃপ্ত হয়। নিয়ত তৈলে মস্তক আর্দ্র রাখিলে শিরঃশূল টাক পড়া কেশ পতন হয় না এবং শীঘ্র চুল পাকে না। ঘন দৃঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশ হয়, দীর্ঘ থাকে, ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্নহয়, মুখ শ্রীযুক্ত হয়,আর নিত্য কর্ণে তৈল পূরণ করিলে বায়ুজন্য কর্ণরোগ, হনুগ্রহ, মন্যাগ্রহ, বাধির্য্য, উচ্চৈঃশ্রবন নষ্ট করে।

তেওড়ার্দালি গুণ। সতীলা বায়ু বৃদ্ধিকর, রক্তপিত্তনাশক, মলভঙ্গকারক হয়।

তিলেরগুণ। তিল। পাকে মধুর, বলবৃদ্ধিকর, শীতবীর্য্য, ব্রণাদিতে লেপন পথ্য, অগ্নি, বল মেধা বৃদ্ধি করে, মূত্রের অল্পতা, চর্ম্মকে প্রসন্ন করে, কেশকারক,বায়ুনাশক, গুরুপাক হয়।

কৃষ্ণতিল প্রধান, শুক্ল তিল মধ্যম, অধম, অন্য তিল গুণহীন হয়।

তেলাকুচাশাক গুণ। পিত্ত, কফ, বমী, ব্রণ, হৃল্লাস অর্থাৎ উপস্থিত বমন ভাব, পীড়া, কুষ্ঠরোগনাশক এবং প্রমেহনাশক, সারক, হস্তপাদাদির জ্বালা নিবারক, তদ্রস পানে দাহ-নিবারক ও নিদ্রাকর হয়।

তেঁতুল গুণ। আগ্নেয়, রুচিকর, ভেদক, উষ্ণবীর্য্য, ঈষৎ পিত্তকর, কফ বায়ু-নাশক, পুরাতন হইলে, পিত্তনাশক, আমনাশক, ক্ষারক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক হয়, কাঁচা তেঁতুল, বায়ুনাশক, পিত্তকর, কফবর্দ্ধক, তেঁতুলপত্র—মুখ-রোচক আম ও বায়ুনাশক হয়।

তালের গুণ। বায়ুনাশক, মাংসবর্দ্ধক, বলদায়ক, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত-নাশক, স্বাদুরস, গুরুপাক, অভুক্ত পক্ক তাল ভোজন সর্ব্বদোষহর হয়।

তালশাঁসের গুণ। মধুররস, মূত্রকর, বায়ুপিত্তনাশক, তন্মধ্যস্থিত জল হিক্কা নাশক।

তালআঁটির শস্য গুণ। মধুর, শীতল, মূত্রকর, পাকে গুরু, কফ, ক্রিমি-নাশক, রুচিকর কিঞ্চিৎ বায়ু বৃদ্ধি-কর হয়।

ত্রিফলা গুণ। হরিতকী আমলকী বহেড়া একত্রে মিশ্রিত ত্রিফলা, কিঞ্চিৎ শীতল, সারক, ত্রিদোষনাশক হয়।

তাম্বুলপত্র গুণ। তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কটু-রস, বায়ুনাশক, পিত্তকর, স্বরবর্দ্ধক, আগ্নেয়, মুখের জড়তা নাশক, রতি-কার্য্যের সাহায্য কারী হয়।

তাম্বুলভক্ষণ গুণ। মসলাদিযুক্ত তাম্বুল ভক্ষণের গুণ। কটু তিক্ত মধুর, কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু, কফ, ক্রিমি-নাশক, রতিশক্তিকারক, স্ত্রীসম্ভা-ষণের ভূষণ, প্রীতিকর, দুঃখনাশক হয়।

তেজপত্র গুণ। বায়ু, কফ, অর্শ, বমন-ভাব, পীড়া ও অরুচিনাশক হয়।

তিক্তরস গুণ। পিত্ত, কফ, ক্লেদ, বিষ জন্য দোষ, গাত্রকণ্ডু নাশক হয়।

তালমূলী গুণ। বায়ুরোগে হিতকারী, ধারক, ধাতুপোষক হয়।

তেউড়ী গুণ। রক্ততেউড়ী স্বাদু, কটু, কষায়রস, রুক্ষবীর্য, পাকে তিক্ত, কফ-নাশক ভেদক হয়। (শ্বেততেউড়ী)।— কিঞ্চিৎ অল্পগুণ, বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত, প্রভৃতি রোগনাশক হয়।

তিত্তিরাজবৃক্ষ গুণ। যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, উদরীনাশক হয়।

তুলসী গুণ। পিত্তকর, বায়ু, ক্রিমি, দুর্গন্ধ নাশ করে। শ্বেত তুলসীও ঐরূপ গুণবিশিষ্ট হয়।

থুলকুঁড়ির গুণ। লঘুপাক, স্বাদু, শীতল, আমরেচক হয়।

দ

দন্তধাবন গুণ। প্রাতঃকালে নিশিজল পান করিয়া, কষায়, তিক্ত, কটুরস-যুক্ত কোমল দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তঘর্ষণ করিবে, যাহাতে দন্তমূল মাংসের পীড়া না জন্মে, এমন কাষ্ঠ লইবে। যথা।—করবীর, আম্র, করঞ্জ, বকুল, অসন, অর্থাৎ পিয়াল কাষ্ঠে কর্ত্তব্য। গুবাক, তাল, হেঁতাল, খর্জ্জুর, কেয়া, নারিকেল, তাড়িয়াৎ এবং তাবৎ কন্টকী কাষ্ঠে কর্ত্তব্য নহে।

দক্ষিণ মুখে বসিয়া ধাবনে আয়ুক্ষয়; পশ্চিমাস্যে রোগ, উত্তর এবং পূর্ব্বাস্যে সম্পদযুক্ত হয়।

দন্তের উর্দ্ধাধ ঘর্ষণ করিয়া মুখে জল পূর্ণ করতঃ নয়নে জল সেবন করিলে শীঘ্র দৃষ্টির প্রসন্নতা হয়। অর্দ্দিত বায়ুরোগী, মুখরোগী, কর্ণরোগী, দন্তরোগী, নবজ্বরী, যক্ষ্মারোগী, মূর্চ্ছা রোগী; কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবেক না।

দন্তকাষ্ঠের অভাবে এবং নিষিদ্ধ দিবসে দ্বাদশ গণ্ডূষ জলে মুখ শুদ্ধির বিধান করিবেক।

দর্পণ গুণ। দর্পণে মুখাবলোকন করিলে শরীরের শোভা,আয়ুবৃদ্ধি এবং পাপ ক্ষয় হয়।

দক্ষিণ বায়ুর গুণ। দক্ষিণে বাতাস; বলকর, চক্ষুর হিতকারী, শস্যনাশক, মনোহর, অপাকজনক, কষায়রস, লঘু রক্ত পিত্তল শমতাকারক, বায়ুর অকোপকারী, কিঙ্খুলুক মক্ষিকাদি নানাবিধ কীটোৎপাদক, সর্পাদির প্রাণধারক, সুগন্ধ, চিত্তোদ্বেগকর, ইন্দ্রিয়বিকারকারী হয়; বিরোধী সন্তাপক হয়।

দুগ্ধগুণ। দুগ্ধ মাত্রই স্বাদু, স্নিগ্ধ, তেজস্কর, ধাতুবৃদ্ধিকর, বায়ু, পিত্তনাশক, শ্লেষ্মাদায়ক, গুরুপাক শীতল হয়। (গোদুগ্ধের গুণ)।—জীবন ও বলের বৃদ্ধিকারক, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক আয়ু ও পুরুষত্ব এবং বলকারী, মুখপ্রিয়, ধাতুপোষক, সুপথ্য জার্ণাবস্থা নাশক হয়। (ছাগী দুগ্ধ)।—মধুর, শীতল, ধারক, আগ্নেয়, রক্তপিত্তরোগ ও ক্ষয়রোগ,কাসরোগ নিবৃত্তিকারক, ক্ষুদ্রকায়, কটুতিক্ত দ্রব্যাহার, অল্প জলপান করে, এ জন্য ছাগী দুগ্ধ দোষ নষ্ট করে। (মাহিষদুগ্ধ)।—অতি শীতল, নিদ্রাকর, অগ্নিমান্দ্যকর হয়। (মেষ দুগ্ধ)।—গুরুপাক, স্বাদু, স্নিগ্ধ, অথচ উষ্ণ, কফপিত্তনাশক হয়। (ঘোটক দুগ্ধ)।—লবণরস, মধুর-অম্লরস, পাকে লঘু হয়। (গর্দ্দভ দুগ্ধ)।—লবণরস, মধুরাম্ল, লঘুপাক, প্রমেহ রোগে হিতকারী, ক্ষীণরোগে প্রশস্ত হয়। (উষ্ট্র দুগ্ধ)।—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, শোথ, বায়ু, কফ নাশক হয়। (মনুষ্য দুগ্ধ)। জীবনের ও আত্মার হিতকারী, মাংস বৃদ্ধিকর, পাতলা, চাক্ষুষ্য, শ্রম, তৃষ্ণানাশক, মস্তকে মর্দ্দন করিলে শিরোঘূর্ণনাদি রোগ নাশ হয়। অত্যন্ত মিষ্ট রস, লঘুপাক, বল বৃদ্ধিকর, তেজস্কর, বুদ্ধির স্থিরতা সাধক হয়। (হস্তী দুগ্ধ)।—কষায়রস, তদনুগত কিঞ্চিৎ মধুররস ধাতুপোষক, গুরুপাক, গাঢ় হয়। মনুষ্য দুগ্ধ ব্যতিরেকে সকল দুগ্ধই পাক করিয়া পান করিবেক। লবণ মিশ্রিত ও নষ্টদুগ্ধ পান নিষিদ্ধ। বৎসহীনা বা বালবৎসা, গাভীর দুগ্ধ সর্ব্বদোষবিশিষ্ট জন্য অপেয়। (কৃষ্ণবর্ণা গাভী বা শুক্লা একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ সর্ব্বথা প্রশস্ত হয়) (বাসিদুগ্ধ) কফ, বায়ু নাশক। উষ্ণ করতঃ শীতল করিয়া পান করিলে পিত্তনাশক হয়। আর দোহনকালীন ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান অমৃততুল্য হয়।

দধির গুণ। স্বাদু, আগ্নেয়, মুখপ্রিয়, স্নেহন, অর্থাৎ ঘৃতাক্ত,রুচিকর, গুরুপাক, পাকে অম্ল, উষ্ণগুণ, বায়ু নাশক, মঙ্গলকর, মাংসবৃদ্ধিকারক, কফপিত্তজনক হয়। (গব্য দধির গুণ)।—বায়ুনাশক মঙ্গলকর, রুচিকারক, শীতল, পাকে মধুর, আগ্নেয়, বলবৃদ্ধিকর,পিত্ত কফকারক হয়। (মাহিষ দধি)।—অতি শীতল, কফ পিত্তোরোগে কুপথ্য, পাকে মধুর অগ্নি ও বলবৃদ্ধিকারক হয়। (উষ্ট্র দধি)।—ক্ষারযুক্ত, অতি অম্লরস, পাকে কটু হয়। (ঘোটক দধি।—বায়ুনাশক, আগ্নেয়, চক্ষুরোগে হিতকারী, অর্শ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, উদররোগ নাশ করে। (ছাগ দধি)।—লঘুপাক; কফ, বায়ু, ক্ষয় দোষ নাশক এবং অর্শ শ্বাস কাসরোগে হিতকারি ও অগ্নি বৃদ্ধিকর হয়। (মেষ দধি)।—অর্শ, কফ বৃদ্ধিকর, মধুররস, পাকে কষায়, বায়ু পিত্তনাশক হয়। (হস্তী দধি)।—উষ্ণবীর্য্য, কষায়রস, কফ, বায়ুনাশক হয়। (স্তন্য দধি)।—স্ত্রীদধি মধুররস, বলকর, স্নিগ্ধ তৃপ্তিকারক হয়। (মিষ্ট দধি)।—মেদ, কফস্রাবকারক। (অম্ল দধি)।—রক্তের দোষ ও কফ পিত্তকারক হয়। (অজাত দধি)।—

অজীর্ণকারী, মলমূত্র বৃদ্ধিকা.ক. ত্রি-দোষজনক হয়। (অসার দধি)।—রুক্ষবীর্য্য, ধারক, বায়ুবৃদ্ধিকর, আ-গ্নেয়, লঘুপাক, অরুচি নাশক হয়। পিনাশরোগে, অতিসারে, শীত বি-ষম জ্বরে, অরোচকে, মূত্রকৃচ্ছ্রে, ক্ষীণ-কায়ে, দধি ভক্ষণ প্রশস্ত। শরৎ গ্রীষ্ম বসন্তকালে প্রায়ই দধি কুপথ্য; রক্তপিত্ত রোগে ও কফ জন্য রোগে, রাত্রিকালে এবং ঘৃত চিনি ব্যতি-

কিন্তু ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নাদি ভোজন করিলে পর দধি ভক্ষণ নিসিদ্ধ নহে, বিনা লবণ জলযুক্ত দধি অভোজ্য হয়।

দধির সর গুণ। গুরুপাক, ধাতুপোষক, শীতল, মেদ ও কফকারক, মাংসবৃদ্ধি-কর, বায়ুনাশক, বল বৃদ্ধিকারক হয়।

দধির মাতের গুণ। কফ বায়ুনাশক, ধাতুপোষক, রসবহ নাড়ীকে পরি-

দালিমফল গুণ। মুখপ্রিয়, কষায় ও অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, ধা-রক, আগ্নেয়, রুচিকারক, কফপিত্তের অকোপিতকারী। (মধুর দালিম)।- ত্রিদোষনাশক হয়।

দ্রাক্ষা গুণ। কিস্‌মিস্ মনাকা, মধুর শীতল, ধাতুপোষক, বায়ুর সমতা-কারক, বলের হিতকারী, মুখপ্রিয়, উরঃক্ষত, ক্ষয়, তৃষ্ণানাশক, বাতরক্ত, পিত্তাধিক্য রোগে উত্তম পথ্য, সারক হয়।

দারুচিনির গুণ। কফ, শুক্র, আম-বাতনাশক, মধুররস, পাকে, কটু।

দারুহরিদ্রা গুণ। হরিদ্রার সমান গুণ, কফস্রাব নাশ করে।

দন্তীমূল গুণ। সারক, বায়ু জন্য অষ্ঠী-লারোগ, উদরের আধ্মান, শূল, উদরী, দুষ্যোদর, বিষ জন্য উদর, প্লীহা, কুষ্ঠ, প্রমেহ ইত্যাদি রোগ নাশ করে।

দূর্ব্বার গুণ। রক্তপিত্ত, শোথ, জ্বর-দোষ নাশক হয়।

ধ

ধূম ও হিমসেবন গুণ। পিত্ত, বায়ু বৃদ্ধি হয়; হিমসেবনে কফ ও বায়ু বৃদ্ধি করে।

ধান্য গুণ। হৈমন্তিক শালির গুণ, গ্রীষ্মকালজাত ষষ্টিক অর্থাৎ বোরো-ধান্য, বর্ষাকালজাত আশুধান্য।

ধান্য সমষ্টির গুণ। রক্তবর্ণ ধান্য, ত্রিদোষনাশক, বলকর, চাক্ষুষ্য, শুক্র ও মূত্র বৃদ্ধিকর, স্বরবর্দ্ধক, মুখপ্রিয় হয়। (অপরবর্ণ ধান্য ও শুক ধান্য) রক্তধান্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ-বিশিষ্ট হয়। বোরোধান্য ত্রিদোষ-কোপক হয়।—(কলম ধান্য) দুষ্ট-রক্ত ও ত্রিদোষনাশক, কষায় রস, চক্ষুর হিতকারী।—(আশু ধান্য) উষ্ণবীর্য্য, ধর্ম্ম, মল ও মূত্র বৃদ্ধিকর, ত্রিদোষজনক, পাকে স্বাদু, দুর্ব্বল-কারী, পিত্তকোপক, গুরুপাক হয়। (বোনাধান) রোয়াধান্যাপেক্ষা গুরু-পাক ও হীন গুণযুক্ত।—(রোয়াধান্য) বোনাধান্যাপেক্ষা পাকে লঘু, গুণ-যুক্ত, দাহ ও ত্রিদোষনাশক, বলকর, মূত্রবৃদ্ধিকারক হয়।

ধন্যার গুণ। মধুররস, সুগন্ধি, রুচি-কারক, কফ, বায়ু, পিত্ত, দাহ, বমী, তৃষ্ণা, এবং রক্তপিত্ত, শ্বাস কাস না-শক হয়।—(কাঁচা ধন্যা) দুর্গন্ধ, কিঞ্চিৎ ন্যূনগুণযুক্ত হয়।

ধাইফুলের গুণ।—শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত, রক্তাতিসারনাশক হয়।

ধুতুরাফল গুণ।—মূর্চ্ছা ও মত্ততাকারক, কফনাশক, আগ্নেয়, পিত্তকর হয়।

ন

নিশিজলপান গুণ। প্রাতঃকালে মল-মূত্রপরিত্যাগ করতঃ নিশি জলপানে, অতিসার, জীর্ণজ্বর, অজীর্ণ, কটিবে-দনা, কোঠকুষ্ঠ, মূত্রাঘাত, উদররোগ,

গলরোগ, শিরোরোগ, বর্ণরোগ, চক্ষুরোগ নাশক হয়। নাসিকাদ্বারা জলপানে গৃধ্রন্যায় দৃষ্টি, সুবুদ্ধি বার্দ্ধক্য হীন হয়, এবং কাস শ্বাস রোগ নাশ হয়। প্রভাতে মেঘাচ্ছন্ন হইলে ঐ জলপান অকর্ত্তব্য।

নটেশাকের গুণ। মারিষ অর্থাৎ চাঁপানটে, মধুর, শীতল অজীর্ণকারী পিত্তনাশক, গুরুপাক হয়।

নারাঙ্গানেবুর গুণ। অজীর্ণকারী, সুগন্ধি, গুরুপাক, অম্লমধুররস, ধাতুপোষক, বায়ুনাশক হয়।

নয়াড়ির গুণ। মুখপ্রিয়, সুগন্ধি, কষায়, অম্লরস, কফ বায়ুনাশক হয়।

নারিকেল গুণ। গুরুপাক, স্বাদু, শীতল, পিত্তনাশক, বল, মাংস বৃদ্ধিকারক, মুখপ্রিয়, মলমূত্রাশয় শুদ্ধিকারক। (ডাবের গুণ) পিত্তজ্বর, মূত্রদোষ, তৃষ্ণা, বমী, দাহ, রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্ত জন্য রোগনাশক হয়।

নবনীতের গুণ। ধারক, ধাতুপোষক, বল, বর্ণ, অগ্নিকর, চাক্ষুষ্য, মাংস বর্দ্ধক, শীতল হয়। গ্রহণী ও অর্শরোগে সুপথ্য। (দুগ্ধের নবনীত) অত্যন্ত ধারক, রক্তপিত্ত, ও চক্ষুরোগ নষ্টকারক হয়।

নিদ্রার গুণ। যথাযোগ্যকালে নিদ্রায়, ধাতুর শমতা, তন্দ্রানাশ, শরীরের পুষ্টি, বর্ণ, বল, উৎসাহ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

নফটক্রী গুণ। জ্যোতিষ্মতীলতা, তীক্ষ্ণবীর্য্য, ব্রণ ও বিষস্ফোটকাদি রোগ নাশিনী হয়।

নিমের ছালের গুণ। পিত্ত, কফ, বমী, ব্রণ, বমনভাব, দাহ, জ্বালা এবং কুষ্ঠরোগ নাশ করে।

নিষিন্দা পত্র গুণ। বিষরোগ, শ্লেষ্মা, ব্রণ, কুষ্ঠরোগ নাশক হয়।

প

পাগড়ীধারণ গুণ। কেশ, চক্ষুসত্তা ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। ধুলি, শীত, উত্তাপ, ঊর্দ্ধ শ্লেষ্মা নিবারণ করে। উষ্ণীশধারীর মস্তক শীতল থাকে, মনের উৎসাহ জন্মে, সকল কর্ম্মে অনালস্য হয়।

পাদুকাধারণ গুণ। আয়ু, বৃদ্ধি, বল, চক্ষুঃসত্তা বৃদ্ধি হয়, গমনে সুখ জন্মায়, শিলকণ্টকাদি হইতে পাদ রক্ষা হয়, পর্য্যটন শ্রম বেদনাদির উপশম থাকে।

পাদুকাহীনের গুণ। পাদুকাহীন হইয়া গমন করিলে, অত্যন্ত অসুখ, আয়ুক্ষয়, ইন্দ্রিয় ও দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে, এবং উছট লাগিবার সম্ভাবনা।

পাদক্ষালন গুণ। পাদদ্বয় মলারহিত, এবং শ্রমের শান্তি হয়, দৃষ্টির প্রসন্নতা জন্মে, ধাতুপুষ্টি ও মনঃ সুস্থ হয়, দেহের রুক্ষতা ক্ষয় ও তৃপ্তি জনক হয়।

পূর্ব্বাগত বায়ুর গুণ। মধুর, রুক্ষবীর্য্য, অগ্নিমান্দ্যকর, ভারি, ফল পাক নষ্ট হয়, বৃক্ষ ফলের ও জলের গৌরব ও উষ্ণ, বিস্বাদকারক হয়, ভগ্ন ও ক্ষতাদি রোগে বৃদ্ধিকারক, শোথ দাহ জন্মায়, সন্নিপাতজ্বর, শ্বাস, দ্বন্দ্ব দোষ, অর্শ, বিষরোগ, ক্রিমি, আমবাত, ইত্যাদির বৃদ্ধিকারক, এবং সমূহ মেঘের উৎপাদক হয়।

পশ্চিমবায়ু গুণ। শরীরের কান্তি, বল, সুখ বৃদ্ধিকারক, কষায়রস, রসশোষক, রতিবর্দ্ধক, রুচিকর, লঘুপাক, জলের লঘুতা সাধক এবং রুক্ষতা, শীতলতা ও বিমলতাকারক হয়। সকল দ্রব্যের বীর্য্য, রস, তেজোবিধান করে, ব্রণ, জ্বর দোষ, মুখশোষ ও তৃষ্ণানাশক হয়।

পুঁইশাকের গুণ। শীতবীর্য্য বল ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক হয়।

পুনর্নবাশাক গুণ। উষ্ণবীর্য্য, ভেদক, জরাবস্থা, শ্লেষ্মা, বায়ু, আমদোষ, অর্শ, ব্রণ, শোথ, উদররোগনাশক হয়।

পালঙ্কশাক গুণ। রুক্ষবীর্য্য, কফ, পিত্ত, বায়ু জন্য মলবন্ধনাশক।

পলতাশাক গুণ। পিত্তনাশক, (ডাঁটা) কফহারিণী, (ফল) ত্রিদোষনাশক, (মূল) বিরেচক হয়।

পিণ্ডালু গুণ। গোল আলু, কফনাশক, গুরুপাক, রোচক, বায়ুবৃদ্ধিকর হয়।

পরুলফল গুণ। বায়ুপিত্তনাশক,(কাঁচাফল) বায়ুনাশক, পিত্তকর।

পেয়রা গুণ। পীযূষক স্বাদু, অম্লমধুর, কষায়রস, রুচিকর, মুখশোধক, সারক সুগন্ধ হয়।

পাতিনেবুর গুণ। নিপাক, সুগন্ধি, স্বাদু, অম্লরস, রুচিকারক, মুখপ্রিয়, পাচক, শ্লেষ্মা, বমীনাশক, অতিশয় পিত্ত ও কফকারক নহে, বায়ুনাশক হয়।

পানিআমলার গুণ। ধারক, স্বাদু,অম্লরস, মুখজাড্যনাশক হয়।

পানিফল গুণ। পিত্তহারী, গুরুপাক, অজীর্ণকারক, শীতল,কোষ্ঠবদ্ধক হয়।

পাঙ্গালবণ গুণ। ভেদক, পাচক, পিত্তকারক, স্বাদু, রুচিকর, বায়ুনাশক, রক্তশোধক হয়।

পেয়াজের গুণ। পাকে মধুর, ধাতুপোষক, ঝাল, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, বলকারী, অপিত্তকর, কফনাশক, তৃপ্তিজনক, গুরুপাক, উগ্রগন্ধি ও চাক্ষুষ্য, সর্দ্দিগর্ম্মীনাশক হয়।

পিপুলের গুণ। স্বাদু, ধাতুপোষক, আগ্নেয়, সারক, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ, বাতশ্লেষ্মা ও শ্বাস, কাশনাশক হয়, (পিপুলমূল)।—ভেদক, আগ্নেয়, কফনাশক।

পদ্মপুষ্প গুণ। কষায়রস, মধুর, শীতল, পিত্তকফ, রক্তদোষ নাশকর এবং বকুল, পুন্নাগ, রক্তোৎপল, পারুল, ইত্যাদি পদ্মতুল্য গুণবিশিষ্ট হয়।

পদ্মকাষ্ঠ গুণ। চাক্ষুষ্য, ব্রণ রোগে হিতকারী এবং শিরীষকাষ্ঠ ব্রণনাশক হয়।

পারুলমূল গুণ। কফপিত্তনাশক। এবং সোণামুখে ও ধারক, অগ্নিকর হয়।

পেয়াশাল গুণ। কফপিত্তনাশক। (বকুলকাষ্ঠ) দন্তদৃঢ়তা করে।

পালিতামাদার গুণ। বায়ু,শ্লেষ্মা,শোথ, মেহ, আমাশয় এবং ক্রিমিদোষ নাশক হয়।

পিষ্টক গুণ। চালুপিটের গুণ। বলকর, রুক্ষবীর্য্য, গুরুপাক, অজীর্ণকারী, অম্লপিত্তবর্দ্ধক হয়।

(গমের পিটা) রুটী ইত্যাদি, গুরুপাক, বলকর, শুক্রবৃদ্ধিকারী, তৃপ্তিকর, ঘৃতাক্তপিষ্ট, অর্থাৎ লুচি ইত্যাদি, গুরুপাক, মুখপ্রিয়, বলকারী, রুক্ষবীর্য্য, (তৈলপক্ব) মহাউষ্ণ, রক্তপিত্তকর, অজীর্ণ, আগ্মানকারী হয়।

ফ

ফুটির গুণ। দাহ, পিপাসা, শ্রমনাশক; মধুররস, সারক,মূত্রবৃদ্ধিকারী, অজীর্ণজনক হয়।

ব

বৃষ্টিজল গুণ। কম্প, শীত, নিদ্রা, শ্লেষ্মা ও বলদায়ক হয়।

বিশ্রাম গুণ। ঘর্ম্ম, শ্রমনাশক, বল ও স্বচ্ছন্দতাসাধক।

বস্ত্রধারণ গুণ। সুখ, যশ, লজ্জারক্ষা হয় এবং সন্তোষদায়ক।

(নির্ম্মল বস্ত্র) অলক্ষী দূরকারক, হর্ষদায়ক, শ্রীযুক্ত করে, মনঃক্ষুন্নতা নাশক হয়।

বেতোশাক গুণ। লঘুপাক, ক্রিমিঘ্ন, মেধা, অগ্নি ও বলবৃদ্ধিকারক হয়, ক্ষারযুক্ত, ত্রিদোষনাশক, রুচিকারক এবং সারক হয়।

ব্রাহ্মীশাক গুণ। ভেদক, স্বরশোধক, মেধা বৃদ্ধিকারক এবং পিত্ত শ্লেষ্মা নাশক হয়।

বেতাকের গুণ। অগ্নিকর, রুচিকারক, তিক্তরস, কফপিত্তনাশক হয়।

বাঁশের কোঁড়ার গুণ। শ্লেষ্মানাশক, কষায় রস, অজীর্ণকারী হয়।

বার্ত্তাকুর গুণ। বায়ুনাশিকা, অগ্নিপ্রদা, শুক্রদায়িনী, শোণিতবৃদ্ধিকারিণী, উপস্থিত বমীভাব ও বমীনাশিনী, কাস, অরুচি নাশকারিণী হয়। (কচি বেগুণ) কফপিত্ত নাশ করে, (পাকা বেগুণ) ক্ষারযুক্ত, পিত্তদায়ক হয়।

বার্ত্তাকু দগ্ধ গুণ। কিঞ্চিৎ পিত্তকর, লঘুপাক, কফ মেদ, বায়ু নাশক হয়।

বহুলাফল গুণ। শীতল, ধাতুপোষক, শ্লেষ্মাজনক, মধুর, গুরুপাক হয়।

বিল্বফল গুণ। সুগন্ধি, মধুর, গুরুপাক, ধারক, ঈষৎ পিত্তকর, দোষযুক্ত হয়। (কাঁচাবেল) কটু, তিক্ত, কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, আগ্নেয়, ধারক, কফ বায়নাশক হয়। অন্য অন্য ফলমাত্র পাকিলে গুণকারী, কিন্তু বিল্বফল কাঁচাতেই অধিক গুণকারী হয়।

বেলশুঁঠার গুণ। ধারক, কফ, বায়ু, আম, শূলনাশক হয়।

বকুল গুণ। মধুর, ধারক, দন্তের দৃঢ়তাকারক হয়।

বরুণফল গুণ। কফ, বায়ু, আমদোষ নাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকোপিত করে।

বহেড়ার গুণ। ভেদক, তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য, স্বরভঙ্গ, ক্রিমিনাশক, নয়নের হিতকারী, পাকে স্বাদু, কষায়রস, কফ, পিত্তনাশক হয়।

বান্ধুলিফুল গুণ। সূর্য্য মণিফুল। কফহর, ধারক, রক্তশোধক ও রক্তপিত্তরোগ নাশক। (যুইফুল) ঐরূপ গুণবিশিষ্ট হয়

বিট্‌লবণ গুণ। দুর্গন্ধি, অগ্নিদীপক। মলবন্ধ, কুপিতবায়ু, আম, অজীর্ণ, বেদনা, উদরের হুড়হুড় শব্দ নিবারক হয়।

বিল্বমূল গুণ। বাতশ্লেষ্মা, বমি, রক্তপিত্তনাশক হয়। (অফুল্য বিল্বমূল) সর্পাদির গরলনাশক এবং সর্পের তেজোহারী হয়।

বৃহতী গুণ। ধারক, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, বায়ুনাশক হয়।

বেড়েলার গুণ। স্নিগ্ধ, আয়ুষ্কর, ধাতুপোষক, ধারক, বায়ু, পিত্তনাশক, ক্ষতরোগের নালী নিবারক হয়। (পীতবেড়েলা) কিঞ্চিৎ হীনগুণযুক্ত হয়।

বামনহাটির গুণ। শ্বাস, কাসনাশক, গলগণ্ডরোগহারক। (কুঁচ) কুষ্ঠ, ব্রণনাশক হয়। (শ্বেতকুঁচের মূল) রক্তশোধক, পুষ্টিকারক হয়।

বেণারমূল গুণ। ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, দাহ, তৃষ্ণা এবং পিত্ত রক্তদোষ নাশক হয়।

বচের গুণ। আয়ুষ্য, বায়ু, কফ, তৃষ্ণানাশক, স্মৃতিবর্দ্ধক, শ্বাস, কাসহারী হয়।

বিড়ঙ্গ গুণ। তিক্তরস, ক্রিমি, বিষদোষ নাশকারী হয়।

বালার গুণ। বমীভাব, তৃষ্ণা, অতীসার নাশক হয়।

বরুণবৃক্ষ গুণ। কফ বায়ু নাশক, ভেদক উষ্ণবীর্য্য, পাথুরীরোগ নাশ করে।

বাসক ছালের গুণ। কাস, স্বরভঙ্গ, রক্তপিত্ত, বাতরক্তনাশক হয়।

বীজতড়কার গুণ। শোথ, আমবাত, বায়ুনাশক হয়।

বংশলোচন গুণ। কষায়, মধুররস, রুক্ষবীর্য্য, প্রমেহ, বায়ুনাশকারী হয়।

ভ

ভক্তণ্ডুলান্ন গুণ। ভাজা চাউলের অন্ন, লঘুপাক, অগ্নিকারক, (সদ্যধৌতান্ন) উষ্ণান্ন তৎক্ষণাৎ ধৌত করিলে শীতল, লঘু, শীঘ্রপাক হয়, এবং বায়ু নাশ করে (বাসী অন্ন গুণ) রাত্রিকালে ভিজাইয়া পর দিন খাইলে রুক্ষ, ত্রিদোষজনক হয়। (পুরাতন চালুর অন্ন) বিরস, রুক্ষ, সুপথ্য, অগ্নিদীপ্তি কারক। (নূতন চালুর অন্ন) শ্লেষ্মাকর, স্বাদু, শীতল, মাংস বৃদ্ধিকারী, গুরুপাক হয়। (বিলেপী অন্ন গুণ) দ্রব অথচ বিরল, এত

অম্ন তৃপ্তিজনক, লঘুপাক, ধারক, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশক হয় (তরলান্ন গুণ) পেয়ান্ন, ঘর্ম্ম, অগ্নিকর, ও বায়ু ও মলের অনুলোম অর্থাৎ অধঃকরণকর হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা, গ্লানি, শরীরের দুর্ব্বলতা ও পেটের রোগ নাশ করে। (যবাগূ গুণ) যবাঅন্ন, তৃষ্ণানাশক, লঘুপাক, মলমূত্রাশয় শুদ্ধিকারিণী, অতিসার, জ্বর দাহরোগে প্রশস্ত পথ্য, আগ্নেয় হয়। (অন্ন মণ্ডগুণ) ক্ষুধাকারক, স্বর, কফ, পিত্ত, বায়ু নাশক, মলমূত্রাশয় শোধক, বল ও শুক্রবৃদ্ধিকারী হয়। (দুগ্ধান্নের গুণ) চক্ষুর হিতকারী, বলবর্দ্ধক, পিত্ত, রক্তদোষ, জরাবস্থা নিবারক হয়। (ঘোলান্ন গুণ) ভ্রম, অর্শনাশক, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, আগ্নেয় হয়। (দধি অন্ন) পিত্তকর, মলধারক, রুচিকর, শুক্রদায়ক হয়।

অন্নের যে গুণ, তাহা হইতে রুটী অষ্টগুণ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে অষ্টগুণ দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে অষ্টগুণ মাংস, মাংসাপেক্ষা ঘৃত অষ্টগুণ তেজস্বী, ঘৃতাপেক্ষা তৈল অষ্টগুণ কিন্তু মর্দ্দনে, ভক্ষণে নহে।

ভ্রমণ গুণ। কফ, মেদরোগ, শরীরের স্থূলতা ও সৌন্দর্য্য বিনাশকারক হয়। (হস্তী, অশ্ব, রথ, শকট দোলা) ইত্যাদিতে ভ্রমণ।—বায়ু বৃদ্ধিকারক, অঙ্গের স্থিরতা, বল ও অগ্নি বৃদ্ধিকারী হয়। (পাদচঙ্ক্রমণ পূর্ব্বক অল্প গমনে)—আয়ু, বলবৃদ্ধি এবং পাদ রোগ নাশ হয়।

ভোজনগুণ। সদ্যঃপ্রীত, বল ও দেহধারণ হয়। (ঘৃত ভোজনে) আয়ুর্বৃদ্ধি (গুড়ভোজনে) রোগনাশ, মাংস বৃদ্ধি, (দুগ্ধ ভোজনে) রোগক্ষয়, (লঘুপাক ভোজনে) এই সমস্ত গুণ হয়।

ভোজন পরিমাণ গুণ। উদরের ২ ভাগ অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে, জলদ্বারা অপর এক ভাগ পূর্ণ হইবে। চতুর্থভাগৈক ভাগ বায়ুর সঞ্চারণ নিমিত্ত শূন্য রাখিবেক।

ভোজনান্ত কর্ম্ম। ভোজনের পর এক শত পাদ গমন করিবেক, অনন্তর বামপার্শ্বে শয়ন করিলে ভুক্তান্ন সুখে পরিপাক হয়।

ভোজনের দিক নিরূপণ। পূর্ব্বমুখ ভোজনে আয়ুর্বৃদ্ধি, দক্ষিণ মুখে যশঃ পশ্চিমমুখে ধনলাভ, উত্তরমুখে ঋণগ্রস্ত হয়।

ভূমিকুষ্মাণ্ড গুণ। বলকর, ধাতুপোষক, প্রমেহ, জ্বর, বায়ুপিত্ত নাশক হয়।

ভীমরাজ গুণ। চক্ষুরোগের ও কেশের হিতকারী, পাণ্ডুরোগ ও কফ নাশক হয়।

ভূর্জ্জপত্র গুণ। বলকর, কফ, রক্তদোষনাশক ও শিংশপা বৃক্ষ পিত্তনাশক হয়।

ভেলাফলের গুণ। স্নিগ্ধ, ক্রিমি অর্শনাশক, দেহস্থূলকারী, ধারক কষায় ও মধুর রস, অগ্নিবৎ তেজস্কর হয়।

ম

মর্দ্দন গুণ। শ্রমহারী, সুখ নিদ্রাদায়ক, মাংস ও রক্ত চর্ম্মের প্রসন্নতাকারক, কফ বায়ু নাশক হয়।—(ইষ্টকাদি চূর্ণে গাত্র ঘর্ষণ) গাত্রকণ্ডু, কোঠরোগনাশক, ত্বকগত অগ্নির উদ্দীপক এবং শিরামুখ শোধক হয়।

মুগের গুণ। কষায় অথচ মধুররস, কফ পিত্ত, রক্তদোষ নাশক, লঘুপাক, কটু, নেত্ররোগে উপকারী, কিঞ্চিৎ বায়ুকর হয়। (কৃষ্ণমুগ প্রভৃতির গুণ) কৃষ্ণমুগ, গৌর মুগ, হরিত মুগ, পীতমুগ, শ্বেতমুগ, রক্তমুগ, মহামুগ, এই সাত প্রকার মুগ, ইহারা পর পর লঘুপাক হয়, কিন্তু সকল অপেক্ষা হরিত মুগ প্রধান, আর বনমুগের গুণ মুগের তুল্যই হয়।

মসুর গুণ। মধুর রস, রুক্ষবীর্য্য, ধারক, কফ পিত্তনাশক হয়।

মাষকলাই গুণ। মলবৃদ্ধিকর, ধাতুপোষক, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ. মধুর রস, গুরুপাক, বায়ুনাশক; মেদ, মাংস বল ও কফ বৃদ্ধিকারক হয়

মসিনাগুণ। তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, চিক্কণ, পাকে মধুর, কফ পিত্তবৃদ্ধিকারক হয়।

মসুরযূষগুণ। ধারক. ধাতুপোষক. স্বাদু, প্রমেহ ও পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর এবং অতীসার নাশক হয়।

মুগেরযূষ গুণ। আগ্নেয়, মুখপ্রিয়, ব্রণাদি রোগে সুপথ্য. কফ পিত্ত, জ্বর দাহনাশক হয়। এবং মুগ মসুর ব্যতীত অন্য দালি প্রায়ই উদরের আধ্মানকারী হয়।

মুলাশাক গুণ। নূতন মূলাশাক রুচিকর ও অগ্নিকারক হয়।

মেথিশাকগুণ। পাকে মধুর, রুচিকারক, তিক্ত রস, পিত্তশ্লেষ্মা নাশক হয়। পিড়িংশাক ও এই সকল গুণকারীহয়।

মোচার গুণ। মুখপ্রিয়, কফনাশক, আগ্নেয়, পক্কাশয়শোধক, ক্রিমি কুষ্ঠ প্লীহা জ্বররোগে পথ্য হয়।

মানকচুর গুণ। স্বাদু. শীতল, পাকে কটু, অতিশয় শোথনাশক হয়।

মুলার গুণ। গুরুপাক, অজীর্ণকারী, তীক্ষ্ণবীর্য্য, আম ও ত্রিদোষ বৃদ্ধিকারক. কিন্তু তৈলাদিতে সিদ্ধ হইলে কফ বায়ু নাশ, পিত্ত বৃদ্ধি করে। ঐ মুলা শুষ্ক হইলে লঘুপাক,শোথ বিষদোষ নাশ করে।

মাদারকল গুণ। গুরুপাক, অজীর্ণকারী, ত্রিদোষদায়ক, শুক্রদুষ্টকারী হয়।

মেথীর গুণ। রক্তপিত্ত, অর্শনাশক,বলবৃদ্ধিকর, ধারক, বায়ুজন্য দোষহারক, এবং স্ত্রীরজঃশুদ্ধিকারী হয়।

মশুরীগুন। রুচিকারক, ধাতুপোষক, দাহ, রক্তপিত্তনাশক এবং উদরের উষ্ণতা নাশ করে।

মরিচ গুণ। কাঁচামরিচ স্বাদুপাক, অত্যন্ত কফস্রাবকারক। শুষ্ক মরিচ রুচিকর, আগ্নেয়, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য. কটু, লঘুপাক, শুক্রক্ষয়কারী হয়।

মাখানী গুণ। অত্যন্ত ধাতুপোষক হয়।

মুগানী। ধাতুপোষক এবং চক্ষুর হিতকারী হয়।

মঞ্জিষ্ঠা গুণ। কুষ্ঠরোগ, স্বরভঙ্গ, শোথনাশক, বর্ণের উজ্জ্বলতাকারক হয়।

মুথারগুণ। তিক্ত ও কটুরস, বায়ুনাশক, আগ্নেয়, লঘুপাক হয়।

মুগনাভির গুণ। বমী, দুর্গন্ধ, রক্তপিত্ত ও শ্লেষ্মানাশক হয়।

মালতী পুষ্প গুণ। কফ পিত্ত. মুখরোগ, ব্রণ, ক্রিমি কুষ্ঠরোগ নাশ করে।

মল্লিকাপুষ্প গুণ। বক্ষনাশক, তিক্তরস, জরাস্তম্ভন. রতি মহোৎসব বিধায়িনী হয়।

মধুর গুণ। অল্পস্বাদু, ত্রিদোষনাশক, ব্রণহারক, কষায় রসের অনুগত, রুক্ষবীর্য্য, নেত্রহিতকারী, শ্বাস কাশনাশক হয়।

মধুররস গুণ। প্রীতিজনক, মুখপ্রিয়, মাংসবৃদ্ধিকর, বায়ুপিত্তনাশক, কফকর, বলদায়ক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকারি, তৃপ্তিজনক, সারক হয়।

মৎস্য গুণ। গুরুপাক, মাংস ও শুক্রবৰ্দ্ধক, বলকর, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণবীর্য্য মধুররস, কফপিত্তবৃদ্ধিকারী।- কিন্তু পর্য্যটনশ্রান্ত ও পরিশ্রমী ব্যক্তি এবং দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির প্রশস্ত পথ্য হয়। মৎস্যভোজীর বায়ুজন্য রোগ হয় না। (বৃহৎমৎস্য) গুরুপাক, শুক্রদায়ক, মলবদ্ধকারক, (মৎস্য) লঘুপাক, ধারক এবং গ্রহিণী রোগে সুপথ্য। (কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য) — অতি স্নিগ্ধ, অগ্নিকর, অতিশয় লঘুপাক, বায়ুনাশক হয়।

(রোহিত মৎস্য) সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ধাতুপোষক, অর্দ্দিতবায়ুনাশক, কষায় রস, স্বাদু, বায়ুনাশক, অতিশয় পিত্তকারক নহে।

(শিলিন্দা মৎস্য) শ্লেষ্মাকর, বলদায়ক, গুরুপাক, মধুররস, আমবাতকারক, মুখপ্রিয়, বায়ুপিত্তনাশক হয়।

(ভেট্কী মৎস্য) মধুর, শীতল, ধাতুপোষক, শ্লেষ্মাদায়ক গুরুপাক হয়।

(শঙ্করমৎস্য) বায়ুনাশক, শীতল শুক্র ও বল বৃদ্ধিকর হয়। (সরল পুঁটীমৎস্য) শীতবীর্য্য, মুখরোগ ও কণ্ঠরোগনাশক হয়।

(মাগুরমৎস্য) মধুররস, স্নিগ্ধ, ধারক, শুক্রদায়ক, গুরুপাক হয়।

(শিঙ্গীমৎস্য) স্বাদু, শীতল মাংস বৃদ্ধিকর, কফদায়ক হয়।

(আড়ী মৎস্য)। গুরুপাক, শীতবীর্য্য, বায়ু ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারী, অন্য মৎস্যাপেক্ষা ধাতুপোষক, স্বাভাবিক অগ্নি বৃদ্ধিকারক হয়।

(ইলিশ মৎস্য) স্নিগ্ধ, মধুররস, কফ পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যকর হয়।

(খলিশা মৎস্য) ধারক, কষায়রস, বায়ুবৃদ্ধিকর, রুক্ষবীর্য্য, লঘুপাক, শূল ও আমনাশক হয়।

(কই মৎস্য) মধুর, স্নিগ্ধ, বলদায়ক, বায়ুকফনাশক হয়।

(গড়ুই মৎস্য) কষায়, মধুররস রুক্ষ অথচ শীতল, লঘুপাক হয়।

(চিতল মৎস্য) গুরুপাক, স্বাদু, অতি স্নিগ্ধ, ধাতুপোষক ও বলদায়ক হয়।

(চিঙ্গড়ী মৎস্য) গুরুপাক, ধারক, মধুররস, বলবৃদ্ধিকারী হয়। মেদ, পিত্তজ্বরকর, রোচক, কফ বায়ুবর্দ্ধক হয়।

(চেঙ্গ মৎস্য) রুচিকারক, অতি শ্লেষ্মাকর নহে, বাতরোগে সুপথ্য হয়।

(চাঁদা মৎস্য) অতি শ্লেষ্মাকর নহে রুচিকর, বলবৃদ্ধিকারক হয়।

(টেঙ্গরা মৎস্য) পিত্তনাশক, রুক্ষবীর্য্য, আগ্নেয়, কফনাশক, লঘুপাক হয়।

(ভানিকোণা মৎস্য) শ্লেষ্মা, বায়ু ও পিত্তনাশক, তিক্তরস, লঘুপাক হয়।

(পুঁটী মৎস্য) তিক্তরস, কটু, স্বাদু, শুক্রকর, বায়ুকফনাশক হয়।

(কাতলা মৎস্য) বায়ুবর্দ্ধক, কফপিত্তকর, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিমান্দ্যকর হয়।

(মৃগাল মৎস্য) মেদবর্দ্ধক, আর সমস্তই রোহিতের তুল্য হয়।

(কালিবাউশ মৎস্য) রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, বায়ুবর্দ্ধক অত্যন্ত বহ্নিকর নহে। কোষ্ঠবর্দ্ধক ধাতুপোষক হয়।

(বাটা মৎস্য) বায়ুপিত্তবর্দ্ধক, অজীর্ণকর, অগ্নিমান্দ্যকর, স্বাদু, মুখরোচক হয়।

(বেলে মৎস্য) রুক্ষবীর্য্য লঘুপাক, কষায়রস, ধারক, পিত্তকফকারক হয়।

(ফুলই মৎস্য) স্বাদু, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শুক্র ও বলবৃদ্ধিকারক হয়।

(বোয়ালি মৎস্য) শ্লেষ্মাকর, তৈলাক্ত, মধুরকষায়রস, ধাতুপোষক, রুচিকর, কটু, বায়ুপিত্তনাশক হয়।

(বাচা মৎস্য) স্বাদু, গুরুপাক, তৈলাক্ত, শ্লেষ্মাকর, বায়ুপিত্তনাশক, মধুররস হয়।

(বেলেগুড়গুড়ি মৎস্য) কষায়, কফ পিত্তনাশক হয়। লঘুপাক, রুক্ষবীর্য্য বায়ুকারক হয়।

(শকুলি মৎস্য) অর্থাৎ বনরোহিত, রোহিত মৎস্য সদৃশাকার। ভূমিতে বিচরণ করে, পাকেগুরু, মধুর, ভেদক, ত্রিদোষজনক হয়। তৎশল্ক অর্শ-নাশক হয়।

(সোণা মৎস্য) কফপিত্তকারক, সারক, দুর্গন্ধি, কটু বায়ুনাশক হয়।

(শুষ্ক মৎস্য) সর্ব্ব দোষদায়ক: উদরাধ্মানকর, দুর্জ্জর, অজীর্ণকারক, গুরুপাক হয়।

(দগ্ধ মৎস্য) গুরুপাক, ধাতুপোষক, মাংসবৃদ্ধিকর, বলদায়ক, ক্ষীণশুক্র, ভগ্ন, জর্জ্জরিত ব্যক্তির এবং নিত্য স্ত্রী সেবনে হীনবীর্য্য ব্যক্তির, তৈল লবণযুক্ত দগ্ধ মৎস্য অতিশয় হিতকারী, ভাজামৎস্য ইহার অপেক্ষা হীনগুণ রুক্ষ, মন্দাগ্নিজনক হয়।

(শকুল মৎস্য) গুরুপাক, বায়ুকারক, কফপিত্তনাশক তিক্তমধুররস, বলকারী বীর্য্যবর্দ্ধক, অতি তেজস্কর হয়। লবণসংযুক্ত মৎস্য পোয়ালে জড়াইয়া কাদার লেপদিয়া অঙ্গারে পোড়াইলে আরও অধিক গুণকারী হয়।

মৎস্যডিমের গুণ। স্বাদু, তেজস্কর, কটুপাক, রুচিকারক, বাতশ্লেষ্মানাশক হয়। ঐরূপ কচ্ছপ ও পক্ষীর ডিমেরও গুণ হয়।

মাংস গুণ। মাংসমাত্রই বায়ুনাশক, মাংসও বলবৃদ্ধিকর, তৃপ্তিজনক, গুরুপাক, মুখপ্রিয়, মধুররস, পাকেও মধুর হয়।

(ছাগমাংস)।—অতিশয় মুখপ্রিয়, মাংস ও বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, অতি কোমল, শ্লেষ্মানাশক, উষ্ণবীর্য্য, অথচ বায়ুপিত্ত কফের শমতাকারক, ক্ষয়কাস ও যক্ষ্মারোগ, প্রমেহ রোগে ছাগমস্তক সুপথ্য হয়।

মেষমাংস। মাংসবর্দ্ধক, শ্লেষ্মাকারক, গুরুপাক, অম্লরস হয়।

মহিষমাংস। ধাতুপোষক, বলকারক, স্নিগ্ধ, অথচ উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, গুরুপাক, নিদ্রা, পুরুষত্ব, বল স্তন্য দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক এবং গাত্র মাংসের দৃঢ়তাকারী হয়।

(গণ্ডারের মাংস)।—কষায়রস, কফ বায়ুনাশক আয়ুর হিতকারী, রুক্ষবীর্য্য, মূত্রবৃদ্ধিকারক, এবং অতি শুদ্ধ, পিতৃশ্রাদ্ধে প্রশস্ত হয়।

(গোমাংস)।—গুরুপাক অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অতি দৃঢ়, বলকারী, আয়ুবর্দ্ধক, শ্রম বায়ুনাশক, কিন্তু উষ্ণকোটিতে রোগকর, রক্তদূষক, বুদ্ধি ভ্রংশকর, যকৃৎ প্লীহা রক্তপিত্ত মাংস বল বৃদ্ধিকারক হয়।

(কূর্ম্মমাংস)।—বায়ুনাশক, ধাতুপোষক, চক্ষুর হিতকারী, বলবর্দ্ধক, বুদ্ধি, স্মৃতিকর, শোথনাশক, এবং ত্রিদোষনাশক হয়।

(কাঁকড়ামাংস)।——মলমূত্ররেচক, ধাতুপোষক, বায়ুপিত্তনাশক, ও চাক্ষুষ্য হয়।

(ইন্দুরমাংস)।—মধুর, স্নিগ্ধ, রতিশক্তি ও বলবর্দ্ধক হয়।

(কপোতমাংস)।—পায়রার মাংস। মধুর, শীতল, কষায়রস, বায়ুপিত্তনাশক হয়।

(কুক্কুটমাংস)।—মধুর, ধাতুপোষক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বলকর, গুরুপাক হয়।

(লাবপক্ষী মাংস)।—লঘুপাক, কটুরস, ধারক, স্বাদু, শীতল, ত্রিদোষনাশক হয়।

(খঞ্জনপক্ষী মাংস)।—কফ পিত্তনাশক, লঘুপাক, রুক্ষ, বীর্য্যবৃদ্ধিকর হয়।

(খঞ্জরিপক্ষী মাংস)।—লঘুপাক, মুখপ্রিয়, উষ্ণবীর্য্য।

(চক্রবাকপক্ষী মাংস)।—উষ্ণবীর্য্য, কটুপাক, আগ্নেয়, বলকারক হয়।

ময়ূরমাংস গুণ। চক্ষু, শ্রোত্র, মেধা, অগ্নি, বর্ণ, স্বর এবং আয়ুর হিতকারী, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য ও শুক্রদোষ নাশক, বলকারক হয়। হেমন্ত, শিশির এবং বসন্তকালে ময়ূরমাংস ভোজন হিতকর হয়। বর্ষা শরৎ গ্রীষ্মকালে বিষভোজন প্রায় উষ্ণবীর্য্যযুক্ত হয়

(ঘুঘুর মাংস)।—বনকপোত রসে এবং পাকে স্বাদু, শীতল, রক্তপিত্তনাশক, গুরুপাক, বলবৃদ্ধিকারক হয়।

(চড়ুইপক্ষী মাংস)।—মধুর, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, সন্নিপাতনাশক, কিন্তু চড়ুই অতিশয় শুক্র বল বৃদ্ধিকারক হয়

(তিত্তিরিপক্ষী মাংস)।—সর্ব্ব দোষনাশক, ধারক, বলবর্ণ পরিষ্কারকারক, মধুররস, রুচিকারক, ধাতুপোষক, মেধা, অগ্নি ও বলদায়ক হয়।

(শুকপক্ষী মাংস)।—টিয়াপাখীর মাংস, ধাতুপোষক, পাকে গুরু ও শীতল, কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগনাশক, ধারক, লঘুপাক, অগ্নিকারক হয়।

(হরিয়াল মাংস)।—কষায়রস, অথচ মধুর লঘুপাক, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, বায়ুনাশক, মলবৃদ্ধিকারী নহে।

(হংস মাংস)।—বায়ুনাশক, ধাতুপোষক, স্বরবৃদ্ধিকারক, মাংস, বল বৃদ্ধিকারক হয়।

(হংসডিম্ব)।—অত্যন্ত বলকর, মাংসবর্দ্ধক, বায়ু কফনাশক, লঘুপাক, সর্ব্ব রোগনাশকারক হয়।

(শৃগাল মাংস)।—এবং মূত্রবর্দ্ধক প্রভৃতি, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, সারক, ধাতুপোষক, শীতল, রক্তপিত্তহারক হয়।

(হরিণ মাংস)।—শীতল. মল ও মূত্রবন্ধ, আগ্নেয়. লঘুপাক শোথ. অতিসার, রক্তপিত্তনাশক, ক্ষয় রোগহারক, বলপ্রদ, শ্রমানুকূলপথ্য, অস্বেদকারক। শুষ্ক হরিণ মাংস খাইয়া থাকিলে ক্ষয়রোগ ক্ষয় করে।

(বরাহ মাংস)—ধাতুপোষক, বায়ুনাশক, বলবৃদ্ধিকারক, স্নিগ্ধ, মধুররস হয়। সকল জন্তুরই স্কন্ধ ও মস্তক, গ্রীবা, যকৃৎ, গুহ্যদেশ, পাদ, পৃষ্ঠ, আঁত, মস্তিষ্ক, অণ্ডকোষ, লিঙ্গ এবং শোণিত প্রভৃতি পর পর গুরুতর হয়। আর যুবা, নির্ব্বিষ জন্তুর তৎক্ষণাৎ মাংস প্রশস্ত হয়; মৃত ব্যাধিযুক্ত, ত্যজ্য হয়, অতিবৃদ্ধ অতিশিশু, কিংবা বিষ ভক্ষণে মৃত, অথবা গোপনে হত, সর্পদষ্ট জীবের মাংস, কিম্বা বাসি মাংস অপ্রশস্ত, এ সব পরিত্যাগ করিবেক।

মাংসরস গুণ। চক্ষুর সন্তাবর্দ্ধক, মাংস ও বল বৃদ্ধিকারক, ধাতুপোষক, বায়ু বিকার নাশক, স্মৃতি, বীর্য্য, স্বরবর্দ্ধক, ভগ্নসন্ধি ক্লশ ব্যক্তির এবং ব্রণরোগীর হিতকারী হয়।

তৈলপক্ক মাংস।—উষ্ণবীর্য্য, (ঘৃতপক্ক)।—পুষ্টিকর, পিত্তনাশক, লঘুপাক, সকল ধাতুর পুষ্টিজনক, বিশেষতঃ মুখশোষে অতি সুপথ্য হয়।

(শূলাবদ্ধপক্ক মাংস)।—লৌহ শলাকায় বিদ্ধ মাংস অঙ্গারউত্তাপে সংসিদ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাক, ধাতুপোষক, দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির সর্ব্বদা হিতকারক হয়।

মদ্য গুণ। স্বভাবতঃ অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, পাকেও উষ্ণ, অম্লরস গ্রীষ্মদেশে অহিতকর, রক্তদুষ্টকারী, ঘৃত সংযোগে যকৃৎ প্লীহা ক্ষতরোগ ক্ষয়রোগ, রক্তবান্ত্যাদির উৎপাদক, দুগ্ধ সংযোগ মদ্য অতিসার, রক্তাতিসারজনক, বুদ্ধিভ্রংশকর, সাহসবর্দ্ধক, আঘাত সহিষ্ণু, নিদ্রাকর, বাক্য ও পাদের বিকারকারী. সদাচারনাশক, কামোদ্দীপক, মোহকারক, সংজ্ঞাহারক, নিপুণকারক হয়। এই সামান্যতঃ মদ্যের গুণ হয়।

(সুরাবিশেষ গুণ)।—স্বল্পপানে; কৃশ ব্যক্তির ক্ষীণ রক্ত ব্যক্তির, রক্ত মেহযুক্ত জনের, গ্রহণী রোগীর, অর্শরোগীর, চিন্তাজরীর পক্ষে প্রশস্ত। রক্তক্ষীণে স্তন্যদুগ্ধ হ্রাসেও পান প্রশস্ত হয়। বায়ুনাশক।

(প্রসন্ন নামে মদ্য) গুল্ম, বায়ুজন্য অর্শ, মলমূত্র রোগ নষ্ট করে, শূল ও প্রবাহিকা, উদরের শব্দ ও আধ্মান, বাতশ্লেষ্মা রোগে হিতকারী হয়।

(জগলনামে মদ্য) ধারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, শোথনাশক, পাচক, কফজন্য, অর্শ, গ্রহণী দোষহারক, বাতশ্লেষ্মা নাশক হয়।

(নূতন মদ্য)।—প্রায়ই গুরুপাক, দোষযুক্ত। (পুরাতন মদ্য)।—রসবহ, নাড়ীশোধক, অগ্নির উদ্দীপক লঘুপাক রুচিকারক, প্রীতিদায়ক, শোক, সন্তাপ, শ্রমনাশক হয়। শরীরের দীপ্তি, যাচালতা, সন্তোষতা, স্বর ও পরাক্রম প্রদান করে।

মুচুকুন্দপুষ্প গুণ। মস্তকের বেদনা নষ্ট করে।

যষ্টিধারণ গুণ। পতনে রক্ষা করে, সাকলের বৃদ্ধি ও শত্রু নিবারণ করে, অবলম্বন ও জীবনের হিতকারী হয়।

যবের গুণ। কষায় মধুররস, বায়ু, মল বৃদ্ধিকারক, গুরুপাক, রুক্ষ অথচ শীতবীর্য্য, শরীর পুষ্টিকর, মূত্রদোষ, মেদ কফনাশকারী হয়।

যবের ছাতুর গুণ। রুক্ষ, গুরুপাক, অগ্নিকারক, বায়ু বৃদ্ধিকর, পিত্ত কফনাশক, বায়ু মলের অনুলোমকারক, কিন্তু গাঢ় করিয়া ভক্ষণে

অত্যন্ত গুরুপাক হয়, তরলে লঘু-পাক।

যবমণ্ড গুণ। মৃদুতাহেতুক শীঘ পরিপাক পায়, আগ্নেয়, অজীর্ণকারী হয় না, সারক হয়।

(ভাজা যব মণ্ড)।—মলমূত্রবর্দ্ধক, শূলনাশক, পাচক আগ্নেয় মুখপ্রিয়, পিত্তশ্লেষ্মা বায়ুনাশক হয়। কিন্তু যব, গম, তিল, মাষকলাই নূতন হইলেই প্রশস্ত, গুণকারী, পুরাতন হইলে বিরস রুক্ষ বীর্য্য এবং ভক্ষণে আস্বাদ থাকে না ও প্রীতিজনক হয় না।

যবক্ষার গুণ। অর্শ, শ্বাস, বাত-শ্লেষ্মা রোগ, গুল্ম, হৃদ্রোগ, গ্রহিণী পাণ্ডু, প্লীহা, মলমূত্র বন্ধ, গলরোগ নাশক। সাচিকাক্ষার ইহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুণহীন হয়।

যষ্টিমধু গুণ। রক্তপিত্ত নাশক, তৃষ্ণাহারক, ব্রণরোগ শোধক ও নিবারক, এবং মধুররসযুক্ত হয়।

যবানীর গুণ। কুষ্ঠ, শূল, অজীর্ণ রোগনাশক হয়, মুখপ্রিয়, পিত্ত অগ্নি, বল বৃদ্ধিকর, বায়ু, কফ, ক্রিমিনাশ করে।

র

রুদ্রাক্ষধারণ গুণ। ধন, যশ, আয়ু, শরীরের শোভা বৃদ্ধি হয় এবং সমস্ত বিপদ বিনাশ হয়।

রৌদ্রগুণ। তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণাদায়ক, গাত্রদাহকর, বিবর্ণতা ও নেত্র রোগের বৃদ্ধিকারক এবং পিত্তজনক হয়।

রাত্রিজাগরণগুণ। শরীরের রুক্ষতা, বায়ু পিত্তকর হয়, (দিবা নিদ্রায়) শরীরে স্নিগ্ধতা জন্মে, কিন্তু অজীর্ণ রোগীর হিতজনক হয়। কফ ও মেদরোগীর ও বিষার্ত্ত ব্যক্তির, রাত্রি জাগরণে হিত হয়। তৃষ্ণার্ত্ত শূল, হিক্কা, অজীর্ণ, অতিসারে, দিবা নিদ্রা হিতকারিণী হয়।

রাঙ্গাআলুর গুণ। রক্তপিত্ত নাশক, গুরুপাক, স্বাদু, মধুর রস, শীতল, স্তনদুগ্ধ ও শুক্রবৃদ্ধিকারক হয়।

রুদ্রাক্ষ গুণ। কষায় মধুর রস, ধাতুপোষক, অতি পিত্তকর নহে রক্তপিত্ত নাশক মুখপ্রিয়, রুচিকর, শ্লেষ্মাদায়ক, গুরুপাক। কিন্তু চাঁপাকলা বাতরক্ত নাশক, ধাতুপোষক, অতি শীতল রস, পাকে মধুর হয়।

রক্তপুষ্প গুণ। বাতপিত্তনাশকারী হয়।

রসুন গুণ। ক্ষারযুক্ত; মধুর, স্বরবর্দ্ধক, ধাতুপোষক, অস্থি প্রভৃতি ভঙ্গে ও বন্ধবাতে হিতকারী, তীক্ষ্ণবীর্য্য, দুর্গন্ধ, রক্তপিত্ত ও রোগকারী হয়।

রক্তচন্দন গুণ। রক্তপিত্তনাশক, বলকারক, চাক্ষুষ ঊর্দ্ধগপিত্ত হারক হয়।

রাখালসশার গুণ। কফপিত্তনাশক, চক্ষুরোগের অপহারক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক হয়।

রেণুকগুণ। কফ বায়ু নাশক, আগ্নেয়, পিত্তকর, লঘুপাক হয়।

রাস্নাগুণ। আমবাতনাশক, আর-ত্রায়ন্তী অর্থাৎ বলাডুমুরও রক্তপিত্ত-নাশক হয়।

ল

লতাকস্তুরীর গুণ। মুখপ্রিয়, শীতল, তিক্তরস, মুখরোগনাশক হয়।

লবঙ্গগুণ। উদরের আধ্মানহারক, মলবন্ধ ও বেদনানাশক, অগ্নিকর, লঘুপাক হয়।

লবণ গুণ। গ্লানিকর, তীক্ষ্ণবীর্য্য, পাচক, আগ্নেয়, রক্তশোধক, সারক, রুচিকর, বমনকারী, লঘুপাক, দৃষ্টি এবং শুক্রনাশক হয়।

লাউর গুণ। ভেদক, গুরুপাক, ধাতুপোষক, দুগ্ধে পাক করিলে, প্রমেহ জয়কারী হয়, পিত্তনাশক, কফনাশক, শীতল, (তিতলাউ) লঘুপাক, পাণ্ডু, ক্রিমি ও কফপিত্তনাশক হয়।

লাউডাঁটার গুণ। গুরুপাক, মধুররস, ভেদক হয়।

লোধকাষ্ঠগুণ। অম্লপিত্ত; কফপিত্ত নাশক, চক্ষুরোগে হিতকারী, সারক, শোথনাশক হয়।

লাক্ষার গুণ। তৃষ্ণা, বীসর্পরোগ, ব্রণদোষ, রক্তপিত্তনাশক, বলকর হয়।

ব

ব্যজন গুণ। তালের পাখার বায়ু ত্রিদোষনাশক, (বাঁশের পাখার বাতাস) রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুপিত্ত বৃদ্ধিকারক, (চামর বায়ু) বলবৃদ্ধিকারক, মক্ষিকাদি কীট দূরকারী, মধুর রস, (পক্ষ, বস্ত্র ও বেত্রপাখার বায়ু) ত্রিদোষ নাশক হয়।

ব্যঞ্জন গুণ। পটোল সংযুক্ত মৎস্য ব্যঞ্জন কফপিত্ত নাশক, মুখপ্রিয়, রুচি ও অগ্নিকর, তৃষ্ণা, জ্বর, প্রমেহ এবং বীসর্পরোগনাশক হয়। (বার্ত্তাকু সংযুক্ত মৎস্য) সুপথ্য পিত্তনাশক, আগ্নেয়, রুচিকর, শোথনাশক হয়। (পটোলপত্র সংযুক্ত মৎস্য) জ্বর, মলবদ্ধ, বাতশ্লেষ্মানাশক, রুচিকারক, সুপথ্য হয়। (হিলঞ্চাযুক্ত মৎস্য) তিক্তরস, কফ পিত্ত নাশক হয়, (কলমীশাকযুক্ত মৎস্য) ধাতুপোষক, দোষযুক্ত, গুরুপাক হয়। (খোড়া শাকযুক্ত মৎস্য) পাণ্ডু, জ্বর, জীর্ণজ্বর, শোথনাশক, আগ্নেয় রুচিকর, লঘুপাক হয়। (গীমাশাক যুক্ত মৎস্য) রুচিকর, লঘুপাক, কফপিত্ত নাশক। (আমরুল শাকযুক্ত মৎস্য) কফ বায়ু, আমশূলহারক, ধারক, অগ্নিকর, মুখপ্রিয়, রোচক, বায়ু অধঃকারী হয়। (পক্বকুষ্মাণ্ডযুক্ত মৎস্য) ধাতুবর্দ্ধক, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, প্রমেহ, ক্রিমিরোগ নাশক হয়। (লাউযুক্ত মৎস্য) মধুর রস, মূত্রকারক, সারক, গুরুপাক, রুচিকারক এবং কফকারী হয়। (শসাযুক্ত মৎস্য) রোচক, মুখপ্রিয়, অগ্নিকারক। (মূলা যুক্ত মৎস্য) রোচক, মুখপ্রিয়, অগ্নিকারক হয়। (আদ্রযুক্ত মৎস্য) শূল, মলমূত্র বদ্ধরোগ, বায়ুশ্লেষ্মানাশক, (তেঁতুলযুক্ত মৎস্য) উষ্ণবীর্য্য, মল-, মূত্রাশয়ের শুদ্ধিকারক, মুখপ্রিয়, পাচক, অগ্নিকর হয়। কফ বায়ুনাশক, মুখপ্রিয়, অগ্নিকারক, অন্নে রুচিকারক হয়। (কাসুন্দীযুক্ত মৎস্য) মুখপ্রিয়, রুচিকারক, কফ পিত্তনাশক (আমচুরযুক্ত মৎস্য) উষ্ণবীর্য্য, আগ্নেয় হয়। (কুলচুরযুক্ত মৎস্য) রুচিকর, কফ বায়ু নাশক হয়। (মৎস্যঘণ্ট গুণ) বলকারী, বায়ুনাশক, অত্যন্ত রোচক হয়। তৈল পাচিত মৎস্য ঘণ্ট) মুখপ্রিয়, রোচক, লঘুপাক (ঘৃতপক্ব) অরুচিজনক, গুরুপাক, মন্দাগ্নিকারক হয়। মৎস্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন মাত্রই মুখপ্রিয়, ধাতুপোষক, শরীরের পুষ্টিজনক হয়।

বলকর দ্রব্য নিরূপণ। সদ্য খাদিত পশু মাংস, নবান্ন ভোজন, বালাস্ত্রী সম্ভোগ, দুগ্ধ ঘৃত, ভোজন, উষ্ণজল পান, অত্যন্ত বলকারী হয়।

বলহানিকর দ্রব্য। পচা শুষ্ক মাংস ভোজন, বৃদ্ধাস্ত্রী, প্রাতরুদিত সূর্য্য রশ্মি, অথবা কন্যারাশিগত সূর্য্য রশ্মি সেবন, সদ্য দধি আহার, প্রভাতকালে মৈথুনও প্রাতঃ সন্ধ্যায় নিদ্রা জন্মায় সহসা বলক্ষয় হয়।

শ

শিশিরগুণ। শীতগুণযুক্ত, ধাতুপোষক, রুক্ষতাজনক, বায়ুপ্রকোপকারী হয়।

শয্যাগুণ। সুখশয্যা, ও সুখাসন সেবনীয় হয়, ইহাতে সুনিদ্রা জন্মে, ধাতুপোষক, ধৈর্য্যপ্রদ ও শ্রম ও বায়ু নষ্টকারী হয়।

শলুফাশাক গুণ। মধুররস, বায়ুপিত্তনাশক, গুরুপাক হয়।

শাকাশাক গুণ। অগ্নিবৃদ্ধিকর, তিক্তরস, প্লীহা, অর্শ, শ্লেষ্মা বায়ুনাশক, (তাহার রস) লবণ দিয়া মর্দ্দন করিলে বাতশ্লেষ্মাজনিত পার্শ্ববেদনা আশু নিবারণ হয়।

শাকেতেই সকল রোগের বাস, রোগই দেহ নাশের কারণ, অতএব শাক-ভোজন সর্ব্বদা অকর্ত্তব্য হয়। কিন্তু কতক শাক গুণকারী। যথা—হেলঞ্চ, তিক্তকাঁটা শাক, ব্রাহ্মীশাক, নূতন মুলাশাক, পলতা ও বেতোশাক কাকমাচী ও পুনর্নবাশাক ভোজনীয় হয়।

শশার গুণ। স্বাদু, গুরুপাক, অজীর্ণকারী, শীতল, অথচ উষ্ণবীর্য্য মুখপ্রিয়, মূত্রবৃদ্ধিকারক, ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজনের উষ্ণতা নাশ করে, কাঁকুড়ও এই গুণযুক্ত হয়।

শ্বেতচন্দন গুণ। শীতল, তিক্তরস, তৃষ্ণা, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক হয়।

শটীর গুণ। বাতশ্লেষ্মা, শ্বাস, কাস এবং জ্বরনাশক হয়।

শলুফা গুণ। বায়ু, দাহ, আমশূল, তৃষ্ণা ও বমীনাশক হয়।

শুঁঠের গুণ। কফ বায়ুনাশক, তৈলযুক্ত হইলে কিঞ্চিৎ আগ্নেয় হয়, পাকে মধুর, ধাতুপোষক, সুখোষ্ণবীর্য্য, ঝাল এবং সারক হয়।

শালপাণির গুণ। কাসনাশক, ধারক এবং কফপিত্তহারক।

শতমূলীর গুণ। বাতপিত্ত, প্রমেহ, কুষ্ঠনাশক এবং সারক হয়।

শ্যামালতার গুণ। বায়ু পিত্ত, তৃষ্ণা, বমী ও জ্বরনাশকারিণী হয়।

শিরীষ বৃক্ষগুণ। শিরীষ ছাল বিষদোষ বীসর্প রোগ, ঘর্ম্ম, ত্বকদোষ ও শোথ, নাশক হয়।

শুক্তাপাতারগুণ। নালিতাশাক জলদোষ, পিত্তশ্লেষ্মা ও জ্বরদোষ নাশক হয়।

ষ

ষট্‌রস গুণ। স্বাদু, অম্ল, লবণ বায়ুনাশক। স্বাদু তিক্তরস পিত্ত নাশক, কষায় ও ঝাল শ্লেষ্মানাশক। কটু অম্ল লবণরস পিত্ত কোপকারক, স্বাদু অম্ল লবণ রস কফকোপক, কটু তিক্ত কষায় রস বায়ুকোপিতকারী হয়।

স

স্নানের গুণ। শরীর পবিত্র, আয়ুর বৃদ্ধিকারী, শ্রম, ঘর্ম্ম ও মলাপহারক, বল সন্ধান, কেশ ওতেজোবর্দ্ধক হয়। আর উষ্ণ জলে, অধঃশরীর সেচন করিলে বলহ্রাস হয়, মস্তক সেচনে কেশ ও চক্ষুর সত্ত্বাবৃদ্ধি হয়। স্নানাবগাহনে তৃষ্ণা, তালুশোষ, মলা, শরীরের উষ্ণতা ও ব্রণ, গাত্রকণ্ডু, পিত্তজন্য শিরোরোগ নাশ হয়। অজীর্ণ, অর্দ্দিত, নেত্ররোগীর, মুখরোগ, কর্ণরোগ, অতিসাররোগ, পিনাস রোগ বিশিষ্ট ব্যক্তির অবগাহন স্নান নিষিদ্ধ। এবং সর্ব্বজনের পক্ষে ভোজনানন্তর স্নান অকর্ত্তব্য

সুগন্ধিদ্রব্য লেপন গুণ। প্রীতিজনক, আহ্লাদ ও তেজো বৃদ্ধি হয়। ঘর্ম্ম দুর্গন্ধ, তন্দ্রা তাপ রোগের শ্রম নিবারক হয়।

সরিষাশাক গুণ। ক্রিমিকারক, স্বাদু, ত্রিদোষজনক, রক্তপিত্ত কোপক হয়।

সুষুণিশাক গুণ। ত্রিদোষনাশক, ধারক এবং অজীর্ণকর নহে।

সৈন্ধবলবণ গুণ। ত্রিদোষঘ্ন, ধাতুপোষক, চক্ষুরোগের হিতকারী, অপিত্তকর, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধবীর্য্য, রুচিকারক, লঘুপাক, মধুর রস হয়।

সচললবণ গুণ। রুচিকর, উষ্ণবীর্য্য, কটুপাক, গুল্ম, শূল, মলবদ্ধ নাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, পাকে লঘু হয়।

সাম্ভরলবণ গুণ। তীক্ষ্ণবীর্য্য, দুর্গন্ধি, ক্ষারযুক্ত, কটু, তিক্ত রস, মল মূত্রবদ্ধ ও শূলনাশক হয়।

সোহাগার গুণ। ক্ষার, শ্লেষ্মানাশক, আগ্নেয়, সারক, বলবৃদ্ধিকারী এবং ব্রণরোগে উপকারী হয়।

সর্ষপগুণ। কফবায়ুনাশক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তকর, কটুপাক ক্রিমি ও কোষ্ঠরোগনাশক। (শ্বেতসর্ষপ) উক্ত গুণযুক্ত হয়।

সিদ্ধির গুণ। হর্ষ, মেধা প্রদায়ক, শ্লেষ্মা, শোথনাশক হয়।

সোমরাজীর গুণ। বাতশ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, জ্বরদোষনাশক হয়।

সজিনাগুণ। ছাল কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, শোথ, বিদ্রধি রোগ ও শূলনাশক হয়।

সোঁদালিবৃক্ষ গুণ। মৃদুরেচক, মধুর শীতল। তৎফলের গুণ, ধাতুপোষক, বায়ুপিত্তনাশক, ধারক হয়।

সুরতকর্ম্ম গুণ। ধাতুক্ষয়কারী, সন্তোষ, সন্তানোৎপাদক হয়। অতিশয় শৃঙ্গারে শ্বাস, কাস, জ্বর, রক্তপিত্ত, রাজযক্ষ্মা রোগাদির উৎপত্তি হয়। যৌবনাবস্থায় রতিক্রিয়াতে তাদৃশ দোষ নহে, কিন্তু অত্যাচার যৌবনেও হানি আছে। এবং যৌবনে এক কালে না করাতেও মেহ, মেদ গ্রন্থিবাত জন্মে। এবং দেহের মৃদুলতা ও ইন্দ্রিয়ের জড়তা হয়।

স্ত্রীনিরূপণ। একাদশ বর্ষাবধি ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বালাস্ত্রী। তৎপরে ত্রিংশৎবর্ষ পর্য্যন্ত যুবতি। তদনন্তর পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া পরে বৃদ্ধাবস্থা। বালাস্ত্রী উৎসাহবর্দ্ধিনী, যুবতী অবস্থাস্থিরকারিণী, প্রৌঢ়া স্ত্রী বৃদ্ধত্বসাধিনী, বৃদ্ধাস্ত্রী সম্ভোগে মরণপ্রাপ্ত হয়।

হ

হরীতকীর গুণ। পঞ্চরসযুক্তা হরীতকী, পথ্যা, তন্মধ্যে লবণ রস প্রধান্য হয়, তাহাতে আয়ু, চক্ষুঃসত্তা, মেধাজনক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, আগ্নেয়, ত্রিদোষ, শোথ ব্রণরোগনাশক হয়।

হরীতকী গুণ। জীবন্তী, রোহিণী, বিজয়া, অভয়া, অমৃতা, পুতনা, কালিকা, এই সপ্তপ্রকার হরীতকী হয়। সুবর্ণবর্ণা জীবন্তী, পিঙ্গলবর্ণা রোহিণী, খাউর বোঁটার ন্যায় বিজয়া। পাঁচশিরা অভয়া, অধিকত্বক অল্প আঁটি তাহার নাম অমৃতা। বড় আঁটি অল্প ত্বক তাহাকে পুতনা বলে, তিন শিরা হরীতকীর নাম কালিকা। বিশেষ বিশেষ কার্য্য বিশেষে হরীতকী গ্রহণীয়া হয়।

তৈলপাকে জীবন্তী। ক্ষয়রোগে রোহিণী, তেজোবৃদ্ধিকরণে বিজয়া, লেপনে পুতনা। বিরেচনে অমৃতা, নেত্ররোগে অভয়া, গন্ধার্থে কালিকা ইত্যাদি সপ্ত কর্ম্মে সপ্ত হরীতকী প্রশস্তা হয়। হরীতকী মাতার ন্যায় উপকারিণী, মাতাও কখন কখন কোপিতা হন, কিন্তু উদরস্থা হইলে হরীতকী কদাচ কোপিতা হয়েন না।

হেলঞ্চশাক গুণ। সারক, তিক্তরস, বাতপিত্ত ও কুষ্ঠরোগনাশক হয়।

হিঙ্গুর গুণ। তীক্ষ্ণ, কটুরস, শূল, অজীর্ণ, মলবন্ধ নাশক, কিঞ্চিৎ উষ্ণ, পাচক, স্নিগ্ধ, উগ্রগন্ধি, অগ্নিকারক, কফ বায়ুনাশক হয়।

হরিদ্রাগুণ। কফ, বাতরক্ত, শোথ, কণ্ডু ও ব্রণরোগ নাশক হয়।

হস্তিকর্ণপলাস গুণ। ধাতুপোষক, মেধা, আয়ু, বলবৃদ্ধিকারক হয়।

হাড়ভাঙ্গার গুণ। অস্থি ভঙ্গে হিতকারী, বলকর, বায়ুনাশক হয়।

হুড়হুড়ার গুণ। মলবন্ধ নাশক এবং সৌরীয় অর্থাৎ ঝাঁটবিশেষ কফনাশক হয়।

হাপরমালীর গুণ। বিষদোষ কুষ্ঠরোগ নাশক, এবং তিলিশ বৃক্ষ, দাহ, পিত্ত নাশক হয়।

ক্ষ

ক্ষৌরকর্ম্ম গুণ। কেশ দাড়ি, নখাদির ছেদনে মনের প্রসন্নতা, ধাতু পুষ্টি, ধন আয়ুর বৃদ্ধি হয় এবং শরীরের পবিত্রতা জন্মে।

ক্ষেতপাপড়ার গুণ। পিত্ত, দাহ, জ্বরনাশক হয় ও শ্লেষ্মা শোষক হয়।

দ্রব্যগুণ নির্ণয় সমাপ্তঃ।

দ্রব্যগুণ নির্ণয়।

আয়ুর্ব্বেদদর্পণ গ্রন্থদ্রষ্টাদিগের দ্রব্যাদির গুণবোধ করার নিতান্ত আবশ্যক, যেহেতু পদার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে কোন ঔষধই প্রস্তুত হইতে পারে না, যেমন নিদানগ্রন্থ না থাকিলে রোগাদির চিকিৎসার বৈফল্য, তদ্রূপ দ্রব্যাদির গুণ পরিগ্রহণাভাবেও চিকিৎসা বিফলা হয়, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদদর্পণের সাহায্য জন্য এই গ্রন্থমধ্যে সংস্কৃত মূলকে ত্যাগ করিয়া তদর্থানুসারে ভাষা প্রবন্ধে দ্রব্যগুণ লিখিয়া আয়ুর্ব্বেদদর্পণের সহযোগে প্রকাশ করিলাম।

অ

অন্নগুণ। ধাতুপোষক, তৃপ্তিজনক, মাংসবৃদ্ধিকারক, ইন্দ্রিয়পুষ্টিকারী, বুদ্ধিবৃদ্ধিকর, বলবৃদ্ধি, ক্ষুধাশ্রান্তি, শ্রমকৃশতানাশক।

অতিশয় সিদ্ধান্ন গুণ। অতিদ্রব অন্ন শরীরের গ্লানিকারক।

অসিদ্ধ অন্নের গুণ। গুরুপাক, প্রায়ই জীর্ণ হয় না।

অঞ্জনগুণ। চক্ষুতে কজ্জ্বল সংযোগ করিলে তারা নির্ম্মল হয়, চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ অথচ নির্ম্মল দৃষ্টি হয় এবং অতিশয় প্রকাশমান হয়।

অগ্নিসেবন। অগ্নিসেবায়, স্তম্ভিতবায়ু, শীত, কম্প নাশ হয়, কিন্তু আম ও রক্ত পিত্তকে কোপিত করে।

অন্ধকারের গুণ। ভয়জনক, দর্শনাবরোধক, মুখতিক্তকারক, বুদ্ধি ব্যামোহকারী, বায়ুবৃদ্ধিকারক, মস্তক ঘূর্ণনকারী হয়।

অগুরুচন্দন। তিক্তরস, ব্রণনাশক, কটু, উষ্ণ, বায়ু এবং কফনাশকারক হয়।

অষ্টবর্গগুণ। জীবক, ঋষভ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, এই অষ্টদ্রব্য একত্র মিলিত হইলে, ব্রণনাশক, রক্তপিত্তনাশক এবং বায়ুপিত্তনাশক হয়।

অম্লগুণ। রুচিকারক, মুখপ্রিয়, প্রীতিদায়ক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক, পিত্তকর, জিহ্বা ও দন্তের উদ্বেগকারি, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ, রক্ত ও মাংস বৃদ্ধিকারি হয়।

অম্লবেতস গুণ। অত্যন্ত অম্লরস, মল মূত্রাদির অবরোধক, কফ ও বায়ুনাশক হয়।

অপাঙ্গ গুণ। অপামার্গ, অগ্নিতুল্য তীক্ষ্ণ, পাচক, সারক, কিন্তু গ্লানিকর হয়।

অপরাজিতাগুণ। গিরিকর্ণী অর্থাৎ অপরাজিতা বিষজন্য দোষকে নাশ করে।

অনন্তমূলের গুণ। ধারক, রক্তপিত্ত-নাশক, শীতল, দুষ্টরক্তশোধনকারক হয় এবং ব্রণপীড়া শান্তিকর।

অড়হর গুণ। কষায়রস, কফনাশক, অতিশয় পিত্ত কি অতিবায়ু বৃদ্ধিকারক নহে।

অর্জ্জুন বৃক্ষের গুণ। ভগ্নরোগে, রক্তস্তম্ভনে ও ক্ষতপীড়ায় এবং মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগে অবশ্য পথ্য।

অশ্বগন্ধার গুণ। বলকারি, ধাতুপোষক, শরীরের স্থূলতাকারক এবং বায়ুনাশক হয়।

আ

আম্রগুণ। কচি আম্র রক্তপিত্ত বৃদ্ধিকারক, কিছু বড় মধ্যম কাঁচা আম পিত্তকর, পাকা আম রুচিকর, কান্তি, পুষ্টি, মাংস, গুরু, বলবৃদ্ধিকারক, বর্ণপ্রসাদক, অপিত্তকারি, মুখপ্রিয়, মধুর গুরুপাক, সারক।

আমচুর গুণ। আমসী কষায়রস, উষ্ণ, ভেদক, কফ, বায়ুনাশক।

আমরুলশাক গুণ। কফ, বায়ুনাশক, অগ্নিকারক, গ্রহিণীরোগে হিতকারি হয়।

আমড়ার গুণ। তৃপ্তিজনক, মুখরোচক, বলকারক, গুরুপাক, অজীর্ণকারক, কচিআমড়া বাতশ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক হয়।

আমলকী গুণ। ধাতুপোষক, শীতল, অম্লরস, বায়ুনাশক, মধুরত্ব হেতুক পিত্তনাশক, রুক্ষ এবং কষায় রসজন্য কফকারী হয়, ভোজনের আদি অন্তে কি মধ্যে ভক্ষণ করিলে বায়ু, পিত্ত, কফাদি ত্রিদোষ নষ্ট করে, আমলকী ফল নিরন্তর সর্ব্বদোষহারী হয়।

আনারস গুণ। অম্লমধুররস, ক্রিমিনাশক,সারক,ঈষৎ বাতশ্লেষ্মাকারক।

আকনাদি গুণ। পাঠা, লঘুপাক, অতীসার নাশক, ত্রিদোষ নষ্ট করে।

আকন্দবৃক্ষ গুণ। ক্রিমিনাশক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, সারক, বদ্ধবাতনাশক, অর্শ, কাস, কুষ্ঠরোগহারী হয়।

আকন্দ আঠার গুণ। উদরীরোগ,কুষ্ঠ, ক্রিমিদোষ, অর্শ, বদ্ধবাতে হিতকারী হয়

আতইচ গুণ। অতিবিষা,গ্রহণীনাশিনী, পাচক, তিক্তরস হয়।

আদার গুণ। কফ বায়ুনাশক, আমনাশক, মলবদ্ধাদি শূলবেদনা নাশক হয়।

ই

ইক্ষুর গুণ। সকল ইক্ষুই রক্তপিত্তনাশক, বলকারী,ধাতুপোষক,কফদায়ক, মধুররস, শীতল, গুরুপাক, মূত্রবৃদ্ধিকারক হয়।

ইক্ষুরস গুণ। শীতল, ধাতুপোষক, বলকারক, তৃপ্তিজনক, মাংস বৃদ্ধিকারক, স্বাদু, স্নিগ্ধ, প্রীতিকর, বাতরক্ত পিত্তরক্ত নাশক হয়। মাদ্যরস অর্থাৎ শিরকা।—মত্ততাকারক,পাচক, রক্তপরিষ্কারকারী হয়।

ইক্ষুমূলাদির গুণ। অতিশয় মিষ্টরস, অতি পুষ্টিকারক, মধ্য মিষ্টরস,তৃপ্তিকারক, মধুররস, অগ্রভাগ—অল্প মধুর লবণরস, কফকারক; গ্রন্থি—লবণরস, পিত্তকারক।

ইষলাঙ্গলীগুণ। কুষ্ঠনাশিনী এবং দুষ্টব্রণনাশিনী হয়।

ইন্দ্রযব গুণ। তিক্তরস, জ্বর, রক্তপিত্ত, অতীসারনাশক হয়।

উ

উত্থানকালের গুণ। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিলে শরীর সুস্থ হয়, তাহাতে অজীর্ণ নাশ হয়, জড়তা যায়, সর্ব্বরোগের মূলনাশক হয়। সূর্য্যোদয়ে উঠিলে শরীর অস্বাস্থ্য,জড়তা,মন্দাগ্নি

হয়, চিত্ত মলিন থাকে। সূর্য্যোদয় পূর্ব্বে মলত্যাগাদি দন্তধাবনে ও ভ্রমণে অগ্নিবৃদ্ধি, মনঃপ্রসন্ন, বহু-বাতাদি নাশ হয়।

উত্তরবায়ু গুণ। শীতল, মৃদু, মধুররস এবং কষায়রস, সর্ব্বদোষনাশক, ক্ষীণ,ক্ষত, বিষার্ত্ত ব্যক্তির হিতকারি, দাহ, তৃষ্ণা নাশক এবং শীত হয়, মেঘের উৎপাদক আর নান্য দেশ হইতে আগত বায়ু, আয়ু ক্ষয় করে, তাহাতে ত্রিদোষ প্রকোপ হয়।

উচ্ছাফলের গুণ। শুক্রক্ষয়কারক, রুচিকারক, পিত্তশ্লেষ্মা নাশক হয়।

এ

এচঁড়গুণ। কাঁচা কাঁটাল ফল, কষায়-রস, স্বাদু, বায়ু বৃদ্ধিকারক, রক্তপিত্ত-নাশক। কাঁটালের বীজের গুণও—ঐ সমুদয় হয়।

এলাইচ গুণ। মূত্রকৃচ্ছ্র, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, কফবায়ুনাশক হয়।

এরণ্ডমূল গুণ। শূলনাশক, বেদনানাশক,ধাতুপোষক,বাতশ্লেষ্মানাশকহয়।

এরণ্ডতৈল গুণ। বাতশ্লেষ্মানাশক, বহু-বাতনাশক, ভেদক হয়।

এলাইচ ক্ষুদ্রের গুণ। মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ, শ্বাসকাস, কফরোগে হিতকারী হয়।

ও

ওলের গুণ। শূরণ, আগ্নেয়, রুচিকারক, কফনাশক, লঘুপাক, বিষদ অর্থাৎ বিষবৎ মুখপীড়ক, অশরোগে হিতকারী, কিন্তু বনওল সর্ব্ব দোষান্বিত হয়।

ক

কচুর গুণ। অতিসারক, কটুরস, গুরুপাক, আমবাত ও পিত্তবৃদ্ধিকারক।

কমলানেবুর গুণ। মধুকর্কোটিকা, শীতল, শ্লেষ্মাকারক, মুখজাড্য নাশক, রুচিকর, স্বাদু, গুরুপাক; বায়ুপিত্ত নাশক হয়।

করঞ্চ ও করমর্দ্দগুণ। করঞ্চা ও পানি আমলা তৃষ্ণানাশক, অম্লরস, রুচি-কর, পিত্তবৃদ্ধিকারক হয়।

কতবেলের গুণ। কচিকতবেল, গাত্র-কণ্ডূনাশক, কষায়াম্লরস। (পাকা কত-বেল)—ধারক, বায়ুবৃদ্ধিকর, মধুর, অম্ল কষায়রস ও সুগন্ধ হেতু মুখের রুচি-কারক হয়। তৎপত্র আমঘ্ন।

করকচলবণ গুণ। কটুপাক উষ্ণ, পাচক, ভেদক, মধুররস, স্নিগ্ধ, শূলনাশক, অধিক পিত্তকর নহে।

কণ্টিকারীর গুণ। উষ্ণগুণযুক্ত, বায়ু, কফ ও শ্বাস কাসনাশক হয়।

করঞ্জগুণ। ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্রমেহনাশক হয়।

কর্পূর গুণ। পাকে শীতল. চক্ষুর হিত-কারী, কফনাশক, ধারক, আঘ্রান শান্তিকর এবং সদাহ্ন নিমিত্ত বায়ু নাশক. পক্ককর্পূর অপেক্ষা অপক্ক কর্পূর উপরোক্ত গুণবিশিষ্ট হয়।

কট্‌ফল গুণ। কফজন্য রোগনাশক, শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশ করে

কদলীফল গুণ। গুরুপাক, বলকারী, বিশেষতঃ রক্তপিত্তনাশক। তন্মূল বায়ুপিত্তনাশক হয়।

কটকীগুন। সারক,রুক্ষবীর্য্য, কফপিত্ত-নাশক হয়। কৃষ্ণকটকী। অত্যন্ত ভেদক।

কলমাশাক গুণ। স্তন্যদুগ্ধবৃদ্ধিকারী, কষায় অথচ মধুররস, পাকে গুরু, কফ ও শুক্রবৃদ্ধিকারক হয়।

কাঁকড়াশৃঙ্গী গুণ। কফ, বায়ু, শ্বাস কাস; হিক্কা এবং জ্বরনাশক হয়।

কাকোলী গুণ। তিক্তরস, মুখপ্রিয়, সুগন্ধি, কফ এবং বায়ুনাশক হয়।

কাঁজির গুণ। ভেদক,তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, স্পর্শে শীতল, পিত্তকর, রুচিকারক, আগ্নেয়, শ্রম ও ক্লান্তিনাশক, মল ও মূত্রাশয় শুদ্ধিকারক হয়।

কাঁটাল গুণ। মধুর রস, মাংসবৃদ্ধিকর, স্নিগ্ধ, শীতল,গুরুপাক, বায়ু ও পিত্তনাশক, বলপ্রদ. শ্লেষ্মা শুক্রবৃদ্ধিকারক হয়।

কাঁকুড় গুণ। এর্ব্বারুক। মুখপ্রিয়, গুরুপাক, অজীর্ণজনক,শীতল, সারক, মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, বাতশ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারী হয়।

কাঁটানটীয়ার গুণ। বিষদোষনাশক, পাকে স্বাদু ও রক্তপিত্তনাশক হয়।

কাকমাচাশাক গুণ। গুড়কামাইশাক, ধাতুপোষক.ত্রিদোষনাশক জ্বরাব্যাধি নাশক, অতি উষ্ণ, কি অতি শীতল নহে, মুখপ্রিয়, সারক, কুষ্ঠরোগ নাশক হয়।

কালকাসুন্দাশাক গুণ। কাসমর্দ্দশাক, অগ্নিদীপক, স্বাদু, তিক্তরস, স্বরভঙ্গরোগেহিতকারী, ত্রিদোষনাশক হয়।

কাঁচড়াশাকগুণ। শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক, শীতল ; পিত্তনাশক, পাকে লঘু, রক্তদোষ নাশক হয়।

কুয়াশার গুণ। শীতগুণ বহুল, কফ ও পিত্তবৃদ্ধিকারিণী হয়

কুস্তী গুণ : স্নিগ্ধদ্রব্যভোজী বলবানের নিত্য কুস্তা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বসন্তকালে ও শীতকালে অবশ্য করণীয়, অন্য সকল ঋতুতে শক্তির অর্দ্ধেক কুস্তী করিলে শরীর স্বচ্ছন্দ থাকে, যে পর্য্যন্ত কুক্ষি, ললাট গ্রীবায় ঘর্ম্ম না হয় ও শ্রম ও শ্বাস না জন্মে, তাবৎ কুস্তী করিবে, তদতিরিক্ত কর্ত্তব্য নহে, প্রত্যহ কুস্তী করিলে শরীরের লাঘব, সকল কর্ম্মে সমর্থ, ক্লেশসহিষ্ণু হয়, বাত পিত্ত কফের শমতা হয়, অগ্নিবৃদ্ধি হয়, বিরুদ্ধ অজীর্ণাদি ভোজন করিলেও অনায়াসে পরিপাক পায়। শরীরের স্থূলতানাশক, যেমন গরুড়ের নিকট সর্প যায় না, সেই রূপে ব্যায়ামী পুরুষের নিকট জরা ব্যাধি গমন করিতে পারে না। কেবল রক্তপিত্তরোগী, ক্ষয়কাস, যক্ষ্মারোগী, শ্বাস কাসযুক্ত ব্যক্তি, ভুক্ত পুরুষ, স্ত্রীসংসর্গকারী ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের কুস্তী কর্ত্তব্য নহে।

আর সহজ পুরুষদিগের অত্যন্ত ব্যায়াম অকর্ত্তব্য, যেহেতু তাহাতে কাস শ্বাস রক্তপিত্ত,শ্রম ক্লম শরীরক্ষয়,তৃষ্ণা, জ্বর, বমী ইত্যাদির উৎপত্তি হয়।

কুলথকলাই গুণ। কফবায়ু নাশক, ধারক, উষ্ণবীর্য্য, মাংসবৃদ্ধিকারক, কটুপাক, গুল্ম ও শুক্র, অশ্মরী, মেদ, কাস, শ্বাস, প্রমেহ রোগনাশক হয়।

কুমড়ার গুণ। অপক্ক কুষ্মাণ্ড ঈষৎ পিত্তকর ; তরুণ পিত্তনাশক ; মধ্যম কফনাশক ; পক্ক কুষ্মাণ্ড অমৃততুল্য, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারযুক্ত, আগ্নেয়, মলমূত্রাশয়শুদ্ধিকারক,ত্রিদোষনাশক, রক্তপিত্তহারক, উন্মাদরোগীর উত্তম পথ্য হয়।

কুমড়ার দাঁটার গুণ। গুরুপাক, ক্ষারযুক্ত, মধুররস, রুক্ষবীর্য্য,রুচিকারক, পাণ্ডুরোগ এবং কফ বায়ু নাশকারী হয়।

কুলের গুণ। কাঁচাকুল অম্লরস, বায়ুকফনাশক, পক্ক হইলে স্নিগ্ধমধুররস, সারক, বায়ুপিত্তনাশক ; শুষ্ক ও পুরাতন হইলে কফ, বায়ু, পিত্ত, তৃষ্ণা, শ্রমনাশক হয়, লঘুপাকান্ত, অতি আগ্নেয় হয়।

কুর্কন্ধুকোল। শেয়াকুলও কুলের সদৃশ গুণকারী।

কুলের আঁটির শস্যগুণ। মধুররস, পিত্ত, ছর্দ্দি, তৃষ্ণানাশক হয়।

কুমকুমের গুণ। শরীরের বিবর্ণতানাশক, গাত্রকণ্ডু, বায়ুকফহারক হয়।

কুলেখাড়াশাক গুণ। আমবাত, বায়ু ও রক্তদোষনাশক হয়।

কুলাহকশাক গুণ। জিয়াতাপাতা, আমবাত, রক্তদোষনাশক হয়।

কুণ্ডজলের গুণ। অগ্নিকর, রুক্ষ, কফকারক হয়।

কুড় গুণ। শ্লেষ্মা, বায়ু, শ্বাস, হিক্কা, কাস, জ্বরনাশক হয়।
কূপজল গুণ। কফ বায়ুনাশক, পিত্তদায়ক, লঘুপাক, লবণরস, কালবিশেষে শীতল ও উষ্ণ হয়।
কুলখ যূষগুণ। বায়ু পাথরীরোগ, তূণী, প্রতূণীনামক বায়ুরোগ, কৃশতা, অর্শ, গুল্ম, মেদ ও কফনাশক হয়।
কেশুর গুণ। কফের শুক্রদায়ক, স্বাদু, বাতপিত্তহারী, শীতল হয়।
কেয়াপুষ্প গুণ। তিক্তরস, কটু, বিষজন্য দোষনাশক হয়।
কেঁদুফল গুণ। কষায় রস, বায়ু বৃদ্ধিকারক। গুরুপাক মধুরাম্ল, ধারক।
কেশুরিয়ার গুণ। কেশরাজ ও ভীমরাজ, আগ্নেয়, ধাতুপোষক হয়।
করকা ও সমুদ্রজল গুণ। শীলের জল অমৃত তুল্য, কিন্তু সমুদ্র জলে সকল দোষ প্রকুপিত হয়।

খ

খইর গুণ। লাজ, তৃষ্ণা, বমী, অতীসার, মেহ, মেদ কফ কাস ও পিত্ত এই সকল রোগের শান্তিকারী, লঘুপাক, শীতল এবং আগ্নেয় হয়।
খইমণ্ড গুণ। অগ্নিদায়ক, দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর, অতীসার এবং শ্লেষ্মানাশক।
খদিরের গুণ। বীসর্পরোগ, মেহ, মেদ, ও কফ, ক্ষতরোগনাশক হয়।
খর্জ্জুর গুণ। মধুররস, ধাতুপোষক, মাংসবৃদ্ধিকারক, গুরুপাক, শীতল, ক্ষয়রোগনাশক, দাহ এবং বাতপিত্ত রোগে হিতকারী হয়।
খেড়োফল। গুরুপাক, অজীর্ণকারী, কফ ও বায়ুনাশক হয়।

গ

গাত্রমার্জ্জন গুণ। গাত্রমার্জ্জনে দুর্গন্ধ, গাত্রগৌরব, চুলকণা, ছলি, মলা, অরুচি, ঘর্ম্ম ও ঘৃণাদি নাশ হয়।
গাত্রঘর্ষণ গুণ। বায়ু, কফ, মেদ রোগ নাশ হয়, অঙ্গের স্থৈর্য্য ও প্রসন্নতা করে।
গাত্রোদ্বর্ত্তন গুণ। হরিদ্রাদি লেপন করিলে, গাত্রচুলকনা, বিবর্ণতা, রুক্ষতা নাশ হয়। (তিলোদ্বর্ত্তনে) চুলকণা, রুক্ষতা ও ত্বকদোষ নিবারণ করে।
গমের গুণ। মাংসবর্দ্ধক, মুখরোচক, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক হয়।
গোঁড়ানেবুর গুণ। কিঞ্চিৎ মিষ্ট, অতিশয় অম্লরস, গুরুপাক, সুগন্ধি, দুর্জ্জর, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, কফ বায়ু ও মলবন্ধনাশক হয়।
গোমূত্র গুণ। তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণরস, পিত্তকর, কটু, দুর্গন্ধি, লঘুপাক, রুক্ষ, ক্রিমিনাশক, উদরীরোগ, মলবন্ধ, শোথ, অর্শ, বিষজন্য দোষ, এবং কুষ্ঠরোগনাশক হয়।
গুড়ের গুণ। ধাতুপোষক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, মূত্রশুদ্ধিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তনাশক, মেদ, কফ, ক্রিমি এবং বলবৃদ্ধিকারক হয়। পুরাতন গুড়, বায়ুনাশক, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক, শরীরপ্রসন্নতাকারক, মধুর, স্নিগ্ধ, বলদায়ক, প্লীহা, ও শ্বাসরোগে পথ্য। খণ্ডগুড়। ধাতুপোষক, বলকারক, চক্ষুরোগে হিতকারী, বায়ুপিত্তনাশক হয়। নবাত ও ফাণি মিছরি চিনি, ইহারা উত্তরোত্তর নির্ম্মল, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, ক্রমে গুণকারী হয়।
গুবাক গুণ। শুষ্কগুপারি, অগ্নিকর, কষায় এবং মধুররস, সারক; কাঁচা গুপারি গুরুপাক, কফদায়ক, মাদক এবং অগ্নিনাশক হয়।
গাম্ভারীমূল গুণ। উষ্ণবীর্য্য, মনোবিকার রোগে হিতকারী হয়।
গণিয়ারীমূল গুণ। শোথনাশক, বায়ু বিকারে হিতকারী হয়।
গোক্ষুরী গুণ। মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, বলকারী ধাতুপোষক ও বায়ুনাশক হয়।

গোরক্ষচাকুল্যার গুণ। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে এবং ক্ষয়রোগে হিতকারী হয়। কিন্তু বেলেড়ার সমান গুণযুক্ত হয়।

গন্ধভাদালের গুণ। বায়ুপিত্তনাশক, উষ্ণবীর্য্য, বলদায়ক, ধাতুপোষক ও ধারক হয়।

গুলঞ্চ গুণ। ধারক, বলকর, ত্রিদোষনাশক, জ্বরাবস্থা শোধক হয়।

গুগ্‌গুলুর গুণ। অগ্নিকারক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, কষায়, কটুরস হয়, জ্বরাবস্থা মেদ, বায়ু, শ্লেষ্মা, কুষ্ঠ এবং আমবাত রোগনাশক হয়।

ঘ

ঘৃত গুণ। (গব্য) বুদ্ধি, শুক্র, তেজ, মেদ, স্মৃতি, শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক, পিত্ত, বিষযোগ, উন্মাদ, শোথ, অলক্ষ্মী, মন্দজ্বর, প্রভৃতিকে নষ্ট করে। (মহিষঘৃত) স্বাদু, শীতল, কফকর, রক্তপিত্তনাশক। (ছাগঘৃত) বলকারক, চক্ষুর হিতকারী, বলকর, কাসে ও ক্ষয়রোগে পথ্য। (মেষঘৃত) পিত্তকর, যোনিদোষে, যক্ষ্মারোগে, কফ, বায়ু রোগে প্রশস্ত পথ্য হয়। উষ্ট্র ঘৃত। কফ, বায়ু, ক্রিমি, শোথ, উদরীরোগ নাশক হয়। (গর্দ্দভঘৃত) তেজস্কর, অতি সারঘ্ন, প্রমেহনাশক, গুরুপাক, চাক্ষুষ্য হয়। (মনুষ্যঘৃত) চক্ষুর হিতকারী, লঘুপাক, প্রমেহ রোগ ও ক্ষীণতা নষ্টকারী হয়। (পুরাতনঘৃত) চক্ষুর অন্ধকার দর্শন, মুখ নাশিকার জলস্রাব, আপক্ককাস, মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ বিষরোগ মৃগী, বাতশ্লেষ্মা বেদনাশক, সারক হয়। ঘৃত পুরাতন প্রমাণ। ১০ বৎসরের পরেই পুরাতন হয়, উগ্রগন্ধ হয়, তদধিক হইলে রক্তবর্ণ হয়, গুণে শীতল হয়, ইহার পর যত পুরাতন হয়, ততই গুণাধিক্য হয়।

ঘৃতপক্ক ভক্ষ্যদ্রব্য গুণ। ঘৃতপক্ক খাদ্য দ্রব্য লঘুপাক, মুখপ্রিয়, সুগন্ধযুক্ত, বায়ু পিত্তনাশক, তেজস্কর, বর্ণ ও চক্ষু প্রসন্নকারী। তৈলপক্ক গুরুপাক, কটুরস, অজীর্ণজনক, অহিতকারী হয়।

ঘোলের গুণ। ত্রিদোষনাশক, স্বাদু, লঘুপাক্ উষ্ণবীর্য্য, মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, কষায় ও অম্লরস, আগ্নেয়, শোথ, উদরী, অর্শ, গ্রহিণী, মূত্রাঘাত, অরুচি, যোনিব্যাপৎ, পাণ্ডু, এবং বিষরোগে পথ্য হয়। কিন্তু উষ্ণ শরীরা, দুর্ব্বল ও ক্ষয়, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ এবং রক্তপিত্ত জ্বররোগে, শীত কালে, অগ্নিমান্দ্যে, কফরোগে, পথ্য নহে। এতদ্ভিন্ন বদ্ধমলে, বায়ু কুপিতে, ঘোল অতি প্রশস্ত হয়।

ঘোষালতার গুণ। কফ, অর্শনাশক, পক্কাশয় ও আমাশয় শুদ্ধিকারকহয়।

ঘোড়ানিম্ব গুণ। অত্যন্ত ধারক, কষায় ও অম্লরস, শীতল, জ্বরঘ্ন হয়।

ঘলঘসিয়ার গুণ। কফ জন্য অর্শরোগ নাশক, ক্রিমি, শোথ ইত্যাদি নষ্ট করে, বিশেষতঃ সর্পবিষহারক হয়।

চ

চিরুণী গুণ। কেশ শোভা সম্বর্দ্ধনী, কেশের সৌন্দর্য্যকারিণী, শিরঃকণ্ডুনাশিনী, কেশকীট ও ধূলিমলাদি বারিণী হয়।

চই গুণ। গজপিপুলের সমান গুণযুক্ত হয়।

চম্পকপুষ্প গুণ। তিক্ত, কটুরস, শীতপিত্ত ও কফরোগনাশক হয়।

চামর আলু গুণ। বারাহিকন্দ আলু শ্লেষ্মানাশক, পিত্তকর, বলবৃদ্ধিকারক হয়।

চাকুন্দ্যাবীজ গুণ। সোমরাজীর সমান, গুল্ম, উদরী, অর্শ, কুষ্ঠরোগ নাশক, পাকে কটু এবং দদ্রুনাশক হয়।

চালিতার গুণ। স্বাদু, কষায়রস, এবং অম্লরস, মুখপ্রিয় ও মুখের জড়তানাশক, শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকারক হয়।

চালিভাজার গুণ। সুগন্ধি, কফনাশক, রুক্ষ, পিত্তকর হয়।

চিনির গুণ। জ্বর, পিত্ত, রক্তদোষ, মূর্চ্ছা, বমী, তৃষ্ণানাশক হয়।

চিঁড়ার গুণ। গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মাংস, ও কফ বৃদ্ধিকারক।

চিঁড়া ভাজার গুণ। চালিভাজার তুল্য, অধিক কোষ্ঠ বদ্ধকর হয়।

চিঁড়ার পরমান্ন গুণ। বলকারক, বায়ুনাশক, ভেদক হয়।

চিতা গুণ। পাকে অগ্নির সমান,শোথ, অর্শ,ক্রিমি, কুষ্ঠরোগ নষ্টকারক হয়।

চূণের গুণ। বায়ু, শ্লেষ্মা ও মেদরোগ নাশক হয়।

চুকাপালঙ্গ গুণ। দুর্জ্জর, গুরুপাক, ভেদ, বায়ুনাশক, পিত্তকর হয়।

চোরহুলুইর গুণ। চোরকাঁটা, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মেধাকারক, ক্রিমি বিষজন্য দোষ নাশক হয়।

ছ

ছত্র গুণ। বৃষ্টি, রৌদ্র, ধূলি, বায়ু, হিম এই সমস্ত নিবারণ কারক এবং বর্ণ, দৃষ্টি ও শরীর আবরণকারী হয়।

ছায়ার গুণ। শরীরের দাহ, শ্রম, ঘর্ম্মনাশক এবং মনোরম শীতল গুণযুক্ত হয়।

ছানার গুণ। বায়ুনাশক, ধারক, রুক্ষ, গুরুপাক, দুর্জ্জর হয়।

ছোলার গুণ। বায়ুবৃদ্ধিকর, শীতল। কফ রক্তপিত্ত ও পুরুষত্বনাশক হয়।

জ

জলের গুণ। ঈষৎকষায় রস, অব্যক্ত মধুর রস, ক্লেদযুক্ত, শীতল, তৃষ্ণানাশক, অব্যক্ত রস, ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তিসাধক, অথচ রুক্ষ, সামান্যত এই গুণবিশিষ্ট হয়। অজীর্ণে জলই ঔষধ, জীর্ণে জলপান বলপ্রদ, ভোজনকালে জলপান আয়ুবৃদ্ধি করে, ভোজনান্তে জলপানে ঈষৎ বায়ুবৃদ্ধি করে, কিন্তু দুই প্রহর রাত্রির পর জলপান নিষিদ্ধ।

জলের উষ্ণতা লক্ষণ এবং গুণ। যত জলপাক করিবে, তাহার অর্দ্ধ বা পাদাবশেষ, কিম্বা পাদহীন করিলেই উষ্ণজল বলা যায়, পাদহীনে বায়ু নষ্ট করে. অর্দ্ধাবশেষে পিত্তনাশ করে. পাদাবশিষ্টে কফনাশক হয়। উষ্ণজল লঘুপাক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক। শীতকালে ও শিশিরকালে পাদহীন জল প্রশস্ত, বসন্তকালে পাদাবশিষ্ট জল পথ্য। শরৎ ও গ্রীষ্মকালে অর্দ্ধাবশিষ্ট বর্ষাকালেও বটে। কিন্তু বর্ষাকালের জল বহুদোষে দুষ্ট হয়,অতএব অর্দ্ধাবশিষ্ট পান স্নানাদিতে প্রশস্ত হয়। কিন্তু দিবাপক্ক জল রাত্রে, রাত্রিপক্ক জল দিবাতে প্রশস্ত নহে। উষ্ণোদক পান সকল কালেই প্রশস্ত, ঐ জলে কাস, জ্বর, মলবদ্ধ, কফ, বায়ু, আমদোষ নষ্ট করে, আগ্নেয়, মলমূত্রাশয়শুদ্ধিকারক, শ্লেষ্মাসমূহনাশক, কুপিত বায়ুর শমতাকারী এবং রাত্রিতে পান করিলে অতি শীঘ্র অজীর্ণাদি রোগ নাশ করে।

জলের ঋতুভেদে গুণ। বর্ষাকালে জল গুরুপাক,শ্লেষ্মাকর,সারক হয়। শরৎকালে লঘুপাক হয়, শীতকালে বলদায়ক, স্নিগ্ধ, ধাতুপোষক গুরুপাক। শিশিরকালে গুরুপাক, কফ বায়ুনাশক। বসন্তকালে কষায় রস, মধুর, রুক্ষ, বলদায়ক, গ্রীষ্মকালে কফ নাশক লঘুপাক হয়। সুগন্ধ জলের গুণ, নির্ম্মল, তৃষ্ণানাশক, লঘুপাক, মনোহর হয়। মলিন জলের গুণ। পিচ্ছিল, কীট, ক্লেদযুক্ত, বিবর্ণ, বিরসগাঢ়, শীতল, কফকারক, সম্যক্ পীড়াদায়ক হয়।

বৃষ্টি জলের গুণ। ত্রিদোষনাশক, বলদায়ক, রসায়ন, জ্বরনাশক, বুদ্ধি স্থিরকারক, যেরূপ পাত্রে গ্রহণ করা যায়, সেই রূপ অধিক গুণকারক হয়।

সামান্য জল রৌদ্রতপ্ত করতঃ রাত্রে শিশিরে রাখিলে বৃষ্টিজলের সমান গুণকারী হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টিতে মেঘের সহিত আকাশে সর্প মাকড়সা প্রভৃতি কীট ভ্রমণ করে, অতএব বর্ষণ জল বিষযুক্ত হয়, একারণ শরৎকালের পূর্ব্বে ঐ জল পান করা অকর্ত্তব্য। কেবল বর্ষাভিন্ন সকল কালেই বৃষ্টিজল প্রশস্ত হয়। জনসঙ্কুল অনুপদেশস্থ জল গাঢ়, ভারি, লালযুক্ত, মধুররস, শ্লেষ্মাজনক, স্নিগ্ধ, অগ্নিনাশক, প্রমেহ, গোদ, গলগণ্ড, বমী ইত্যাদি রোগদায়ক হয়।

জাঙ্গলদেশ অর্থাৎ নদী পর্ব্বত বৃক্ষাদি ব্যাপ্তদেশের জল, যে দেশে ভূমিতে বর্ষা অল্প হয় এবং শাঁই বাঁশ, বিল্ব, আকন্দ প্রভৃতি বৃক্ষাবৃত ও হরিণ, গাদা সর্পাদি যে দেশে অধিক আছে, তদ্দেশের জল উত্তম, ধাতুপোষক, অগ্নিকারক, মধুররস, লঘুপাক। যেদেশে বৃক্ষাদির অভাব সে দেশের জল অহিতকারী হয়।

তড়াগ অর্থাৎ পদ্মান্বিত জলাশয়ের জল, বায়ুদায়ক, স্বাদু কষায় রস, পাকে কটু হয়। দীর্ঘিকার জল।—লঘুপাক, ভারি, কটু, ক্ষারযুক্ত, পিত্তদায়ক এবং কফ বায়ুনাশক হয়। পর্ব্বতঝর্ণার জল—লঘুপাক, অগ্নিকারক, কফনাশক, সুপথ্য হয়। সরোবরজল।—লঘুপাক, তৃষ্ণানাশক, বলদায়ক, স্বাদু কষায় রস।—ধান্য ক্ষেত্রের জল। গুরুপাক, মধুর, ত্রিদোষদায়ক। (ডোবার জল) গুরুপাক, কফকারক, অজীর্ণজনক, ত্রিদোষকোপকারী হয়।—(নদীর জল) বায়ুবৃদ্ধিকর, রুক্ষ, গাঢ়, গুরুপাক, কফনাশক, হয়। যে সকল নদী খর বেগবতী, তাহাদিগের জল, অতিলঘু, নির্ম্মল। মৃদুবেগা নদীর জল, ভারি ও গাঢ় হয়। পূর্ব্ব সমুদ্রে যে নদী মিলিতা, তাহাদের জলও অতি ভারি হয়। প্রস্তর কি বালি হইতে উৎপন্ন। নদীর জল নির্ম্মল, লঘু। মলয় পর্ব্বতোৎপন্না নদীর জল অমৃততুল্য অতিস্নিগ্ধ, ত্রিদোষহারী হয়। শরৎ ও বসন্ত-কালে নদনদীর জল পানীয় নহে। অন্য ঋতুর জল তুলিয়া শরৎ বসন্তে পান করিবে।

(শীতলজল) বমী, মূর্চ্ছা, মত্ততা, পিত্তজ্বর শ্রম জন্য গ্লানি, পিপাসা, দাহ, মদাত্যয় রোগ ও বিষরোগ নষ্ট করে। (নারিকেল জল) ডাবের জল। পিত্ত ও তৃষ্ণানাশক, সারক হয়, ঝুঁনানারিকেল জল। গুরুপাক, পিত্তবৃদ্ধিকর হয়। (কচিতালের জল) গুরুপাক, পিত্তনাশক, শুক্র এবং স্তন্য দুগ্ধদায়ক, হিক্কানাশক হয়।

জ্যোৎস্নার গুণ। কষায় ও মধুররস, দাহ, পিত্তনাশক হয়।

জয়ন্তীপত্র গুণ। বিষজন্য শোথনাশক, মধুর রস, শীতল, চক্ষুর হিতকারী হয়।

জামের গুণ। গুরুপাক, কষায় রস, স্বাদু, শীতল, অগ্নিমান্দ্যকর। কফ বায়ু বৃদ্ধিকারী, পিত্তনাশক, ইহা আরণ্যজম্বু। বড়জাম—পাচক, অগ্নিকারক হয়।

জীরার গুণ। রুচিকর, স্বরবৃদ্ধিকারক, সুগন্ধি, পাকে কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, কফ বায়ুনাশক, অগ্নি এবং পিত্তবৃদ্ধিকারী হয়

জায়ফল গুণ। তৃষ্ণা, বমী, শূল, কফ, বায়ু জন্য রোগ নষ্ট করে।

জয়ত্রী গুণ। লঘুপাক, তৃষ্ণা, দুর্গন্ধ, কফরোগনাশকারিণী হয়।

জীবন্তী গুণ। শ্বাসকাসনাশিনী, স্বর-বর্দ্ধিনী, ক্ষয়রোগক্ষয়কারিণী হয়।

জয়পাল গুণ। কণকফল, গ্লানিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবৎ অত্যন্ত বিরেচক হয়।

ঝ

ঝিঙ্গাফলের গুণ। তিক্তরস, অথচ মধুর, আমবাত, অগ্নিমান্দ্যকর হয়।

ঝালরসের গুণ। জিহ্বা মুখ, নাসিকা, চক্ষুর জলস্রাবী, অরুচি ও অগ্নিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য; লঘুপাক, গাত্রকণ্ডু, ক্রিমি শুক্র কফনাশক হয়।

ট

টাবানেবুর গুণ। মুখপ্রিয়, অম্লরস, লঘুপাক, আগ্নেয়.শ্বাস, কাস, অরুচি তৃষ্ণানাশক, এবং কণ্ঠের জড়তা শুদ্ধিকর হয়।

ড

ডাটাশাক। পাটশাক দুই প্রকার, তিক্ত ও মধুর। তিক্তপাটশাক ক্রিমি, কুষ্ঠনাশক। মিষ্টশাক লালাযুক্ত, শীতল,অজীর্ণ কফ ও বায়ুবৃদ্ধিকারক হয়।

ডানিকোণা গুণ। দণ্ডোৎপল. সদাজ্বরনাশক, শ্বাস, কাসনাশক, আগ্নেয় হয়।

ত

তৈল মাত্র গুণ। কষায় রস, মধুর, উষ্ণবীর্য্য, ত্বকের চিক্কণতা সাধক, রতি কর্ম্মে নিপুণ করে, পিত্ত, মলবর্দ্ধক, শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর নহে, সকল প্রকার বায়ুবিকার নাশক, মেধা, অগ্নি, বল বৃদ্ধিকারক, তৈলাপেক্ষা বায়ুহারী কোন ঔষধ নাই। বিশেষতঃ পক্কতৈল অনেক প্রকার রোগহারক হয়।

তিলতৈল। বয়স স্থৈর্য্যকর, বায়ু নাশক, পিচকারিতে, মর্দ্দনে, পানে, নাশিকা ও চক্ষু পুরণে হিতকারী হয়।

সার্ষপতৈল। কটু উষ্ণবীর্য্য,কফ,শুক্র, ক্রিমি কণ্ডু, বায়ু নাশক এবং রক্তপিত্তে অহিতকারী হয়।

এরণ্ড তৈল। পাকে মধুর,গুরু, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, বাতরক্ত, গুল্ম, হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বরবিনাশক, ভেদক হয়, অর্থাৎ শুভ বিরেচক। মসিনাতৈল। স্বাদু, অম্লরস,উষ্ণবীর্য্য. পাকে কটু,মসিনা ব্রণাদিতে লেপনে পক্ক করে, পক্কব্রণে পূজাদিকে দ্রব করে।

করঞ্জতৈল গুণ। কাটিযুক্ত, তিক্তরস, তীক্ষ্ণবীর্য্য, ক্রিমি কুষ্ঠ, গাত্রকণ্ডুনাশক, রক্তপিত্তজনক হয়।

নিম্বতৈল গুণ। তিক্তরস, ক্রিমি, কুষ্ঠ নাশক হয়।

অন্য অন্য যে সকল ফলোদ্ভব তৈলের গুণ লিখিত হইল, সেই সকল ফলের যে গুণ তত্তৈলেরও সেই গুণ জানিবে।

তৈলমর্দ্দন গুণ। তৈল মর্দ্দনে শরীরের কোমলতা হয়, বায়ুর শমতা হয়, ধাতুপুষ্টি হয়, কান্তি ও বর্ণ প্রসন্ন হয়। পায়ের তলায় তৈল মর্দ্দনে চক্ষুসত্তা বৃদ্ধি এবং নিদ্রাকর হয় ও পাদরোগ নাশ করে। কিন্তু কফরোগী, অজীর্ণরোগী, বমনবিরেকাদি সংশুদ্ধদেহীর তৈলমর্দ্দন কর্ত্তব্য নহে। তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিলে বলবৃদ্ধি হয়, শিরামুখে ও নাড়ীমুখে তৈল প্রবিষ্ট হইলে শরীর তৃপ্ত হয়। নিয়ত তৈলে মস্তক আর্দ্র রাখিলে শিরঃশূল টাক পড়া কেশ পতন হয় না এবং শীঘ্র চুল পাকে না। ঘন দৃঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশ হয়, দীর্ঘ থাকে, ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয়, মুখ শ্রীযুক্ত হয়,আর নিত্য কর্ণে তৈল পূরণ করিলে বায়ুজন্য কর্ণরোগ, হনূগ্রহ, মন্যাগ্রহ, বাধির্য্য, উচ্চৈঃশ্রবণ নষ্ট করে।

তেওড়াদালি গুণ। সর্ত্তালা বায়ু বৃদ্ধিকর, রক্তপিত্তনাশক, মলভঙ্গকারক হয়।

তিলেরগুণ। তিল। পাকে মধুর, বলবৃদ্ধিকর, শীতবীর্য্য, ব্রণাদিতে লেপন পথ্য, অগ্নি, বল মেধা বৃদ্ধি করে, ত্বকের অল্পতা, চর্ম্মকে প্রসন্ন করে, কেশকারক,বায়ুনাশক, গুরুপাক হয়।

কৃষ্ণতিল প্রধান, শুক্ল তিল মধ্যম, অধম, অন্য তিল গুণহীন হয়।

তেলাকুচাশাক গুণ। পিত্ত, কফ, বমী, ব্রণ, হৃল্লাস অর্থাৎ উপস্থিত বমন ভাব, পীড়া, কুষ্ঠরোগনাশক এবং প্রমেহনাশক, সারক, হস্তপাদাদির জ্বালা নিবারক, তদ্রস পানে দাহ-নিবারক ও নিদ্রাকর হয়।

তেঁতুল গুণ। আগ্নেয়, রুচিকর, ভেদক, উষ্ণবীর্য্য, ঈষৎ পিত্তকর, কফ বায়ু-নাশক, পুরাতন হইলে, পিত্তনাশক, আমনাশক, জারক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক হয়, কাঁচা তেতুল, বায়ুনাশক, পিত্তকর, কফবর্দ্ধক, তেঁতুলপত্র-মুখ-রোচক আম ও বায়ুনাশক হয়।

তালের গুণ। বায়ুনাশক, মাংসবর্দ্ধক, বলদায়ক, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত-নাশক, স্বাদুরস, গুরুপাক, অভুক্ত পক্ক তাল ভোজন সর্ব্বদোষহর হয়।

তালশাঁসের গুণ। মধুররস, মূত্রকর, বায়ুপিত্তনাশক, তন্মধ্যস্থিত জল হিক্কা নাশক।

তালআঁটির শস্য গুণ। মধুর, শীতল, মূত্রকর, পাকে গুরু, কফ, ক্রিমি-নাশক, রুচিকর কিঞ্চিৎ বায়ু বৃদ্ধি-কর হয়।

ত্রিফলা গুণ। হরিতকী আমলকী বহেড়া একত্রে মিশ্রিত ত্রিফলা, কিঞ্চিৎ শীতল, সারক, ত্রিদোষনাশক হয়।

তাম্বূলপত্র গুণ। তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কটু-রস, বায়ুনাশক, পিত্তকর, স্বরবর্দ্ধক, আগ্নেয়, মুখের জড়তা নাশক, রতি-কার্য্যের সাহায্যকারী হয়।

তাম্বূলভক্ষণ গুণ। মসলাদিযুক্ত তাম্বূল ভক্ষণের গুণ। কটু তিক্ত মধুর, কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু, কফ, ক্রিমি-নাশক, রতিশক্তিকারক, স্ত্রীসংভা-ষণের ভূষণ, প্রীতিকর, দুঃখনাশক হয়।

তেজপত্র গুণ। বায়ু, কফ, অর্শ, বমন-ভাব, পীড়া ও অরুচিনাশক হয়।

তিক্তরস গুণ। পিত্ত, কফ, ক্লেদ, বিষ জন্য দোষ, গাত্রকণ্ডু নাশক হয়।

তালমূলী গুণ। বায়ুরোগে হিতকারী, ধারক, ধাতুপোষক হয়।

তেঁউড়ী গুণ। রক্ততেউড়ী স্বাদু, কটু, কষায়রস, রুক্ষবীর্য্য, পাকে তিক্ত, কফ-নাশক ভেদক হয়। (শ্বেততেউড়ী)।— কিঞ্চিৎ অল্পগুণ, বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত, প্রভৃতি রোগনাশক হয়।

তিত্তিরাজবৃক্ষ গুণ। যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, উদরীনাশক হয়।

তুলসী গুণ। পিত্তকর, বায়ু, ক্রিমি, দুর্গন্ধ নাশ করে। শ্বেত তুলসীও এরূপ গুণবিশিষ্ট হয়।

থুলকুঁড়ির গুণ। লঘুপাক, স্বাদু, শীতল, আমরেচক হয়।

দ

দন্তধাবন গুণ। প্রাতঃকালে নিশিজল পান করিয়া, কষায়, তিক্ত, কটুরস-যুক্ত কোমল দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তঘর্ষণ করিবে, যাহাতে দন্তমূল মাংসের পীড়া না জন্মে, এমন কাষ্ঠ লইবে। যথা।—করবীর, আম্র, করঞ্জ, বকুল, অসন, অর্থাৎ পিয়াল কাষ্ঠে কর্ত্তব্য। গুবাক, তাল, হেঁতাল, খর্জ্জুর, কেয়া, নারিকেল, তাড়িয়াৎ এবং তাবৎ কণ্টকী কাষ্ঠে কর্ত্তব্য নহে।

দক্ষিণ মুখে বসিয়া ধাবনে আয়ুক্ষয়; পশ্চিমাস্যে রোগ, উত্তর এবং পূর্ব্বাস্যে সম্পদযুক্ত হয়।

দন্তের ঊর্দ্ধাধ ঘর্ষণ করিয়া মুখে জল পূর্ণ করতঃ নয়নে জল সেবন করিলে শীঘ্র দৃষ্টির প্রসন্নতা হয়। অর্দ্দিত বায়ুরোগী, মুখরোগী, কর্ণরোগী, দন্তরোগী, নবজ্বরী, যক্ষ্মারোগী, মূর্চ্ছা রোগী; কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবেক না।

দন্তকাষ্ঠের অভাবে এবং নিষিদ্ধ দিবসে দ্বাদশ গণ্ডূষ জলে মুখ শুদ্ধির বিধান করিবেক।

দর্পণ গুণ। দর্পণে মুখাবলোকন করিলে শরীরের শোভা, আয়ুবৃদ্ধি এবং পাপ ক্ষয় হয়।

দক্ষিণ বায়ুর গুণ। দক্ষিণে বাতাস; বলকর, চক্ষুর হিতকারী, শস্যনাশক, মনোহর, অপাকজনক, কষায়রস, লঘু রক্ত পিত্তল শমতাকারক, বায়ুর অকোপকারী, কিঞ্চুলুক মক্ষিকাদি নানাবিধ কীটোৎপাদক, সর্পাদির প্রাণধারক, সুগন্ধ, চিত্তোদ্বেগকর, ইন্দ্রিয়বিকারকারী হয়; বিয়োগী সন্তাপক হয়।

দুগ্ধগুণ। দুগ্ধ মাত্রই স্বাদু, স্নিগ্ধ, তেজস্কর, ধাতুবৃদ্ধিকর, বায়ু, পিত্তনাশক, শ্লেষ্মাদায়ক, গুরুপাক শীতল হয়। (গোদুগ্ধের গুণ)।—জীবন ও বলের বৃদ্ধিকারক, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক আয়ু ও পুরুষত্ব এবং বলকারী, মুখপ্রিয়, ধাতুপোষক, সুপথ্য জীর্ণাবস্থা নাশক হয়। (ছাগী দুগ্ধ)।—মধুর, শীতল, ধারক, আগ্নেয়, রক্তপিত্তরোগ ও ক্ষয়রোগ, কাসরোগ নিবৃত্তিকারক, ক্ষুদ্রকায়, কটুতিক্ত দ্রব্যাহার, অল্প জলপান করে, এ জন্য ছাগী দুগ্ধ দোষ নষ্ট করে। (মাহিষদুগ্ধ)।—অতি শীতল, নিদ্রাকর, অগ্নিমান্দ্যকর হয়। (মেষ দুগ্ধ)।—গুরুপাক, স্বাদু, স্নিগ্ধ, অথচ উষ্ণ, কফপিত্তনাশক হয়। (ঘোটক দুগ্ধ)।—লবণরস, মধুরঅম্লরস, পাকে লঘু হয়। (গর্দ্দভ দুগ্ধ)।—লবণরস, মধুরাম্ল, লঘুপাক, প্রমেহ রোগে হিতকারী, ক্ষীণরোগে প্রশস্ত হয়। (উষ্ট্র দুগ্ধ)।—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, শোথ, বায়ু, কফ নাশক হয়। (মনুষ্য দুগ্ধ)। জীবনের ও আত্মার হিতকারী, মাংস বৃদ্ধিকর, পাতলা, চাক্ষুষ্য, শ্রম, তৃষ্ণানাশক, মস্তকে মর্দ্দন করিলে শিরোঘূর্ণনাদি রোগ নাশ হয়। অতএব মিষ্ট রস, লঘুপাক, বল বৃদ্ধিকর, তেজস্কর, বুদ্ধির স্থিরতা সাধক হয়। (হস্তী দুগ্ধ)।—কষায়রস, তদনুগত কিঞ্চিৎ মধুররস ধাতুপোষক, গুরুপাক, গাঢ় হয়। মনুষ্য দুগ্ধ ব্যতিরেকে সকল দুগ্ধই পাক করিয়া পান করিবেক। লবণ মিশ্রিত ও নষ্টদুগ্ধ পান নিষিদ্ধ। বৎসহীনা বা বালবৎসা, গাভীর দুগ্ধ সর্ব্বদোষবিশিষ্ট জন্য অপেয়। (কৃষ্ণবর্ণা গাভী বা শুক্লা একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ সর্ব্বথা প্রশস্ত হয়) (বাসিদুগ্ধ) কফ, বায়ু নাশক। উষ্ণ করতঃ শীতল করিয়া পান করিলে পিত্তনাশক হয়। আর দোহনকালীন ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান অমৃততুল্য হয়।

দধির গুণ। স্বাদু, আগ্নেয়, মুখপ্রিয়, স্নেহন, অর্থাৎ ঘৃতাক্ত, রুচিকর, গুরুপাক, পাকে অম্ল, উষ্ণগুণ, বায়ু নাশক, মঙ্গলকর, মাংসবৃদ্ধিকারক, কফপিত্তজনক হয়। (গব্য দধির গুণ)।—বায়ুনাশক মঙ্গলকর, রুচিকারক, শীতল, পাকে মধুর, আগ্নেয়, বলবৃদ্ধিকর, পিত্ত কফকারক হয়। (মাহিষ দধি)।—অতি শীতল, কফ পিত্তোরোগে কুপথ্য, পাকে মধুর অগ্নি ও বলবৃদ্ধিকারক হয়। (উষ্ট্র দধি)।—ক্ষারযুক্ত, অতি অম্লরস, পাকে কটু হয়। (ঘোটক দধি।—বায়ুনাশক, আগ্নেয়, চক্ষুরোগে হিতকারী, অর্শ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, উদররোগ নাশ করে। (ছাগ দধি)।—লঘুপাক; কফ, বায়ু, ক্ষয় দোষ নাশক এবং অর্শ শ্বাস কাসরোগে হিতকারি ও অগ্নি বৃদ্ধিকর হয়। (মেষ দধি)।—অর্শ, কফ বৃদ্ধিকর, মধুররস, পাকে কষায়, বায়ু পিত্তনাশক হয়। (হস্তী দধি)।—উষ্ণবীর্য্য, কষায়রস, কফ, বায়ুনাশক হয়। (স্তন্য দধি)।—স্ত্রীদধি মধুররস, বলকর, স্নিগ্ধ তৃপ্তিকারক হয়। (মিষ্ট দধি)।—মেদ, কফস্রাবকারক। (অম্ল দধি)।—রক্তের দোষ ও কফ পিত্তকারক হয়। (অজ্ঞাত দধি)।

অজীর্ণকারী, মলমূত্র বৃদ্ধিকারক, ত্রিদোষজনক হয়। (অসার দধি)।—রুক্ষবীর্য্য, ধারক, বায়ুবৃদ্ধিকর, আগ্নেয়, লঘুপাক, অরুচি নাশক হয়। পিনাশরোগে, অতিসারে, শীত বিষম জ্বরে, অরোচকে, মূত্রকৃচ্ছ্রে, ক্ষীণকায়ে, দধি ভক্ষণ প্রশস্ত। শরৎ গ্রীষ্ম বসন্তকালে এবং দধি কুপথ্য; রক্তপিত্ত রোগে ও কফ জন্য রোগে, রাত্রিকালে এবং ঘৃত চিনি ব্যতিরেকে দধি ভোজন অকর্ত্তব্য। কিন্তু ঘৃতপক্ব মিষ্টান্নাদি ভোজন করিলে পর দধি ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে, বিনা লবণ জলযুক্ত দধি অভোক্তব্য হয়।

দধির সর গুণ। গুরুপাক, ধাতুপোষক, শীতল, মেদ ও কফকারক, মাংসবৃদ্ধিকর, বায়ুনাশক, বল বৃদ্ধিকারক হয়।

দধির মাতের গুণ। কফ বায়ুনাশক, ধাতুপোষক, রসবহ নাড়ীকে পরিষ্কার করে।

দালিমফল গুণ। মুখপ্রিয়, কষায় ও অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, ধারক, আগ্নেয়, রুচিকারক, কফপিত্তের অকোপিত্তকারী। (মধুর দালিম)।—ত্রিদোষনাশক হয়।

দ্রাক্ষা গুণ। কিস্‌মিস্ মনাক্কা, মধুর শীতল, ধাতুপোষক, বায়ুর সমতাকারক, বলের হিতকারী, মুখপ্রিয়, উরঃক্ষত, ক্ষয়, তৃষ্ণানাশক, বাতরক্ত, পিত্তাধিক্য রোগে উত্তম পথ্য, সারক হয়।

দারুচিনির গুণ। কফ, শুক্র, আমবাতনাশক, মধুররস, পাকে কটু।

দারুহরিদ্রা গুণ। হরিদ্রার সমান গুণ, কফস্রাব নাশ করে।

দন্তীমূল গুণ। সারক, বায়ু জন্য অষ্ঠীলারোগ, উদরের আধ্মান, শূল, উদরী, দুষ্যোদর, বিষ জন্য উদর, প্লীহা, কুষ্ঠ, প্রমেহ ইত্যাদি রোগ নাশ করে।

দূর্ব্বার গুণ। রক্তপিত্ত, শোথ, দুষ্টদোষ নাশক হয়।

ধ

ধূম ও হিমসেবন গুণ। পিত্ত, বায়ু বৃদ্ধি হয়; হিমসেবনে কফ ও বায়ু বৃদ্ধি করে।

ধান্য গুণ। হৈমন্তিক শালির গুণ, গ্রীষ্মকালজাত ষষ্টিক অর্থাৎ বোরোধ না, বর্ষাকালজাত আশুধান্য।

ধান্য সমষ্টির গুণ। রক্তবর্ণ ধান্য, ত্রিদোষনাশক, বলকর, চাক্ষুষ্য, শুক্র ও মূত্র বৃদ্ধিকর, স্বরবর্দ্ধক, মুখপ্রিয় হয়। (অপরবর্ণ ধান্য ও শুক ধান্য) রক্তধান্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণবিশিষ্ট হয়। বোরোধান্য ত্রিদোষকোপক হয়।—(কলম ধান্য) দুষ্টরক্ত ও ত্রিদোষনাশক, কষায় রস, চক্ষুর হিতকারী।—(আশু ধান্য) উষ্ণবীর্য্য, ঘর্ম্ম, মল ও মূত্র বৃদ্ধিকর, ত্রিদোষজনক, পাকে স্বাদু, কারী, পিত্তকোপক, গুরুপাক হয়। (বোনাধান) রোয়াধান্যাপেক্ষা গুরুপাক ও হীনগুণযুক্ত।—(রোয়াধান্য) বোনাধান্যাপেক্ষা পাকে লঘু, গুণযুক্ত, দাহ ও ত্রিদোষনাশক, বলকর, মূত্র বৃদ্ধিকারক হয়।

ধন্যার গুণ। মধুররস, সুগন্ধি, রুচিকারক, কফ, বায়ু, পিত্ত, দাহ, বমী, তৃষ্ণা, এবং রক্তপিত্ত, শ্বাস কাস নাশক হয়।—(কাঁচা ধন্যা) সুগন্ধ, কিঞ্চিৎ ন্যূনগুণযুক্ত হয়।

ধাইফুলের গুণ।—শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত, রক্তাতিসারনাশক হয়।

ধুতুরাফল গুণ।—মূর্চ্ছা ও মত্ততাকারক, কফনাশক, আগ্নেয়, পিত্তকর হয়।

ন

নিশিজলপান গুণ। প্রাতঃকালে মলমূত্রপরিত্যাগ করতঃ নিশি জলপানে, অতিসার, জীর্ণজ্বর, অজীর্ণ, কটিবেদনা, কোঠকুষ্ঠ, মূত্রাঘাত, উদররোগ,

গলরোগ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ নাশক হয়। নাসিকাদ্বারা জলপানে গৃধ্রন্যায় দৃষ্টি, সুবুদ্ধি বার্দ্ধক্য হীন হয়, এবং কাস শ্বাস রোগ নাশ হয়। প্রভাতে মেঘাচ্ছন্ন হইলে ঐ জলপান অকর্ত্তব্য।

নটেশাকের গুণ। মারিষ অর্থাৎ চাঁপানটে, মধুর, শীতল অজীর্ণকারী পিত্তনাশক, গুরুপাক হয়।

নারাঙ্গানেবুর গুণ। অজীর্ণকারী, সুগন্ধি, গুরুপাক, অম্লমধুররস, ধাতুপোষক, বায়ুনাশক হয়।

নয়াড়ির গুণ। মুখপ্রিয়, সুগন্ধি, কষায়, অম্লরস, কফ বায়ুনাশক হয়।

নারিকেল গুণ। গুরুপাক, স্বাদু, শীতল, পিত্তনাশক, বল, মাংস বৃদ্ধিকারক, মুখপ্রিয়, মলমূত্রাশয় শুদ্ধিকারক। (ডাবের গুণ) পিত্তজ্বর, মূত্রদোষ, তৃষ্ণা, বমী, দাহ, রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্ত জন্য রোগনাশক হয়।

নবনীতের গুণ। ধারক, ধাতুপোষক, বল, বর্ণ, অগ্নিকর, চাক্ষুষ্য, মাংস বর্দ্ধক, শীতল হয়। গ্রহণী ও অর্শরোগে সুপথ্য। (দুগ্ধের নবনীত) অত্যন্ত ধারক, রক্তপিত্ত, ও চক্ষুরোগ নষ্টকারক হয়।

নিদ্রার গুণ। যথাযোগ্যকালে নিদ্রায়, ধাতুর সমতা, তন্দ্রানাশ, শরীরেরপুষ্টি, বর্ণ, বল, উৎসাহ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

নফটক্রী গুণ। জ্যোতিষ্মতীলতা, তীক্ষ্ণবীর্য্যা, ব্রণ ও বিষস্ফোটকাদি রোগ নাশিনী হয়।

নিমের ছালের গুণ। পিত্ত, কফ, বমী, ব্রণ, বমীভাব, দাহ, জ্বালা এবং কুষ্ঠরোগ নাশ করে।

নির্বিন্দা পত্র গুণ। বিষরোগ, শ্লেষ্মা, ব্রণ, কুষ্ঠরোগ নাশক হয়।

প

পাগড়ীধারণ গুণ। কেশ, চক্ষুসত্তা ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। ধূলি, শীত, উত্তাপ, ঊর্দ্ধশ্লেষ্মা নিবারণ করে। উষ্ণীশধারীর মস্তক শীতল থাকে, মনের উৎসাহ জন্মে, সকল কর্ম্মে অনালস্য হয়।

পাদুকাধারণ গুণ। আয়ু, রুচি, বল, চক্ষুঃসত্তা বৃদ্ধি হয়, গমনে সুখ জন্মায়, শিলকণ্টকাদি হইতে পাদ রক্ষা হয়, পর্য্যটন শ্রম বেদনাদির উপশম থাকে।

পাদুকাহীনের গুণ। পাদুকাহীন হইয়া গমন করিলে, অত্যন্ত অসুখ, আয়ুঃক্ষয়, ইন্দ্রিয় ও দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে, এবং উছট লাগিবার সম্ভাবনা।

পাদক্ষালন গুণ। পাদদ্বয় মলারহিত, এবং শ্রমের শান্তি হয়, দৃষ্টির প্রসন্নতা জন্মে, ধাতুপুষ্টি ও মনঃ সুস্থ হয়, দেহের রুক্ষতা যায় ও তৃপ্তি জনক হয়।

পূর্ব্বাগত বায়ুর গুণ। মধুর, রুক্ষবীর্য্য, অগ্নিমান্দ্যকর, ভারি, ফল পাক নষ্ট হয়, বৃক্ষ কালের ও জলের গৌরব ও উষ্ণ, বিস্বাদকারক হয়, ভগ্ন ও ক্ষতাদি রোগে বৃদ্ধিসাধন, শোথ দাহ জন্মায়, সন্নিপাতজ্বর, শ্বাস, ত্বকের দোষ, অর্শ, বিষরোগ, ক্রিমি, আমবাত, ইত্যাদির বৃদ্ধিকারক, এবং সমূহ মেঘের উৎপাদক হয়।

পশ্চিমবায়ু গুণ। শরীরের কান্তি, বল, সুখ বৃদ্ধিকারক, কষায়রস, রসশোষক, রতিবর্দ্ধক, রুচিকর, লঘুপাক, জলের লঘুতা সাধক এবং হিক্কা, শীতলতা ও বিমলতাকারক হয়। সকল দ্রব্যের বীর্য্য, রস, তেজো বর্ধন করে, ব্রণ, ত্বক্‌দোষ, মুখশোষ ও তৃষ্ণানাশক হয়।

পুঁইশাকের গুণ। শীতবীর্য্য বল ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক হয়।

পুনর্নবাশাক গুণ। উষ্ণবীর্য্য, ভেদক, জরাবস্থা, শ্লেষ্মা, বায়ু, আমদোষ, অর্শ, ব্রণ, শোথ, উদররোগনাশক হয়।

পালঙ্কশাক গুণ। রুক্ষবীর্য্য, কফ, পিত্ত, বায়ু জন্য মলবন্ধনাশক।

পলতাশাক গুণ। পিত্তনাশক, (ডাঁটা) কফহারিণী, (ফল) ত্রিদোষনাশক, (মূল) বিরেচক হয়।

পিণ্ডালু গুণ। গোল আলু, কফনাশক, গুরুপাক, রোচক, বায়ুবৃদ্ধিকর হয়।

পরূলফল গুণ। বায়ুপিত্তনাশক,(কাঁচা-ফল) বায়ুনাশক, পিত্তকর।

পেয়রা গুণ। পাযূযক স্বাদু, অম্লমধুর, কষায়রস, রুচিকর, মুখশোধক, সারক সুগন্ধ হয়।

পাতিনেবুর গুণ। নিপাক, সুগন্ধি, স্বাদু, অম্লরস, রুচিকারক, মুখপ্রিয়, পাচক, শ্লেষ্মা, বমীনাশক, অতিশয় পিত্ত ও কফকারক নহে, বায়নাশক হয়।

পানিআমলার গুণ। ধারক, স্বাদু,অম্লরস, মুখজাড্যনাশক হয়।

পানিফল গুণ। পিত্তহারী, গুরুপাক, অজীর্ণকারক, শীতল,কোষ্ঠবদ্ধক হয়।

পাঙ্গালবণ গুণ। ভেদক, পাচক, পিত্তকারক, স্বাদু, রুচিকর, বায়ুনাশক, রক্তশোধক হয়।

পেয়াজের গুণ। পাকে মধুর, ধাতুপোষক, ঝাল, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, বলকারী, অপিত্তকর, কফনাশক, তৃপ্তিজনক, গুরুপাক, উগ্রগন্ধি ও চাক্ষুষ্য, সর্দ্দিগর্মীনাশক হয়।

পিপুলের গুণ। স্বাদু, ধাতুপোষক, আগ্নেয়, সারক, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ, বাতশ্লেষ্মা ও শ্বাস, কাশনাশক হয়। (পিপুলমূল)।—ভেদক, আগ্নেয়, কফনাশক।

পদ্মপুষ্প গুণ। কষায়রস, মধুর, শীতল, পিত্তকফ, রক্তদোষ নাশকর এবং বকুল, পুন্নাগ, রক্তোৎপল, পারুল, ইত্যাদি পদ্মতুল্য গুণবিশিষ্ট হয়।

পদ্মকাষ্ঠ গুণ। চাক্ষুষ, ব্রণ রোগে হিতকারী এবং শিরীষকাষ্ঠ ব্রণনাশক হয়।

পারুলমূল গুণ। কফপিত্তনাশক। এবং শোণাম্মূল ও ধারক, অগ্নিকর হয়।

পেয়াশাল গুণ। কফপিত্তনাশক। (বকুলকাষ্ঠ) দন্তদৃঢ়তা করে।

পালিতামাদার গুণ। বায়ু,শ্লেষ্মা,শোথ, মেহ, আমাশয় এবং ক্রিমিদোষ নাশক হয়।

পিষ্টক গুণ। চালুপিটের গুণ। বলকর, রুক্ষবীর্য্য, গুরুপাক, অজীর্ণকারী, অম্লপিত্তবর্দ্ধক হয়।

(গমের পিটা) রুটী ইত্যাদি, গুরুপাক, বলকর, শুক্রবৃদ্ধিকারী, তৃপ্তিকর, ঘৃতাক্তপিষ্ট, অর্থাৎ লুচি ইত্যাদি, গুরুপাক, মুখপ্রিয়, বলকারী, রুক্ষবীর্য্য, (তৈলপক্ব) মহাউষ্ণ, রক্তপিত্তকর, অজীর্ণ, আধ্মানকারী হয়।

ফ

ফুটির গুণ। দাহ, পিপাসা, শ্রমনাশক; মধুররস, সারক,মুত্রবৃদ্ধিকারী, অজীর্ণজনক হয়।

ব

বৃষ্টিজল গুণ। কম্প, শীত, নিদ্রা, শ্লেষ্মা ও বলদায়ক হয়।

বিশ্রাম গুণ। ঘর্ম্ম, শ্রমনাশক, বল ও স্বচ্ছন্দতাসাধক।

বস্ত্রধারণ গুণ। সুখ, যশ, লজ্জারক্ষা হয় এবং সন্তোষদায়ক।

(নির্ম্মল বস্ত্র) অলক্ষী দূরকারক, হর্ষদায়ক, শ্রীযুক্ত করে, মনঃক্ষুণ্ণতা নাশক হয়।

বেতোশাক গুণ। লঘুপাক, ক্রিমিঘ্ন, মেধা, অগ্নি ও বলবৃদ্ধিকারক হয়, ক্ষারযুক্ত, ত্রিদোষনাশক, রুচিকারক এবং সারক হয়।

ব্রাহ্মীশাক গুণ। ভেদক, স্বরশোধক, মেধা বৃদ্ধিকারক এবং পিত্ত শ্লেষ্মা নাশক হয়।

বেতাকের গুণ। অগ্নিকর, রুচিকারক, তিক্তরস, কফপিত্তনাশক হয়।

বাঁশের কোঁড়ার গুণ। শ্লেষ্মানাশক, কষায় রস, অজীর্ণকারী হয়।

বার্ত্তাকুর গুণ। বায়ুনাশিকা, অগ্নিপ্রদা, শুক্রদায়িনী, শোণিতবৰ্দ্ধিকারিণী, উপস্থিত বমীভাব ও বমীনাশিনী, কাস, অরুচি নাশকারিণী হয়। (কাঁচ বেগুণ) কফপিত্ত নাশ করে, (পাকা বেগুণ) ক্ষারযুক্ত, পিত্তদায়ক হয়।

বার্ত্তাকু দগ্ধ গুণ। কিঞ্চিৎ পিত্তকর, লঘুপাক, কফ মেদ, বায়ু নাশক হয়।

বহুলাফল গুণ। শীতল, ধাতুপোষক, শ্লেষ্মাজনক, মধুর, গুরুপাক হয়।

বিল্বফল গুণ। সুগন্ধি, মধুর, গুরুপাক, ধারক, ঈষৎ পিত্তকর, দোষযুক্ত হয়। (কাঁচাবেল) কটু, তিক্ত, কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য, পাচক, আগ্নেয়,ধারক, কফ বায়ুনাশক হয়। অন্য অন্য ফলমাত্র পাকিলে গুণকারী, কিন্তু বিল্বফল কাঁচাতেই অধিক গুণকারী হয়।

বেলশুঁঠার গুণ। ধারক, কফ, বায়ু, আম, শূলনাশক হয়।

বকুল গুণ। মধুর, ধারক,দন্তের দৃঢ়তাকারক হয়।

বরুণফল গুণ। কফ, বায়ু, আমদোষ নাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকোপিত করে।

বহেড়ার গুণ। ভেদক,তীক্ষ্ণ উষ্ণবীৰ্য্য, স্বরভঙ্গ, ক্রিমিনাশক, নয়নের হিতকারী, পাকে স্বাদু, কষায়রস, কফ, পিত্তনাশক হয়।

বান্ধুলিফুল গুণ। সূর্য্য মণিফুল। কফহর, ধারক, রক্তশোধক ও রক্তপিত্তরোগ নাশক। (যুইফুল) ঐরূপ গুণবিশিষ্ট হয়।

বিটলবণ গুণ। দুর্গন্ধি, অগ্নিদীপক। মলবন্ধ, কুপিতবায়ু, আম, অজীর্ণ, বেদনা, উদরের হুড়হুড় শব্দ নিবারক হয়।

বিল্বমূল গুণ। বাতশ্লেষ্মা, বমি, রক্তপিত্তনাশক হয়। (অফুল্য বিল্বমূল) সর্পাদির গরলনাশক এবং সর্পের তেজোহারী হয়।

বৃহতী গুণ। ধারক, উষ্ণবীৰ্য্য, পাচক, বায়ুনাশক হয়।

বেড়েলার গুণ। স্নিগ্ধ, আয়ুষ্কর, ধাতুপোষক, ধারক, বায়ু, পিত্তনাশক,ক্ষতরোগের নালী নিবারক হয়। (পীতবেড়েলা) কিঞ্চিৎ হীনগুণযুক্ত হয়।

বামনহাটার গুণ। শ্বাস, কাসনাশক, গলগণ্ডরোগহারক। (কুঁচ) কুষ্ঠ, ব্রণনাশক হয়। (শ্বেতকুঁচের মূল) রক্তশোধক, পুষ্টিকারক হয়।

বেণারমূল গুণ। ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, দাহ, তৃষ্ণা এবং পিত্ত রক্তদোষ নাশক হয়।

বচের গুণ। আয়ুষ্য, বায়ু, বফ, তৃষ্ণানাশক, স্মৃতিবৰ্দ্ধক, শ্বাস, কাসহারী হয়।

বিড়ঙ্গ গুণ। তিক্তরস, ক্রিমি, বিষদোষ নাশকারী হয়।

বালার গুণ। বমীভাব, তৃষ্ণা, অতীসার নাশক হয়।

বরুণবৃক্ষ গুণ। কফ বায়ু নাশক, ভেদক উষ্ণবীৰ্য্য, পাথুরীরোগ নাশ করে।

বাসক ছালের গুণ। কাস, স্বরভঙ্গ, রক্তপিত্ত, বাতরক্তনাশক হয়।

বীজতড়কার গুণ। শোথ, আমবাত, বায়ুনাশক হয়।

বংশলোচন গুণ। কষায়, মধুররস, রুক্ষবীৰ্য্য, প্রমেহ, বায়ুনাশকারী হয়।

ভ

ভ্রষ্টতণ্ডুলান্ন গুণ। ভাজা চাউলেরঅন্ন, লঘুপাক, অগ্নিকারক, (সদ্যধৌতান্ন) উষ্ণান্ন তৎক্ষণাৎ ধৌত করিলে শীতল, লঘু, শীঘ্রপাক হয়, এবং বায়ু নাশ করে (বাসী অন্ন গুণ) রাত্রিকালে ভিজাইয়া পর দিন খাইলে, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক হয়। (পুরাতন চালুর অন্ন) বিরস, রুক্ষ, সুপথ্য, অগ্নিদীপ্তি কারক। (নূতন চালুর অন্ন) শ্লেষ্মাকর, স্বাদু, শীতল, মাংস বৃদ্ধিকারী, গুরুপাক হয়। (বিলেপী অন্ন গুণ) দ্রব অথচ বিরল, এবং

অম্ল তৃপ্তিজনক, লঘুপাক, ধারক, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশক হয় (তরলাম্ল গুণ) পেয়াম্ল. ঘর্ম্ম, অগ্নিকর, ও বায়ু ও মলের অনুলোম অর্থাৎ অধঃকরণকর হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা, গ্লানি, শরীরের দুর্ব্বলতা ও পেটের রোগ নাশ করে। (যবাগূ গুণ) যবাগূর, তৃষ্ণানাশক, লঘুপাক, মলমূত্রাশয় শুদ্ধিকারিণী, অতিসার, জ্বর ও হৃদরোগে প্রশস্ত পথ্য, আগ্নেয় হয়। (অন্ন মণ্ডগুণ) ক্ষুধাকারক, জ্বর, কফ, পিত্ত, বায়ু নাশক, মলমূত্রাশয় শোধক, বল ও শুক্রবৃদ্ধিকারী হয়। (দুগ্ধান্নের গুণ) চক্ষুর হিতকারী, বলবর্দ্ধক, পিত্ত, রক্তদোষ, জরাবস্থা নিবারক হয়। (ঘোলান্ন গুণ) শ্রম, অশ্মনাশক, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, আগ্নেয় হয়। (দধি অন্ন) পিত্তকর, মলধারক, রুচিকর, শুক্রদায়ক হয়।

অন্নের যে গুণ, তাহা হইতে রুটী অষ্টগুণ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে অষ্টগুণ দুগ্ধ,দুগ্ধহইতে অষ্টগুণ মাংস,মাংসাপেক্ষা ঘৃত অষ্টগুণ তেজস্বী, ঘৃতাপেক্ষা তৈল অষ্টগুণ কিন্তু মর্দ্দনে, ভক্ষণে নহে।

ভ্রমণ গুণ। কফ, মেদরোগ, শরীরের স্থূলতা ও সৌন্দর্য্য বিনাশকারক হয়। (হস্তী, অশ্ব, রথ, শকট দোলা) ইত্যাদিতে ভ্রমণ।—বায়ু বৃদ্ধিকারক, অঙ্গের স্থিরতা, বল ও অগ্নি বৃদ্ধিকারী হয়। (পাদচঞ্চলন পূর্ব্বক অল্প গমনে)—আয়ু, বলবৃদ্ধি এবং পাদ রোগ নাশ হয়।

ভোজনগুণ। সদ্যঃপ্রীত, বল ও দেহধারণ হয়। (ঘৃত ভোজনে) আয়ুর্বৃদ্ধি (গুড়ভোজনে) রোগনাশ, মাংস বৃদ্ধি, (দুগ্ধ ভোজনে) রোগক্ষয়, (লঘুপাক ভোজনে) ঐ সমস্ত গুণ হয়।

ভোজন পরিমাণ গুণ। উদরের ২ ভাগ অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে, জলদ্বারা অপর এক ভাগ পূর্ণ হইবে। চতুর্থভাগৈক ভাগ বায়ুর সঞ্চারণ নিমিত্ত শূন্য রাখিবেক।

ভোজনান্ত কর্ম্ম। ভোজনের পর এক শত পাদ গমন করিবেক, অনন্তর বামপার্শ্বে শয়ন করিলে ভুক্তান্ন সুখে পরিপাক হয়।

ভোজনের দিক নিরূপণ। পূর্ব্বমুখ ভোজনে আয়ুর্বৃদ্ধি, দক্ষিণ মুখে যশঃ পশ্চিমমুখে ধনলাভ, উত্তরমুখে ঋণগ্রস্ত হয়।

ভূমিকুষ্মাণ্ড গুণ। বলকর, ধাতুপোষক, প্রমেহ, জ্বর, বায়ুপিত্ত নাশক হয়।

ভীমরাজ গুণ। চক্ষুরোগের ও কেশের হিতকারী, পাণ্ডুরোগ ও কফ নাশক হয়।

ভূর্জ্জপত্র গুণ। বলকর, কফ,রক্তদোষনাশক ও শিংশপাবৃক্ষ পিত্তনাশক হয়।

ভেলাফলের গুণ। স্নিগ্ধ, ক্রিমি অর্শনাশক, দেহস্থূলকারী, ধারক কষায় ও মধুর রস, অগ্নিবৎ তেজস্কর হয়।

ম

মর্দ্দন গুণ। শ্রমহারী, সুখ নিদ্রাদায়ক, মাংস ও রক্ত চর্ম্মের প্রসন্নতাকারক, কফ বায়ু নাশক হয়।—(ইষ্টকাদি চূর্ণে গাত্র মর্দ্দন) গাত্রকণ্ডু, কোটরোগনাশক, ত্বকগত অগ্নির উদ্দীপক এবং শিরামুখ শোধক হয়।

মুগের গুণ। কষায় অথচ মধুররস, কফ পিত্ত, রক্তদোষ নাশক,লঘুপাক, কটু, নেত্ররোগে উপকারী, কিঞ্চিৎ বায়ুকর হয়। (কৃষ্ণমুগ প্রভৃতির গুণ) কৃষ্ণমুগ, গৌর মুগ, হরিত মুগ, পীতমুগ, শ্বেতমুগ, রক্তমুগ, মহামুগ, এই সাত প্রকার মুগ,ইহারা পর পর লঘুপাক হয়, কিন্তু সকল অপেক্ষা হরিত মুগ প্রধান, আর বনমুগের গুণ মুগের তুল্যই হয়।

মসুর গুণ। মধুর রস, রুক্ষবীর্য্য, ধারক, কফ পিত্তনাশক হয়।

মাষকলাই গুণ। মলবৃদ্ধিকর, ধাতু পোষক, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ, মধুর রস, গুরুপাক, বায়ুনাশক; মেদ, মাংস বল ও শুক্র বৃদ্ধিকারক হয়

মসিনাগুণ। তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, চিক্কণ, পাকে মধুর, কফ পিত্তবৃদ্ধিকারক হয়।

মসুরযূষগুণ। ধারক, ধাতুপোষক, স্বাদু, প্রমেহ ও পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর এবং অতীসার নাশক হয়।

মুগেরযূষ গুণ। আগ্নেয়, মুখপ্রিয়, ব্রণাদি রোগে সুপথ্য, কফ পিত্ত, জ্বর দাহনাশক হয়। এবং মুগ মসুর ব্যতীত অন্য দালি প্রায়ই উদরের আধ্মানকারী হয়।

মূলাশাক গুণ। নূতন মূলাশাক রুচিকর ও অগ্নিকারক হয়।

মেথিশাকগুণ। পাকে মধুর, রুচিকারক, তিক্ত রস, পিত্তশ্লেষ্মা নাশক হয়। পিড়িংশাকও এই সকল গুণকারী হয়।

মোচার গুণ। মুখপ্রিয়, কফনাশক, আগ্নেয়, পক্কাশয়শোধক, ক্রিমি কুষ্ঠ প্লীহা জ্বররোগে পথ্য হয়।

মানকচুর গুণ। স্বাদু, শীতল, পাকে কটু, অতিশয় শোথনাশক হয়।

মূলার গুণ। গুরুপাক, অজীর্ণকারী, তীক্ষ্ণবীর্য্য, আম ও ত্রিদোষ বৃদ্ধিকারক, কিন্তু তৈলাদিতে সিদ্ধ হইলে কফ বায়ু নাশ, পিত্ত বৃদ্ধি করে। ঐ মূলা শুষ্ক হইলে লঘুপাক, শোথ বিষদোষ নাশ করে।

মাদারফল গুণ। গুরুপাক, অজীর্ণকারী, ত্রিদোষদায়ক, শুক্রদুষ্টকারী হয়।

মেথীর গুণ। রক্তপিত্ত, অর্শনাশক, বলবৃদ্ধিকর, ধারক, বায়ুজন্য দোষহারক, এবং স্ত্রীরজঃশুদ্ধিকারী হয়।

মচ্ছরীগুণ। রুচিকারক, ধাতুপোষক, দাহ, রক্তপিত্তনাশক এবং উদরের উষ্ণতা নাশ করে।

মরিচ গুণ। কাঁচামরিচ স্বাদুপাক, অত্যন্ত কফস্রাবকারক। শুষ্ক মরিচ রুচিকর, আগ্নেয়, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কটু, লঘুপাক, শুক্রক্ষয়কারী হয়।

মাষাণী গুণ। অত্যন্ত ধাতুপোষক হয়।

মুগানী। ধাতুপোষক এবং চক্ষুর হিতকারী হয়।

মঞ্জিষ্ঠা গুণ। কুষ্ঠরোগ, স্বরভঙ্গ, শোথনাশক, বর্ণের উজ্জ্বলতাকারক হয়।

মুথারগুণ। তিক্ত ও কটুরস, বায়ুনাশক, আগ্নেয়, লঘুপাক হয়।

মৃগনাভির গুণ। বমী, দুর্গন্ধ, রক্তপিত্ত ও শ্লেষ্মানাশক হয়।

মালতীপুষ্প গুণ। কফ পিত্ত, মুখরোগ, ব্রণ, ক্রিমি কুষ্ঠরোগ নাশ করে।

মল্লিকাপুষ্প গুণ। বক্ষনাশক, তিক্তরস, জরাস্তম্ভন, রতি মহোৎসব বিধায়িনী হয়।

মধুর গুণ। অল্পস্বাদু, ত্রিদোষনাশক, ব্রণহারক, কষায় রসের অনুগত, রুক্ষবীর্য্য, নেত্রহিতকারী, শ্বাস কাশনাশক হয়।

মধুররস গুণ। প্রীতিজনক, মুখপ্রিয়, মাংসবৃদ্ধিকর, বায়ুপিত্তনাশক, কফকর, বলদায়ক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকারি, তৃপ্তিজনক, সারক হয়।

মৎস্য গুণ। গুরুপাক, মাংস ও শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণবীর্য্য মধুররস, কফপিত্তবৃদ্ধিকারী।— কিন্তু পর্য্যটনশ্রান্ত ও পরিশ্রমী ব্যক্তি এবং দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির প্রশস্ত পথ্য হয়। মৎস্যাভোজীর বায়ুজন্য রোগ হয় না। (বৃহৎমৎস্য) গুরুপাক, শুক্রদায়ক, মলবদ্ধকারক, (ক্ষুদ্রমৎস্য) লঘুপাক, ধারক এবং গ্রহণী রোগে সুপথ্য। (কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য) — অতি স্নিগ্ধ, অগ্নিকর, অতিশয় লঘুপাক, বায়ুনাশক হয়।

(রোহিত মৎস্য) সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ধাতুপোষক, অর্দ্দিতবায়ুনাশক, কষায় রস, স্বাদু, বায়ুনাশক, অতিশয় পিত্তকারক নহে।

(শিলিন্দা মৎস্য) শ্লেষ্মাকর, বলদায়ক, গুরুপাক, মধুররস, আমবাতকারক, মুখপ্রিয়, বায়ুপিত্তনাশক হয়।

(ভেটকী মৎস্য) মধুর, শীতল, ধাতুপোষক, শ্লেষ্মাদায়ক গুরুপাক হয়।
(শঙ্করমৎস্য) বায়ুনাশক, শীতল শুক্র ও বল বৃদ্ধিকর হয়। (সরল পুঁটীমৎস্য) শীতবীর্য্য, মুখরোগ ও কণ্ঠরোগনাশক হয়।
(মাগুরমৎস্য) মধুররস, স্নিগ্ধ, ধারক, শুক্রদায়ক, গুরুপাক হয়।
(শিঙ্গীমৎস্য) স্বাদু, শীতল মাংস বৃদ্ধিকর, কফদায়ক হয়।
(আড়ী মৎস্য) গুরুপাক, শীতবীর্য্য, বায়ু ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারী, অন্য মৎস্যাপেক্ষা ধাতুপোষক, স্বাভাবিক অগ্নি বৃদ্ধিকারক হয়।
(ইলিশ মৎস্য) স্নিগ্ধ, মধুররস, কফ পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যকর হয়।
(খলিশা মৎস্য) ধারক, কষায়রস, বায়ুবৃদ্ধিকর, রুক্ষবীর্য্য, লঘুপাক, শূল ও আমনাশক হয়।
(কই মৎস্য) মধুর, স্নিগ্ধ, বলদায়ক বায়ুকফনাশক হয়।
(পাঙ্গাস মৎস্য) কষায়, মধুররস রুক্ষ অথচ শীতল, লঘুপাক হয়।
(চিতল মৎস্য) গুরুপাক, স্বাদু, অতি স্নিগ্ধ, ধাতুপোষক ও বলদায়ক হয়।
(চিঙ্গড়ী মৎস্য) গুরুপাক, ধারক, মধুররস, বলবৃদ্ধিকারী হয়। মেদ, পিত্তজ্বরকর, রোচক, কফ বায়ুবর্দ্ধক হয়।
(চেঙ্গ মৎস্য) রুচিকারক, অতি শ্লেষ্মাকর নহে, পাণ্ডুরোগে সুপথ্য হয়।
(চাঁদা মৎস্য) অতি শ্লেষ্মাকর নহে রুচিকর, বলবৃদ্ধিকারক হয়।
(টেঙ্গরা মৎস্য) পিত্তনাশক, রুক্ষবীর্য্য, আগ্নেয়, কফনাশক, লঘুপাক হয়।
(ভানিকোনা মৎস্য) শ্লেষ্মা, বায়ু ও পিত্তনাশক, তিক্তরস, লঘুপাক হয়।
(পুঁটী মৎস্য) তিক্তরস, কটু, স্বাদু, শুক্রকর, বায়ুকফনাশক হয়।
(কাতলা মৎস্য) বায়ুবর্দ্ধক, কফপিত্তকর, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিমান্দ্যকর হয়।
(মৃগাল মৎস্য) মেদবর্দ্ধক, আর সমস্ত রোহিতের তুল্য হয়।

(কালিবাউশ মৎস্য) রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, বায়ুবর্দ্ধক অত তত বলকর নহে। কোষ্ঠবর্দ্ধক ধাতুপোষক হয়।
(বাটা মৎস্য) বায়ুপিত্তবর্দ্ধক, অজীর্ণকর, অগ্নিমান্দ্যকর, স্বাদু, মুখরোচক হয়।
(বেলে মৎস্য) রুক্ষবীর্য্য লঘুপাক, কষায়রস, ধারক, পিত্তকফকারক হয়।
(ফলুই মৎস্য) স্বাদু, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শুক্র ও বলবৃদ্ধিকারক হয়।
(বোয়ালি মৎস্য) শ্লেষ্মাকর, তৈলাক্ত, মধুরকষায়রস, ধাতুপোষক, রুচিকর, কটু, বায়ুপিত্তনাশক হয়।
(বাচা মৎস্য) স্বাদু, গুরুপাক, তৈলাক্ত, শ্লেষ্মাকর, বায়ুপিত্তনাশক, মধুররস হয়।
(বেলেগুড়গুড়ি মৎস্য) কষায়, কফ পিত্তনাশক হয়। লঘুপাক, রুক্ষবীর্য্য বায়ুকারক হয়।
(শকুলি মৎস্য) অর্থাৎ বনরোহিত, রোহিত মৎস্য সদৃশাকার। ভূমিতে বিচরণ করে, পাকেগুরু, মধুর, ভেদক, ত্রিদোষজনক হয়। তৎশল্ক অ-... নাশক হয়।
(লোণা মৎস্য) কফপিত্তকারক, সারক, দুর্গন্ধি, কটু বায়ুনাশক হয়।
(শুষ্ক মৎস্য) সর্ব্ব দোষদায়ক; উদরাধ্মানকর, দুর্জ্জর, অজীর্ণকারক, গুরুপাক হয়।
(দগ্ধ মৎস্য) গুরুপাক ধাতুপোষক, মাংসবৃদ্ধিকর, বলদায়ক, ক্ষীণশুক্র, ভগ্ন, জর্জ্জরিত ব্যক্তির এবং নিত্য স্ত্রী সেবনে হীনবীর্য্য ব্যক্তির, তৈল লবণযুক্ত দগ্ধ মৎস্য অতিশয় হিতকারী, ভাজামৎস্য ইহার অপেক্ষা হীনগুণ রুক্ষ, মন্দাগ্নিজনক হয়।
(শবল মৎস্য) গুরুপাক, বায়ুকারক, কফপিত্তনাশক তিক্তমধুররস, বলকারী বীর্য্যবর্দ্ধক, অতি তেজস্কর হয়। লবণসংযুক্ত মৎস্য পোয়ালে জড়াইয়া কাদার লেপদিয়া অঙ্গারে পোড়াইলে আর ও অধিক গুণকারী হয়।

মৎস্যডিমের গুণ। স্বাদু, তেজস্কর, কটুপাক, রুচিকারক, বাতশ্লেষ্মানাশক হয়। ঐরূপ কচ্ছপ ও পক্ষীর ডিমেরও গুণ হয়।

মাংসের গুণ। মাংসমাত্রই বায়ুনাশক, মাংসও বলবৃদ্ধিকর, তৃপ্তিজনক, গুরুপাক, মুখপ্রিয়, মধুররস, পাকেও মধুর হয়।

(ছাগমাংস)।—অতিশয় মুখপ্রিয়, মাংস ও বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, অতি কোমল, শ্লেষ্মানাশক, উষ্ণবীর্য্য, অথচ বায়ুপিত্ত কফের শমতাকারক, ক্ষয়কাস ও যক্ষ্মারোগ, প্রমেহ রোগে ছাগমস্তক সুপথ্য হয়।

মেষমাংস। মাংসবর্দ্ধক, শ্লেষ্মাকারক, গুরুপাক, অম্লরস হয়।

মহিষমাংস। ধাতুপোষক, বলকারক, স্নিগ্ধ, অথচ উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, গুরুপাক, নিদ্রা, পুরুষত্ব, বল স্তন্য দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক এবং গাত্র মাংসের দৃঢ়তাকারী হয়।

(গণ্ডারের মাংস)।—কষায়রস, কফ বায়ুনাশক আয়ুর হিতকারী, রুক্ষবীর্য্য, মূত্রবৃদ্ধিকারক, এবং অতি শুদ্ধ, পিতৃশ্রাদ্ধে প্রশস্ত হয়।

(গোমাংস)।—গুরুপাক অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অতি দৃঢ়, বলকারী, অগ্নিবর্দ্ধক, শ্রম বায়ুনাশক, কিন্তু উষ্ণকাটিতে রোগকর, রক্তদূষক, বুদ্ধি ভ্রংশকর, যকৃৎ প্লীহা রক্তপিত্ত মাংস বল বৃদ্ধিকারক হয়।

(কূর্ম্মমাংস)।—বায়ুনাশক, ধাতুপোষক, চক্ষুর হিতকারী, বলবর্দ্ধক, বুদ্ধি, স্মৃতিকর, শোথনাশক, এবং ত্রিদোষনাশক হয়।

(কাঁকড়ামাংস)।——মলমূত্ররেচক, ধাতুপোষক, বায়ুপিত্তনাশক, ও চাক্ষুষ্য হয়।

(ইন্দুরমাংস)।—মধুর, স্নিগ্ধ, বৃষ্যশক্তি ও বলবর্দ্ধক হয়।

(কপোতমাংস)।—পায়রার মাংস। মধুর, শীতল, কষায়রস, বায়ুপিত্তনাশক হয়।

(কুক্কুটমাংস)।—মধুর, ধাতুপোষক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বলকর, গুরুপাক হয়।

(লাবপক্ষী মাংস)।—লঘুপাক, কটুরস, ধারক, স্বাদু, শীতল, ত্রিদোষনাশক হয়।

(খঞ্জনপক্ষী মাংস)।—কফ পিত্তনাশক, লঘুপাক, রুক্ষ, বীর্য্যবৃদ্ধিকর হয়।

(খড়রিপক্ষী মাংস)।—লঘুপাক, মুখপ্রিয়, উষ্ণবীর্য্য।

(চক্রবাকপক্ষী মাংস)।—উষ্ণবীর্য্য, কটুপাক, আগ্নেয়, বলকারক হয়।

ময়ূরমাংস গুণ। চক্ষু, শ্রোত্র, মেধা, অগ্নি, বর্ণ, স্বর এবং আয়ুর হিতকারী, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য ও শুক্রদোষ নাশক, বলকারক হয়। হেমন্ত, শিশির এবং বসন্তকালে ময়ূরমাংস ভোজন হিতকর হয়। বর্ষা শরৎ গ্রীষ্মকালে নিষভোজন প্রায় উষ্ণবীর্য্যযুক্ত হয়।

(ঘুঘুর মাংস)।—বনকপোত রসে এবং পাকে স্বাদু, শীতল, রক্তপিত্তনাশক, গুরুপাক, বলবৃদ্ধিকারক হয়।

(চড়ুইপক্ষী মাংস)।—মধুর, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, সন্নিপাতনাশক, কিন্তু চড়ুই অতিশয় শুক্র বল বৃদ্ধিকারক হয়।

(তিত্তিরিপক্ষী মাংস)।—সর্ব্ব দোষনাশক, ধারক, বলবর্ণ পরিষ্কারকারক, মধুররস, রুচিকারক, ধাতুপোষক, মেধা, অগ্নি ও বলদায়ক হয়।

(শুকপক্ষী মাংস)।—টৈয়াপাখীর মাংস, ধাতুপোষক, পাকে গুরু ও শীতল, কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগনাশক, ধারক, লঘুপাক, অগ্নিকারক হয়।

(হরিয়াল মাংস)।—কষায়রস, অথচ মধুর লঘুপাক, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, বায়ুনাশক, মলবৃদ্ধিকারী নহে।

(হংস মাংস)।—বায়ুনাশক, ধাতুপোষক, স্বরশুদ্ধিকারক, মাংস, বল বৃদ্ধিকারক হয়।

(হংসডিম্ব)।—অত্যন্ত বলকর, মাংসবর্দ্ধক, বায়ু কফনাশক লঘুপাক, সর্ব্ব রোগনাশকারক হয়।

(শরালি মাংস)।—এবং ক্ষুদ্রবক প্রভৃতি, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, সারক, ধাতুপোষক, শীতল, রক্তপিত্তহারক হয়।
(হরিণ মাংস)।—শীতল. মল ও মূত্রবদ্ধ, আগ্নেয়. লঘুপাক শোথ. অতিসার, রক্তপিত্তনাশক, ক্ষয় রোগহারক, বলপ্রদ, শ্রমানুকূলপথ্য, অস্বেদকারক। শুষ্ক হরিণ মাংস ঘর্ষিয়া খাইলে ক্ষয়রোগ জয় করে।
(বরাহ মাংস) —ধাতুপোষক, বায়ুনাশক, বলবৃদ্ধিকারক. স্নিগ্ধ, মধুররস হয়। সকল জন্তুরই স্কন্ধ ও মস্তক, প্লীহা, যকৃৎ, গুহ্যদেশ, পাদ, পুচ্ছ, আঁত, মস্তিষ্ক, অণ্ডকোষ, লিঙ্গ এবং শোণিত প্রভৃতি পর পর গুরুতর হয়। আর যুবা. নির্ব্বিষ জন্তুর তৎক্ষণাৎ মাংস প্রশস্ত হয়। মৃত ব্যাধিযুক্ত, ত্যজ্য হয়, অতিবৃদ্ধ অতিশিশু, কি বিষ ভক্ষণে মৃত, অথবা গোপনে হত. সর্পদষ্ট জন্তুর মাংস, কিম্বা বাসি মাংস অপ্রশস্ত. এ সব পরিত্যাগ করিবেক।

মাংসযূষ গুণ। চক্ষুর সত্ত্বাবর্দ্ধক, মাংস ও বল বৃদ্ধিকারক, ধাতুপোষক, বায়ু বিকার নাশক, স্মৃতি, বীর্য্য, স্বরবর্দ্ধক, ভগ্নভঙ্গ সন্ধি কৃশ ব্যক্তির এবং ব্রণরোগীর হিতকারী হয়।
তৈলপক্ক মাংস।—উষ্ণবীর্য্য, (ঘৃতপক্ক)।—পুষ্টিকর, পিত্তনাশক, লঘুপাক. সকল ধাতুর পুষ্টিজনক, বিশেষতঃ মুখশোষে অতি সুপথ্য হয়।
(শূলাবপক্ক মাংস)।—লৌহ শলাকার বিদ্ধ মাংস অঙ্গারউত্তাপে সংসিক্ত, অতিশয় গুরুপাক. ধাতুপোষক, দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির সর্ব্বদা হিতকারক হয়।

মদ্য গুণ। স্বভাবতঃ অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, পাকেও উষ্ণ, অম্লরস গ্রীষ্মদেশে অহিতকর, রক্তদুষ্টকারী, ঘৃত সংযোগে যদ্বৎ দীর্ঘাক্ষতরোগ ক্ষয়রোগ, রক্তবান্ত্যাদির উৎপাদক, দুগ্ধ সংযোগ মদ্য অতিসার, রক্তাতিসারজনক, বুদ্ধিভ্রংশকর, সাহসবর্দ্ধক, আঘাত সহিষ্ণু, নিদ্রাকর, বাক্য ও পাদের বিকারকারী. সদাচারনাশক, কামোদ্দীপক, মোহকারক, সংজ্ঞাহারক, নিপুণকারক হয়। এই সামান্যতঃ মদ্যের গুণ হয়।
(সুরাবিশেষ গুণ)।—স্বল্পপানে; কৃশ ব্যক্তির ক্ষীণ রক্ত ব্যক্তির, রক্ত মেহযুক্ত জনের, গ্রহিণী রোগীর. অর্শরোগীর, চিন্তাজ্বরীর পক্ষে প্রশস্ত। রক্তক্ষীণে. স্তন্যদুগ্ধ হ্রাসেও পান প্রশস্ত হয়। বায়ুনাশক।
(প্রসন্ন নামে মদ্য) শূল, বায়ুজন্য অর্শ. মলমূত্র রোগ নষ্ট করে, শূল ও প্রবাহিকা, উদরের শব্দ ও আধ্মান, বাতশ্লেষ্মা রোগে হিতকারী হয়।
(জগলনামে মদ্য) ধারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, শোথনাশক, পাচক, কফজন্য, অর্শ, গ্রহিণী দোষহারক, বাতশ্লেষ্মা নাশক হয়।
(নূতন মদ্য)।—প্রায়ই গুরুপাক, দোষযুক্ত। (পুরাতন মদ্য)।—রসবহ, নাড়ীশোধক, অগ্নির উদ্দীপক লঘুপাক রুচিকারক, প্রীতিদায়ক, শোক, সন্তাপ, শ্রমনাশক হয়। শরীরের দীপ্তি, বাচালতা, সন্তোষতা, স্বর ও পরাক্রম প্রদান করে।

মুচুকুন্দপুষ্প গুণ। মস্তকের বেদনা নষ্ট করে।

য

যষ্টিধারণ গুণ। পতনে রক্ষা করে, সাহসের বৃদ্ধি ও শত্রু নিবারণ করে, অবলম্বন ও জীবনের হিতকারী হয়।

যবের গুণ। কষায় মধুররস, বায়ু, মল বৃদ্ধিকারক, গুরুপাক, রুক্ষ অথচ শীতবীর্য্য, শরীর পুষ্টিকর, মূত্রদোষ, মেদ কফনাশকারী হয়।

যবের ছাতুর গুণ। রুক্ষ, গুরুপাক, অগ্নিকারক, বায়ু বৃদ্ধিকর, পিত্ত কফনাশক, বায়ু, মলের অনুলোমকারক, দিক্ত গাঢ় করিয়া ভক্ষণে

[illegible] কফপিত্ত নাশক, চক্ষুর হিতকারী, [illegible] শোথনাশক হয়।
[illegible] অম্ল, [illegible], [illegible] নাশক, মলরোধক হয়।

য

[illegible] বায়ু [illegible] নাশক, ([illegible]) [illegible], বায়ু পিত্ত [illegible], ([illegible] বায়ু) [illegible] কারক, [illegible] মধুর রস, ([illegible] ও [illegible] বায়ু) ত্রিদোষ নাশক হয়।
[illegible] মধুর [illegible] কফপিত্ত নাশক, [illegible], [illegible] ও [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] পিত্ত [illegible], [illegible], রুচিকর, শোথনাশক হয়। ([illegible]) [illegible] নাশক, [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] পিত্ত নাশক, ([illegible]) [illegible] শোধক, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], শোথনাশক, [illegible] [illegible] হয়। [illegible] ([illegible]) রুচিকর, [illegible], [illegible] নাশক। ([illegible]) [illegible] বায়ু, [illegible], [illegible], অগ্নিকর, মুখপ্রিয়, রোচক, বায়ু অনুলোমী হয়। ([illegible]) বাতবর্দ্ধক, [illegible], [illegible], ক্রিমিরোগ নাশক, [illegible] ([illegible]) মধুর [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রোচক, [illegible] [illegible] হয়। ([illegible])

[illegible] ([illegible]) উপকারী। মল [illegible], হৃদ্যপ্রিয়, [illegible], অগ্নিকর হয়। [illegible] বায়ুনাশক, মুখপ্রিয়, অগ্নিকারক, [illegible] রুচিকারক হয়। ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible] পিত্ত নাশক। ([illegible]) [illegible], [illegible] হয়। ([illegible]) রুচিকর, কফ বায়ু নাশক হয়। ([illegible]) বলকারী, [illegible], [illegible] রোচক হয়। ([illegible]) মুখপ্রিয়, রোচক, [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] মুখপ্রিয়, [illegible] পুষ্টিকারক হয়।
[illegible] মধু [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] হয়।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

[illegible]

[illegible] বায়ু [illegible] [illegible] হয়।
[illegible] বায়ু [illegible] নাশক, [illegible] হয়।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] হয়।

শাকেতেই সকল রোগের বাস, রোগই দেহ নাশের কারণ, অতএব শাক-ভোজন সর্ব্বদা অকর্ত্তব্য হয়। কিন্তু কতক শাক গুণকারী। যথা—হেলঞ্চ-শিরশীর্ষা শাক, ব্রাহ্মী শাক, নূতন মূলাশাক, পলতা ও বেতোশাক কাক-মাচী ও পুনর্নবাশাক ভোজনীয় হয়।

[illegible] গুণ। মধুর, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] অন্য [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

[illegible]

শ

শাকের গুণ। শরীর শিথিল, অতুল্য দুর্গন্ধকারী, ভ্রম, [illegible] [illegible], বল সকল, [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

[illegible]

ষ

ষড়ূষণ গুণ। স্বাদু, অম্ল, লবণ, বায়ু-নাশক। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]। কটু অম্ল [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

সিদ্ধির গুণ। কফ, মেধা প্রকাশক, [illegible], শোথ নাশক হয়।

[illegible]রাজীর গুণ। [illegible], ক্রিমি, [illegible] কোষ্ঠ নাশক হয়।

শাকসোমের গুণ। [illegible] কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, শোথ, ক্রিমি, রোগ [illegible] নাশক হয়।

সৌগন্ধিকের গুণ। [illegible], মধুর [illegible], শীতল, [illegible] নাশক হয়।

স্বর্ণমাক্ষিকের গুণ। [illegible], [illegible], [illegible] নাশক হয়। [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] রোগাদির উৎপত্তি হয়। যৌবনাবস্থায় [illegible] [illegible] নহে, কিন্তু অত্যাচার [illegible] হানি আছে, এবং [illegible] [illegible] না করিলেও মেহ, [illegible] এবং [illegible] [illegible] ও [illegible] হয়।

স্ত্রী [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

হ

হরিতালের গুণ। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] প্রধানা [illegible], [illegible] চক্ষুঃ [illegible], [illegible], [illegible], উষ্ণবীর্য্য, [illegible], [illegible] নাশক হয়।

হরীতকী গুণ। [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], এই [illegible] হরীতকী হয়। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] প্রদীপনী, [illegible] বিরেচনী [illegible] উপকারিণী, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

হেমসাগরের গুণ। [illegible], তিক্তরস, [illegible] ও কুষ্ঠরোগ নাশক হয়।

হিঙ্গুর গুণ। [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] বিঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিকারক, [illegible] হয়।

হরিদ্রার গুণ। কফ, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] নাশক হয়।

হস্তিকর্ণপলাশের গুণ। [illegible], মেধা, [illegible], [illegible] হয়।

হাতিশোঁড়ার গুণ। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] নাশক হয়।

হংসরাজের গুণ। [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] নাশক হয়।

হংসপদীর গুণ। বিসর্পাদি কুষ্ঠরোগ নাশক, এবং ত্রিবিধ [illegible], দাহ, পিত্ত নাশক হয়।

ক্ষ

ক্ষৌরকর্ম্মের গুণ। [illegible] মাস, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] হয় এবং [illegible] [illegible] জন্মে।

ক্ষেত্রপাপড়ার গুণ। পিত্ত, দাহ, [illegible] নাশক ও [illegible] হয়।

দ্রব্যগুণ নির্ণয় সমাপ্ত।

আয়ুর্বেদদর্পণের পারিভাষিক কথন।

অঙ্গগ্রহ-গাত্রবেদনা।
অগ্নিসাদ-মন্দাগ্নি।
অজমোদা-বনযমানী।
অজমোদিকা-যমানী।
অতসী-তিসী, মসিনা।
অতিবিষা-আতইচ।
অভিষ্যন্দি-[illegible]।
[illegible]
[illegible]-ইচ্ছার অন্যথা।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] অতিতৃষ্ণার্ত।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]-[illegible] বাহিরে আপক্ক [illegible]।
[illegible]
আধ্মান-উদর ফাঁপা।
আবিল-মলাযুক্ত।
আর্ত-পীড়িত।
[illegible]-অকালজ।
আর্তি-পীড়া।
[illegible]-মধ্যেকার জ্বর।
[illegible]-[illegible] জ্বর।

উৎপল-শালুকপুষ্প।
উদাবর্ত-ঊর্দ্ধগতবায়ু, মূত্রমলত্যাগ।
উষ্মাণ-অগ্নি।
উল্বণ-উৎকটদোষ সান্নিপাতিক।
[illegible]
উদীচ্য-বালা।
উন্নত-বর্দ্ধিত।
উশীর-বেণামূল।
উপকুল্যা-পিপুল।
উষর-ভূমির ক্ষার।
উষ্মা-উষ্ণ।
উপনাহ-প্রলেপ।
এলা-এলাইচ।
ওজঃ-সপ্ত ধাতুর সারভাগ।
কন্দ-মূল, আলু।
[illegible]-খসকচ্ছ।
[illegible]-কুলঝুটা।
কটুরোহিণী-কটকী।
কর্ণনাদ-কর্ণে নানা শব্দ শ্রবণ।
[illegible]
কলশী-চাকুলা।
কষায়-ষোলগুণ জলে সিদ্ধ পাচনের নাম কষায়।
[illegible]-অবশিষ্ট চারিভাগ অথবা অষ্টভাগাবশিষ্ট।
[illegible]-কেলেকড়া।
কাকমাচী-গুড়কামাই।
[illegible]
[illegible]
কলিঙ্গ-ইন্দ্রযব।
কারবী-কৃষ্ণজীরা।
[illegible]
কাশ্মরী-গামার।
কিরাতক-চিরাতা।
কুষ্ঠ-কুড়।
কুস্তুম্বুরু-ধনে।
কোটর-বৃক্ষের [illegible]।
কোষ্ঠ-[illegible]।
কোষ্ণ-অল্পউষ্ণ।
কৃচ্ছ্র-কষ্ট।

কৃষ্ণা-পিপুল।
কুম্ভাণ্ড-[illegible]।
কৃষ্ণ-মরিচ।
গণিকারি-গণিয়ারী।
গদ-[illegible]।
গুরু-ভার।
গৌরব-ভারি।
গ্রন্থিক-পিপুল মূল।
গ্লপন-গ্লানি।
ঘন-মুথা।
চব্রি-চব্রি, চব্য।
চয়-সঞ্চয়।
চেষ্টা-অঙ্গচালনাদি।
চন্দন-রক্তচন্দন।
চিঞ্চা-তেঁতুল।
ছত্রা-ধনে।
ছর্দ্দি-বমি।
জটা-জটামাংসী।
জঙ্গম-সচল।
জন্তু-[illegible]।
জরসংজ্ঞা-[illegible]।
টঙ্কন-সোহাগা।
তমক-শ্বাস-হাপানি।
তনুতা-বিস্তার।
তৃষ্ণা-পিপাসা।
তুম্বিকা-লাউয়ের ন্যায়।
তন্দ্রাজ্ঞান-অন্ধকারের মত শ্লেষ্মা।
তমঃ-প্রলাপ কথন ও অন্ধকার দর্শন।
তর্করী-গণিয়ারী।
তর্পণ-তৃপ্তিজনক।
তির্য্যক্ গতি-বক্র ও পার্শ্বগতি।
তীক্ষ্ণ-বিষাদ্য তীব্র।
তৈজসিক-কাঞ্চন।
তোদ-সুচ বেঁধা বেদনা।
ত্রিক-মেরুদণ্ডের নিম্নে অস্থিত্রয়যুক্ত স্থান।
ত্বক্ক্ষীরী-বংশলোচন।
তৃপ্তি-আহারে অনাকাঙ্ক্ষা।
দন্তব্রণ-পোকা দাঁত।
দরণ-ফাটা।
দীপ্যক-যমানী।
দুর্নাম-অর্শ।
দুস্পর্শ-[illegible]।

দোষ-বায়ু পিত্ত কফ।
ধান্যক-ধনে।
ধাত্রী-আমলকী।
ধাতু-শরীর ধারক।
নয়নাশ্রু-সজল চক্ষু।
নাগর-শুঁঠ।
নিশ্চল-স্থির।
নিদান-আদি কারণ।
নিদান-হেতু।
নিদিগ্ধিকা-কণ্টকারী।
নিরাম-পক্ক রসযুক্ত।
নিরূহ-পিচকারী।
নির্য্যূহ-সিদ্ধ পাচনের জল।
নিষ্ঠীবন-কফোৎপাটন।
নীলিকা-জলের জ্বর।
পক্কাশয়-হৃদয়ের অধোভাগে পাকস্থলী।
পচ্যমান-পাক।
পঞ্জর-[illegible]।
পথ্যা-হরীতকী।
পদ্মক-পদ্মকাষ্ঠ।
পবন-জোয়ান।
পরিণাম-শেষ।
পরিষেক-স্নানাদি।
পর্ব্বভেদ-অঙ্গুল্যাদির পর্ব্ব ভাঙ্গার ন্যায় বেদনা।
পরূষক-ফলসা।
পর্য্যুষিত-বাসি।
প্লুষ্ট-পোড়াফোস্কা।
পলাণ্ডু-পেঁয়াজ।
পক্ষপাত-[illegible]।
পক্ষাভিঘাত-পক্ষীর স্বর।
পাকল-[illegible]।
পাঠা-আকনাদি।
পাচন-কষায়।
পাচক-অপক্ক দোষাদির পাককারী।
পাণ্ডু-গোলাপী।
পাণ্ডুরোগ-পিঙ্গলবর্ণতা।
পেয়া-শরবৎ ন্যায়।
পেয়া-অষ্টাদশ গুণ জলে খুদ্‌কা ধান্য সিদ্ধ করিয়া নির্গত রস পাতলা অথচ ঘন হইবে তাহার নাম পেয়া।
পিচুমর্দ-নিম।

পিচ্ছিল-ক যা, ভিজি।
[illegible]-ফেনার ন্যায়।
পীড়কা-ব্রণ।
পূতি-পচা, দুর্গন্ধ।
পূপ-পিষ্টক।
পূর্ব্বরূপ-জ্বর যে ব্যাধি তবোধক চিহ্ন।
পেয়া-ষড়্গুণ জলে তরলিত।
পৌষ্কর-কুড়।
প্রকোপ-প্রকাশ।
প্রজ্ঞাপরাধ-বুদ্ধি ধৈর্য্য স্মৃতিনাশ হেতু [illegible] কর্ম্ম করণ।
[illegible]
[illegible] } মুখ নাসাতে
[illegible] } জলস্রাব।
[illegible] অঙ্কণ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]-অর্দ্ধতোলা, বাটাদ্রব্য ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ ১৬ তোলা অবশিষ্ট।
প্রমীলক-চক্ষু মুদ্রিতাভাব।
[illegible]-ত্যাগ দেহ ও অর্দ্ধভাবির জ্বর।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
বর্চ্চ-বিষ্ঠা।
বর্ষাভূ, রক্তপুষ্প-রক্তশোথাপুনর্ণবা।
বস্তি-কুঁচকীর উপর স্থান, তলপেট।
বাজিকরণ-গ্রামে ভোজন।
বাল-বালা, বালক।
বাসক-বাসক।
ব্যাধিত-ব্যাধি।
বিকল্প-পক্ষান্তর কল্পনা।
বিজয়া-সিদ্ধি।
বিতুন্নক-ধনে।
বিদাহি-অম্লতা।
বিম্ব-তেলাকুচা।
বিশ্বা-শুন্ঠী।
বিরেচন-জুলাপ।
বিলেপী-চারি গুণ জলে সিদ্ধ অবিরল অন্ন।
বিদারিকা-ভেদবর্ণী, মতভেদে ক্ষুধা ক্রম, আক্রান্তচিত্ত।
বিক্ষেপ-দূরকরণ।
বিষ্টম্ভ-অজীর্ণ।
বীরণ-বেণা।
বৈরস্য-রসরহিতত্ব।
বৈচিত্র্য-নানাপ্রকার।
[illegible]-ডিঙাপুতা।
বৃশ্চীর, দীর্ঘপত্র-শ্বেতশোথাপুনর্ণবা।
বৃষ্য-তেজস্কর।
ব্যবায়-মৈথুন।
ব্যভিচার-স্বভাব বিপরীত।
[illegible]ভিচার-অতিক্রম।
ব্যাকুড়-বৃক্ষতী।
ব্যাঘ্রী-কণ্টকারী।
ব্যায়াম-কুস্তী।
বৃহতী-বনকাটী।
ভার্গী-বামনহাটী।
ভূনিম্ব-চিরাতা।
ভৈষজ্য-ঔষধ।
মদ-মত্ততা।
মধুক-মউল।
মধুক-পানড়া।
মর-মস্তুরা।
মল-অসার, [illegible]।
মল-বাতপিত্ত কফ।
মস্তু-মাঠা।
মহানিম্ব-বর্জ্জ্র, বনিম, নৈপালনিম্ব।
মোহ-মূর্চ্ছা।
মহৌষধ-শুন্ঠী।
মাগধিক-পিপুল।
মাতুলঙ্গকেশর-টাবালেবুর রোয়া।
মিথ্যাযোগ-অকালজাত শীত গ্রীষ্মাদি বোধ এবং অলীক দর্শনাদি।
মাক্ষিক-মধু।
মূলবিষ-কন্দাদি স্থাবরবিষ।
মূর্ব্বা-মুরগা।

[illegible]।

[illegible]—[illegible] জন্ত।

[illegible]—[illegible]।

মর্মাস্থি—উদরস্থ জলাদিতে নিষ্ঠ অবিরল অস্থি।

যন্ত্রজল—ফোয়ারার জল।

যান—[illegible]।

যুগপৎ—এক কালীন।

যূষ—ঝোল।

রক্ত—সিন্দুর।

রক্তমোক্ষণ—রক্তখোলা।

রসোনা—রসুন।

রাজবৃক্ষ—সোঁদাল।

রাজী—রাজিকা, শ্বেতসর্ষপ।

রুজা—রোগ ও বেদনা।

রোগের বিপরীত আহার ও বিপরীত ঔষধ—উপশয়।

রোহিণী—কটুকী।

লঙ্ঘন—অনাহার ও অল্পাহার দ্বারা শরীরের ভার হরণ করণ।

লালা—লাল।

লিক্ষিকা—[illegible]।

লোধ্র—লোধ ফুল।

শতাবরী—শতমূলী।

শমন—দোষত্রয়ের প্রশমতাকারক।

[illegible]।

শিংশপাসার—অগুরু।

[illegible]।

শিরোবিরেচন—শিরোরোগনাশ।

শূল—বেদনা।

শোধন—[illegible]।

শৃঙ্গ—শিঙ্গা।

[illegible]—গোক্ষুরী।

[illegible]।

[illegible]—কাঁকড়াশৃঙ্গী।

[illegible]—ষড়ঙ্গপানীয় অর্থাৎ [illegible] ঔষধ সিদ্ধ [illegible] অবশিষ্ট জল।

সংগ্রাহক—কোষ্ঠবদ্ধক।

সংপ্রাপ্তি—রোগের উৎপত্তি।

[illegible]—[illegible] ক্ষারী।

[illegible]—[illegible] ধাতুদ্বয়।

[illegible]—[illegible] ধাতুর [illegible]।

সপ্তচ্ছদ—[illegible]।

সন্নিকৃষ্ট—নিকট কারণ।

সমযোগ—[illegible] হইতে [illegible]।

সরল—সোজা, অথবা [illegible]।

[illegible]—সাজারী।

সাত্ম্য—স্বভাবসিদ্ধ।

সাত্ম্য—শরীরের হিতজনক।

সামরোগ—অপক্ব রসযুক্ত রোগ।

[illegible]—[illegible]।

সারিবা—অনন্তমূল।

সিন্দুবারক—নিসিন্দা।

সিন্ধুজ—সৈন্ধব।

সূতক—পারা।

[illegible]—সূচিবিদ্ধবৎ [illegible] বেদনা।

স্নিগ্ধ—আর্দ্র।

[illegible]—[illegible]।

[illegible]—[illegible]।

[illegible]—আঠিল।

[illegible]—[illegible]।

[illegible]—অস্থিমজ্জাদি।

হরিদ্রা—হলদে।

হেম—স্বর্ণ।

স্নেহ—ঘৃত তৈলাদি।

[illegible]—মহিষের [illegible]।

হিক্কা—হেঁচকী।

হংসপাদী—[illegible]।

হ্রীবের—বালা।

হৃদরোগ—যে রোগে হৃদয় ব্যথিত হয়।

হৃল্লাস—বমীভাব।

ক্ষব, ক্ষবথু—হাঁচি।

[illegible]—হাঁচি।

[illegible]—[illegible]।

ক্ষীর—[illegible]।

ক্ষুদ্রা—কণ্টকারী।

ক্ষৌদ্র—মধু।

ক্ষার—লবণ, চুনাদি।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।